# 31 মার্চ 2023-এ সমাপ্ত সময়কালের জন্য ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের প্রতিবেদন

**পশ্চিমবঙ্গ সরকার**

**2025 সালের প্রতিবেদন সংখ্যা 6**
**(মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা - সিভিল)**

## সূচীপত্র


| | উল্লেখ সূত্র | |
|---|---|---|
| | অনুচ্ছেদ | পৃষ্ঠা নং |
| প্রাক্কথন | - | (v) |
| নির্বাহী সারসংক্ষেপ | - | (vii)-(xiv) |
| **প্রথম অধ্যায় : নিরীক্ষার সারসংক্ষেপ** | | |
| ভূমিকা | 1.1 | 1-2 |
| এই প্রতিবেদনের বিষয় | 1.2 | 2 |
| নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ | 1.3 | 2-3 |
| পরিকল্পনা এবং নিরীক্ষা পরিচালনা | 1.4 | 3 |
| নিরীক্ষার প্রতিক্রিয়া | 1.5 | 3-4 |
| স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন | 1.6 | 4 |
| **দ্বিতীয় অধ্যায়** | | |
| **অর্থ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর** | | |
| ***"অর্থ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে ই-প্রকিওরমেন্ট"* সম্পর্কিত বিষয়-নির্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা** | | |
| ভূমিকা | 2.1 | 5 |
| সিস্টেম ওয়ার্কফ্লো | 2.2 | 5-6 |
| নিরীক্ষার উদ্দেশ্য | 2.3 | 6 |
| নিরীক্ষার পরিধি | 2.4 | 6-7 |
| নিরীক্ষার নমুনা | 2.5 | 7 |
| নিরীক্ষার মানদণ্ডের উৎস | 2.6 | 7 |
| নিরীক্ষা পদ্ধতি | 2.7 | 7-8 |
| প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং সম্পাদন | 2.8 | 8-12 |
| ইউজার ব্যবস্থাপনা | 2.9 | 12-19 |
| দরপত্র আহ্বান কর্তৃপক্ষ দ্বারা দরপত্র তৈরি, প্রকাশন এবং খোলা | 2.10 | 20-23 |
| দরপ্রস্তাব তৈরি ও জমা | 2.11 | 23-25 |
| দরপ্রস্তাব খোলা এবং মূল্যায়ন | 2.12 | 25-28 |
| কাজের চুক্তি | 2.13 | 28-29 |
| সময়মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি | 2.14 | 30-31 |
| অন্যান্য বিষয় | 2.15 | 31-33 |
| উপসংহার | 2.16 | 33-34 |

| | উল্লেখ সূত্র | |
|---|---|---|
| | অনুচ্ছেদ | পৃষ্ঠা নং |
| **তৃতীয় অধ্যায়** | | |
| **পর্যটন দপ্তর** | | |
| ***"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর দ্বারা কেন্দ্রীয়/রাজ্য প্রকল্পের অধীনে পর্যটন সুবিধাগুলির উন্নতিকরণ এবং সম্প্রসারণ"*-এর উপর বিষয় নির্দিষ্ট মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা** | | |
| ভূমিকা | 3.1 | 35-36 |
| সাংগঠনিক পরিকাঠামো | 3.2 | 36-37 |
| নিরীক্ষার উদ্দেশ্য | 3.3 | 37 |
| নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি | 3.4 | 37-38 |
| নিরীক্ষার মানদণ্ড | 3.5 | 38 |
| পরিকল্পনা | 3.6 | 38-43 |
| প্রকল্প বাস্তবায়ন | 3.7 | 43-53 |
| পর্যটন সম্পত্তির অ-ব্যবহার | 3.8 | 53-55 |
| কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পের (সি এস এস) বাস্তবায়ন | 3.9 | 55-64 |
| পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে পরিকাঠামো উন্নয়ন | 3.10 | 64-67 |
| পর্যটন প্রচারমূলক ব্যবস্থার কার্যকারিতা | 3.11 | 67-68 |
| ক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি | 3.12 | 68-69 |
| নজরদারি | 3.13 | 69-72 |
| সরকারি পর্যটন সম্পত্তির কার্যকরী ব্যবহার | 3.14 | 72-74 |
| পর্যটন স্থানগুলিতে উপলব্ধ মৌলিক পরিকাঠামোর সমীক্ষা | 3.15 | 75-76 |
| হোমস্টে প্রকল্প | 3.16 | 77-80 |
| পর্যটন ইউনিটগুলিকে উৎসাহবর্ধক ভাতা | 3.17 | 80-83 |
| **চতুর্থ অধ্যায়** | | |
| **মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ** | | |
| ***অর্থ দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তর*** | | |
| রাজস্ব ক্ষতি | 4.1 | 85-86 |
| ***শিল্প, বাণিজ্য এবং উদ্যোগ দপ্তর*** | | |
| সময়মতো ব্যবস্থা না নেওয়ার কারনে ইজারাদারদের কাছ থেকে জলকর অনাদায় | 4.2 | 87 |
| ***সেচ এবং জলপথ দপ্তর*** | | |
| নিস্ফল ব্যয় | 4.3 | 88-90 |
| ***সেচ ও জলপথ দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তর*** | | |
| পরিষেবা কর বিলম্বে প্রদানের কারনে পরিহারযোগ্য ব্যয় | 4.4 | 90-92 |

| | উল্লেখ সূত্র | |
|---|---|---|
| | অনুচ্ছেদ | পৃষ্ঠা নং |
| ***ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর*** | | |
| সংগ্রহে অনিয়মের ফলে অতিরিক্ত ব্যয় এবং ঠিকাদারকে অযৌক্তিক সুবিধা দেওয়া | 4.5 | 92-94 |
| নিস্ফল ব্যয় | 4.6 | 94-95 |
| সাধারন সুবিধা কেন্দ্র কাজ না করার কারণে নিস্ফল ব্যয় এবং তহবিল আটকে থাকা | 4.7 | 95-98 |
| গ্রামীণ কারুশিল্প কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম | 4.8 | 98-103 |
| ***জন স্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর*** | | |
| নিস্ফল ব্যয় | 4.9 | 103-105 |
| ওভার হেড রিজার্ভার ভেঙে যাওয়ার দরুন অপচয়মূলক/নিস্ফল ব্যয় | 4.10 | 105-107 |
| ***পূর্ত দপ্তর*** | | |
| কংক্রিট পেভার ব্লকের হ্রাসকৃত দর অন্তর্ভুক্তিকরন না করার ফলে পরিহারযোগ্য ব্যয় | 4.11 | 108-109 |
| অপচয়মূলক ব্যয় | 4.12 | 109-111 |
| ব্যয়বহুল বাইন্ডার এবং ওয়্যারিং কোর্সের অযৌক্তিক ব্যবহারের কারণে পরিহারযোগ্য ব্যয় | 4.13 | 111-113 |
| ***পরিবহন দপ্তর*** | | |
| পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের কার্যসম্পাদনে ঘাটতি | 4.14. | 113-129 |

| পরিশিষ্টসমূহ | | |
|---|---|---|
| ক্রমিক সংখ্যা | বিবরণসমূহ | পৃষ্ঠা নং |
| 1.1 | দপ্তরগুলির তালিকা | 131 |
| 1.2 | 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির তালিকা | 132-133 |
| 1.3 | বিধানসভায় উপস্থাপিত প্রতিবেদনের বিবরণ | 134 |
| 1.4 | নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ/পি এ/এস এস সি এ-এর অমীমাংসিত উত্তরগুলি | 135-136 |
| 1.5 | 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত দপ্তরভিত্তিক বকেয়া পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং অনুচ্ছেদের বিবরণ | 137 |
| 1.6 | 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত বিধানসভায় পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিবরণ | 138-139 |
| 2.1 | নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত বিভাগভিত্তিক দরপত্রের সংখ্যা | 140 |
| 2.2 | 31 মার্চ 2023 পর্যন্ত দপ্তরভিত্তিক দরপত্র তৈরির তারিখ | 141-143 |
| 2.3 | মার্চ 2023 পর্যন্ত ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালে অ-নিবন্ধিকৃত না হওয়া পি এস ইউ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির বিবরণ | 144-146 |

| পরিশিষ্টসমূহ | | |
|---|---|---|
| ক্রমিক সংখ্যা | বিবরণসমূহ | পৃষ্ঠা নং |
| 2.4 | নির্ধারিত টি আই এ ব্যতীত প্রকাশিত একটি নির্দিষ্ট বিভাগের সাথে সম্পর্কিত দরপত্রের বিবরণী | 147-148 |
| 3.1 | তারকা শ্রেণী অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অপ্রাপ্যতার বিবরণ এবং 2017-23 সময়কালে টি এল/টি পি সংস্কার এবং উন্নয়নের জন্য ব্যয় | 149 |
| 4.1 | প্রধান খনিজের জন্য দীর্ঘমেয়াদী খনির ইজারায় জলের হার আদায় করা হয়নি | 150 |
| 4.2 | পরামর্শদাতার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার প্রকৃত তারিখের সাথে নির্ধারিত সময়সীমার বিশদ বিবরণ | 151-153 |
| 4.3 | জুন 2020 থেকে জুন 2023 পর্যন্ত মেসার্স হেরিটেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান বৃদ্ধির তারিখ (পাঁচ শতাংশ) প্রতি বছরের 16ই মার্চ, 16.03.2021 থেকে শুরু হবে | 154-155 |
| 4.4 | ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল কর্তৃক গৃহীত সম্ভাব্যতা অধ্যায়ন | 156 |
| শব্দকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ | | |
| | শব্দকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ | 157-161 |

# প্রাক্কথন

31শে মার্চ 2023 তারিখে সমাপ্ত বছরের এই প্রতিবেদনটি ভারতের সংবিধানের 151 অনুচ্ছেদের অধীনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই প্রতিবেদনে পশ্চিমবঙ্গের আটটি দপ্তর এবং একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার নিরীক্ষার উল্লেখযোগ্য ফলাফল রয়েছে।

এই প্রতিবেদনে সেইসব বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে যেগুলি 2022-23 সালে নিরীক্ষার পরীক্ষামূলক যাচাইয়ের সময় পরিলক্ষিত হয়েছে এবং যেগুলি পূর্ববর্তী বছরগুলিতে পরিলক্ষিত হয়েছে কিন্তু ইতিপূর্বে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। 2022-23-এর পরবর্তী সময়ের সাথে সম্পর্কিত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলিও এই প্রতিবেদনে তুলে ধরা হয়েছে।

ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামকও নিরীক্ষকের দ্বারা জারি করা মানদন্ড অনুসারে নিরীক্ষা পরিচালিত হয়েছে।

**বাংলা প্রতিবেদনে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকলে ইংরাজী প্রতিবেদনকে প্রামাণ্য হিসাবে ধরতে হবে।**

# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

প্রধান মহাগাণনিক (নিরীক্ষা-II), পশ্চিমবঙ্গ, কার্যালয়ের এখতিয়ারের অধীনে 24 টি দপ্তরের মধ্যে একটি নিগম সহ আটটি সরকারি দপ্তরের মান্যতা নিরীক্ষা থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলি এই প্রতিবেদনটিতে অন্তর্ভুক্ত আছে।

এই প্রতিবেদনের উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ:

## উল্লেখযোগ্য নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ

***অর্থ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ই-প্রকিওরমেন্ট সম্পর্কিত বিষয়-নির্দিষ্ট মান্যতা নিরীক্ষা (এস এস সি এ) প্রতিবেদন***

ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার (জি ই পি এন আই সি) দ্বারা ভারত সরকারের ই-প্রকিওরমেন্ট ব্যবস্থাটি বিকশিত করা হয়েছিল রাজ্য সরকারের ক্রেতাদের পাশাপাশি সরবরাহকারীদের সময় বাঁচাতে এবং অপ্রয়োজনীয় কাগজভিত্তিক কাজ কমাতে এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বাড়াতে, যা সুশাসনে অবদান রাখে। এটি একটি ওয়েব-ভিত্তিক প্ল্যাটফর্ম যা রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাজ্য সরকারের দপ্তর, স্থানীয় সংস্থা এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (পি এস ইউ) দ্বারা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈরি।

***(অনুচ্ছেদ 2.1)***

এম ও ইউ/এস এল এ-এর অনুপস্থিতির ফলে উভয় পক্ষের ভূমিকা ও দায়িত্ব, সময়সীমা এবং কাজ প্রদানের স্পষ্টতার অভাব সম্পর্কিত পরিহার্য ঝুঁকি উৎপন্ন হয়েছে তথা রাজ্য সরকারের তরফে ই-প্রকিওরমেন্ট প্রণালী বাস্তবায়নে বিলম্ব বা অসম্পূর্ণ/ভুল বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণে অসমর্থ্য হয়েছে।

***(অনুচ্ছেদ 2.8.1)***

31 মার্চ 2023 পর্যন্ত, সমস্ত রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলির মধ্যে, সংসদ বিষয়ক দপ্তর, 18 টি পি এস ইউ এবং 68 টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালে নিবন্ধিত ছিল না।

***(অনুচ্ছেদ 2.8.2)***

দরপত্র মূল্যায়ন এবং চুক্তি প্রদানের পক্রিয়া ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে বাস্তবায়ন করা হয়নি ফলে নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি দেখা গেছে। আলোচনার জন্য ই-টেন্ডারিং-এর অধীনে সাব-মডিউলটি রাজ্যে বাস্তবায়িত হয়নি এবং তাই অফলাইন মোডে এটি কার্যকর করতে হয়েছিল। ফলস্বরূপ, ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে আলোচনা প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ সম্পর্কিত কোনও বিবরনী ছিল না।

***(অনুচ্ছেদ 2.8.4 এবং 2.8.5)***

নথির পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই থেকে দেখা গেছে কাজগুলি বিভক্ত করে বাধ্যতামূলক অনলাইন দরপত্র এড়ানো হয়েছিল, যার ফলে ই-টেন্ডারিংয়ের উদ্দেশ্য লঙ্ঘিত হয়েছিল এবং পছন্দের ঠিকাদারদের অযৌক্তিক সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত পরিহার্য ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল।

***(অনুচ্ছেদ 2.8.6)***

পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই থেকে দেখা গেছে যে চারটি বিভাগে মনোনীত দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ (টি আই এ) ব্যতীত 139টি দরপত্র জারি করা হয়েছিল। এর থেকে বোঝা যায় যে, সার্কেল অফিস এবং উপ-বিভাগ কার্যালয়ের দরপত্রগুলি অন্যান্য বিভাগীয় কার্যালয়ের

প্রাতিষ্ঠানিক আই ডি ব্যবহার করে অনুচিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল, যা উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ ঘাটতি প্রকাশ করে।

***(অনুচ্ছেদ 2.9.1)***

2018-19 থেকে 2022-23 এর মধ্যে, 67 টি ঘটনা ছিল যেখানে তিনটি বিভাগে 11 টি নথির ক্ষেত্রে মেয়াদ উত্তীর্ণ ডি এস সি ব্যবহার করে দরপ্রস্তাব নথিগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

***(অনুচ্ছেদ 2.9.2)***

দপ্তরীয় কর্মকর্তাদের জন্য কোনও কর্মপ্রবাহ ছিল না যাতে তারা যাচাই করতে পারে যে নথিবদ্ধ করা প্যান নম্বরটি অন্তর্ভুক্ত করা প্যান কার্ডের কপির বিবরণের সাথে মিলেছে কিনা। অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোলের অনুপস্থিতির কারণে সিস্টেমটি একই প্যান সহ একই দরপত্রে দরদাতাদের অংশগ্রহণকে সীমাবদ্ধ করতে পারেনি।

***(অনুচ্ছেদ 2.9.6)***

2018-19 এবং 2022-23 এর মধ্যে প্রকাশিত পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর 90,928 টি দরপত্রের মধ্যে 4,012 টি দরপত্রে ন্যূনতম দরপ্রস্তাব জমা দেওয়ার সময়সীমা সিস্টেম দ্বারা লাগু করা হয়নি। কার্যনির্বাহী নির্দেশাবলী অনুসারে ন্যূনতম দরপ্রস্তাব জমা দেওয়ার সময়সীমা সম্পর্কিত ব্যবসায়িক নিয়মগুলি দরপ্রস্তাব জমা দেওয়ার সময় কার্যকর করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল আকারে সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

***(অনুচ্ছেদ 2.10.1)***

পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর 7,137 টি দরপত্রসহ প্রকাশিত 33,614 টি দরপত্রে (2018-19 থেকে 2022-23) সিস্টেমে নথিভুক্ত করা দরপত্র মূল্য এবং দরপত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট বি ও কিউ-এর মোট মূল্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল। টি আই এ দ্বারা নথিভুক্ত করা বি ও কিউ-এর উপর ভিত্তি করে দরপত্র মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করার জন্য সিস্টেমে অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অনুপস্থিতির কারণে এই অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল।

***(অনুচ্ছেদ 2.10.2)***

পূর্বে বাতিল করা দরপত্র এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তীতে আমন্ত্রিত পুনঃ-দরপত্রের মধ্যে কোনও যোগসূত্র ছিল না। ফলস্বরূপ, মূল বাতিলকৃত দরপত্র এবং পরবর্তী দরপত্রের মধ্যে যোগসূত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা যায়নি।

***(অনুচ্ছেদ 2.10.3)***

2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে জি ও ডব্লিউ বি-এর 10 লক্ষ টাকার বেশি দরপত্র মূল্যের 1,247 টি দরপত্রে দুই পর্যায়ে দরপ্রস্তাব গ্রহণের নিয়ম সিস্টেম দ্বারা লাগু করা হয়নি।

***(অনুচ্ছেদ 2.10.4)***

অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের গুরুত্বপূর্ণ ব্যর্থতা লক্ষ্য করা গেছে কারণ সিস্টেমটি বিড ওপেনারদের দরদাতাদের দ্বারা জমা দেওয়া ফিনান্সিয়াল দরপ্রস্তাবগুলি ডিক্রিপ্ট এবং খোলার অনুমতি দিয়েছে, যদিও তাদের কোনও টেকনিক্যাল দরপত্র ডিক্রিপশন নথি ছিল না।

***(অনুচ্ছেদ 2.12.1)***

পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর নয়টি (09) নির্বাচিত উপ-বিভাগ/বিভাগ/মন্ডল কার্যালয়ে পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত 249টি দরপত্রের মধ্যে 120টি দরপত্রে দরদাতারা সংশ্লিষ্ট এন আই

ই টি গুলিতে বাধ্যতামূলক হিসাবে উল্লিখিত অ-বিধিবদ্ধ নথিগুলি অন্তর্ভুক্ত করেননি। সিস্টেমে বাধ্যতামূলকভাবে এই জাতীয় নথি অন্তর্ভুক্ত করার নিয়ম ছিল না।

**(*অনুচ্ছেদ 2.12.3*)**

পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে প্রকাশিত 90,928 টি দরপত্রের মধ্যে 1,291 টি দরপত্রে প্রদত্ত চুক্তির পরিমাণ L1 দরপ্রস্তাবের চেয়ে বেশি ছিল।

**(*অনুচ্ছেদ 2.13.1*)**

## *সুপারিশসমুহ:*

***সরকারের করণীয়:***

- ***সিস্টেমে বাকি থাকা সুযোগসুবিধাগুলির বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংস্থার সাথে এম ও ইউ/পরিষেবা স্তরের চুক্তি সম্পাদন করা।***
- ***এটি নিশ্চিত করতে হবে যে সমস্ত দপ্তর, পি এস ইউ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং প্রারম্ভিক মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যের দরপত্রের জন্য পোর্টাল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।***
- ***আপোসের জন্য কার্যক্ষমতার উন্নয়ন এবং দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন মডিউল এবং চুক্তি প্রদানের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলির জন্য সিস্টেম ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।***
- ***প্যান, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আই ডি-এর স্বতন্ত্রতা এবং বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য দরদাতাদের নিবন্ধনের সময় সিস্টেমে যথাযথ অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।***
- ***প্রযোজ্য ন্যূনতম দর জমা দেওয়ার সময়সীমা ধার্য করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।***
- ***পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য, পূর্বে বাতিল হওয়া দরপত্রগুলিকে পরবর্তীতে পুনঃদরপত্র আহ্বানের সাথে সংযুক্ত করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।***
- ***10 লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের দরপত্রের জন্য দুই-পর্যায়ে দরপ্রস্তাব ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণের জন্য ব্যাবসায়িক নিয়মের সংযুক্তিকরণ সুনিশ্চিত করা।***
- ***জমা দেওয়া দরপ্রস্তাবের টেকসই এনক্রিপশন চালু করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল বাস্তবায়ন করা এবং তথ্যের গোপনীয়তা এবং অখণ্ডতা সংরক্ষণের জন্য একটি স্পষ্ট সিস্টেম ট্রেইল বজায় রাখা।***
- ***এ ও সি শুধুমাত্র ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে জারি করা তথা ম্যানুয়ালি চুক্তি প্রদান বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করা, যাতে ব্যবহারকারীদের দ্বারা ভুল/ইচ্ছাকৃত অনিয়মের ঝুঁকি কমানো যায়।***

## *"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর দ্বারা কেন্দ্রীয়/রাজ্য প্রকল্পের অধীনে পর্যটন সুবিধাগুলির উন্নতিকরণ এবং সম্প্রসারণ"-এর উপর বিষয় নির্দিষ্ট মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা*

পশ্চিমবঙ্গ তার ভৌগলিক চরিত্রে বৈচিত্র্যময়, যেমন উত্তরে হিমালয়ের তুষারাবৃত চূড়া তেমন দক্ষিণে সুন্দরবনের অনন্য ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্র। পর্যটন শিল্প রাজ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সহ রাজস্ব অর্জন করে। এটি রাজ্যের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা নিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পে রাজ্যের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

***(অনুচ্ছেদ 3.1)***

কোনও কৌশলগত পরিকল্পনা না থাকায় সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং সৃষ্ট সম্পদের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি দীর্ঘস্থায়ী রূপরেখা ছাড়াই দপ্তর পর্যটন বিকাশের এলাকাগুলি নির্বাচন করেছে।

***(অনুচ্ছেদ 3.6.3)***

এমনকি, ডব্লিউ বি টি পি-2019-এর চার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও, পর্যটন দপ্তর পরিষেবা প্রদানের মান নিশ্চিত করার জন্য কল্যাণকর/আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলির স্বীকৃতির বিস্তারিত নির্দেশিকা তৈরি করেনি।

***(অনুচ্ছেদ 3.6.5.4)***

2017-23 সালে, পর্যটন দপ্তর 471 টি প্রকল্প গ্রহণ করেছিল, যা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড (ডাব্লিউ বি টি ডি সি এল) এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি দ্বারা বাস্তবায়িত করা হবে। এর মধ্যে 330 টি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে এবং 141 টি প্রকল্পের কাজ (30 *শতাংশ*) চলছে (31 মার্চ 2023 পর্যন্ত)। এই বিলম্বের প্রধান কারণগুলির মধ্যে ছিল দায়মুক্ত জমি এবং ছাড়পত্রের অপ্রাপ্যতা, ঘাটতিপূর্ণ পরিকল্পনা ইত্যাদি।

***(অনুচ্ছেদ 3.7)***

কোনও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ছাড়াই এবং জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত না করে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করার কারণে পর্যটন প্রকল্পগুলি বিলম্বিত হয়েছিল এবং কাজে লাগানো যায়নি। ঘাটতিপূর্ণ পরিকল্পনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে, শুরু থেকেই কোনও সুবিধা কেন্দ্র ব্যবহার করা যায়নি, যার ফলে শেষ পর্যন্ত এটি ভেঙে ফেলা হয়েছিল এবং 54.45 লক্ষ টাকার অফলপ্রসূ ব্যয় হয়।

***(অনুচ্ছেদ 3.7.1.1, 3.7.1.2 এবং 3.7.1.3)***

পর্যটন সম্পত্তি সংস্কার এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে দপ্তরের কিছু ত্রুটি ছিল যা পর্যটন লজের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যকে ব্যর্থ করে দেয়। এমনকি পর্যটন লজগুলির সংস্কার ও উন্নয়নে 97.64 কোটি টাকা ব্যয় হলেও, দপ্তরটি পর্যটন সম্পত্তির আধুনিকমান অর্জনের জন্য শ্রেণীকরণের আবেদন করেনি।

***(অনুচ্ছেদ 3.7.1.4)***

দপ্তরটি রাজ্যের উপকূলীয় পর্যটন সার্কিটের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য স্বদেশ দর্শনের অধীনে 85.39 কোটি টাকা ব্যয়ে 55 টি কাজ গ্রহণ করেছে (ডিসেম্বর 2015)। তবে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করেনি এবং ফলস্বরূপ *তাজপুর, মন্দারমনি, হেনরি দ্বীপে* আনুমানিক 18.43 কোটি টাকা ব্যয়ে নয়টি কাজ এবং কলকাতা ও *দিঘা, বকখালির* মধ্যে রাস্তাবরাবর সুযোগ-সুবিধাগুলি ব্যবহার করা যায়নি।

***(অনুচ্ছেদ 3.9.1.1)***

প্রয়োজনীয় অনুমতির অভাবের কারণে, সি আর জেড নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে *ফ্রেজারগঞ্জ* (ফেব্রুয়ারী 2018) এবং *হেনরি দ্বীপে* (ফেব্রুয়ারি 2019) সি আর জেড অঞ্চলে নির্মিত ওয়াচ/লাইফ গার্ড টাওয়ারগুলি সেপ্টেম্বর 2021 সালে *(হেনরি দ্বীপে)* এবং জুলাই 2022-এ *(ফ্রেজারগঞ্জে)* ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা ভেঙে ফেলা হয়েছিল।

***(অনুচ্ছেদ 3.9.1.2)***

পর্যটন দপ্তর স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের অধীনে 14.82 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সম্পত্তিগুলির যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত সংস্থাগুলির কাছে হস্তান্তর করেনি।

***(অনুচ্ছেদ 3.9.1.3)***

প্রচারের জন্য বাজেট ব্যবহার 2017-23 সালে 17 থেকে 75 *শতাংশের* মধ্যে ছিল। সামগ্রিকভাবে, পর্যটন দপ্তর 2017-23 সালে উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের গড়ে 52.47 শতাংশ ব্যয় করতে পারেনি। এমন উদাহরণও রয়েছে যেখানে পর্যটনের প্রচারমূলক কাজে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-কে দেওয়া অনুদান (19.44 শতাংশ) অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল যেমন গাড়ি ভাড়া করা, ল্যাপটপ সংগ্রহ ইত্যাদি।

***(অনুচ্ছেদ 3.11)***

দপ্তর 2017-23 সময়কালে 'হুনার সে রোজগার তক'-এর অধীনে কোনও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করেনি, যদিও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার এই জাতীয় প্রশিক্ষণের জন্য তহবিল প্রদান করেছিল। 2017-23 সময়কালে 2,081 টি হোম স্টে ইউনিট এবং 3,462 টি ট্যুরিস্ট গাইডের মধ্যে কেবল 91 টি হোম স্টে ইউনিটের কর্মী এবং 1,684 টি ট্যুরিস্ট গাইডকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

***(অনুচ্ছেদ 3.12)***

পর্যটনের প্রচারে প্রচেষ্টার অভাব, সংশ্লিষ্ট পর্যটন সুবিধাগুলির উন্নয়নে ঘাটতি এবং তারকা শ্রেনীর মর্যাদা অর্জনে বিলম্বের কারনে স্ব-পরিচালিত হোটেল এবং পর্যটন সম্পত্তিগুলির ব্যবহার স্বাভাবিকের চেয়ে কম ছিল।

***(অনুচ্ছেদ 3.14.1)***

ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর সম্পত্তি ইজারা দেওয়ার পাশাপাশি তাদের পরিচালনার জন্য কোনও নথিভুক্ত নীতি ছিল না। সেপ্টেম্বর 2003 থেকে আগস্ট 2022-এর মধ্যে, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল 1 থেকে 33 বছরের মধ্যে বিভিন্ন সময়ের জন্য 14 টি সম্পত্তি ইজারা দিয়েছিল এবং ইজারা ভাড়ার বার্ষিক বৃদ্ধি শূন্য থেকে 20 শতাংশের মধ্যে ছিল। তবে, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল ইজারাদারদের বিরুদ্ধে বকেয়া আদায় এবং চুক্তি বাতিল করার মতো ইজারা/অনুমোদন চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘনের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেয়নি।

***(অনুচ্ছেদ 3.14.2)***

পর্যটন দপ্তরের আধিকারিকদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে যে, 11 জেলায় 139 টি নিবন্ধিত হোম স্টে-র মধ্যে 28টি হোম স্টে লজ, রেস্তোরাঁ এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের মতো অন্যান্য অনভিপ্রেত উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছিল বা অকার্যকর ছিল।

***(অনুচ্ছেদ 3.16)***

ডব্লিউ বি আই এস 2008-এর অধীনে নিবন্ধিত পর্যটন ইউনিটগুলির তুলনায় ডব্লিউ বি আই এস 2015 এবং ডব্লিউ বি আই এস 2021-এর অধীনে পর্যটন ইউনিটগুলির নিবন্ধন যথাক্রমে 50 শতাংশ এবং 75 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। ব্যবসার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য একক উইন্ডো সিস্টেমের মাধ্যমে দ্রুত অনুমতি এবং ছাড়পত্র প্রদান করার জন্য আন্তঃদপ্তরীয় সচিব কমিটি ডব্লিউ বি টি পি-2016-এর বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ছয় বছর অতিক্রম করার পরে এপ্রিল 2022-এ তৈরি করা হয়েছিল।

***(অনুচ্ছেদ 3.17)***

## *সুপারিশসমূহ:*

- ***দপ্তরকে পর্যটন নীতিতে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য সাথে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।***
- ***পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলি একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার পরে এবং সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা এবং জমির ছাড়পত্র পাওয়ার পরেই গ্রহণ করা উচিত।***
- ***স্বদেশ দর্শনের অধীনে সৃষ্ট সম্পদের কার্যকরী ব্যবহারের জন্য পর্যটন দপ্তরকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে অর্থাৎ তাদের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দীর্ঘস্থায়ী রূপরেখা তৈরি করতে হবে।***
- ***পর্যটন দপ্তরের উচিত রাজ্যের অনাবিষ্কৃত পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা। পাশাপাশি, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের সাথে যুক্ত দক্ষ জনশক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্যও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।***
- ***পর্যটন দপ্তরকে তার সম্পত্তির কার্যকরী প্রচার এবং তারকা শ্রেণীকরণের মাধ্যমে পর্যটন পরিকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার করা উচিত।***
- ***পর্যটন দপ্তরের উচিত রাজস্ব আদায় সর্বাধিক করার পাশাপাশি পর্যটন প্রচারের জন্য সম্পত্তি ইজারা দেওয়ার জন্য একটি নীতি প্রণয়ন করা।***
- ***পর্যটন দপ্তরের উচিত তাদের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ব্যবস্থা জোরদার করা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে হোম স্টে নীতি অনুসারে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার পরেই ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে।***
- ***দপ্তরকে হোটেল মালিকদের স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ দ্বারা কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে উৎসাহ বর্ধক ভাতা পেতে উৎসাহিত করতে হবে।***

## মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু করতে অপ্রয়োজনীয় বিলম্ব এবং প্রতিযোগিতামূলক হার গ্রহণ না করার হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে অজয় নদীর উপর সেতুতে টোল আদায় করা যায়নি, যার কারণে 6.36 কোটি টাকা রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে

***(অনুচ্ছেদ 4.1)***

প্রধান খনিজগুলির ইজারাদারদের কাছ থেকে জলের হার নির্ধারণ এবং আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষ নির্ণয়ে শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ দপ্তরের পক্ষ থেকে অত্যধিক বিলম্বের ফলে 15.02 কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

***(অনুচ্ছেদ 4.2)***

70 বছরের পুরানো ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ গ্রহণ করার আগে সঠিক তদন্ত না করার ফলে, কাজের তিন মাসের মধ্যে প্রকল্পের ক্ষতি এবং 1.56 কোটি টাকার সম্পূর্ণ নিস্ফল ব্যয় হয়।

***(অনুচ্ছেদ 4.3)***

সেচ ও জলপথ দপ্তরের উদাসীন মনোভাবের কারনে এবং হুগলী নদী সেতু কমিশনার-এর পক্ষ থেকে পরিষেবা কর সময়মতো জমা দেওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে,

রাজ্যকে পরিষেবা কর বিলম্বে পরিশোধের কারণে সুদ এবং জরিমানাসহ 10.24 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য আর্থিক ভার বহন করতে হয়েছিল।

***(অনুচ্ছেদ 4.4)***

পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক নিয়ম লঙ্ঘন করে, এম এস এম ই এন্ড টি দপ্তর দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি বাতিল করেছে এবং পরবর্তী দরপত্রে ফ্রেম লুম এবং আনুষাঙ্গিক সংগ্রহের জন্য 3.81 কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করেছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় স্মল-স্কেল ইন্ডাস্ট্রি (এস এস আই) নিবন্ধন জমা না দেওয়া দরদাতাকে চুক্তি প্রদান করা হয়েছিল।

***(অনুচ্ছেদ 4.5)***

গ্রামীণ হাট দখলে ব্যর্থতা, তথা প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পাঁচ বছর পরেও ইচ্ছুক ব্যক্তিদের স্টল প্রদানে ব্যর্থতার ফলে 2.44 কোটি টাকার নিস্ফল ব্যয় হয়েছে

***(অনুচ্ছেদ 4.6)***

উপযুক্ত জমি নির্বাচন করতে ব্যর্থতা এবং সময়মত পদক্ষেপের অভাবে একটি প্রকল্পের সমাপ্তি/পরিচালনায় অত্যধিক বিলম্ব এবং তহবিল আটকে থেকেছে। এছাড়া, অন্য একটি প্রকল্প শুরু করতে বিলম্বের ফলে 1.31 কোটি টাকা নিস্ফল ব্যয় হয়েছে। ফলে প্রকল্প থেকে শিল্প ইউনিটগুলো প্রত্যাশিত সুবিধা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

***(অনুচ্ছেদ 4.7)***

চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ছয় বছর পরেও গ্রামীণ কারুশিল্প প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি অর্জিত না হওয়ার কারনে 12.05 কোটি টাকার নিস্ফল ব্যয় হয়েছে।

***(অনুচ্ছেদ 4.8)***

নলকূপ পরিচালনায় জন স্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ব্যর্থতার ফলে 0.81 কোটি টাকার নিস্ফল ব্যয় হয়েছে।

***(অনুচ্ছেদ 4.9)***

পরিকল্পনার অভাব এবং অদক্ষ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ফলে একটি ওভার হেড রিজার্ভার (ও এইচ আর) ভেঙে গেছে এবং ছয়টি সম্পূর্ণ হওয়া ও এইচ আর অব্যবহৃত থেকে গেছে, ফলস্বরূপ 7.79 কোটি টাকার অপচয়মূলক/নিস্ফল ব্যয় হয়েছে। আর্সেনিক আক্রান্ত তিনটি ব্লকের জনগণকে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়েছে।

***(অনুচ্ছেদ 4.10)***

পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি) ইন্টারলকিং পেভার ব্লক ফুটপাথ সহ দুটি রাস্তা নির্মাণের জন্য পি ডব্লিউ ডি-এর সর্বশেষ দরতালিকা (এস ও আর) বিবেচনা করেনি এবং এর ফলে 3.04 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছে।

***(অনুচ্ছেদ 4.11)***

পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি), এম ও আর টি এইচ-এর নিদির্ষ্টকরণ এবং দপ্তরীয় নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে, নিষ্পাদিত রাস্তার কাজগুলিকে দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে সঠিক লেয়ারিং কোর্সের মাধ্যেমে আবৃত করেনি, যার ফলে রাস্তার খরচ বাবদ 1.82 কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে।

***(অনুচ্ছেদ 4.12)***

পূর্ত দপ্তর, আই আর সি নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে, ন্যায্যতা ছাড়াই উচ্চ পর্যায়ের বিটুমিনাস স্তর স্থাপন করেছে, যার ফলে 1.16 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছে।

***(অনুচ্ছেদ 4.13)***

ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল দ্বারা গৃহীত প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা এবং রূপায়ণে বিলম্ব লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়াও, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল ঠিকাদারদের কাছ থেকে 88 লক্ষ টাকার নগদ ক্ষতিপূরণ কেটে নেয়নি। জে এন এন ইউ আর এম এবং গতিধারা প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে ত্রুটি ছিল, যার ফলে বেসরকারী বাস মালিকদের কাছ থেকে যথাক্রমে 102.42 কোটি টাকা এবং সুবিধাপ্রাপকদের কাছ থেকে 32.85 কোটি টাকা আদায় করা যায়নি। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর যৌথ উদ্যোগগুলি কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেনি।

***(অনুচ্ছেদ 4.14)***

# প্রথম অধ্যায়

## নিরীক্ষার সারসংক্ষেপ

# প্রথম অধ্যায়

## নিরীক্ষার সারসংক্ষেপ

### 1.1 ভূমিকা

এই প্রতিবেদনে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মহাগাণনিক (নিরীক্ষা-II) কার্যালয়ের নিরীক্ষার অধীনে রাজ্য সরকারি দপ্তর এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির (এ বি) নিরীক্ষা থেকে উদ্ভূত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অতিরিক্ত মুখ্য সচিব/প্রধান সচিব/সচিবদের নেতৃত্বে 58টি প্রশাসনিক দপ্তর ছিল, যাদের সহায়তায় পরিচালক/কমিশনার/মুখ্য বাস্তুকার এবং অন্যান্য অধস্তন কর্মকর্তারা কাজ করেন। এই কার্যালয়ের অধিক্ষেত্র 24টি দপ্তরের ***(পরিশিষ্ট-1.1)*** এবং 34টি এ বি ***(পরিশিষ্ট-1.2)***-এর ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পর্কিত।

2022-23 সালে এই দপ্তরগুলির দ্বারা মোট ব্যয় করা 46,687.22 কোটি টাকার মধ্যে, একটি বড় অংশ (83.73 শতাংশ) খাদ্য ও সরবরাহ (31.13 শতাংশ), কৃষি (17.12 শতাংশ), পূর্ত দপ্তর (15.11 শতাংশ), জনস্বাস্থ্য কারিগরি (7.81 শতাংশ), বিদ্যুৎ (7.17 শতাংশ) এবং সেচ ও জলপথ (5.39 শতাংশ) দপ্তর দ্বারা ব্যয় করা হয়েছে। 2020-21 থেকে 2022-23 সময়কালে বিভিন্ন দপ্তর দ্বারা ব্যয়ের তুলনামূলক বিবরণ **সারণী 1.1**-এ দেওয়া হল।

**সারণী 1.1: তিন বছরের ব্যয়ের বিবরণ**

*(কোটি টাকায়)*

| ক্রমিক সংখ্যা | দপ্তরের নাম | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2022-23 সালে মোট ব্যয়ের শতাংশ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **কৃষি** | **2,977.96** | **6,581.23** | **7,995.07** | **17.12** |
| 2. | কৃষি বিপণন | 69.47 | 88.48 | 121.22 | 0.26 |
| 3. | প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন | 725.38 | 855.09 | 964.08 | 2.06 |
| 4. | উপভোক্তা বিষয়ক | 79.09 | 74.07 | 102.93 | 0.22 |
| 5. | সমবায় | 412.25 | 608.32 | 540.33 | 0.16 |
| 6. | পরিবেশ | 27.00 | 35.93 | 30.17 | 0.06 |
| 7. | মৎস্য | 241.78 | 207.63 | 235.42 | 0.50 |
| 8. | **খাদ্য ও সরবরাহ** | **9,624.41** | **13,393.60** | **14,533.33** | **31.13** |
| 9. | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং উদ্যানপালন | 70.91 | 90.25 | 105.53 | 0.23 |
| 10. | বন | 589.29 | 622.86 | 636.42 | 1.36 |
| 11. | শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ | 14.11 | 394.33 | 274.39 | 0.59 |
| 12. | তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক | 539.78 | 518.02 | 546.72 | 1.17 |
| 13. | তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেকট্রনিক্স | 120.87 | 98.57 | 775.08 | 1.66 |
| 14. | **সেচ ও জলপথ** | **1,845.72** | **2,255.66** | **2,514.95** | **5.39** |
| 15. | ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র | 407.58 | 392.43 | 539.55 | 1.16 |
| 16. | অপ্রচলিত এবং নবীকরণীয় শক্তি উৎস | 5.58 | 34.52 | 16.66 | 0.04 |

| ক্রমিক সংখ্যা | দপ্তরের নাম | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2022-23 সালে মোট ব্যয়ের শতাংশ |
|---|---|---|---|---|---|
| 17. | **বিদ্যুৎ** | **2,019.74** | **3,404.26** | **3,349.65** | **7.17** |
| 18. | জন উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন | 188.44 | 34.28 | 30.20 | 0.06 |
| 19. | **জনস্বাস্থ্য কারিগরি** | **1,743.16** | **4,731.19** | **3,644.12** | **7.81** |
| 20. | **পূর্ত দপ্তর** | **5,526.16** | **6,016.94** | **7,054.90** | **15.11** |
| 21. | বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি | 17.57 | 33.18 | 31.11 | 0.07 |
| 22. | পর্যটন | 116.11 | 121.90 | 124.22 | 0.27 |
| 23. | পরিবহন | 1,475.33 | 1,570.63 | 1,428.01 | 3.06 |
| 24. | জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন | 930.90 | 990.90 | 1,093.16 | 2.34 |
| | **মোট** | **29,768.59** | **43,154.27** | **46,687.22** | |

*(উৎস: সংশ্লিষ্ট বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিনিয়োগ খাত)*

এই অধ্যায়ে নিরীক্ষিত সংস্থার বিবরণ, নিরীক্ষার পরিকল্পনা এবং সীমা তথা বিভিন্ন দপ্তর দ্বারা নিরীক্ষার প্রতিক্রিয়া উল্লেখ আছে।

## 1.2 এই প্রতিবেদনের বিষয়

এই কার্যালয়ের নিরীক্ষা পরিধির অন্তর্গত একটি নিগম সহ আটটি সরকারি দপ্তরের মান্যতা নিরীক্ষা থেকে উদ্ভূত নিরীক্ষার ফলাফল এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মান্যতা নিরীক্ষায় নিরীক্ষিত সংস্থার ব্যয় সম্পর্কিত লেনদেনের পরিদর্শন অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাতে প্রযোজ্য আইন, নিয়ম, প্রবিধান এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা বিভিন্ন আদেশ ও নির্দেশাবলীগুলি পালন করা হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা যায়।

## 1.3 নিরীক্ষা কর্তৃপক্ষ

ভারতের সংবিধানের 149 এবং 151 ধারা এবং মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের কর্তব্য, ক্ষমতা এবং পরিষেবার শর্তাবলী (ডি পি সি)-এর আইন, 1971 থেকে ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক (সি এ জি)-এর নিরীক্ষার আদেশ উদ্ভূত। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের ব্যয়ের নিরীক্ষা সি এ জি-এর (ডি পি সি) আইনের ধারা 13[1] অনুসারে পরিচালিত। হয়েছে এছাড়াও, সি এ জি হল স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে একমাত্র নিরীক্ষক যা সি এ জি-এর (ডি পি সি) আইনের ধারা 19(2)[2], 19(3)[3] এবং 20(1)[4] অনুসারে নিরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও সি এ জি, সি এ জি-এর (ডি পি সি) আইনের ধারা 14[5] অনুসারে অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত

[1] *(i) রাজ্যের কনসলিডেটেড ফ্যান্ডের লেনদেন (ii) কনটিজেন্সি ফ্যান্ড এবং পাবলিক অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত লেনদেন (iii) সমস্ত বাণিজ্য, উৎপাদন, প্রফিট এবং লস অ্যাকাউন্ট, ব্যালেন্স শিট এবং অন্যান্য সাবসিডিয়ারি অ্যাকাউন্ট-এর নিরীক্ষা।*

[2] *সংসদের সংশ্লিষ্ট আইনের নিয়ম অনুসারে আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশনগুলির (কোম্পানি নয়) অ্যাকাউন্টের নিরীক্ষা*

[3] *রাজ্যপালের অনুরোধে রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অনুসারে বা আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কর্পোরেশনগুলির (কোম্পানি নয়) অ্যাকাউন্টের নিরীক্ষা।*

[4] *রাজ্যপালের অনুরোধে সি এ জি এবং সরকারের মধ্যে সম্মত শর্তাবলী অনুসারে যে কোনো ব্যক্তির বা কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্টের নিরীক্ষা।*

[5] *(i) রাজ্যের কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে অনুদান এবং ঋণ দ্বারা মূলত অর্থায়িত কোনও সংস্থা/কর্তৃপক্ষের সমস্ত প্রাপ্তি এবং ব্যয় এবং (ii) রাজ্যের কনসলিডেটেড ফান্ড থেকে যে সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে এক আর্থিক বছরে অনুদান বা ঋণের পরিমাণ কমপক্ষে এক কোটি টাকা, সেই সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের সমস্ত প্রাপ্তি এবং ব্যয়ের নিরীক্ষা।*

সংস্থাগুলির নিরীক্ষাও পরিচালনা করে, যেগুলি মূলত সরকার দ্বারা আর্থিক সহায়তা প্রাপ্ত। বিভিন্ন নিরীক্ষার জন্য নীতি এবং পদ্ধতিগুলি, সি এ জি কর্তৃক জারি করা নিরীক্ষা মান এবং নিরীক্ষা ও হিসাব সম্পর্কিত নিয়মাবলীতে নির্ধারিত রয়েছে।

## 1.4 পরিকল্পনা এবং নিরীক্ষা পরিচালনা

নিরীক্ষা প্রক্রিয়া সরকারের বিভিন্ন দপ্তর দ্বারা করা ব্যয়, কাজের পর্যালোচনা/জটিলতা, অর্পিত আর্থিক ক্ষমতার স্তর, সমগ্র অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের মূল্যায়ন এবং শেয়ারহোল্ডারদের উদ্বেগের উপর ভিত্তি করে আসন্ন ঝুঁকির মূল্যায়নের মাধ্যমে শুরু হয়। এই অনুশীলনে পূর্ববর্তী নিরীক্ষার ফলাফলগুলিও বিবেচনা করা হয়। এই ঝুঁকির মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে, নিরীক্ষার পুনরাবৃত্তি এবং সীমা নির্ধারণ করা হয়।

এই ঝুঁকির মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিরীক্ষা পরিচালনার জন্য একটি বার্ষিক নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। প্রতিটি ইউনিটের নিরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর, নিরীক্ষার ফলাফল সম্বলিত পরিদর্শন প্রতিবেদন (আই আর) সংস্থার প্রধানের কাছে জারি করা হয়। নিরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে নিরীক্ষার ফলাফলের উত্তর জমা দেওয়ার জন্য সংস্থাগুলিকে অনুরোধ করা হয়। যেখানে উত্তর পাওয়া যায়, নিরীক্ষার ফলাফল হয় নিষ্পত্তি করা হয় অথবা সম্মতির জন্য পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। আই আর গুলিতে অন্তর্ভুক্ত গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়।

## 1.5 নিরীক্ষার প্রতিক্রিয়া

এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত চৌদ্দটি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ এবং দুটি[6] বিষয়-নির্দিষ্ট মান্যতা নিরীক্ষা (এস এস সি এ) (মার্চ 2023 থেকে ফেব্রুয়ারী 2024-এর মধ্যে) সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব/প্রধান সচিব/সচিবদের কাছে তাদের প্রতিক্রিয়া পাঠানোর অনুরোধ সহ প্রেরণ করা হয়েছিল। দশটি নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ এবং দুটি এস এস সি এ সম্পর্কিত দপ্তরীয় উত্তর এখনও পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারী 2025) গৃহীত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরীয় প্রতিক্রিয়া যথা প্রাথমিক নিরীক্ষা স্মারকের উত্তর, যেখানে প্রাপ্ত হয়েছে প্রতিবেদনে যথাযথভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

গত পাঁচ বছরের অর্থাৎ 2018-19 থেকে 2022-23 সালের নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলি রাজ্য বিধানসভায় উপস্থাপনের জন্য মে 2021 এবং নভেম্বর 2024 সালের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তবে, 2020-21 (এক), 2021-22 (দুই) এবং 2022-23 (এক) বছরের চারটি প্রতিবেদন এখনও (ফেব্রুয়ারী 2025) উপস্থাপন করা হয়নি। রাজ্য বিধানসভায় উপস্থাপনের জন্য রাজ্য সরকারের কাছে হস্তান্তরিত প্রতিবেদনের বিবরণ ***পরিশিষ্ট-1.3***-এ দেখানো হল।

যদিও 2006-07 থেকে 2019-20 সালের নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলি মার্চ 2008 এবং মার্চ 2022-এর মধ্যে রাজ্য বিধানসভায় উপস্থাপন করা হয়েছিল, তবুও এই কার্যালয়ের নিরীক্ষা এখতিয়ারের অধীনে 18টি দপ্তর থেকে 191টি অনুচ্ছেদের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। 30 সেপ্টেম্বর 2023 তারিখ পর্যন্ত মুলতুবি থাকা উত্তরগুলির বিবরণ ***পরিশিষ্ট-1.4***-এ দেওয়া হল।

পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পি এ সি) কার্যপ্রণালীর নিয়মাবলী অনুসারে, রাজ্য বিধানসভায় উপস্থাপিত পি এ সি-এর প্রতিবেদনে প্রদত্ত সুপারিশগুলির উপর প্রশাসনিক দপ্তরগুলিকে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ছয় মাসের মধ্যে সেই সুপারিশগুলির উপর গৃহীত বা প্রস্তাবিত

[6] *পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর কর্তৃক কেন্দ্রীয়/রাজ্য প্রকল্পের অধীনে পর্যটন সুবিধাগুলির উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং অর্থ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ই-প্রকিওরমেন্ট।*

পদক্ষেপ সম্পর্কে মন্তব্য জমা দিতে হবে। জুলাই 1999 থেকে জুন 2014 পর্যন্ত বিধানসভায় উপস্থাপিত পি এ সি-এর 11টি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত 12টি অনুচ্ছেদের উপর গৃহীত পদক্ষেপর মন্তব্য, 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত চারটি দপ্তর[7] দ্বারা বিধানসভা সচিবালয়ে জমা দেওয়া হয়নি।

24টি দপ্তরে 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত জারি করা পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হয়েছিল এবং দেখা গেছে যে 2023 সালের সেপ্টেম্বরের শেষে 1,200টি আই আর সম্পর্কিত 4,317টি অনুচ্ছেদ অমীমাংসিত রয়ে গেছে ***(পরিশিষ্ট-1.5)***।

## 1.6 স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন

পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন (এস এ আর) হল এ বি-এর বিবরণ সম্পর্কিত সি এ জি-এর নিরীক্ষা প্রতিবেদন। সংশ্লিষ্ট আইনের নিয়ম অনুসারে এই প্রতিবেদনগুলি রাজ্য বিধানসভায় উপস্থাপন করতে হবে।

রাজ্য বিধানসভায় এ বি সম্পর্কিত সি এ জি কর্তৃক জারি করা এস এ আর (সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত) উপস্থাপনের বিবরণ ***পরিশিষ্ট-1.6***-এ দেখানো হয়েছে। আগস্ট 2011 থেকে সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত নয়টি এ বি-এর ক্ষেত্রে 76টি এস এ আর সরকারকে জারি করা হয়েছিল। এগুলি এখনও রাজ্য বিধানসভায় উপস্থাপন করা হয়নি।

[7] *খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর, পর্যটন দপ্তর এবং পরিবহন দপ্তর।*

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## “অর্থ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে ই-প্রকিওরমেন্ট” সম্পর্কিত বিষয়-নির্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদন নিরীক্ষা

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## অর্থ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর

***"অর্থ দপ্তর, পূর্ত দপ্তর এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে ই-প্রকিওরমেন্ট" সম্পর্কিত বিষয়-নির্দিষ্ট কার্যসম্পাদন নিরীক্ষা***

### 2.1 ভূমিকা

ক্রয় প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য পণ্য, কাজ এবং পরিষেবা অর্জনের জন্য ক্রয়কারী সংস্থা দ্বারা তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে ইলেকট্রনিক প্রকিউরমেন্ট (ই-প্রকিউমেন্ট) বলে। তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার স্বচ্ছ পদ্ধতির মাধ্যমে উন্মুক্ত, বৈষম্যহীন এবং দক্ষ সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার উদ্দেশ্যকে উৎসাহিত করে।

ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স প্ল্যান (এন ই জি পি)-এর অধীনে ই-প্রকিওরমেন্ট ছিল একটি মিশন মোড প্রকল্প (এম এম পি) যা ভারত সরকার (জি ও আই)-এর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দ্বারা অনুমোদন করা হয়েছিল। ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার (জি ই পি এন আই সি) দ্বারা সরকারি ই-প্রকিওরমেন্ট ব্যবস্থাটি উন্নত করা হয়েছিল রাজ্য সরকারের ক্রেতাদের পাশাপাশি সরবরাহকারীদের সময় বাঁচাতে এবং অপ্রয়োজনীয় কাগজভিত্তিক কাজ কমাতে এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বাড়াতে, যা সুশাসনে অবদান রাখে। এটি একটি ওয়েব-ভিত্তিক সমাধান যা রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে রাজ্য সরকারের দপ্তর, স্থানীয় সংস্থা এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা (পি এস ইউ) দ্বারা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে তৈরি।

এন আই সি দ্বারা ওপেন-সোর্স টুল[8] ব্যবহার করে 2007 সালে জি ই পি এন আই সি উন্নত করা হয়েছিল। সিস্টেমটি নিম্নলিখিত সফট্‌ওয়্যার ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছিল: (i) অপারেটিং সিস্টেম: লিনাক্স (ii) ওয়েব সার্ভার: অ্যাপাচি টমক্যাট (iii) ডেটা বেস: পোস্টগ্রে এস কিউ এল (iv) ফ্রন্ট এন্ড: জাভা/J2EE।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার (জি ও ডব্লিউ বি) 25 জুন 2012 থেকে 50 লক্ষ টাকা বা তার বেশি মূল্যের দরপত্রের জন্য জি ই পি এন আই সি পোর্টালের (http://wbtenders.gov.in) মাধ্যমে ই-প্রকিওরমেন্ট বাধ্যতামূলক করেছে।

রাজ্যে 31 মার্চ 2023 পর্যন্ত মোট 5,23,297.19 কোটি টাকা[9] দরপত্র মূল্যের 9,75,996টি দরপত্র ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালের মাধ্যমে পেশ করা হয়েছিল। এছাড়াও, মার্চ 2023 পর্যন্ত 36,449 জন আধিকারিক দপ্তরীয় ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধিত ছিল এবং 1,72,303 জন দরদাতা পোর্টালে নিবন্ধিত ছিল। রাজ্য সরকারের 54টি দপ্তরের মধ্যে 52টি দপ্তর (সংসদ বিষয়ক ও আইন বাদে) পোর্টাল ব্যবহার করে দরপত্র পেশ করেছে।

এম এম পি-এর নির্দেশিকা অনুসারে, ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালের মাধ্যমে দরপত্র সংক্রান্ত কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার একটি 'রাজ্য স্তরের কোর কমিটি' (এস এল সি সি) গঠন করেছিল (জুলাই 2012)।

### 2.2 সিস্টেম ওয়ার্কফ্লো

সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন (এস আর এস)-এর **অনুচ্ছেদ 2.4** অনুসারে এন আই সি দ্বারা ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টাল উন্নত করা হয়েছিল, জি ই পি এন আই সি-এর ওয়ার্কফ্লো নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলি নিয়ে গঠিত:

---

[8] *ওপেন-সোর্স টুল হলো এমন সফটওয়্যার টুল যা বাণিজ্যিক লাইসেন্স ছাড়াই বিনামূল্যে পাওয়া যায়।*

[9] *পরীক্ষামূলক দরপত্র এবং দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি ব্যতীত।*

(ক) ব্যবহারকারীর নিবন্ধন যেমন (i) সংগ্রহকারী সংস্থা এবং (ii) দরদাতা/সরবরাহকারী/ঠিকাদার।

(খ) সংগ্রহকারী সংস্থার মাধ্যমে ই-টেন্ডার তৈরি ও প্রকাশ করা।

(গ) দরদাতা/সরবরাহকারী/ঠিকাদার দ্বারা দরপত্র জমা দেওয়া।

(ঘ) ক্রয়কারী সংস্থার অনুমোদিত বিড ওপেনার দ্বারা টেকনিক্যাল বিড খোলা।

(ঙ) টেকনিক্যাল মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা টেকনিক্যাল বিড মূল্যায়ন।

(চ) ক্রয়কারী সংস্থার অনুমোদিত বিড ওপেনার দ্বারা ফিনান্সিয়াল বিড খোলা।

(ছ) ফিনান্সিয়াল মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা ফিনান্সিয়াল বিডগুলির মূল্যায়ন।

(জ) চুক্তি প্রদান (এ ও সি)।

(ঝ) পুনঃদরপত্র আমন্ত্রণ: এই পদ্ধতি সংশোধনের মাধ্যমে পুনঃদরপত্র আহ্বানের বিকল্পকে সহজতর করে।

(ঞ) প্রতিবেদন: এই পদ্ধতি বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রতিবেদন[10] তৈরি করে।

পশ্চিমবঙ্গ সহ ই-টেন্ডারিং সিস্টেমে উপলব্ধ সমস্ত তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে জাতীয় তথ্য কেন্দ্র, নিউ দিল্লী (এন ডি সি এস পি)-তে সংরক্ষণ করা হয়েছিল এবং অভূতপূর্ব প্রতিকূল ঘটনা মোকাবিলা করার জন্য হায়দ্রাবাদের জাতীয় তথ্য কেন্দ্রে আরেকটি ব্যাক-আপ ডেটা সেন্টার রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল।

## 2.3 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

রাজ্যের দুটি দপ্তর[11], পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি) এবং জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পি এইচ ই ডি)-এ ই-প্রকিওরমেন্টের উপর একটি বিষয় নির্দিষ্ট মান্যতা নিরীক্ষা (এস এস সি এ) করা হয়েছে যাতে মূল্যায়ন করা হয়:

- *প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছতা এবং দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির লক্ষ্য অর্জনের জন্য ই-প্রকিওরমেন্ট ব্যবস্থা কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত এবং দক্ষতার সাথে ব্যবহার করা হয়েছে।*
- *প্রযোজ্য ব্যবসা-ব্যনিজ্য নিয়মগুলি সিস্টেমে সঠিকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।*
- *সিস্টেমে কনট্রোল বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিস্টেমে তথ্যের সম্পূর্ণতা, নিরপেক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে।*

## 2.4 নিরীক্ষার পরিধি

2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি দ্বারা ই-প্রকিওরমেন্ট বাস্তবায়ন এবং ব্যবহারকে এস এস সি এ-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নিরীক্ষায় অর্থ দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ডাটাবেস এবং দপ্তরীয় কার্যালয় ও দরপত্র জমাকারী দ্বারা পোর্টালে আপলোড করা জুন থেকে অক্টোবর 2023 সময়কালের তথ্য/তথ্যের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নিরীক্ষার ফলাফলগুলি প্রতিপন্ন করার জন্য যেখানেই প্রয়োজন সেখানে সংশ্লিষ্ট দপ্তরীয় কার্যালয়গুলিতে কার্যস্থল নিরীক্ষার মাধ্যমে তথ্য যাচাই করা হয়েছিল।

নিরীক্ষার সময়কালে 2018-19 থেকে 2022-23-এর মধ্যে জি ও ডব্লিউ বি-এর বিভিন্ন দপ্তর থেকে 3,47,963.33 কোটি টাকা মূল্যের মোট 6,91,670টি দরপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল।

[10] *ব্যবহারকারী ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন, দরপ্রস্তাব ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন এবং পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন।*

[11] *এই দুটি প্রধান দপ্তর যেখানে ই-টেন্ডারিং পোর্টালের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল।*

এর মধ্যে 45,807.91 কোটি টাকার পি ডব্লিউ ডি-এর প্রকাশিত দরপত্র 37,144টি এবং 54,475.20 কোটি টাকার পি এইচ ই ডি-এর 53,784টি প্রকাশিত দরপত্র রয়েছে।

## 2.5 নিরীক্ষার নমুনা

উপরে উল্লিখিত 1,00,283.11 কোটি টাকা মূল্যের 90,928টি দরপত্র (নিরীক্ষা সময়কালে প্রকাশিত ই-টেন্ডারের সংখ্যার 13.15 শতাংশ) দুটি নির্বাচিত দপ্তর অর্থাৎ পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি সম্পর্কিত ছিল যেগুলি নিরীক্ষার পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

496টি দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ (টি আই এ)-এর মধ্যে পি ডব্লিউ ডি-এর 418টি এবং পি এইচ ই ডি-এর 78টি। এর মধ্যে পি এইচ ই ডি-এর 10 এবং পি ডব্লিউ ডি-এর সাতটি টি আই এ বিস্তারিত নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল সম্ভাব্য ঝুঁকির মূল্যায়ন এবং স্তরবদ্ধ যদৃচ্ছ নমুনার উপর ভিত্তি করে।

এই 17টি কার্যালয় 2018-19 থেকে 2022-23-এর মধ্যে 4,081.73 কোটি টাকা মূল্যের 4,809টি দরপত্র জারি করেছে। নিরীক্ষা এগুলির মধ্যে তথ্য বিশ্লেষণ থেকে সম্ভাব্য ঝুঁকির মূল্যায়নের ভিত্তিতে বিশদে যাচাইয়ের জন্য 304.60 কোটি টাকার 341টি দরপত্র নির্বাচন করেছিল।

## 2.6 নিরীক্ষার মানদণ্ডের উৎস

এস এস সি এ-এর জন্য প্রযোজ্য নিরীক্ষার মানদন্ড নিম্নলিখিত উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে:

- পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক নিয়মাবলী;
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তর, পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা প্রযোজ্য নিয়মাবলী/প্রনিয়ম/আদেশ/বিজ্ঞপ্তি;
- পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তর কর্তৃক জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি/নির্দেশাবলীর সংকলন
- পূর্ত দপ্তরের কোড;
- আই টি নিয়মাবলী 2000, সময়ে সময়ে সংশোধিত হিসাবে;
- জি ই পি এন আই সি-এর ই-প্রকিওরমেন্ট সংক্রান্ত সাধারণ নির্দেশিকা এবং ই-প্রকিওরমেন্ট ব্যবস্থার গুণগত মান মেনে চলার নির্দেশিকা এবং
- কেন্দ্রীয় তদারকি আয়োগের বিজ্ঞপ্তি এবং নির্দেশিকা।

## 2.7 নিরীক্ষা পদ্ধতি

নিরীক্ষা পদ্ধতি গুলি হল :

- অর্থ দপ্তর, পি ডব্লিউ ডি, পি এইচ ই ডি এবং এন আই সি-এর সঙ্গে 2023-এর 30শে জুন একটি এন্ট্রি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যাতে **নিরীক্ষার** উদ্দেশ্য, পরিধি এবং পদ্ধতি সহ নিরীক্ষার মানদণ্ড সম্পর্কে জানানো হয়েছিল।
- পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি দপ্তরের জন্য অর্থ দপ্তর থেকে প্রাপ্ত জি ই পি এন আই সি-এর তথ্য ভান্ডার আইডিয়া[12], পোষ্টগ্রে এস কিউ এল[13]-এর মতো কম্পিউটার-সহায়ক নিরীক্ষা কৌশল (সে এ এ টি) ব্যবহার করে বিশ্লেষণ।
- নির্বাচিত 17টি কার্যালয়ে ***(পরিশিষ্ট-2.1)*** নমুনা দরপত্র পর্যালোচনার ভিত্তিতে তথ্য/নথি যাচাই, তথ্যচিত্র ও ইলেকট্রনিক প্রমাণ সংগ্রহসহ কার্যস্থল পরিদর্শন।

---

[12] *ইন্টারেক্টিভ ডেটা এক্সট্রাকশন এন্ড অ্যানালিসিস অ্যাপ্লিকেশন।*

[13] *এটি একটি ওপেন-সোর্স সম্পর্কিত ডাটাবেস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি।*

এছাড়াও, 19 ফেব্রুয়ারি, 2024-এ অর্থ দপ্তর, পি ডব্লিউ ডি, পি এইচ ই ডি এবং এন আই সি-এর সঙ্গে এক্সিট কনফারেন্সে নিরীক্ষার ফলাফল, উপসংহার এবং সুপারিশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির মতামত যথাযথভাবে প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## নিরীক্ষার ফলাফল

## 2.8 প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং সম্পাদন

### 2.8.1 পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং জাতীয় সূচনা পরিষেবার মধ্যে এম ও ইউ এবং পরিষেবা স্তরের চুক্তি অনুপস্থিতি

ভারত সরকারের ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক (এম ই আই টি ওয়াই)-এর মানসম্মতকরণ পরীক্ষা এবং গুণমান নিয়ন্ত্রণ (এস টি কিউ সি) অধিকার দ্বারা জারি করা নির্দেশাবলীর (আগস্ট 2011) অনুচ্ছেদ 3 অনুসারে ই-প্রকিওরমেন্ট পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য ক্রয়কারি সংস্থা এবং পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা একটি সমঝোতা স্মারক (এম ও ইউ) স্বাক্ষর করা উচিত।

এছাড়াও, এম ই আই টি ওয়াই-এর নির্দেশিকার **অনুচ্ছেদ 2.10.6** অনুসারে পরিষেবা স্তরের চুক্তি (এস এল এ) যে কোনও বহিরাগত প্রকল্পের একটি অপরিহারযোগ্য অংশ। এটি পরিষেবা প্রদানকারী দ্বারা উপভোক্তাকে কী কী কাজ এবং পরিষেবা প্রদান করা হবে, গৃহীত এবং প্রদান করা কাজের পরিমান এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং বিতরণযোগ্যতার মানের জন্য গ্রহণযোগ্যতার মানদণ্ড এবং প্রদানের মানের নিরিখে প্রকল্পের সীমা সংজ্ঞায়িত করে। একটি সু-সংজ্ঞায়িত এস এল এ সঠিকভাবে প্রত্যাশা নির্ধারণ করে এবং বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলির নিরিখে কর্মক্ষমতা সঠিকভাবে পরিমাপের জন্য লক্ষ্যমাত্রা প্রদান করে।

এছাড়াও, উক্ত নির্দেশাবলীর অনুচ্ছেদ 2.10 অনুসারে, এস এল এ গুলি একটি প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (ও এন্ড এম) পর্যায়ে পরিষেবা প্রদানের মান এবং সময়োপযোগীতা সংজ্ঞায়িত করে এবং পরিষেবা প্রদানে ব্যর্থতার জন্য প্রযোজ্য জরিমানার রূপরেখাও নির্ধারণ করে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে, মার্চ 2023 পর্যন্ত ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার (জি ও ডব্লিউ বি) এবং এন আই সি-এর মধ্যে কোনো এম ও ইউ বা এস এল এ স্বাক্ষরিত হয়নি। এম ও ইউ এবং এস এল এ-এর অনুপস্থিতির ফলে উভয় পক্ষের ভূমিকা ও দায়িত্ব, সময়সীমা এবং কাজ প্রদানের স্পষ্টতার অভাব সম্পর্কিত পরিহারযোগ্য ঝুঁকি উৎপন্ন হয়েছে তথা রাজ্য সরকারের তরফে ই-প্রকিওরমেন্ট প্রণালী বাস্তবায়নে বিলম্ব বা অসম্পূর্ণ/ভুল বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব নির্ধারণে অসমর্থ্য হয়েছে।

বিষয়টি উল্লেখ করা হলে অর্থ দপ্তর জানায় (জুলাই 2023) যে, এস এল এ-এর প্রতিলিপি উপলব্ধ ছিল না।

### 2.8.2 রাজ্য সরকারের সমস্ত দপ্তর, পি এস ইউ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির দ্বারা ই-প্রকিওরমেন্ট ব্যবস্থার অ-ব্যবহার

ই-প্রকিওরমেন্টের জন্য সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন (এস আর এস)-এর **অনুচ্ছেদ 2.4.1** অনুসারে, সিস্টেমে অংশগ্রাহক যেমন টি আই এ এবং দরদাতাদের ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে নিজেদের নিবন্ধন করতে হত ক্রয় কার্যে অংশগ্রহণের জন্য।

31 মার্চ 2023 পর্যন্ত, 87টি[14] কার্যালয় (রাজ্য সরকারের দপ্তর, তাদের অধীনস্থ কার্যালয়, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, স্থানীয় সংস্থা, পি এস ইউ ইত্যাদি) ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালে নিজেদের

[14] *(i) এন আই সি এবং (ii) প্রশাসন ব্যতীত।*

নিবন্ধিত করেছে। এই সংস্থাগুলির দ্বারা তৈরি করা প্রথম ই-টেন্ডারের তারিখগুলি ***পরিশিষ্ট*-2.2**-এ তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে রাজ্য সরকারের দপ্তরগুলির মধ্যে, সংসদীয় বিষয়ক দপ্তর[15] ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালের সাথে নিবন্ধন করেনি এবং আইন দপ্তর 31 মার্চ 2023 পর্যন্ত কোনও ই-টেন্ডার প্রকাশ করেনি। পি এস ইউ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির স্তরে, 18টি পি এস ইউ এবং 68টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালের সাথে নিজেদের নিবন্ধিত করেনি যেমনটি ***পরিশিষ্ট-2.3***-এ বর্নিত হয়েছে।

এই সরকারি দপ্তর, পি এস ইউ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির দ্বারা ই-প্রকিওরমেন্ট ব্যবস্থা অ-ব্যবহার ইঙ্গিত দেয় যে রাজ্য সরকারের প্রযোজ্য সকল সত্তার কাছে অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারের সুবিধা এখনও সমানভাবে পৌঁছায়নি।

### 2.8.3 জি ও ডব্লিউ বি এবং আই সি আই সি আই ব্যাঙ্কের মধ্যে এম ও ইউ-তে অনিয়ম

মিশন মোড প্রকল্প (এম এম পি) বাস্তবায়ন নির্দেশিকা (জুলাই 2011) অনুসারে, দুটি ব্যাংক, যেমন স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এস বি আই) এবং অ্যাক্সিস ব্যাংককে অনলাইনে আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ই এম ডি)-এর জন্য ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালের সাথে সমন্বিত করা হয়েছিল। নির্দেশিকাগুলিতে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে সরকার অনলাইন পেমেন্টের জন্য অন্য যে কোনও ব্যাংককে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে যার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সাথে এম ও ইউ স্বাক্ষর করতে হবে। প্রাথমিকভাবে, অনলাইনে পেমেন্ট করার জন্য এস বি আই-এর পেমেন্ট গেটওয়ে ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমের সাথে সমন্বিত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে, রাজ্য স্তরের কোর কমিটির (এস এল সি সি) সুপারিশে, ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালটি (জুলাই 2016) আই সি আই সি আই-এর পেমেন্ট গেটওয়ের সাথে সমন্বয় করা হয়েছিল যাতে ই-প্রকিওরমেন্টে অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের ই এম ডি জমা এবং ফেরত দেওয়া যায়।

রাজ্য সরকার এবং আই সি আই সি আই ব্যাংকের মধ্যে স্বাক্ষরিত এম ও ইউ-এর ধারা 'A' অনুসারে, এম ও ইউ চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে (জুলাই 2016) দুই বছরের জন্য বৈধ ছিল। উভয় পক্ষের পারস্পরিক সম্মতিতে পরবর্তীতে এম ও ইউ পুনঃনবীকরণ করার কথা ছিল। তবে, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে এম ও ইউ, যা জুলাই 2018 সালে এবং তার পর প্রতি দুই বছর অন্তর পুনঃনবীকরণ করার কথা ছিল (ফেব্রুয়ারী 2024 পর্যন্ত) কিন্তু করা হয়নি, যদিও আই সি আই সি আই-এর পেমেন্ট গেটওয়ে এখনও পোর্টালে ব্যবহার করা হচ্ছিল। এর ফলে ঝুঁকি তৈরি হয় যে ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালের পেমেন্ট প্রক্রিয়ায় কোনও অস্বচ্ছতা দেখা দিলে, এর সাথে সম্পর্কিত শর্তাবলী সহ এম ও ইউ না থাকলে সরকার কোনও দায়িত্ব নির্ধারণ করতে পারবে না।

'এক্সিট কনফারেন্স' (ফেব্রুয়ারি 2024)-এ সরকার জানিয়েছে যে, এম ও ইউ পুনর্নবীকরণ করা হবে।

### 2.8.4 ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন এবং চুক্তি প্রদানের কার্যকারিতা বাস্তবায়ন না করা

এস আর এস অনুসারে, দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন (টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল) এবং চুক্তি প্রদানের প্রক্রিয়াগুলি ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হবে যেমনটি **তালিকা 2.1**-এ দেখানো হল।

[15] *'এগিয়ে বাংলা' ওয়েবসাইট https://wb.gov.in অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের তালিকাভুক্ত দপ্তর।*

**তালিকা 2.1: এস আর এস অনুযায়ী দরপ্রদান প্রক্রিয়া**

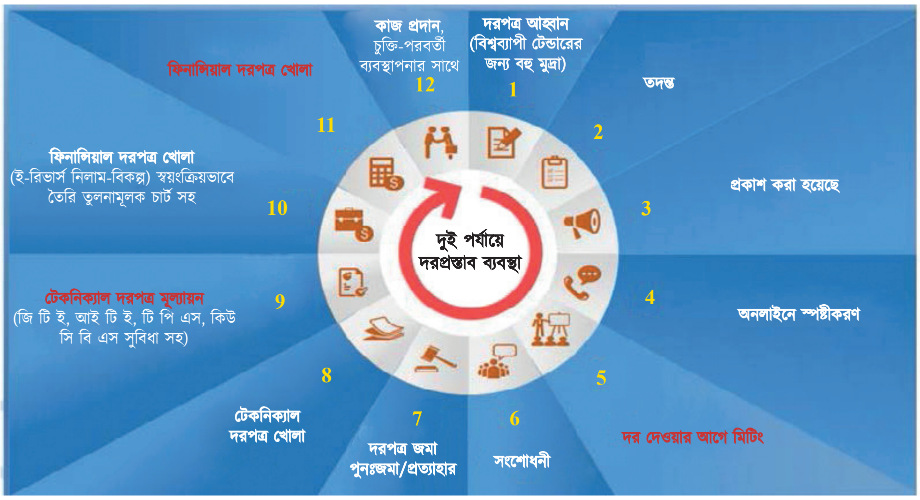


নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন করে যে অনুশীলনের সময়, ক্রয়কারী সংস্থাগুলি দরপত্র তৈরি, দরপত্র প্রকাশ এবং সংশোধন, দর জমা দেওয়া এবং সিস্টেমের মাধ্যমে দরপ্রস্তাব খোলার জন্য ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করছে।

যাইহোক, দরপত্র মূল্যায়ন এবং চুক্তি প্রদানের প্রক্রিয়াগুলি সিস্টেমের বাইরে ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে সকল সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল কারণ দরপ্রস্তাব মূল্যায়নের কাজটি সিস্টেমে ছিল না। মূল্যায়ন কমিটিগুলি দ্বারা অফলাইন মোডে দরপ্রস্তাবগুলির মূল্যায়ন করা হয়েছিল এবং শুধুমাত্র মূল্যায়নের সারাংশের স্ক্যান কপি ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে নথিভুক্ত করা হয়েছিল। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত দরদাতাকে অফলাইনে চুক্তি প্রদান করেছে এবং শুধুমাত্র প্রদানকরা চুক্তির স্ক্যান কপি ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে নথিভুক্ত করা ছিল।

দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন এবং চুক্তি প্রদানের কাজটি ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে বাস্তবায়ন না করার ফলে নিয়ন্ত্রণে ঘাটতি দেখা দেয়, কারন সিস্টেমে অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল-এর উদ্দেশ্য এই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলির জন্য প্রযোজ্য ব্যবসায়িক নিয়মগুলি প্রয়োগ করা। এই প্রক্রিয়াগুলির জন্য ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার না করায় ক্রয় প্রক্রিয়া চলাকালীন ত্রুটিপূর্ণ/পছন্দের দরদাতাকে ইচ্ছাকৃতভাবে অনুচিত সুবিধা প্রদানের ঝুঁকি বাস্তবে থেকে গেছে। এই পরিস্থিতিতে, নিয়মগুলির অনুপালন নিশ্চিত করার দায়িত্ব সিস্টেমে স্থানান্তরিত করার পরিবর্তে পৃথক ব্যবহারকারীর উপর রয়ে গেছে তাই ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের এই প্রাথমিক উদ্দেশ্যটি এখনও অর্জিত হয়নি।

নিরীক্ষায় সিস্টেমের বাইরে দরপ্রস্তাব মূল্যায়নের ফলস্বরূপ ত্রুটি লক্ষ্য করা গেছে, যেমনটি **অনুচ্ছেদ 2.12.3**-এ বর্ণনা করা হয়েছে। বাধ্যতামূলকভাবে সিস্টেমের মাধ্যমে চুক্তি প্রদান (এ ও সি) (এস আর এস-এ বর্ণিত) না করার ফলে ত্রুটি দেখা দিয়েছে, যেমনটি **অনুচ্ছেদ 2.13**-এ আলোচনা করা হয়েছে।

## 2.8.5 ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে 'আপোস'-এর সুবিধা অনুপস্থিতি

কেন্দ্রীয় তদারকি আয়োগ বিজ্ঞপ্তি (জানুয়ারি 2010) L1 দরদাতার সাথে আপোস অনুমতি দেয়। পরবর্তীকালে, অর্থ দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি-এর সম্মতিতে পূর্ত দপ্তর বিজ্ঞপ্তি জারি করে (মার্চ 2017), যেখানে শুধুমাত্র L1 দরদাতার সাথে ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে দরপত্র-পরবর্তী আলোচনার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও, এস আর এস এবং ই-টেন্ডারিংয়ের ওয়ার্কফ্লো তালিকা অনুসারে, দুই-পর্যায়ে 'চুক্তি' প্রদান 'ফিনান্সিয়াল বিড মূল্যায়ন'-এর পরে করা হয়েছে যেমনটি নীচের **তালিকা 2.2**-তে দেখানো হল:

**তালিকা 2.2: ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার কার্যধারা**

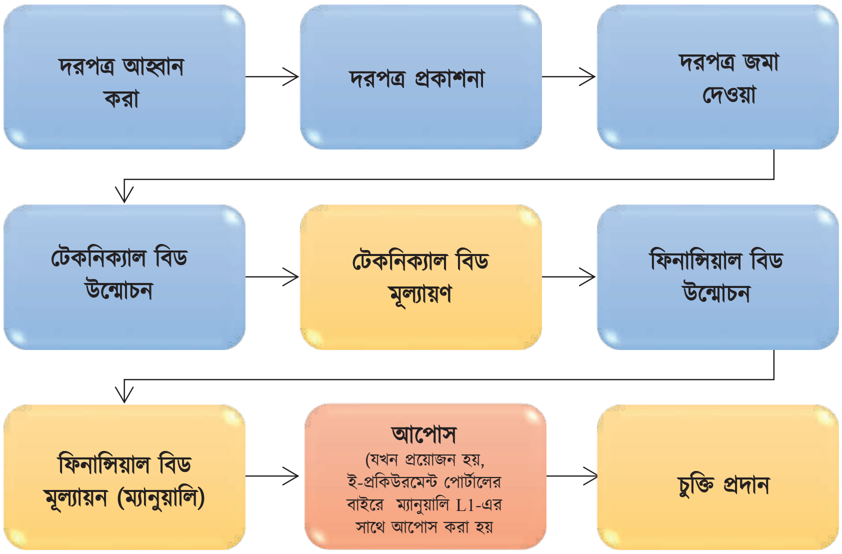


যাইহোক, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে এস আর এস (তালিকা 2.2)-এ উল্লেখ থাকলেও 'আপোস'-এর জন্য ই-টেন্ডারিংয়ের অধীনে সাব-মডিউলটি রাজ্যে বাস্তবায়িত হয়নি এবং তাই এটি অফলাইনে করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, আপোস প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ এবং দরপত্র আহ্বান থেকে চুক্তি প্রদানের সমগ্র প্রক্রিয়ার তথ্য ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে রাখা হয়নি। নিরীক্ষায় পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত বিভাগগুলিতে দেখা গেছে যে, আপোস করা হয়েছে এমন ক্ষেত্র[16] সম্পর্কিত তথ্যগুলি সিস্টেমের বাইরে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল এবং ই-প্রকিওরমেন্ট ডাটাবেস অংশে ছিল না। পি এইচ ই ডি স্বীকার করেছে (জুন 2024) যে ই-প্রকিওরমেন্ট মডিউলে সিস্টেম সক্ষম আপোস উপলব্ধ না থাকায়, L1 দরদাতাদের সাথে আপোস টি আই এ দ্বারা অফলাইনে করা হয়েছিল এবং ফলস্বরূপ হ্রাসপ্রাপ্ত দরপত্র মূল্য পরবর্তীতে চুক্তি প্রদানের আপলোড করা স্ক্যান কপি রূপে সিস্টেমে নিবন্ধন করা হয়েছিল।

## 2.8.6 ই-টেন্ডারিং এড়াতে কাজ ভাগ করা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তি (আগস্ট 2013) অনুসারে কেন্দ্রীয় ই-টেন্ডারিং পোর্টালের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক ই-টেন্ডারের প্রারম্ভিক সীমা সংশোধন করা হয়েছিল এবং 50 লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে 5 লক্ষ টাকা করা হয়েছিল। জুলাই 2022-এর বিজ্ঞপ্তিতে এই সীমা আরও কমিয়ে 5 লক্ষ টাকা থেকে 1 লক্ষ টাকা করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মারকলিপি (জুলাই 2018) অনুসারে, ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে প্রশাসনিক দপ্তরের স্পষ্ট অনুমোদনের পরে কাজ/দরপত্রের বিভাজন অনুমোদিত হয়েছিল, যেখানে বিভাজনের প্রাথমিক শর্ত ছিল কাজটি সম্পন্ন করা।

17টি বিভাগের নথি পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, দুটি বিভাগে 34টি দরপত্র[17] ছিল যেগুলি অফলাইন জারি করা হয়েছিল এবং 14টি কাজ ভাগ করা হয়েছিল বাধ্যতামূলক ই-টেন্ডারিংয়ের প্রারম্ভিক সীমা (অর্থাৎ, জুলাই 2022 পর্যন্ত 5 লক্ষ টাকা এবং তারপরে 1 লক্ষ টাকা) এড়াতে। একাধিক ক্ষেত্রে[18] ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে একই সংস্থাকে পরপর টেন্ডার আই ডি বরাদ্দ করা হয়েছিল। এছাড়াও, উপরোক্ত দরপত্রের নথি পর্যালোচনায় এটা দেখা যায়নি যে, উক্ত কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য বিভাজন করা হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রশাসনিক অনুমোদন নেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, উপরোক্ত কাজগুলি বিভক্ত করে, বাধ্যতামূলক অনলাইন টেন্ডারিং এড়ানো

---

[16] *পি এইচ ই ডি-তে 10টি ক্ষেত্রে।*

[17] *রায়গঞ্জ উপ-বিভাগ-I (পি ডব্লিউ ডি) এ ই-এর কার্যালয়ের 16টি দরপত্র এবং রায়গঞ্জ উপ-বিভাগ-III (পি ডব্লিউ ডি) এ ই-এর কার্যালয়ের 18টি দরপত্র।*

[18] *সহকারী বাস্তুকার I এবং II, রায়গঞ্জ উপবিভাগ, পি ডব্লিউ ডি-তে 12 জন ঠিকাদার।*

হয়েছিল, যার ফলে ই-টেন্ডারিংয়ের উদ্দেশ্য লঙ্ঘিত হয়েছিল এবং পছন্দের ঠিকাদারদের অযৌক্তিক সুবিধা প্রদান সম্পর্কিত পরিহারযোগ্য ঝুঁকি তৈরি হয়েছিল।

উত্তরে, পি ডব্লিউ ডি-এর উভয় উপ-বিভাগ (জুলাই 2023) পর্যবেক্ষণটি স্বীকার করে এবং জানায় যে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা এড়াতে এটি বিবেচনা করা হবে।

'এক্সিট কনফারেন্স' (ফেব্রুয়ারি 2024)-এ সরকারের অভিমত ছিল যে, অনেক সময় বিভাজন প্রয়োজন, তবে বিভাজনের কারণগুলি যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা উচিত এবং কেবল ই-টেন্ডারিং এড়ানোর জন্য বিভাজন করা উচিত নয়।

### 2.8.7 রাজ্য স্তরে কোর কমিটির পর্যবেক্ষণে ত্রুটি

ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তর হল কেন্দ্রীয় সংস্থা যা রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে ন্যাশনাল ই-গভর্ন্যান্স পরিকল্পনার আওতায় 'মিশন মোড প্রকল্প' হিসাবে ই-প্রকিওরমেন্ট বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ করে। বাস্তবায়নের সময়কাল 2011-12 থেকে 2015-2016 (5 বছর) ছিল, পরবর্তীকালে বাড়িয়ে 2016 করা হয়। এম এম পি অনুসারে, ই-প্রকিওরমেন্ট বাস্তবায়নের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বাস্তবায়নকারী রাজ্যগুলির অর্থ দপ্তরের সচিব/বিশেষ সচিবের নেতৃত্বে একটি রাজ্য স্তরের কোর কমিটি (এস এল সি সি) গঠন করার কথা ছিল। সেই অনুযায়ী, ই-প্রকিওরমেন্ট ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সরকার 2012 সালের জুলাই মাসে একটি এস এল সি সি গঠন করে এবং 2014 সালের জানুয়ারিতে পুনর্গঠন করে। তবে, অর্থ দপ্তরের নথি পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে 2019-20 এবং 2023-24 সময়কালের মধ্যে এস এল সি সি সক্রিয় ছিল না যা রাজ্য স্তরে দুর্বল তদারকি এবং পর্যবেক্ষণের ইঙ্গিত দেয়।

***সুপারিশসমূহ:***

***সরকারের উচিত:***

1. ***সিস্টেমে বাকি সুযোগসুবিধাগুলির বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংস্থার সাথে এম ও ইউ/পরিষেবা স্তরের চুক্তি সম্পাদন করা।***
2. ***এটি নিশ্চিত করতে হবে যে সমস্ত দপ্তর, পি এস ইউ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং প্রারম্ভিক মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যের দরপত্রের জন্য পোর্টাল ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।***
3. ***আপোসের জন্য কার্যক্ষমতার উন্নয়ন এবং দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন মডিউল এবং চুক্তি প্রদানের মত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াগুলির জন্য সিস্টেম ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।***

## 2.9 ইউজার ব্যবস্থাপনা

এই প্রণালীতে অংশগ্রহণকারী যেমন দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ (টি আই এ) এবং দরদাতাদের তাদের ক্রয় কার্য পরিচালনার জন্য সিস্টেমে নিজেদের নিবন্ধিত করতে হবে। প্রত্যেক ইউজারকে প্রথমে তার স্বতন্ত্র ইউজার আই ডি দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং ইমেলে একটি পাসওয়ার্ড পাঠানো হয় এরপর ব্যবহারকারী যখনই দরপত্র, প্রয়োজনীয় নথি ইত্যাদি আপলোড করার জন্য লগ ইন করেন, তখন পরবর্তী প্রমাণীকরণের জন্য তার ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র (ডি এস সি)[19] নিবন্ধন করা হয়।

[19] *ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট একটি ইলেকট্রনিক স্বাক্ষর যা বার্তা প্রেরক বা নথিতে স্বাক্ষরকারীর পরিচয় প্রমাণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সম্ভবত এটা নিশ্চিত করতে পারে যে প্রেরিত বার্তা বা নথির মূল বিষয়বস্তু অপরিবর্তিত রয়েছে। ডিজিটাল স্বাক্ষর সহজেই পরিবহনযোগ্য, অন্য কেউ অনুকরণ করতে পারে না এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সময়-মুদ্রন করা যেতে পারে।*

## 2.9.1 ই-টেন্ডার প্রকাশে অনিয়ম

অর্থ দপ্তর সময়ে সময়ে[20] স্মারকলিপি জারি করে কার্য নির্বাহী দপ্তরের ক্ষেত্রে 'কারিগরি অনুমোদন' এবং 'দরপত্র গ্রহণ'-এর জন্য প্রধান বাস্তুকার, অধীক্ষক বাস্তুকার, নির্বাহী বাস্তুকার ইত্যাদির আর্থিক ক্ষমতা সংজ্ঞায়িত করে। দরপত্র আহ্বান এবং সম্ভাব্য দরদাতাদের মধ্যে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার জন্য ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালে টি আই এ-এর কার্যালয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। প্রতিটি টি আই এ কার্যালয়ের জন্য সিস্টেমে স্বতন্ত্র ইউজার আই ডি (অ্যাক্টুয়াল ও আর জি আইডি) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

বিভাগীয় কার্যালয়ের মনোনীত টি আই এ হলেন নির্বাহী বাস্তুকার। পি এইচ ই ডি-এর চারটি বিভাগে[21] 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, একটি নির্দিষ্ট বিভাগের সাথে সম্পর্কিত দরপত্র নির্ধারিত টি আই এ অর্থাৎ নির্বাহী বাস্তুকার ব্যতীত অন্যদের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল, যেমনটি ***পরিশিষ্ট-2.4***-এ বর্ণিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল:

**সারণী 2.1: বিভাগীয় কার্যালয়গুলিতে অধীক্ষক বাস্তুকার এবং সহকারী বাস্তুকারদের দ্বারা আমন্ত্রিত দরপত্রের বিবরণ**

| পি এইচ ই ডি কার্যালয়ের নাম | মনোনীত দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ | 2018-23 সময়কালে প্রকাশিত মোট দরপত্র | দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা দরপত্রের বিবরণ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | অধীক্ষক বাস্তুকার (টি আই এ বহির্ভূত) | নির্বাহী বাস্তুকার | সহকারী বাস্তুকার (টি আই এ বহির্ভূত) |
| ইস্টার্ন মেকানিক্যাল বিভাগ (মেকানিক্যাল সার্কেল-III-এর অধীনে) (অ্যাক্টুয়াল ও আর জি আইডি=864) | নির্বাহী বাস্তুকার | 775 | - | 700 | 75 (21টি দরপত্র বাঁকুড়া মেকানিক্যাল বিভাগের অধীনে বি এম এস ডি, পি এইচ ই ডি উপ-বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল) |
| বাঁকুড়া বিভাগ (ওয়েস্টার্ন সার্কেলের অধীনে) (অ্যাক্টুয়াল ও আর জি আইডি=827) | নির্বাহী বাস্তুকার | 34 | 4 | 30 | - |
| ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ (মেকানিক্যাল সার্কেল-I-এর অধীনে) (অ্যাক্টুয়াল ও আর জি আইডি=859) | নির্বাহী বাস্তুকার | 741 | - | 687 (2 টি দরপত্র অন্য বিভাগের ছিল, যেমন এস এম ডি, পি এইচ ই ডি) (টি আই এ বহির্ভূত) | 54 (50টি দরপত্র, ইলেকট্রনিক বিভাগ (পি এইচ ই ডি)-এর অন্তর্গত এইচ এম এস ডি পি এইচ ই ডি উপ-বিভার সম্পর্কিত) |
| বাঁকুড়া ডব্লিউ/এস বিভাগ (বাঁকুড়া ডব্লিউ/এস সার্কেলের অধীনে) (অ্যাক্টুয়াল ও আর জি আইডি=8194) | নির্বাহী বাস্তুকার | 4 | 2 (2টি দরপত্র মুর্শিদাবাদ সার্কেল, পি এইচ ই ডি-এর সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল) | 2 | - |
| **টি আই এ ছাড়া প্রকাশিত মোট দরপত্র** | | | **6** | **4** | **129** |

উপরোক্ত তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, একজন টি আই এ (নির্বাহী বাস্তুকার)-এর স্বতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক আই ডি এই চারটি বিভাগের অন্যান্য টি আই এ (অধীক্ষক বাস্তুকার এবং সহকারী বাস্তুকার)-এর সাথে ভুলভাবে সংযুক্ত করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, মনোনীত টি আই এ ব্যতীত এই চারটি বিভাগে 139টি দরপত্র জারি করা হয়েছিল। এছাড়াও, বিভাগের নিজস্ব নির্ধারিত টি আই এ

[20] *5458 f(Y) তারিখ 27.06.2012, 30 F(Y) তারিখ 05.01.2021, 2320 f(Y) তারিখ 07.06.2022*

[21] *(i) পূর্ব মেকানিক্যাল বিভাগ (ii) বাঁকুড়া বিভাগ (iii) ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ এবং (iv) বাঁকুড়া ডব্লিউ/এস বিভাগ।*

থাকা সত্ত্বেও, সার্কেল এবং উপ-বিভাগ কার্যালয়ের টি আই এ গণ বিভাগীয় কার্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠানিক আই ডি ব্যবহার করেছিল।

সুতরাং, সার্কেল অফিস (টি আই এ-অধীক্ষক বাস্তুকার) এবং উপ-বিভাগ কার্যালয়ের (টি আই এ-সহকারী বাস্তুকার) দরপত্রগুলি অনুচিতভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল, অন্যান্য বিভাগীয় কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক আই ডি ব্যবহার করে। এটি নিয়ন্ত্রণের একটি উল্লেখযোগ্য ঘাটতি উল্লেখ করে।

পি এইচ ই ডি জানিয়েছে (জুন 2024) যে, যেখানে নির্বাহী বাস্তুকারকে এক বিভাগ থেকে অন্য বিভাগে স্থানান্তর করা হয়েছিল কিন্তু পূর্ববর্তী বিভাগের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছিলেন, সেখানে টি আই এ-এর স্বতন্ত্র লগইন ক্রেডেনশিয়াল অন্যান্য টি আই এ-দের সাথে ভাগ করা হয়েছিল।

তবে, পি এইচ ই ডি বিভাগীয় কার্যালয়গুলিতে সহকারী বাস্তুকার এবং অধীক্ষক বাস্তুকারদের দ্বারা প্রকাশিত দরপত্র সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেনি।

### 2.9.2 মেয়াদ উত্তীর্ণ ডি এস সি-এর ব্যবহার বন্ধ করতে অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোলের অনুপস্থিতি

ডিজিটাল স্বাক্ষরিত শংসাপত্রগুলি স্বতন্ত্র ইউজার আই ডি-এর সাথে যুক্ত করা হয়েছিল এবং বৈধতার সময়কাল প্রত্যয়ন সংস্থা দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ই-টেন্ডার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ নথি ডিজিটালি স্বাক্ষরের জন্য মেয়াদ উত্তীর্ণ ডি এস সি ব্যবহার বন্ধ করার জন্য সিস্টেমটিতে অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল থাকা প্রয়োজন ছিল।

নিরীক্ষায় ডাটাবেস বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে যে 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে, তিনটি বিভাগের 11টি নথি সম্পর্কিত 67টি ঘটনা রয়েছে যেখানে মেয়াদ উত্তীর্ণ ডি এস সি ব্যবহার করে দরপত্রের নথি আপলোড করা হয়েছে।

এর থেকে বোঝা যায় যে ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে এই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল বাস্তবায়িত হয়নি এবং অবৈধ ডি এস সি ব্যবহারের পরিহারযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করেছে।

### 2.9.3 ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিয়মবহির্ভুতভাবে ডি এস সি জারি

এম ই আই টি ওয়াই, জি ও আই-এর জারি করা নির্দেশিকা (আগস্ট 2011) অনুসারে, ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমের প্রয়োজনীয় গুনমান পুরনের জন্য, ই-প্রকিওরমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনে গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক নথি যেমন দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, সংশোধনী, দরপত্রের নথি, সংযোজন, দরপত্রের নথিতে স্পষ্টীকরণ, দরপ্রস্তাব ইত্যাদিতে, ডিজিটাল-স্বাক্ষর থাকতে হবে। নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে যে ডিজিটাল-স্বাক্ষর যাচাই করার ব্যবস্থা সিস্টেমে থাকা উচিত।

জি ও ডব্লিউ বি-এর বিজ্ঞপ্তি (মে 2012) অনুসারে, ই-টেন্ডারিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ডি এস সি এন আই সি থেকে পেতে হত, যা সংশাপত্র প্রদানকারী কতৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছিল।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে, পি এইচ ই ডি-এর নির্বাচিত 10টি কার্যালয়ের মধ্যে আটটি পি এইচ ই ডি কার্যালয়ে[22] প্রাক্কলনিক এবং জুনিয়র বাস্তুকারদের ডি এস সি জারি করা হয়েছে।

[22] *মেকানিক্যাল সার্কেল-III (পি এইচ ই অধিদপ্তর) এস ই-এর কার্যলায়; ইস্টার্ন মেকানিক্যাল বিভাগ (পি ডব্লিউ ড) ই ই-এর কার্যালয়; উত্তরবঙ্গ সার্কেল-III (পি এইচ ই অধিদপ্তর) এস ই-এর কার্যালয়; ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ (পি এইচ ই অধিদপ্তর) ই ই -এর কার্যালায়; আর ইস এফ এ জল সরবরাহ সার্কেল (পি এইচ ই অধিদপ্তর) এস ই-এর কার্যালয়; ঝাড়গ্রাম বিভাগ (পি এইচ ই অধিদপ্তর) ই ই-এর কার্যালয়; দুর্গাপুর জল সরবরাহ বিভাগ (পি এইচ ই অধিদপ্তর) ই ই -এর কার্যালয়; আসানসোল মেকানিক্যাল বিভাগ (পি এইচ ই অধিদপ্তর) ই ই-এর কার্যালয়।*

যেহেতু প্রাক্কলনিক/জুনিয়র বাস্তুকার দরপত্র আহ্বানের জন্য মূল্যায়ন কমিটির সদস্য বা দরপত্র আমন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ (টি আই এ) হিসেবে মনোনীত হওয়ার যোগ্য ছিলেন না, তাদেরকে ডি এস সি জারি নিয়মবহির্ভুত ছিল।

এই বিষয়টি উল্লেখ করার পর, পি এইচ ই ডি জানিয়েছে (জুন 2024) যে, যদিও প্রাক্কলনিক/জুনিয়র বাস্তুকাররা মূল্যায়ন কমিটিতে বা দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তারা কেবল দরদাতাদের দ্বারা আপলোড করা নথির উপর ভিত্তি করে তথ্য সংকলনের দায়িত্ব পালন করছিলেন যাতে দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটির সামনে একটি সমন্বিত প্রযুক্তিগত সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা যায়। প্রাক্কলনিক/জুনিয়র বাস্তুকারের দায়িত্ব নিশ্চিত করার জন্য তাদের ডি এস সি ব্যবহার করা উচিত এছাড়াও তথ্যের জন্য এবং অন্যান্য উদ্দেশ্যে সংকলন শীটে তাদের স্বাক্ষর নথিভুক্ত করা উচিত।

উত্তরটি গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ পদ্ধতিটি সরকারের নির্বাহী নির্দেশাবলীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না ফলস্বরূপ সরকারি কর্মচারীদের পক্ষে বিড ডেটা উপলব্ধ করা সম্ভব ছিল, যারা এই ডেটা উপলব্ধ করার জন্য অনুমোদিত ছিল না।

## 2.9.4 ডি এস সি ব্যবহার না করেই নিয়মবহির্ভূতভাবে সংশোধনী প্রকাশন

ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে দপ্তরীয় ব্যবহারকারী, যাদের লগইন ক্রেডেনশিয়াল এবং বৈধ ডি এস সি ছিল, কেবলমাত্র তাদেরই সিস্টেম দ্বারা ই-টেন্ডার এবং সংশোধনী প্রকাশের অনুমতি দেওয়া উচিত।

যদিও, নিরীক্ষা 2018-19 থেকে 2022-23 পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষণ করে যে, পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর 167টি দরপত্রের 176টি সংশোধনী (208টির মধ্যে) ডি এস সি ব্যবহার না করেই সিস্টেম দ্বারা প্রকাশিত হয়েছে। এটি সিস্টেমে অপ্রত্যামান[23] কার্যকর করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোলের ত্রুটিগুলির ইঙ্গিত দেয়। এছাড়াও, এটি প্রতারণামূলক উদ্দেশ্যে সিস্টেমে অননুমোদিত স্বীকৃতির ঝুঁকি বাড়ায়।

## 2.9.5 সিস্টেমে দপ্তরীয় শ্রেণিবিন্যাস সংযুক্তিকরণে ত্রুটি

**উপ-বিভাগ কার্যালয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত না করা**

ই-প্রকিওরমেন্ট[24] নির্দেশিকা অনুসারে, প্রশাসনিক দপ্তরগুলি দ্বারা এন আই সি-কে প্রতিষ্ঠানিক শ্রেণীবিন্যাসের বিশদ বিবরণ প্রদান করতে হবে, যাতে সিস্টেমে তাদের সংযুক্ত করা যায়।

নিরীক্ষা পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত তিনটি বিভাগে[25] পর্যবেক্ষণ করে যে, এই বিভাগের অধীনে থাকা উপ-বিভাগগুলিকে সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই ধরনের অন্তর্ভুক্তিকরণ না থাকার কারণে, এই উপ-বিভাগগুলি দ্বারা প্রকাশিত দরপত্রগুলিকে বিভাগগুলি দ্বারা প্রকাশিত হিসাবে ভুলভাবে দেখানো হয়েছিল, ফলস্বরূপ বিভাগগুলি দ্বারা টি আই এ স্তরে প্রকাশিত দরপত্রের সংখ্যা সম্পর্কে ভুল এম আই এস প্রতিবেদন তৈরি হয়েছিল।

বিভাগগুলি উপরোক্ত তথ্য মেনে নিয়েছে এবং জানিয়েছে (সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর 2023) যে, দপ্তর এবং এন আই সি-এর সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সমস্যাটির সমাধান করা হবে।

23 *অ-প্রত্যামান হল একটি নিরাপত্তা নীতি যা নিশ্চিত করে যে একজন ব্যবহারকারী কোনও সিস্টেমে লগ ইন করার মতো নির্দিষ্ট কোনও কাজ সম্পাদন করার বিষয়টি অস্বীকার করতে পারবেন না।*

24 *15 জুলাই 2011 তারিখে প্রকাশিত জাতীয় ই-গভর্নেন্স পরিকল্পনার অধীনে একটি মিশন মোড প্রকল্প হিসেবে রাজ্যগুলিতে 'ই-প্রকিওরমেন্টের বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশিকা'-এর অনুচ্ছেদ 5-এর ক্রম নং 9.3।*

25 *ই ই কার্যালয়, ইস্টার্ন মেকানিক্যাল বিভাগ (পি এইচ ই অধিকার); ই ই কার্যালয় ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ (পি এইচ ই অধিকার); ই ই কার্যালয় ঝাড়গ্রাম ডিভিশন (পি এইচ ই অধিকার)।*

**সার্কেল/বিভাগগুলির জন্য দপ্তরীয় শ্রেণীবিন্যাস অন্তর্ভুক্তিকরণে ত্রুটি**

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত আই ডি যেগুলি বিভিন্ন বিভাগের সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত এবং একই সার্কেল/বিভাগে দুটি আই ডি ব্যবহারের ঘটনা রয়েছে।

সিস্টেমে হেলথ ইলেকট্রিক্যাল সার্কেল (পি ডব্লিউ ডি) সম্পর্কিত দুটি ভিন্ন প্রতিষ্ঠানিক শ্রেণীবিন্যাস **তালিকা 2.3**-এ চিত্রিত করা হল:

**তালিকা 2.3: হেলথ ইলেকট্রিক্যাল সার্কেল সম্পর্কিত দুটি ভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণীবিন্যাস**

| প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস 'এ' | প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস 'বি' |
|---|---|
| পূর্ত দপ্তর<br>‖<br>পি ডব্লিউ ডি অধিকার<br>‖<br>পি ডব্লিউ ডি (দক্ষিণ অঞ্চল)<br>‖<br>**ইলেকট্রিক্যাল হেলথ সার্কেল**<br>‖<br>সার্কেলের অধীনে তিনটি বিভাগ<br>(**উত্তর কলকাতা হেলথ ইলেকট্রিক্যাল**, দক্ষিণ কলকাতা হেলথ ইলেকট্রিক্যাল, মধ্য কলকাতা হেলথ ইলেকট্রিক্যাল) | পি ডব্লিউ ডি (ইলেকট্রিক্যাল)<br>‖<br>**ইলেকট্রিক্যাল হেলথ সার্কেল**<br>‖<br>সার্কেলের অধীনে সাতটি বিভাগ<br>(সেন্ট্রাল কলকাতা, ইলেকট্রিক্যাল কনস্ট্রাকশন-I, এম এস স্পোর্টস ইলেকট্রিক্যাল, **উত্তর কলকাতা হেলথ**, দক্ষিণ কলকাতা হেলথ-I ও II, সাব-আরবান ইলেকট্রিক্যাল) |

উপরে উল্লেখিত তথ্য থেকে দেখা যায় যে, পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত বিভাগগুলির মধ্যে একটি অর্থাৎ, **ই ই, উত্তর কলকাতা হেলথ ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ**, দুটি ভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণীবিন্যাস যুক্ত এবং এইভাবে 2019-23 সময়কালে দরপত্র প্রকাশের জন্য উভয়কেই ব্যবহার করা হয়েছিল। একই টি আই এ দ্বারা দুটি প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণীবিন্যাস ব্যবহার করে ই ই, উত্তর কলকাতা হেলথ ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত দরপত্রের সারাংশ **সারণী 2.2**-এ বিস্তারিতভাবে দেওয়া হল।

**সারণী 2.2: একই টি আই এ দ্বারা দুটি প্রতিষ্ঠানের শ্রেণীবিন্যাস ব্যবহার করে ই ই, উত্তর কলকাতা হেলথ ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ দ্বারা প্রকাশিত দরপত্রের বিবরণ**

| বছর | প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস 'এ' ব্যবহার করে প্রকাশিত দরপত্র | প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস 'বি' ব্যবহার করে প্রকাশিত দরপত্র |
|---|---|---|
| 2019-20 | 14 | 104 |
| 2020-21 | 42 | 7 |
| 2021-22 | 67 | 34 |
| 2022-23 | 38 | 62 |

এই ঘাটতির ফলে সংশ্লিষ্ট সার্কেল/বিভাগের অসম্পূর্ণ বা নকল তথ্যের কারণে সিস্টেমটি ভুল এম আই এস প্রতিবেদন প্রদান করেছে।

পি এইচ ই ডি জানিয়েছে (জুন 2024) যে, এখন থেকে সমস্ত সার্কেল/বিভাগকে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রাতিষ্ঠানিক ইউনিটগুলি সঠিকভাবে সংযুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হবে। এন আই সি জানিয়েছে (জুলাই 2024) এই ধরনের পুনরাবৃত্তি রোধ করার জন্য পুরোনো প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণিবিন্যাস বন্ধ করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে একটি বিজ্ঞপ্তি/জি ও জারি করার নির্দেশ পি ডব্লিউ ডি-কে দিয়েছে (মে এবং জুলাই 2024)।

### 2.9.6 দরদাতা নিবন্ধনের সময় অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অভাব

এস আর এস অনুসারে, অনলাইন ফর্মগুলিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে কোনগুলি বাধ্যতামূলকভাবে পুরণ করতে হবে এবং সিস্টেমে ভ্যালিডেশন কনট্রোল থাকতে হবে যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে সমস্ত বাধ্যতামূলক ক্ষেত্রগুলি ব্যবহারকারী দ্বারা পূরণ করা হয়েছে। একজন দরদাতা ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে "অনলাইন বিডার এনরোলমেন্ট" পেজে গিয়ে ইমেল আই ডি, মোবাইল নম্বর, প্যান নম্বর ইত্যাদির মতো বাধ্যতামূলক ক্ষেত্রগুলিতে তথ্য পুরণ করে নিজেকে নিবন্ধন করতে পারেন।

#### (i) নকল/অবৈধ প্যান লিপিভুক্তকরণ বন্ধ করতে অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল-এর অনুপস্থিতি

স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর (প্যান) হল ভারত সরকারের আয়কর দপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন সত্তাকে জারি করা একটি স্বতন্ত্র সংখ্যা। প্যানের চতুর্থ অক্ষরটি প্যানধারীর বিবরণ বোঝায় "পি"-এর অর্থ একক ব্যক্তি, "সি"-এর অর্থ কোম্পানি, "এইচ"-এর অর্থ হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (এইচ ইউ এফ) "এ"-এর অর্থ ব্যক্তিদের সমিতি (এ ও পি), "বি"-এর অর্থ একক সংস্থা (বি ও আই), "জি"-এর অর্থ সরকারি সংস্থা, "জে"-এর অর্থ কৃত্রিম আইনি স্বত্তা, "এল"-এর অর্থ স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, "এফ"-এর অর্থ ফার্ম/সীমিত দায়বদ্ধ অংশীদার এবং "টি"-এর অর্থ ট্রাস্ট।

নিরীক্ষায় মার্চ 2023 পর্যন্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে:

- মোট 32,735জন দরদাতার আই ডি-এর নিরিখে 12,201টি প্যান ছিল যা একই প্যানের অনেকবার ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়।
- 1,71,431 জন দরদাতার নিবন্ধন পরীক্ষামূলকভাবে যাচাইয়ে দেখা গেছে যে, 525টি অবৈধ প্যান আই ডি যা বৈধ প্যান সংখ্যার ফর্ম্যাটের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না।

নিরীক্ষা আরও পর্যবেক্ষণ করে যে নিবন্ধনের সময় সিস্টেমে সহায়ক নথি (স্ক্যান করা প্যান কার্ড) বাধ্যতামূলকভাবে আপলোড করার কোনও প্রাবধান ছিল না। ফলে দপ্তরীয় কর্মীরা এন্ট্রি করা প্যান যাচাই করতে বা আপলোড করা প্যান কার্ডের কপির বিবরণের সাথে এটি মেলাতে পারতেন না। সিস্টেমে অন্তর্নিহিত অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল থাকা উচিত ছিল যাতে সিস্টেমে বিদ্যমান দরদাতার আই ডি-এর সাথে পূর্বে সংযুক্ত প্যান নম্বনের লিপিভুক্তকরণ বন্ধ করা যায়। একই প্যান দিয়ে একাধিক নিবন্ধন রোধ করার জন্য সিস্টেমে অন্তর্নিহিত ভ্যালিডেশন কনট্রোল ব্যবস্থাও থাকা উচিত।

সরকার এক্সিট কনফারেন্স-র সময় (ফেব্রুয়ারি 2024) সিস্টেমে প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল বাস্তবায়ন করা হয়েছে তা নিশ্চিত করতে এন আই সি-কে নির্দেশ দেয়।

#### (ii) একই প্যান কার্ড-এ একই দরপত্রে দরদাতাদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে দপ্তরীয় কর্মীদের সতর্ক করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অনুপস্থিতি

জি ও ডব্লিউ বি-এর বিজ্ঞপ্তি (জুন 2012) অনুসারে, ক্রয়ের জন্য সংস্থা নির্বাচন কমপক্ষে তিনটি দরপত্র জমা পড়ার ভিত্তিতে করা উচিত। এছাড়াও, যদি টেকনিক্যাল বিডে যোগ্য দরপত্রদাতা/ দরদাতার সংখ্যা তিনজনের কম হয়, তাহলে নতুন করে দরপত্র আহ্বান করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে, 2018-19 এবং 2022-23-এর মধ্যে পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-থেকে 90,928টি দরপত্র প্রকাশিত হয়েছে, 137টি দরপত্রের ক্ষেত্রে দুইজন দরদাতার নিরিখে একই প্যান লিপিভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, এই 137টি দরপত্রের মধ্যে 46টি দরপত্রে কেবলমাত্র তিনটি দরপ্রস্তাব জমা পড়েছে যার মধ্যে দুটি দরপ্রস্তাবের একই প্যান নম্বর ছিল। এর ফলে দরদাতাদের সংখ্যা কার্যত কমে দুই হয়েছে, যার ফলে খোলা দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়াটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

এন আই সি জানিয়েছে (জুলাই 2024) যে টি আই এ-এর তরফে এটি সমাধান করতে হবে কারণ দরদাতাদের কাছে তাদের প্যান সঠিকভাবে লিপিভুক্ত করানোর বিধান রয়েছে। উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ একই প্যান ব্যবহার করে এই ধরনের নিবন্ধন প্রত্যাখ্যান করার জন্য সিস্টেমে অন্তর্নিহিত কনট্রোল থাকা উচিত।

### (iii) অপ্রাপ্তবয়স্ক দরদাতাদের নিবন্ধন রোধ করার জন্য বৈধতা নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি

নিরীক্ষায় তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, 20 জন ব্যবহারকারী, যারা তথ্য অনুসারে নাবালক বলে মনে হয়েছে, নিবন্ধনের সময় সিস্টেমে তাদের দরদাতা হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল, যাদের বয়স 1 দিন থেকে 17 বছর 7 মাস পর্যন্ত ছিল। এটি জন্ম তারিখ এবং বয়সের বৈধ তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য সিস্টেমে অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অনুপস্থিতি প্রতিফলিত করে।

### (iv) একই মোবাইল নম্বরের সাথে একাধিক দরদাতা সংযুক্তিকরণ রোধে অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অনুপস্থিতি

ই-টেন্ডার পোর্টালের সারগ্রন্থ অনুসারে ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সময় দরদাতাদের মোবাইল নম্বর বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল, যাতে সমস্ত নিবন্ধিত দরদাতাদের কাছে সময়মত বিজ্ঞপ্তি (দরপত্র প্রকাশ, সংশোধনী, দরপত্র খোলা ইত্যাদি) পাঠানো যায়।

নিরীক্ষায় ডাটাবেস বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে

- 2018-19 এবং 2022-23-এর মধ্যে প্রকাশিত পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর 90,928টি দরপত্রের মধ্যে 4,045টি দরপত্রে, 4,600টি ক্ষেত্রে একই মোবাইল নম্বর একাধিক দরদাতাদের আই ডি-এর সাথে যুক্ত ছিল, যা নীচের **সারণী 2.3**-এ বিশদে দেখানো হয়েছে:

**সারণী 2.3: একই দরপত্রে একই মোবাইল নম্বরের একাধিক দরদাতা**

| একই দরপত্রে একই মোবাইল নম্বরের দরদাতাদের সংখ্যা | ঘটনার সংখ্যা |
|---|---|
| 2 জন দরদাতা | 4,304 |
| 3 জন দরদাতা | 275 |
| 4 জন দরদাতা | 20 |
| 5 জন দরদাতা | 1 |
| **মোট** | **4,600** |

*(উৎস: ই-প্রকিওরমেন্ট ডাটাবেস)*

- এছাড়াও, 1,530টি দরপত্রে তিনটি বা তার কম দর প্রস্তাব জমা পড়েছিল, এই প্রতিটি দরপত্রের ক্ষেত্রে দুটি দরদাতার সাথে একই মোবাইল নম্বর যুক্ত ছিল। এই অনিয়ম প্রমাণ করার জন্য, নিরীক্ষায় পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত ইউনিটগুলির 341টি দরপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, 29টি দরপত্র এমন ছিল যাতে একি দরপত্রে একই মোবাইল নম্বরের একাধিক দরদাতা ছিল।

এটি দরদাতাদের মধ্যে সম্ভাব্য যোগসাজশের বাস্তবিক ঝুঁকির ইঙ্গিত করে এবং এই ধরনের অন্তর্ভুক্তিকরণ বন্ধ করার জন্য সিস্টেমে প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল ছিল না। এন আই সি জানিয়েছে (জুলাই 2024) যে টি আই এ-এর পক্ষ থেকে এটি সমাধান করতে হবে কারণ দরদাতাদের কাছে তাদের ফোন নম্বর সঠিকভাবে দাখিল করার প্রাবধান রয়েছে। উত্তরটি যুক্তিযুক্ত ছিল না, কারণ নিবন্ধন এবং দরপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহনের সময় একাধিক দরদাতার

আই ডি-এর সাথে একি মোবাইল নম্বরের অন্তর্ভুক্তিকরণ বন্ধের জন্য সিস্টেম অন্তর্নিহিত নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত ছিল।

**(v) একাধিক দরদাতার নিরিখে একই ই-মেল আই ডি-এর অন্তর্ভুক্তি বন্ধ করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল-এর অভাব**

ই-টেন্ডার পোর্টাল অনুসারে, দরদাতাদের অনলাইনে তালিকাভুক্তির জন্য সিস্টেমে নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সময় দরদাতাদের ইমেল আই ডি বাধ্যতামূলকভাবে দিতে হবে, যাতে সমস্ত নিবন্ধিত দরদাতাদের সময়মত বিজ্ঞপ্তি পাঠানো যায়।

নিরীক্ষায় ডাটাবেস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে

- 2018-19 এবং 2022-23 সালের মধ্যে প্রকাশিত পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর 90,928টি দরপত্রের মধ্যে 1,245টি দরপত্রে, 1,265টি ক্ষেত্রে একই ইমেল আই ডি একাধিক দরদাতার ইমেল আই ডি-এর নিরিখে যোগ করা হয়েছিল, যা নীচের **সারণী 2.4**-এ বিশদে বর্ণনা করা হয়েছে:

**সারণী 2.4: একই দরপত্রে একই ইমেল আই ডি-এর একাধিক দরদাতা**

| একই দরপত্রে একই ইমেল আই ডি-এর দরদাতার সংখ্যা | ঘটনার সংখ্যা |
|---|---|
| 2 জন দরদাতা | 1,167 |
| 3 জন দরদাতা | 83 |
| 4 জন দরদাতা | 15 |
| **মোট** | **1,265** |

*(উৎস: ই-প্রকিওরমেন্ট ডাটাবেস)*

- এই অনিয়ম প্রতিপন্ন করার জন্য, নিরীক্ষায় পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত ইউনিটগুলিতে যাচাই করা 341টি দরপত্রে দেখা গেছে যে, 12টি দরপত্রে একই ইমেল আই ডি একাধিক দরদাতার সাথে একই দরপত্রের নিরিখে দাখিল করা হয়েছে। এটি দরদাতাদের মধ্যে সম্ভাব্য যোগসাজশের ঝুঁকি নির্দেশ করে এবং এই ধরনের যোগসাজেশ প্রতিরোধ করার জন্য সিস্টেমে প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল ছিল না।

এক্সিট কনফারেন্স-এর (ফেব্রুয়ারি 2024) সময়, অর্থ দপ্তরের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব নির্দেশ দেন যে, দরপত্রে মোবাইল নম্বর এবং ইমেল আই ডি-এর নকল লক্ষ্য করা গেছে এমন ঘটনাগুলি বিবেচনা করে সম্ভাব্য যোগসাজসী কার্যকলাপ পরীক্ষা করার জন্য টি আই এ গণকে সুনির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করা হবে।

***সুপারিশসমূহ:***

***সরকারের উচিত:***

4. ***নিশ্চিত করা যে, ইউজার অ্যাক্সেস ক্রেডেনশিয়াল এবং ডি এস সি অনুমোদিত দপ্তরীয় ব্যবহারকারীদের নির্বাহী নির্দেশাবলী মেনে জারি করা হয়েছে।***
5. ***দপ্তরীয় কার্যালয়গুলির পাশাপাশি টি আই এ গণের আপডেট করা শ্রেণিবিন্যাসের সঠিক সংযুক্তিকরণ নিশ্চিত করা।***
6. ***প্যান, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আই ডি-এর স্বতন্ত্রতা এবং বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য দরদাতাদের নিবন্ধনের সময় সিস্টেমে যথাযথ অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।***

## 2.10 দরপত্র আহ্বান কর্তৃপক্ষ দ্বারা দরপত্র তৈরি, প্রকাশন এবং খোলা

প্রতিটি দরপত্র প্রকাশ করার জন্য পূর্বনির্ধারিত টেমপ্লেট অনুসারে এক সেট যেমন এন আই টি, মানসন্মত দরপ্রস্তাব তথ্যাবলী, দরপ্রস্তাবের মূল্যের বিবরণ ইত্যাদির প্রয়োজন আছে। অন্যান্য নথি যেমন নিয়মবলী ও শর্ত, দরদাতাদের নির্দেশাবলী, পরিশিষ্ট, চেক-লিস্ট ইত্যাদিও দরপত্রের অংশ হিসাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত কর্মকর্তারা দরপত্র নথি তৈরি করেন। সিস্টেমে আপলোড করা প্রতিটি নথি দরপত্র নির্মাতার ডি এস সি ব্যবহার করে ডিজিটালি স্বাক্ষরিত হতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে দরপত্র একবার তৈরি হয়ে গেলে দরপত্র প্রকাশকের ভূমিকায় থাকা একজন কর্মকর্তা সিস্টেমে লগ ইন করে তৈরি করা দরপত্রের সমস্ত বিবরণ যাচাই করেন এবং তারপর তা প্রকাশ করেন। প্রকাশিত হওয়ার পরে, যে কোনও নিবন্ধিত দরদাতা দরপত্র দেখতে পারবেন এবং ওয়েবসাইট থেকে দরপত্র নথি ডাউনলোড করতে পারবেন। দরপত্র প্রকাশের পর, দরপ্রস্তাব খোলার আগে বিভিন্ন ধরণের যেমন দরপ্রস্তাব জমা দেওয়ার তারিখ বাড়ানো, নিয়ম ও শর্তাবলীর পরিবর্তন, প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির মতো ঘটনা সম্পর্কিত সংশোধনী প্রকাশের ফাংশন সিস্টেমে থাকা প্রয়োজন। যাইহোক, একবার দরপ্রস্তাব খোলার পরে, শুধুমাত্র পুনঃদরপত্র, বাতিলকরণ ইত্যাদির জন্য সংশোধনী প্রকাশের অনুমতি দেওয়া হত।

### 2.10.1 দরপ্রস্তাব জমা দেওয়ার ন্যূনতম সময় ধার্য্য করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অনুপস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জুন 2012)-এর বিজ্ঞপ্তি অনুসারে দরপত্রের চূড়ান্ত প্রকাশনা থেকে দরপ্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য ন্যূনতম সময়ের ব্যবধান:

- আনুমানিক মূল্য 10 লক্ষ টাকার বেশি নয় এইরকম জিনিসপত্র সরবরাহ বা মজুদ এবং কাজ বা পরিষেবা সম্পাদন করার ক্ষেত্রে 7 দিন,
- আনুমানিক মূল্য 10 লক্ষ টাকার বেশি এবং 1 কোটি টাকা পর্যন্ত এইরকম জিনিসপত্র সরবরাহ বা মজুদ এবং কাজ বা পরিষেবা সম্পাদন করার ক্ষেত্রে 14 দিন
- আনুমানিক মূল্য 1 কোটি টাকার বেশি এইরকম জিনিসপত্র সরবরাহ বা মজুদ এবং কাজ বা পরিষেবা সম্পাদন করার ক্ষেত্রে 21 দিন।

নিরীক্ষা ডাটাবেস বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষন করে যে, 2018-19 এবং 2022-23-এর মধ্যে প্রকাশিত পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর 90,928টি[26] দরপত্রের মধ্যে 4,012টি দরপত্রে, নির্ধারিত ন্যূনতম দর জমা দেওয়ার সময়সীমা সিস্টেমে রাখা হয়নি।

এই সত্য প্রমাণের জন্য, নিরীক্ষায় পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত ইউনিটগুলির 341টি দরপত্রে দেখা গেছে যে 19টিতে ন্যূনতম দর জমা দেওয়ার সময়সীমা সিস্টেমে রাখা হয়নি।

সুতরাং, নির্বাহী নির্দেশাবলী অনুসারে দর জমা দেওয়ার সময় ধার্য্য করার জন্য দর জমা দেওয়ার ন্যূনতম সময়সীমা সম্পর্কিত ব্যবসায়িক নিয়মগুলি অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল ফর্ম-এ সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের এই ঘাটতির ফলে দরদাতাদের দরপ্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য কম দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, সময়ের অভাবে আগ্রহীরা এই ধরনের দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

[26] *41,784টি দরপত্রের মধ্যে 1,009টি দরপত্র 10 লক্ষ টাকার কম মূল্যের, 36,022টি দরপত্রের মধ্যে 2,689টি দরপত্র 10 লক্ষ টাকার বেশি কিন্তু এক কোটি টাকার কম মূল্যের এবং 13,122টি দরপত্রের মধ্যে 314টি দরপত্র এক কোটি টাকার বেশি মূল্যের।*

এক্সিট কনফারেন্সের সময় (ফেব্রুয়ারী 2024), এ সি এস, অর্থ দপ্তর জানিয়েছে যে সিস্টেমে স্বল্প সময়ের জন্য দরপত্র জারি করার কোনও প্রবিধান নেই এবং আবশ্যকীয় উপলব্ধতার সুবিধা সহ এরূপ দরপত্রের জন্য এই ধরণের প্রবিধান চালু করার পরামর্শ এন আই সি এবং দপ্তরকে দেওয়া হয়েছিল।

এই অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অভাবের ফলে পর্যাপ্ত সময়ের অভাবে সম্ভাব্য দরদাতাদের দরপত্র প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যায় এবং টি আই এ-দের নির্দিষ্ট কিছু নির্বাচিত দরদাতার পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য ন্যূনতম নির্ধারিত সময়সীমা মেনে চলার অভাব ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা এবং ন্যায্যতার লক্ষ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে এবং এটি সিস্টেমের একটি বড় নিয়ন্ত্রণ ব্যর্থতা।

### 2.10.2 বি ও কিউ-এর উপর ভিত্তি করে দরপত্র মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অনুপস্থিতি

বিল অফ কোয়ান্টিটি (বি ও কিউ) হল যে কোনো প্রকল্প সম্পন্ন করার জন্য প্রতিটি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি উপাদানের তালিকা ইউনিট রেট সহ। অতএব, বি ও কিউ-এর মোট মূল্যের গণনা সিস্টেম দ্বারা দরপত্রের আনুমানিক মূল্যের হিসাবে করা উচিত।

নিরীক্ষায় ডাটাবেস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, 33,614টি দরপত্র প্রকাশিত হয়েছে (2018-19 থেকে 2022-23), পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর 7,137টি দরপত্র সহ, সিস্টেমে নথিভুক্ত করা দরপত্র মূল্য এবং দরপত্রের জন্য বি ও কিউ সংক্রান্ত মোট মূল্যের মধ্যে পার্থক্য ছিল। পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত ইউনিটগুলির 341টি দরপত্রের মধ্যে, 07টি দরপত্রে এই পার্থক্য ছিল।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে, টি আই এ কর্তৃক দাখিল করা বি ও কিউ-এর উপর ভিত্তি করে দরপত্র মূল্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করার জন্য সিস্টেমে অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অনুপস্থিতির কারণে এই অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। সিস্টেম দ্বারা স্বয়ংক্রিয় গণনার পরিবর্তে, টি আই এ-কে সিস্টেমে দরপত্র মূল্য ম্যানুয়ালি দাখিল করতে হত, ফলস্বরূপ অসঙ্গতি দেখা দেয়।

নিরীক্ষা দ্বারা এটি উল্লেখ করার পর, এন আই সি জানিয়েছে (জুলাই 2024) যে এটি বিবেচনা করা হচ্ছে এবং ই-প্রকিওরমেন্টের প্রণালীর পরবর্তী সংস্করণগুলিতে এটির সমাধান করা হবে।

সুতরাং, অনুপালন নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ বাস্তবায়নের মাধ্যমে সিস্টেমের উপর স্থানান্তরিত হওয়ার পরিবর্তে পৃথক ব্যবহারকারীদের উপরই থেকে যায়।

### 2.10.3 মূল বাতিলকৃত দরপত্রগুলিকে পরবর্তী পুনঃদরপত্র আহ্বানের সাথে সংযুক্ত করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অনুপস্থিতি

বিভিন্ন কারণে[27] দরপত্র বাতিল এবং ই-পোর্টালের মাধ্যমে একই কাজের জন্য এবং নতুন দরপত্র আহ্বানের ঘটনা দেখা গেছে। **তালিকা 2.4,** 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে প্রকাশিত দরপত্র, বাতিল দরপত্র এবং পুনঃদরপত্রের সংখ্যা নির্দেশ করে।

---

[27] *উদাহরণস্বরূপ, কোন দরপ্রস্তাব প্রাপ্ত হয়নি, এন আই ই টি-এর সাথে অমিল, ন্যূনতম সংখ্যক দরপ্রস্তাব না পাওয়া, প্রশাসনিক কারন/সমস্যা, টেকনিক্যাল মূল্যায়নে সমস্ত দরপ্রস্তাব (ডি ডব্লিউ/এস ডি)।*

**তালিকা 2.4: পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে প্রকাশিত দরপত্র, বাতিল দরপত্র এবং পুনঃদরপত্রের সংখ্যা**

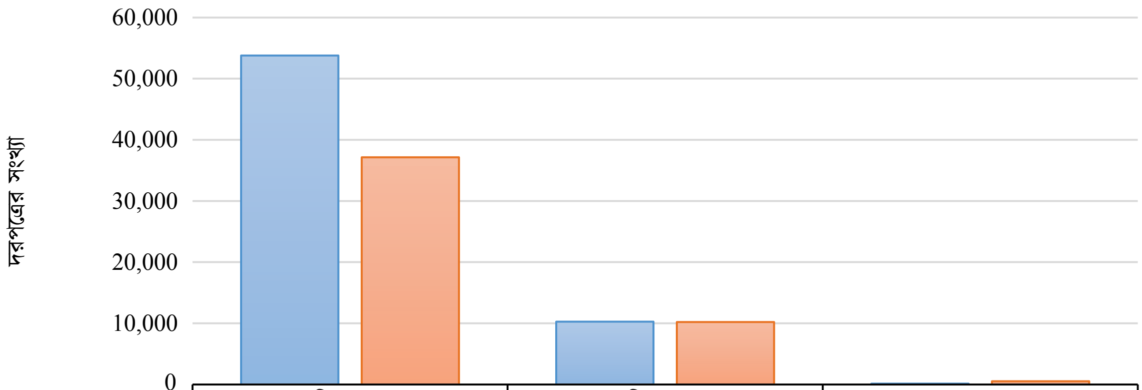


| | প্রকাশিত দরপত্র | বাতিল দরপত্র | পুনঃদরপত্র |
|---|---|---|---|
| জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর | 53,784 | 10,267 | 136 |
| পূর্ত দপ্তর | 37,144 | 10,207 | 525 |

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে পূর্বে বাতিল করা দরপত্র এবং দ্বিতীয় বা পরবর্তী দরপত্র আহ্বানের মধ্যে কোনও লিঙ্ক ছিল না। ফলস্বরূপ, মূল বাতিল করা দরপত্র এবং পরবর্তী দরপত্র আহ্বানের মধ্যে কোনও যোগসূত্র ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা পর্যবেক্ষণ করা যায়নি।

এটি উল্লেখ করার পরে, দশটি কার্যালয়[28] (জুলাই 2023 এবং অক্টোবর 2023) মেনে নিয়েছে যে, বাতিল/প্রত্যাখ্যাত দরপত্র এবং পরবর্তীকালে ডাকা পুনঃদরপত্রের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য কোনও অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল নেই। পি এইচ ই ডি স্বীকার করেছে (জুন 2024) যে, ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে এই পরিবর্তন আবশ্যক।

## 2.10.4 যেখানে দরপত্র মূল্য প্রারম্ভিক সীমার বেশি সেখানে 'দুই-পর্যায়ে ব্যবস্থা' চালু করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অনুপস্থিতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞপ্তি (জুন 2012) অনুসারে, 10 লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের জিনিস ক্রয় অথবা জটিল এবং প্রযুক্তিগত প্রকৃতির প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য, দুই-পর্যায়ে দুটি অংশে দরপত্র আহ্বান করা উচিত:

(ক) বাণিজ্যিক শর্ত এবং নিয়মাবলি সহ কারিগরি বিবরণ সমন্বিত টেকনিক্যাল বিড

(খ) টেকনিক্যাল বিডে উল্লিখিত উপাদানগুলির জন্য উপাদান-ভিত্তিক মূল্য নির্দেশ করে ফিন্যান্সিয়াল বিড।

নিরীক্ষা ডাটাবেস বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষণ করে যে 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালের জন্য জি ও ডব্লিউ বি-এর 1,247টি দরপত্রে যেখানে দরপত্র মূল্য 10 লক্ষ টাকার বেশি, সিস্টেমে দুই-পর্যায়ে দরপ্রস্তাব ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়নি। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে নির্বাচিত

---

[28] *(i) ই ই, ডায়মন্ড হারবার হাইওয়ে বিভাগ-পি ডব্লিউ ডি, (ii) ই ই, ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ, -পি এইচ ই ডি, (iii) এস ই, আর সি এফ এ ডব্লিউ/এস সার্কেল-পি এইচ ই ডি, (iv) ই ই, আসানসোল মেকানিক্যাল বিভাগ-পি এইচ ই ডি (v) ই ই, বাঁকুড়া বিভাগ, পি এইচ ই ডি, (vi) ই ই ঝাড়গ্রাম বিভাগ পি এইচ ই ডি, (vii) ই ই আসানসোল বিভাগ সোসাল সেক্টর, পি ডব্লিউ ডি (viii) ই ই দুর্গাপুর ডব্লিউ/এস বিভাগ, পি এইচ ই ডি (ix) ই ই বাঁকুড়া ডব্লিউ/এস বিভাগ, পি এইচ ই ডি (x) এ ই শিলিগুড়ি উপ-বিভাগ, পি ডব্লিউ ডি।*

পি এইচ ই বিভাগগুলির তিনটি বিভাগের 51টি দরপত্রে[29] যেখানে দরপত্র মূল্য 10 লক্ষ টাকার বেশি, সেখানে সিস্টেমে দুই-পর্যায়ে দরপ্রস্তাব ব্যবস্থা ধ্যার্য করা হয়নি।

সুতরাং, 10 লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের দরপত্রের জন্য দুই-পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যবসায়িক নিয়মটি ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল রূপে সংযুক্ত করা হয়নি। কাজের পদ্ধতি দপ্তরীয় কর্মীদের একক পর্যায় বেছে নেবার সুযোগ দিত, এমনকি দরপত্র মূল্য 10 লক্ষ টাকার বেশি থাকলেও।

***সুপারিশসমূহ:***

***সরকারের উচিত:***

7. ***প্রযোজ্য ন্যূনতম দর জমা দেওয়ার সময়কাল লাগু করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।***

8. ***পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য, পূর্বে বাতিল হওয়া দরপত্রগুলিকে পরবর্তীতে পুনঃদরপত্র আহ্বানের সাথে লিঙ্ক করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।***

9. ***10 লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের দরপত্রের জন্য দুই-পর্যায়ে দরপ্রস্তাব ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণের জন্য ব্যবসায়িক নিয়মের সংযুক্তিকরণ সুনিশ্চিত করা।***

## 2.11 দরপ্রস্তাব তৈরি ও জমা

সিস্টেমে নিবন্ধনের পর, দরদাতাদের পৃথক দরপত্রের নিরিখে দরপত্রের তথ্য দাখিল করানোর এবং সিস্টেমে প্রয়োজনীয় নথি আপলোড করার জন্য একটি ফাংশনালিটি প্রদান করা হত। দরপ্রস্তাব জমা দেওয়ার পরে, ডিজিটাল স্বাক্ষরের পরে, নির্ধারিত দরপত্র খোলার 'কী' ব্যবহার করে এটি এনক্রিপ্ট করতে হত। এছাড়াও, নির্ধারিত দর জমা দেওয়ার সময়সীমার মধ্যে পুনরায় দর জমা দেওয়ার এবং দর প্রত্যাহার করার প্রাবধান থাকা আবশ্যক ছিল, যদি দরপত্রের শর্ত এটির অনুমতি দেয়।

### 2.11.1 দরপ্রস্তাব তথ্যের অখন্ডতা রক্ষণাবেক্ষনে নিশ্চয়তার অভাব

এস আর এস অনুসারে, দরপ্রস্তাবগুলি পূর্বনির্ধারিত মানসম্মত ফর্ম্যাটে সংগ্রহ করতে হত এবং কেবলমাত্র এই জাতীয় মানসম্মত ফর্ম্যাটগুলি টি আই এ এবং দরদাতাদের দ্বারা আপলোড করা যেত। দরপ্রস্তাব ফর্ম্যাটগুলির সাথে পি ডি এফ এবং ইমেজের মতো অন্যান্য ফর্ম্যাটের নথি থাকতে হত। বিশেষ করে, এম এস এক্সেল-এ দরদাতাদের দ্বারা পূরণ করা বি ও কিউ গুলি দরপ্রস্তাব খোলা না হওয়া পর্যন্ত এনক্রিপ্ট করা বাধ্যতামূলক ছিল। এনক্রিপ্ট করা ফাইলগুলি সিস্টেমে একটি হ্যাশ ভ্যালু[30]-তে নথিভুক্ত করা হত, যা ট্রেইল রক্ষণাবেক্ষনে সক্ষম যাতে নিশ্চিত করা যায় যে দরপ্রস্তাব মূল্যায়নের সময় দরদাতাদের দ্বারা জমা দেওয়া দরপ্রস্তাবগুলি দপ্তরীয় কর্মীদের দ্বারা পরিবর্তিত হয়নি। তাই দরপ্রস্তাব নথির অখণ্ডতা নিশ্চিত করার জন্য হ্যাশ ভ্যালুর নথিবদ্ধতা একটি প্রধান অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল ছিল।

---

[29] *(i) (পি এইচ ই) মেকানিক্যাল সার্কেল-II, (পি এইচ ই) মেদিনীপুর মেকানিক্যাল ডিভিশন (অফিস কোড 860), (ii) (পি এইচ ই) মেকানিক্যাল সার্কেল-II, (পি এইচ ই) রিসোর্স ডিভিশন (অফিস কোড 863), এবং (iii) (পি এইচ ই) উত্তরবঙ্গ সার্কেল-I, (পি এইচ ই) আলিপুরদুয়ার ডিভিশন (অফিস কোড 9273)।*

[30] *হ্যাশ ভ্যালুগুলিকে ফাইলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট হিসেবে ভাবা যেতে পারে। একটি ফাইলের বিষয়বস্তু একটি ক্রিপ্টোগ্রাফিক অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হয় এবং একটি অনন্য সংখ্যাসূচক মান - হ্যাশ মান - তৈরি করা হয় যা ফাইলের বিষয়বস্তু সনাক্ত করে। যদি বিষয়বস্তুগুলি কোনওভাবে পরিবর্তন করা হয়, তাহলে হ্যাশের মানও উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হবে।*

নিরীক্ষা ডাটাবেস বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষণ করে যে, 2008-09 থেকে 2022-23 পর্যন্ত দরদাতাদের দ্বারা 19,74,862টি নথি আপলোড করা হয়েছে। এর মধ্যে 7,39,516টি নথি এম এস এক্সেল ফর্ম্যাটে (বি ও কিউ) ছিল। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে 7,39,516টির মধ্যে, 1,85,928টি নথিতে (25 শতাংশ) হ্যাশ ভ্যালু 'শূন্য' হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে 5,33,081টি বি ও কিউ নথির মধ্যে, 2,061টি নথিতে (3 শতাংশ) হ্যাশ ভ্যালু 'শূন্য' হিসাবে নথিবদ্ধ করা হয়েছে, যা নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে:

**সারণী 2.5: সারণীতে নথির নমুনার সাথে হ্যাশ ভ্যালু "শূন্য" সহ জি ও ডব্লিউ বি-এর বি ও কিউ সংখ্যা**

| নথির এম আই এম ই প্রকার | | শুরু থেকে দৃষ্টান্তের সংখ্যা | 2018-19 থেকে 2022-23 পর্যন্ত দৃষ্টান্তের সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| xls | xls | 1,85,912 | 2,051 |
| | Xls | 9 | 9 |
| | XLS | 7 | 1 |
| **মোট** | | **1,85,928** | **2,061** |

*(উৎস: ই-প্রকিওরমেন্ট ডাটাবেস)*

সিস্টেম এই ধরণের নথিবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে হ্যাশ ভ্যালু 'শূন্য' কেন হয়েছে তার কোনও ব্যাখ্যা ছিল না। যেহেতু সিস্টেমের ফ্রন্ট এন্ড-এ কোন ওয়ার্কফ্লো বা ফাংশন ছিল না, যাতে যেকোন ইউজারের জন্য এনক্রিপশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডাটাবেসে নথিবদ্ধ করা হ্যাশ ভ্যালুতে পরিবর্তন করা যায়, তাই 'শূন্য' ভ্যালুর উপস্থিতি সিস্টেমে ব্যাক এন্ডের মাধ্যমে ডেটা পরিবর্তনের বাস্তবিক ঝুঁকি নির্দেশ করে।

বি ও কিউ ফাইলগুলির জন্য হ্যাশ ভ্যালু না থাকায়, নিরীক্ষা নিশ্চিত করতে পারেনি যে দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় জমা দেওয়া দরপ্রস্তাবগুলির নথির অখণ্ডতা সিস্টেমে বজায় রাখা হয়েছে। এটি সিস্টেমে একটি বড় অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল ব্যর্থতা তুলে ধরে।

উত্তরে অর্থ দপ্তর (জানুয়ারী 2024) জানিয়েছে যে, হ্যাশ ভ্যালুর নথিবদ্ধতা কার্যকর হওয়ার আগে দরপত্রের জন্য প্রকাশিত বি ও কিউ গুলির হ্যাশ ভ্যালু 'শূন্য' ছিল।

উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয়, যেহেতু সরকার তার উত্তরে ফাংশন শুরুর তারিখ নির্দিষ্ট করেনি এছাড়াও, নিরীক্ষায় 31শে মার্চ 2023 পর্যন্ত হ্যাশ ভ্যালু 'শূন্য' হিসাবে নথিবদ্ধ করার ঘটনা দেখা গেছে অর্থাৎ যে তারিখ পর্যন্ত নথি সরবরাহ করা হয়েছিল।

### 2.11.2 সমাপ্তির নির্দিষ্ট সময় এবং তারিখের পরে দর জমা দেওয়া বন্ধ করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল অনুপস্থিতি

এস আর এস অনুসারে, দরপত্র নথিতে উল্লেখিত সময় পর্যন্ত সিস্টেম কর্তৃক দর জমা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এবং দরপত্রে উল্লেখিত সমাপ্তির সময় এবং তারিখের পরে জমা দেওয়া বিড প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

নিরীক্ষায় ডাটাবেস বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে, এমন নয়টি ঘটনা ঘটেছে যেখানে দরদাতারা সমাপ্তির নির্দিষ্ট সময় এবং তারিখের পরে দর জমা দিয়েছেন। দরপ্রস্তাবের এই অনিয়মিত গ্রহণযোগ্যতা ইঙ্গিত দেয় যে সমাপ্তির নির্দিষ্ট সময় এবং তারিখের পরে জমা দেওয়া দরপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল বাস্তবায়িত হয়নি।

এন আই সি জানিয়েছে (জুলাই 2024) যে, সিস্টেম, সমাপ্তির নির্দিষ্ট সময় এবং তারিখের পরে দরপ্রস্তাব জমা দেওয়ার অনুমতি দেয় না।

উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এতে নিরীক্ষা দ্বারা উল্লেখিত বিষয়গুলির জন্য কোনও ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়নি।

## 2.12 দরপ্রস্তাব খোলা এবং মূল্যায়ন

এস আর এস অনুসারে, নির্ধারিত বিড ওপেনারের ইউজার দ্বারা দরপ্রস্তাব খোলা বাধ্যতামূলক ছিল। টি আই এ গণ কর্তৃক যেকোনো দুই, তিন বা চারজন দপ্তরীয় কর্মীকে বিড ওপেনার হিসেবে মনোনীত করা যেত। বিড ওপেনারদের নির্দিষ্ট দরপ্রস্তাব খোলার সময় এবং তারিখের পরেই টেকনিক্যাল দরপ্রস্তাব খোলার অনুমতি দেওয়া হত। এনক্রিপ্ট করা টেকনিক্যাল দরপ্রস্তাবের নথিগুলি ডিক্রিপ্ট এবং খোলার জন্য টেকনিক্যাল মূল্যায়ন কমিটিতে জমা দিতে হত। তবে, টেকনিক্যাল দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন অফলাইনে করা হত। ফিনান্সিয়াল দরপ্রস্তাব মূল্যায়নের ফলাফল স্ক্যান করা ফাইল হিসাবে সিস্টেমে আপলোড করা হত, ফিনান্সিয়াল দরপ্রস্তাব খোলার সময় এবং তারিখ সহ। মনোনীত বিড ওপেনারদের শুধুমাত্র টেকনিক্যালি যোগ্য দরদাতাদের ফিনান্সিয়াল দরপ্রস্তাব খোলার অনুমতি দেওয়া হত এবং শুধুমাত্র নির্দিষ্ট দরপ্রস্তাব খোলার সময় এবং তারিখের পরে। এনক্রিপ্ট করা ফিনান্সিয়াল দরপ্রস্তাব খোলার প্রয়োজন ছিল এবং সিস্টেমকে ফিনান্সিয়াল মূল্যায়ন কমিটির কাছে জমা দেওয়ার জন্য ফিনান্সিয়াল দরপ্রস্তাবের একটি তুলনামূলক বিবৃতি (যেমন L1, L2 ইত্যাদি) তৈরি করতে হত। ফিনান্সিয়াল দরপ্রস্তাব মূল্যায়ন অফলাইনে করা হত। মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ আকারে ফিনান্সিয়াল দর মূল্যায়নের ফলাফল স্ক্যান করা ফাইল হিসেবে সিস্টেমে আপলোড করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দরদাতাদের সুপারিশ সম্পর্কে সিস্টেম জেনারেটেড তথ্য ইমেল এবং এস এম এস-এর মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

নিরীক্ষা দরপত্র খোলা এবং বিড ডিক্রিপশন সম্পর্কিত ডাটাবেস সারণী বিশ্লেষণ করে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি লক্ষ্য করেছে:

### 2.12.1 টেকনিক্যাল দরপ্রস্তাব ডিক্রিপশনের কোনও নথি ছাড়াই ফিনান্সিয়াল দরপ্রস্তাব নিয়মবহির্ভূতভাবে খোলা হয়েছিল

এস আর এস অনুসারে, ই-প্রকিওরমেন্ট ব্যবস্থায় এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, দ্বি-পর্যায়ের দরপ্রস্তাব প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে, প্রথমে টেকনিক্যাল দরপ্রস্তাব খোলা হবে এবং কেবলমাত্র যদি টেকনিক্যাল দরপ্রস্তাবটি যোগ্য হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়, তবেই সেই দরদাতার ফিনান্সিয়াল দরপ্রস্তাব খোলা হবে।

নিরীক্ষা ডাটাবেস বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষণ করে যে 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে, মোট 16টি দরপত্রের মধ্যে, সিস্টেম 32 জন বিড ওপেনারকে দরদাতাদের দ্বারা জমা দেওয়া ফিনান্সিয়াল দরপ্রস্তাব ডিক্রিপ্ট এবং খোলার অনুমতি দিয়েছিল, তাদের টেকনিক্যাল দরপ্রস্তাব ডিক্রিপশন নথি ছাড়াই।

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল ব্যর্থতা, কারণ টেকনিক্যাল দরপ্রস্তাব ডিক্রিপশন নথি ছাড়াই ফিনান্সিয়াল দরপ্রস্তাব খোলা নিয়মবহির্ভূত ছিল এবং এরফলে বিদ্যমান নিয়মগুলি মেনে চলা হয়নি। এই ধরনের ঘটনা রোধ করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল না থাকায় দপ্তরীয় কর্মীদের দ্বারা নির্বাচিত দরদাতাদের অনুচিত সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার ঝুঁকি ছিল। দপ্তর থেকে উত্তর পাওয়া যায়নি।

### 2.12.2 যেসব ক্ষেত্রে চুক্তি প্রদান সম্পন্ন হয়েছে সেক্ষেত্রে দরপত্রের ডিক্রিপ্টেড তারিখকে 'শূন্য' হিসেবে নথিভুক্ত করায় অসঙ্গতি

বিড ডিক্রিপশন একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া ছিল এবং চুক্তি প্রদানের মতো যেকোনো ডাউনস্ট্রিম অ্যাকশনের আগে একটি নির্দিষ্ট দরপত্রের প্রতিটি দরপ্রস্তাব ডিক্রিপ্ট করা প্রয়োজন ছিল।

নিরীক্ষা ডাটাবেস বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষণ করে যে 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে, 17টি দরপত্রে বিড ডিক্রিপশনের তারিখ 'শূন্য' হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল, যদিও চুক্তির বিশদ বিবরণ নথিভুক্ত ছিল। যদিও ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টাল অনুসারে বিড প্যাকেটগুলি (কভার) ডিক্রিপ্ট এবং মূল্যায়ন করা হয়েছিল, উপরে উল্লিখিত 17টি দরপত্রের কোনটির বিড ডিক্রিপশনের বিবরণ (বিড আই ডি) বিড ডিক্রিপ্টেড সারণীতে পাওয়া যায়নি। সিস্টেমে দরপত্র প্রত্যাহারের পরে চুক্তি প্রদানের কারণে এই অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। এটি ডাউনস্ট্রিম ওয়ার্কফ্লো সম্পন্ন হতে বাধা দেওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অভাবকেও প্রতিফলিত করে, যখন টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল দর মূল্যায়ন সম্পন্ন করার জন্য আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ চূড়ান্ত করা হয়নি। দপ্তর থেকে কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

### 2.12.3 অ-বিধিবদ্ধ নথি জমা না দেওয়া সত্ত্বেও দরদাতাদের প্রযুক্তিগতভাবে উত্তীর্ণ হতে বাধা দেওয়ার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অনুপস্থিতি

টেকনিক্যাল দরপ্রস্তাব দুটি পর্যায়ে (ফোল্ডার), বিধিবদ্ধ পর্যায়[31] এবং অ-বিধিবদ্ধ পর্যায়[32] জমা দিতে হত। বিধিবদ্ধ এবং অ-বিধিবদ্ধ দুই পর্যায়েই স্ক্যান করা এবং ডিজিটালি স্বাক্ষরিত নথি বাধ্যতামূলক। ই-টেন্ডার আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি (এন আই ই টি) অনুসারে কোনও নথি জমা দিতে ব্যর্থ হলে, দরপত্রটি এককথায় প্রত্যাখ্যান করা হবে। এছাড়াও, কেবলমাত্র সেই দরদাতাদের ফিনান্সিয়াল বিড খোলা হবে যাদের টেকনিক্যাল বিড যোগ্য হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়েছিল।

নিরীক্ষায় দরদাতা/দরপত্রদাতাদের দ্বারা বিধিবদ্ধ এবং অ-বিধিবদ্ধ পর্যায়ের নথিভুক্ত করা প্রয়োজনীয় নথিপত্র এবং তাদের নিজ নিজ দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি দ্বারা প্রস্তুত করা প্রযুক্তিগত মূল্যায়নের সারসংক্ষেপের নথি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর নয়টি (09) নির্বাচিত উপ-বিভাগ/বিভাগ/মন্ডল[33] কার্যালয়ের পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত

---

[31] *বিধিবদ্ধ পর্যায়ে রয়েছে (i) লেটার হেড প্যাডে যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত আবেদন (ধারা-'বি', ফর্ম-I অনুসারে ফর্ম্যাট); (ii) আবেদনকারী দ্বারা যথাযথভাবে স্বাক্ষরিত লেটার হেড প্যাডে দরপত্রদাতার ঘোষণা (ধারা-'এ' অনুসারে ফর্ম্যাট); (iii) সংশোধনী সহ এন আই ই টি (যদি থাকে) এবং (iv) বিশেষ শর্তাবলি, সবিস্তার বিবরণী, রেখাচিত্র (যদি থাকে) সহ দরপত্র ডব্লিউ বি ফর্ম নং 2911 (ii)।*

[32] *(i) পি ট্যাক্স রসিদ/বৈধ অর্থপ্রদানের শংসাপত্র, প্যান কার্ড, আই টি আর রসিদ, বৈধ ট্রেড লাইসেন্স; (ii) জি এস টি নিবন্ধন শংসাপত্র এবং রিটার্ন শংসাপত্র; (iii) অংশীদারিত্ব সংস্থার জন্য নিবন্ধিত/নোটারাইজড দলিল, কোম্পানি/লিমিটেড/প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য কোম্পানি নিবন্ধন শংসাপত্র; (iv) সমাপ্তির শংসাপত্র/প্রমাণপত্র (v) নিবন্ধিত কর্মহীন বাস্তুকার সমবায় সমিতি এবং নিবন্ধিত শ্রম সমবায় সমিতির জন্য নিবন্ধন কাগজপত্র; (vi) অংশীদারিত্ব সংস্থা, কোম্পানি, লিমিটেড, প্রাইভেট লিমিটেড, নিবন্ধিত সমবায় সমিতি ইত্যাদির জন্য নিবন্ধিত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি; (vii) মালিক/মালিকানা সংস্থাগুলির জন্য প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের থেকে করানো একটি হলফনামা; (viii) পি/এল এবং ব্যালেন্স শিট এবং কর নিরীক্ষা প্রতিবেদন।*

[33] *শিলিগুড়ি উপ-বিভাগ পি ডব্লিউ ডি-এর এ আই কার্যালয়ের 12টি দরপত্র; ডায়মন্ড হারবার হাইওয়ে ডিভিশন, পি ডব্লিউ (সড়ক) অধিকার, ই ই-কার্যালয়ের 38টি দরপত্র ; ইলেকট্রিক্যাল বিভাগ, পি এইচ ই-এর ই ই-এর কার্যালয়ের 30টি দরপত্র ; পি ডব্লিউ ডি-এর কালিম্পং বিভাগের ই ই কার্যালয়ের 32টি দরপত্র ; মেকানিক্যাল সার্কেল-III, পি এইচ ই-এর এস ই -এর কার্যালয়ের 27টি দরপত্র ; ইস্ট্রান মেকানিক্যাল বিভাগ, পি এইচ ই-এর ই ই-এর কার্যালয়ের 29টি দরপত্র ; আসানসোল বিভাগ সোসাল সেক্টর, পি ডব্লিউ ডি-এর ই ই-এর কার্যালয়ের 23টি দরপত্র ; আসানসোল হাইওয়ে বিভাগ, পি ডব্লিউ (সড়ক) অধিদপ্তরের অধীনে ই ই-এর কার্যালয়ের 31টি দরপত্র এবং দুর্গাপুর জল সরবরাহ বিভাগ, পি এইচ ই অধিদপ্তরের অধীনে ই ই-এর কার্যালয়ের 27টি দরপত্র।*

249টি দরপত্রের মধ্যে 120টি দরপত্রে, দরদাতারা সংশ্লিষ্ট এন আই ই টি-তে বাধ্যতামূলক হিসাবে নির্দিষ্ট অ-বিধিবদ্ধ নথিপত্র নথিভুক্ত করেননি যা **সারণী 2.6**-এ দেওয়া হল

**সারণী 2.6: পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর নির্বাচিত কার্যালয়গুলিতে টেকনিক্যাল বিড-এর নিরিখে নথি জমা না দেওয়া**

| ক্রমিক সংখ্যা | জমা দেওয়া নথির নাম | টেকনিক্যাল নথিতে ঘাটতি থাকা দরপত্রের সংখ্যা | প্রয়োজনীয় টেকনিক্যাল নথি ছাড়া দরপত্রে দরদাতার সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| 1. | যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, (নিজস্ব যন্ত্রপাতি বা ইজারার চুক্তি) | 31 | 63 |
| 2. | আয়কর স্বীকৃতি | 14 | 22 |
| 3. | প্রথম শ্রেণী ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে হলফনামা | 10 | 16 |
| 4. | নিবন্ধন/নোটারি পার্টনারশিপ ডিড | 08 | 08 |
| 5. | পূর্ববর্তী কাজের অপর্যাপ্ত শংসাপত্র | 08 | 10 |
| 6. | মোক্তারনামা | 45 | 59 |
| 7. | নিরীক্ষিত করের প্রতিবেদন (3সি বি/3সি ডি) | 16 | 32 |
| 8. | প্রি-কোয়ালিফিকেশন ফর্ম-II (পরিকাঠামো এবং সংগঠন) | 16 | 25 |
| 9. | প্রি-কোয়ালিফিকেশন ফর্ম-III (অভিজ্ঞতার বিবরণী) | 02 | 02 |
| 10 | পেশাগত করের শংসাপত্র/রসিদ-চালান | 08 | 08 |
| 11 | ট্রেড লাইসেন্স | 09 | 10 |
| 12 | আবেদন এবং ঘোষণা (লেটার হেড প্যাডে নয়) | 02 | 12 |
| 13 | কাজের স্থল প্রাক-পরিদর্শনের হলফনামা | 29 | 72 |
| | **মোট** | **198** | **339** |

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে, সিস্টেমে বাধ্যতামূলকভাবে এই ধরনের নথি নথিভুক্ত করার কোনও প্রাবধান ছিল না। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে এমনকি যেখানে দরদাতারা অপ্রাসঙ্গিক/অসম্পূর্ণ নথি জমা দিয়েছিলেন, সেখানেও টেকনিক্যাল বিড মূল্যায়ন কমিটি অনিয়মিতভাবে এই ধরনের দর গ্রহণ করেছে এবং সংশ্লিষ্ট ফিনান্সিয়াল বিড উন্মোচন করেছে উপরোক্ত অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল এবং ওয়ার্কফ্লোর অভাবের কারণে। এছাড়াও, দপ্তরীয় কর্মীদের দরদাতাদের দ্বারা নথিভুক্ত করা নথিগুলির সঠিকতা যাচাই এবং নিশ্চিত করার জন্য সিস্টেমে কোনও ওয়ার্কফ্লো ছিল না।

নিরীক্ষা আরও পর্যবেক্ষণ করে যে, 93টি দরপত্রের ক্ষেত্রে, যেখানে কাজের চুক্তি জারি করা হয়েছিল, সেখানে L1 হিসাবে মূল্যায়ন করা দরদাতাদের ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ নথিপত্র ছিল। টি আই এ-এর থেকে এই দরদাতাদের সাথে অফলাইনে যোগাযোগের নথি, হারিয়ে যাওয়া/ অসম্পূর্ণ তথ্যানুসন্ধানের নথিগুলিও সংশ্লিষ্ট ফাইলগুলিতে পাওয়া যায়নি।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি অসম্পূর্ণ নথি জমা দেওয়া দরদাতাদের অনায্য সুবিধা প্রদানের বাস্তবিক ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়।

উত্তরে, আটটি উপ-বিভাগীয়/বিভাগীয়/সার্কেল কার্যালয় জানিয়েছে যে তাদের কাজের অত্যাবশ্যকতা এবং সময়ের অভাবে নথিপত্রের যথাযথ পরীক্ষা করা হয়নি। তারা পুনরায় জানিয়েছে যে, ভবিষ্যতে মেনে চলা হবে। অবশিষ্ট কার্যালয়[34] জানিয়েছে যে টেকনিক্যাল বিড মূল্যায়ন শুরু করার আগে সংশ্লিষ্ট দরদাতাদের কাছ থেকে অসম্পূর্ন নথিপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

[34] *এস ই, মেকানিক্যাল সার্কেল-III, পি এইচ ই ডি।*

পি এইচ ই ডি জানিয়েছে (জুন 2024) যে, সমস্ত টি আই কে দরপত্রদাতাদের দ্বারা নথিভুক্ত করা সমস্ত বিধিবদ্ধ এবং অ-বিধিবদ্ধ নথি সাবধানতার সাথে যাচাই করার নির্দেশ দেওয়া হবে।

উত্তরগুলি গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ এগুলি ইঙ্গিত দেয় যে ব্যবসায়িক নিয়মগুলির সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিকরণের উদ্দেশ্য তথা অনুপালনের ভার ব্যক্তিগত ব্যবহারকারীদের থেকে ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে স্থানান্তরিত করা তা এখনও অর্জিত হয়নি।

***সুপারিশসমূহ:***

***সরকারের উচিত:***

***10. জমা দেওয়া দরপ্রস্তাবের টেকসই এনক্রিপশন চালু করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল বাস্তবায়ন করা এবং তথ্যের গোপনীয়তা এবং অখণ্ডতা সংরক্ষণের জন্য একটি স্পষ্ট সিস্টেম ট্রেইল বজায় রাখা।***

## 2.13 কাজের চুক্তি

এস আর এস অনুসারে, ফিনান্সিয়াল মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে এবং অনুমোদন পাওয়ার পর, টি আই এ-এর উচিত চুক্তিটি ম্যানুয়ালি প্রস্তুত করে সিস্টেমে আপলোড করা। দরদাতাদের চুক্তি প্রদানের বিষয়টি ইমেলের মাধ্যমে অবহিত করা প্রয়োজন। এছাড়াও, দরদাতাদের সিস্টেমে প্রদত্ত চুক্তি দেখার বিকল্প প্রদান করা প্রয়োজন।

উপরের বর্ণনা হিসাবে টেকনিক্যাল মূল্যায়ন, ফিনান্সিয়াল মূল্যায়ন এবং চুক্তি প্রদানের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলি ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমের বাইরে এখনও ম্যানুয়ালি করা হচ্ছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার কারণে এবং প্রয়োজনীয় অ্যাপ্লিকেশন সহ সিস্টেমের মাধ্যমে টেকনিক্যাল ও ফিনান্সিয়াল মূল্যায়ন এবং চুক্তি প্রদানের অনলাইন প্রক্রিয়াকরণের অনুপস্থিতির কারণে, নিরীক্ষায় চুক্তি প্রদানের ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ায় অনিয়ম লক্ষ্য করা গেছে, যা বিস্তারিতভাবে নীচে দেওয়া হল:

### 2.13.1 চুক্তি মূল্য L1 দরপ্রস্তাব মূল্যের বেশি হওয়া থেকে আটকাতে অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অনুপস্থিতি

ডব্লিউ বি এফ আর-নিয়মাবলী 177 অনুসারে, প্রদত্ত চুক্তি মূল্য L1 দরপ্রস্তাবের চেয়ে বেশি হওয়া উচিত নয়।

নিরীক্ষা ডাটাবেস বিশ্লেষণ করে দেখে যে 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে প্রকাশিত পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর 90,928টি দরপত্রের মধ্যে 1,291টি দরপত্রে প্রদত্ত চুক্তি মূল্য L1 দরমূল্যের চেয়ে বেশি। নিরীক্ষায় পরীক্ষামূলকভাবে নির্বাচিত ইউনিটগুলির 341টি দরপত্রের মধ্যে দুটিতে এই অনিয়ম লক্ষ্য করা গেছে।

চুক্তি প্রদানের জন্য ম্যানুয়াল প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকার কারণে এবং সিস্টেমের মাধ্যমে চুক্তি প্রদানের অনলাইন প্রক্রিয়াকরণের অনুপস্থিতির কারণে, ম্যানুয়ালভাবে এই প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করার সময় টি আই এ-এর পক্ষ থেকে ত্রুটি/ইচ্ছাকৃত অনিয়মের পরিহারযোগ্য ঝুঁকি ছিল।

এই ধরনের ঘটনা বন্ধ করার জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের অনুপস্থিতি দপ্তরীয় কর্মীদের দ্বারা নির্বাচিত দরদাতাদের প্রতি অনায্য সুবিধা প্রদানের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছিল। দপ্তর থেকে এই বিষয়ে উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

## 2.13.2 এ ও সি বিবরণ আপডেট না করার ফলে ভুল এম আই এস প্রতিবেদন এবং ই এম ডি ফেরত দেওয়া মুলতুবি ছিল

সিস্টেমের বাইরে ম্যানুয়াল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চুক্তি প্রদানের (এ ও সি) পর, টি আই এ কর্তৃক সিস্টেমে এর বিস্তারিত বিবরণ নথিবদ্ধ করতে হত, যাতে অসফল দরদাতাদের ই এম ডি ফেরত দেওয়া যেতে পারে। সিস্টেমে দরপত্রের বিবরণ সঠিকভাবে আপডেট করার জন্য এবং এই সম্পর্কিত এম আই এস প্রতিবেদন সঠিকভাবে তৈরি করার জন্য এই কর্মধারা সম্পন্ন করা অপরিহারযোগ্য।

নিরীক্ষায় ডাটাবেস বিশ্লেষণ থেকে দেখা গেছে যে ফিনান্সিয়াল বিড খোলার তারিখ এবং ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে এ ও সি আপলোডের তারিখের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিলম্ব ছিল। লক্ষ্য করা গেছে যে 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে 1,89,361টি দরপত্রে এ ও সি আপলোড করতে দুই দিন থেকে 1,769 দিন পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছে। এর মধ্যে, পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর 36,275টি দরপত্রে, দুই দিন থেকে 1,769 দিন পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছে যেমনটি নীচের **তালিকা 2.5**-এ বর্ণিত হয়েছে:

**তালিকা 2.5: 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি -এর ফিনান্সিয়াল বিড খোলার পরে এ ও সি নথিভুক্ত করায় বিলম্বের পরিসর**

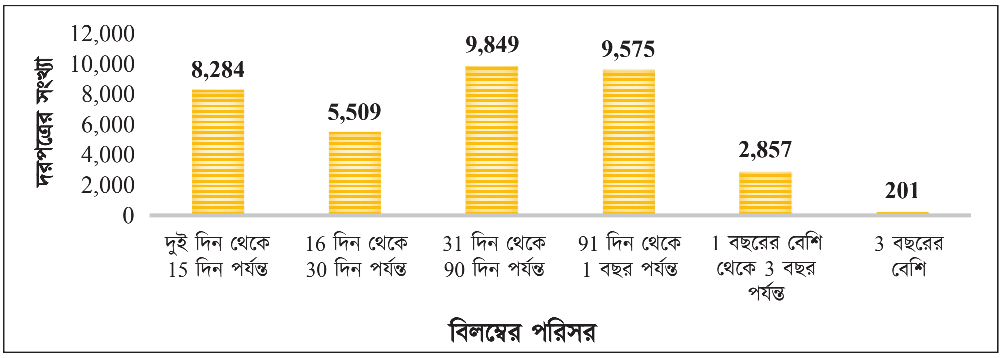


ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালে এ ও সি আপলোড করতে বিলম্বের ফলে কেবল ভুল এম আই এস প্রতিবেদন তৈরি হয়নি বরং অসফল দরদাতাদের ই এম ডি ফেরত এবং সফল দরদাতাদের ই এম ডি সরকারি অ্যাকাউন্টে জমা দিতেও বিলম্ব হয়েছে।

এক্সিট কনফারেন্সের সময় (ফেব্রুয়ারি 2024) সরকার জানিয়েছে যে, এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে দরপত্র চূড়ান্ত করা হয়েছে তবে এ ও সি এখনও জারি করা হয়নি। সরকার স্বীকার করেছে যে এই ধরনের ঘটনার কারণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ই এম ডি দরদাতাদের ফেরত না গিয়ে পুলিং অ্যাকাউন্টে রয়ে গেছে।

***সুপারিশসমূহ :***

***সরকারের উচিত:***

11. *সমস্ত প্রাসঙ্গিক ব্যবসায়িক নিয়ম সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ফাংশন এবং অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল বাস্তবায়ন করা, যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে টেকনিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল দরপ্রস্তাবের মূল্যায়ন নির্বাহী নির্দেশাবলী মেনে সিস্টেমের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে।*
12. *এ ও সি শুধুমাত্র ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে জারি করা তথা ম্যানুয়ালি চুক্তি প্রদান বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ জারি করা, যাতে ব্যবহারকারীদের দ্বারা ভুল/ইচ্ছাকৃত অনিয়মের ঝুঁকি কমানো যায়।*

## 2.14 সময়মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা এবং অ্যাপ্লিকেশন সিকিউরিটি

### 2.14.1 'কী টেবিল'-এ নথি তৈরি এবং আপডেট করার কালক্রমে অনিয়ম

ডাটাবেস বিশ্লেষণে করে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে করে যে 31শে মার্চ 2023 পর্যন্ত, এমন স্পষ্ট ঘটনা[35] ছিল যেখানে ডাটাবেস টেবিলে তথ্য তৈরির জন্য নথিভুক্ত করা সময়মুদ্রণ[36] ঐ একই তথ্য আপডেট করার জন্য নথিভুক্ত করা টাইমস্ট্যাম্পের পরে ছিল। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ডাটাবেসে লেনদেনের নথিভুক্তকরণে কালক্রমানুসারে ক্রমবিন্যাস প্রয়োগের জন্য সিস্টেম কনট্রোলে উল্লেখযোগ্য ত্রুটি ছিল, অথবা সিস্টেমের ব্যাক এন্ড-এ সংশোধন করা হয়েছে এমন ঝুঁকি ছিল।

নিরীক্ষায় নীচে তালিকাভুক্ত ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ডাটাবেস তালিকার নথি তৈরি এবং হালনাগাদের সময়সীমায় অনিয়মের ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে:

a. **জেপ_টেন্ডার_বেসিক_ডিটেইলস**[37]: 78,099-টি নিদর্শন

b. **জেপ _টেন্ডার_ওয়ার্ক_আইটেমস**[38]**:** 37,080-টি নিদর্শন

c. **জেপ _ইউজার**[39]**:** 9-টি নিদর্শন

d. **জেপ _বিডস**[40]**:** 2,56,617-টি নিদর্শন

e. **জেপ _বিড_এওসি**[41]**:** 473-টি নিদর্শন

f. **জেপ _ইউজার_সার্টিফিকেটস**[42]**:** 16-টি নিদর্শন

উপরোক্ত বিষয়গুলির মধ্যে, বিশেষ উদ্বেগের বিষয় ছিল জেপ_বিডস টেবিল, যেখানে দরদাতাদের দ্বারা জমা দেওয়া দরের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার কথা ছিল। এই উল্লেখযোগ্য অনিয়মের ফলে, নিরীক্ষা ডাটাবেসের নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেনি এবং সিস্টেমের ব্যাক এন্ড-এ হস্তক্ষেপের ব্যপারটি উড়িয়ে দেওয়া যায়না।

### 2.14.2 'কী টেবিল'-এ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রম সংখ্যায় ব্যবধান

লেনদেনের আইডি কলামটি প্রতিটি ডাটাবেস টেবিলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল এবং সিস্টেমের ফ্রন্ট এন্ড-এ কোনও ব্যবহারকারীর দ্বারা এটি পরিবর্তন করা যাবে না। প্রতিটি ডাটাবেস তালিকার নথির স্বতন্ত্রতা বজায় রাখার জন্য এই আইডিটি প্রয়োজনীয়। নিরীক্ষায় ডাটাবেসের 16 টি মুখ্য তালিকার পরীক্ষামূলকভাবে যাচাইয়ে লক্ষ্য করা গেছে যে তালিকাগুলির নথিগুলির আই ডি-এর জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি ক্রম সংখ্যাগুলিতে ফাঁক রয়েছে, যা **সারণী 2.7**-এ বিশদে বর্ণনা করা হল :

---

*35 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে 22,30,619টি ঘটনার মধ্যে 59টি।*

*36 ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমে এক্সটারনাল টাইম স্ট্যাম্পিং সার্ভারের তারিখ এবং সময় পরিষেবা ব্যবহার করা উচিত। সিস্টেমের সমস্ত কার্যকলাপ সার্ভার সময়ের সাথে টাইম স্ট্যাম্প করা উচিত।*

*37 এই টেবিলটি দরপত্রের মৌলিক বিবরণ যেমন দরপত্রের রেফারেন্স নম্বর, দরপত্র আই ডি, পুনরায় জমা দেওয়ার অনুমতি ইত্যাদি তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করে।*

*38 এই টেবিলটি দরপত্রের শিরোনাম, কাজের বিবরণ, দরপত্র মূল্য ইত্যাদির মতো কাজের বিষয়বস্তুর বিবরণ তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করে।*

*39 এই টেবিলটি ইউজার ডেটা যেমন লগইন আই ডি, পাসওয়ার্ড, ইউজার টাইপ, ডি এস সি স্ট্যাটাস ইত্যাদি তৈরিতে সহায়তা করে।*

*40 এই টেবিলটি জমা দরপ্রস্তাবের বিবরণ যেমন দরপ্রস্তাবের আই ডি, ই এম ডি ছাড়ের বিবরণ ইত্যাদি তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করে।*

*41 এই টেবিলটি চুক্তিপত্রের বিবরণ তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করে।*

*42 এই টেবিলটি ডি এস সি তথ্য তৈরি এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধা প্রদান করে।*

**সারণী 2.7: জি ই পি এন আই সি- টেবিলে ক্রম সংখ্যার ব্যবধানের বিবরণ**

| ক্রমিক সংখ্যা | টেবিলের নাম | ব্যবধানের সংখ্যা | আইডির সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| 1. | জেপ_সেক্রেটারিয়েট_ডিপার্টমেন্ট | 3 | 3 |
| 2. | জেপ_টেন্ডার_বেসিক_ডিটেইলস | 7,465 | 9,013 |
| 3. | জেপ_কর্পোরেট_টেন্ডারার | 37 | 246 |
| 4. | জেপ_টেন্ডার_ওয়ার্ক_আইটেমস | 27,310 | 30,488 |
| 5. | জেপ_ইউজার | 34 | 233 |
| 6. | জেপ_ও আরজিচেইন_মাস্টার | 277 | 589 |
| 7. | জেপ_টেন্ডার_ক্রিটিকাল_ডেটস | 24,021 | 26,695 |
| 8. | জেপ_বিডস | 105 | 312 |
| 9. | জেপ_বিড_এ ও সি | 1,038 | 1,725 |
| 10. | জেপ_বিড_ডিক্রিপ্টেড | 54,885 | 67,135 |
| 11. | জেপ_প্যাকেট_ডিক্রিপ্টেড | 21,472 | 23,410 |
| 12. | জেপ_বিড_ওপেন_সামারি | 9,988 | 10,635 |
| 13. | জেপ_টেন্ডার_বিড_ওপেনার্স | 1,81,761 | 6,66,905 |
| 14. | জেপ_টেন্ডার_ওপেন্ড | 10,799 | 11,440 |
| 15. | জেপ_টেন্ডারার | 103 | 115 |
| 16. | জেপ_ইউজার_সার্টিফিকেটস | 2,745 | 4,804 |

*(উৎস: ই-প্রকিওরমেন্ট ডাটাবেস)*

এই বিষয়টি উল্লেখ করার পর, অর্থ দপ্তর স্বীকার করে (জানুয়ারী 2024) যে সিস্টেমের ফ্রন্ট এন্ড পোর্টালটির কাজ না করায় কিছু রেকর্ড মুছে ফেলা হয়েছে এবং কিছু রেকর্ড ডেটা স্থানান্তরণের সময় হারিয়ে গেছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে জেপ_বিড (দর সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণের জন্য), জেপ_বিড_ডিক্রিপ্টেড (ডিক্রিপ্ট করা দরের তথ্য সংরক্ষণের জন্য), জেপ_টেন্ডার_বিড_ওপেনার্স (টেন্ডার ওপেনারের তথ্য সংরক্ষণের জন্য)-এর মতো ‘কী টেবিল’ আইডিগুলিতে ফাঁক রয়েছে। নিরীক্ষা অর্থ দপ্তরের ব্যাখ্যাকে মান্যতা দিলেও, এই ধরনের ফাঁকের অস্তিত্ব এই ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয় যে এই তালিকার ডেটা সিস্টেমের ব্যাক এন্ডে পরিবর্তন করা হয়েছে এবং দরদাতাদের দ্বারা জমা দেওয়া দরের গোপনীয়তা এবং অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণগুলিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। নিরীক্ষা এই কনট্রোল ঘাটতির কারণে ডাটাবেসের নিরাপত্তার বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারেনি।

***সুপারিশ 13:***

***সরকারের উচিত সিস্টেমে কাজের যুক্তিসম্মত কালানুক্রম এবং ধারাবাহিক ক্রম নির্ধারণের জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল বাস্তবায়ন করা তথা সিস্টেমের ব্যাক এন্ড-এ হস্তক্ষেপ কমানো।***

## 2.15 অন্যান্য বিষয়

### 2.15.1 ই এম ডি জমা ও ফেরত দেওয়ার বিলম্বের কারণে আই সি আই সি আই ব্যাঙ্ক থেকে সুদ অনাদায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তর এবং আই সি আই সি আই ব্যাংক, কলকাতা-এর মধ্যে দরপত্রের অর্থ অনলাইনে সংগ্রহের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক (এম ও ইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছিল (জুলাই 2016)। এম ও ইউ-এর নিয়মবলী অনুসারে:

- ব্যাংক সফল দরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ই এম ডি 'টি'+1 (ট্রানজেকশনের পরবর্তী তারিখ)-এ সরকারি অ্যাকাউন্টে জমা করবে। সফল দরদাতাদের ই এম ডি হস্তান্তর আই সি আই সি আই ব্যাংকের একটি পুল ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে করতে হবে। সময়মতো অর্থ জমা দিতে ব্যর্থ হলে আই সি আই সি আই ব্যাংককে সুদ প্রদান করতে হবে।
- ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালে দরপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের তারিখ আপলোড করার 'টি'+2 দিনের মধ্যে ব্যাংক বাতিল দরদাতাদের ই এম ডি তাদের নিজ নিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফেরত দেবে।
- পি ডব্লিউ ডি-এর বিজ্ঞপ্তি (মার্চ 2018) অনুসারে, সমস্ত অসফল দরপ্রস্তাব (L2 এর আগে) বাতিল করা হবে কারণ দরপ্রস্তাবটি L1 (সর্বনিম্ন) নয় এবং ব্যর্থ দরদাতাদের ই এম ডি দ্রুত প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা পি ডব্লিউ ডি এবং পি এইচ ই ডি-এর তথ্য বিশ্লেষণ করে পর্যবেক্ষণ করে যে 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে সফল দরদাতার 1,631টি ক্ষেত্রে[43] টি আই এ, এ ও সি প্রদান করেছিল এবং অসফল দরদাতার 10,760টি ঘটনা ছিল যেখানে দরপ্রস্তাব বাতিল করা হয়েছিল কিন্তু ই এম ডি জমা/ফেরতের জন্য নির্দিষ্ট ব্যাংক দ্বারা নির্ধারিত সময়সীমা অনুসরণ করা হয়নি। সরকারি অ্যাকাউন্টে ই এম ডি জমা (সফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে) এবং দরদাতাদের (অসফল দরদাতাদের ক্ষেত্রে) ফেরত দিতে যথাক্রমে 1 থেকে 31 দিন এবং 1 থেকে 42 দিন বিলম্ব হয়েছিল।

নিরীক্ষায় 2018-19 থেকে 2022-23 পর্যন্ত সমগ্র ই-প্রকিওরমেন্ট ডাটাবেস (সমস্ত নিবন্ধিত দপ্তর/সত্তা) বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সরকারি অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিতে (11,266 জন সফল দরদাতার ক্ষেত্রে) এবং দরদাতাদের (54,801 জন অসফল দরদাতার ক্ষেত্রে) ফেরত দিতে যথাক্রমে 1 থেকে 97 দিন এবং 1 থেকে 42 দিন বিলম্ব হয়েছে।

সরকারি অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিতে বিলম্বের ফলে (11,266টি ক্ষেত্রে) 55.90 কোটি টাকা কম জমা পড়েছে এবং এম ও ইউ পুনর্নবীকরণ না হওয়ার কারণে আই সি আই সি আই ব্যাংক থেকে জরিমানা-সুদ আদায় করা যায়নি।

এক্সিট কনফারেন্সের সময় (ফেব্রুয়ারী 2024), ই এম ডি ফেরত এবং জমা দেওয়ায় বিলম্বের বিষয়ে সরকার জানিয়েছে যে, মুলতুবি থাকা আমানত এবং ফেরতের বিবরণ পর্যবেক্ষণের জন্য একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উত্তরটি এই বিষয়ের আলোকে দেখা উচিত ছিল যে সিস্টেমের বিভিন্ন ফি হিসাবে সংগৃহীত অর্থ যা এখনও পর্যন্ত নিবন্ধিত সরবরাহকারীদের ফেরত দেওয়া হয়নি, সেই ব্যতিক্রম প্রতিবেদন তৈরির জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোল থাকা উচিত ছিল, এবং সিস্টেমটি মুলতুবি থাকা অর্থ ফেরতের বিবরণ (বয়স বিশ্লেষণ সহ) এবং সরকারি অ্যাকাউন্টে মুলতুবি থাকা জমা রাশি সম্পর্কে সিস্টেম দ্বারা উৎপন্ন অলার্ট দ্বারা ইমেল/এস এম এস-এর মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে সর্তক করবে।

### 2.15.2 পরিবর্তন ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার ত্রুটিগুলি

জি ই পি এন আই সি-এর ই-প্রকিওরমেন্ট ডেটা জি ও ডব্লিউ বি-এর অর্থ বিভাগ থেকে প্রাপ্ত[44] হয়েছিল, যেখানে 31 মার্চ 2023 পর্যন্ত রাজ্যের তথ্য রয়েছে। নিরীক্ষা তথ্য ('*জেপ_ভার্সন_*

[43] *পি ডব্লিউ ডি-789 এবং পি এইচ ই ডি-842।*

[44] *18ই এপ্রিল 2023-এ রাজ্য এন আই সি-এর মাধ্যমে।*

*কনট্রোল_ডিটেইলস'* টেবিল) থেকে পর্যবেক্ষন করে যে, ই-প্রকিওরমেন্ট সফ্টওয়্যারে সময়ে সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। 17.04.2015 তারিখের সংস্করণ 'v1.09.03' থেকে 02 আগস্ট 2022 তারিখের সংস্করণ 'v1.09.15' পর্যন্ত 15 বার সফ্টওয়্যারে পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে সফ্টওয়্যার '1.09.19' সংস্করণটি 19 জুলাই 2023 থেকে কার্যকর রয়েছে।

যদিও নিরীক্ষার জন্য প্রদত্ত ডাটাবেসে সফট্ওয়্যারের প্রতিটি সংস্করণে করা পরিবর্তনের বিবরণ উপলব্ধ/নথিবদ্ধ ছিল না।

অর্থ দপ্তর জানিয়েছে (জানুয়ারী 2024) যে জি ই পি এন আই সি একটি জেনেরিক সফটওয়্যার এবং এর প্রয়োজনীয়তা এবং বিস্তার বিভিন্ন অংশীদারদের কাছ থেকে আসে। নিয়মকানুন মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য এই অনুরোধগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং প্রযুক্তিগত কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয় এবং পরবর্তী সংস্করণগুলিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সফ্টওয়্যার ডেভেলপমেন্ট টিম নিশ্চিত করে যে, অভিযোজনগুলি প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা করা হয়েছে। অভিযোজন করা সফ্টওয়্যারটি সিস্টেম স্থাপনের আগে ব্যবহারকারীর প্রতিক্রিয়ার জন্য ডেমোতে স্থাপন করা হয়। ব্যবহারকারীদের প্রতিক্রিয়ার পরে ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্য ডেভেলপমেন্ট টিমের কাছে জমা দেওয়া হয়।

এই উত্তরটি গ্রহণযোগ্য ছিল না, কারণ পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার জন্য একটি স্পষ্টভাবে নথিভুক্ত ট্রেইল বজায় রাখা উচিত ছিল এবং পর্যায়ক্রমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে বিবৃতি দেওয়া উচিত ছিল। এছাড়াও, প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্টে কোনও পরিবর্তন আনার আগে ব্যবহারকারীর গ্রহণযোগ্যতা পরীক্ষা করা উচিত ছিল কিন্তু তা করা হয়নি। এটি সিস্টেমে অসাবধানতাবশত কোনও ত্রুটির ক্ষেত্রে জবাবদিহিতার ত্রুটি সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি নির্দেশ করে।

## 2.16 উপসংহার

রাজ্য সরকার এবং এন আই সি-এর মধ্যে এম ও ইউ এবং পরিষেবা স্তরের চুক্তির অনুপস্থিতির ফলে ভূমিকা এবং দায়িত্বের স্পষ্টতার অভাব সম্পর্কিত পরিহারযোগ্য ঝুঁকিগুলি তৈরি হয়েছিল। ই-টেন্ডারিং মডিউলে যথাযথ অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলের মাধ্যমে ব্যবসায়িক নিয়মগুলির সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্তিকরণ সম্পন্ন হয়নি। এর ফলে দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য ন্যূনতম সময়সীমা কার্যকর করা হয়নি এবং দরপত্র মূল্যের উপর ভিত্তি করে দুই পর্যায়ের দরপ্রস্তাব প্রক্রিয়া কার্যকর করা হয়নি। এই ব্যবসায়িক নিয়মগুলির অনুপস্থিতির কারণে দরপত্র মূল্যায়ন এবং চুক্তি প্রদানের জন্য বহাল থাকা ম্যানুয়াল প্রক্রিয়া চলাকালীন দরদাতাদের ভুল নির্বাচন, দরপত্র মূল্য ভুল গণনা এবং দরপত্রের পরিমাণের চেয়ে বেশি পরিমাণে চুক্তি প্রদানের ঘটনা ঘটেছে।

দরদাতাদের নিবন্ধন প্রক্রিয়ার সময় জমা দেওয়া তথ্য যাচাই করার জন্য বৈধতা নিয়ন্ত্রণে কিছু ত্রুটি ছিল, যার মধ্যে নিবন্ধিত দরদাতাদের ভুল ডিজিটালি স্বাক্ষরিত শংসাপত্র, স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং মোবাইল নম্বর নথিভুক্তকরণের মতো অসঙ্গতি ছিল। মোট দরপত্র মূল্য গণনার জন্য প্রণালীর নিয়ন্ত্রণে এবং সিস্টেমে ব্যবহারকারীর ক্রিয়াকলাপের কালানুক্রমিক এবং যুক্তিসঙ্গত ক্রম প্রয়োগের জন্য অ্যাপ্লিকেশন কনট্রোলে ঘাটতি ছিল।

ব্যবহারকারীর ক্রিয়াকলাপ নথিভুক্ত করার জন্য ডেটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর লগগুলি বজায় না রেখে সিস্টেমের ব্যাক এন্ড-এ ডিক্রিপ্ট করা বিড ডেটা সহ ডেটা অ্যাক্সেস এবং পরিবর্তনের একটি বাস্তবিক ঝুঁকি ছিল, যা অত্যন্ত অনিয়মিত ছিল। ক্রয় সম্পর্কিত নির্বাহী নির্দেশাবলীর সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার দায়িত্ব ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমের উপর স্থানান্তরিত হওয়ার পরিবর্তে

পৃথক ব্যবহারকারীদের উপরই বহাল ছিল। অতএব, ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেম বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য এখনও সম্পূর্ণরূপে অর্জিত হয়নি।

এক্সিট কনফারেন্সের সময় (ফেব্রুয়ারি 2024)-এ সরকার স্বীকার করে যে ই-টেন্ডারিংয়ে এখনও কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা রয়ে গেছে ই-প্রকিওরমেন্ট সিস্টেমের ন্যায্যতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধির জন্য যার সমাধান করা প্রয়োজন। সরকার আরও বলেছে যে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হবে তথা ভবিষ্যতে তা মেনে চলার জন্য বিভিন্ন দপ্তরের দরপত্র আমন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে প্রচার করা হবে।

# তৃতীয় অধ্যায়

## "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর দ্বারা কেন্দ্রীয়/রাজ্য প্রকল্পের অধীনে পর্যটন সুবিধাগুলির উন্নতিকরণ এবং সম্প্রসারণ"-এর উপর বিষয় নির্দিষ্ট মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা

# তৃতীয় অধ্যায়

## পর্যটন দপ্তর

**"পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর দ্বারা কেন্দ্রীয়/রাজ্য প্রকল্পের অধীনে পর্যটন সুবিধাগুলির উন্নতিকরণ এবং সম্প্রসারণ"-এর উপর বিষয় নির্দিষ্ট মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা**

### 3.1 ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ তার ভৌগলিক চরিত্রে বৈচিত্র্যময়, যেমন উত্তরে হিমালয়ের তুষারাবৃত চূড়া তেমন দক্ষিণে সুন্দরবনের অনন্য ম্যানগ্রোভ বাস্তুতন্ত্র। রাজ্যটি মুর্শিদাবাদের ঐতিহাসিক নিদর্শন, বিষ্ণুপুরের চমৎকার পোড়ামাটির কাজ, ডুয়ার্সের সবুজ বন ও বন্য প্রাণী এবং দীঘা ও বকখালির শান্ত ও মনোরম সৈকতগুলির সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্য প্রদর্শন করে। পশ্চিমবঙ্গে দুটি[45] ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট রয়েছে এবং 21টি জেলার অধীনে 82টি অনুমোদিত পর্যটন স্থান রয়েছে। রাজ্যটি 2017-22 বর্ষগুলিতে মোট 40.17 কোটি পর্যটক আগমনের কথা জানায়, যার মধ্যে 0.64 কোটি বিদেশী। ভারতে পর্যটক সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে[46], পশ্চিমবঙ্গ দেশীয় পর্যটকের ক্ষেত্রে অষ্টম স্থান এবং বিদেশী পর্যটকের ক্ষেত্রে তৃতীয় স্থান অর্জন করেছে। পর্যটন শিল্প রাজ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং বৈদেশিক মুদ্রা সহ রাজস্ব অর্জন করে। এটি রাজ্যের পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পে রাজ্যের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়নের অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

*চিত্র 3.1: গাজলডোবা ইকো-রিসর্ট*

*চিত্র 3.2: মুর্শিদাবাদের মতিঝিলের সৌন্দর্যায়ন*

*(উৎস: পর্যটন দপ্তরের ওয়েবসাইট)*

পর্যটনের সামগ্রিক বিকাশের জন্য, রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন নীতি, 2016 প্রণয়ন করেছে যা হিমালয়, ডুয়ার্স, কোস্টাল, সুন্দরবন, হেরিটেজ এবং কলকাতা সার্কিট নামে ছয়টি পর্যটন সার্কিট সমন্বিত। রাজ্যের পর্যটন পরিবেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে 2019 সালে নীতিটি সংশোধন করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর (জি ও ডব্লিউ বি) প্রয়োজনীয় পর্যটন সম্পর্কিত পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং রাজ্যে পর্যটনের প্রচার সহ বেসরকারী খাত থেকে আরও বিনিয়োগ টানার জন্য দায়বদ্ধ।

রাজ্যে পর্যটন উন্নয়নের জন্য, দপ্তর দুটি কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রকল্প[47] এবং বিভিন্ন রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে পরিকাঠামোগত প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে। পর্যটন দপ্তর কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি পর্যটনের উন্নয়নের জন্য হোম স্টে স্কিম (এইচ এস)-2017 এবং পশ্চিমবঙ্গ উৎসাহবর্ধক ভাতা প্রকল্প (ডব্লিউ বি আই এস)-2008 নামে দুটি প্রকল্পও বাস্তবায়ন করেছে।

---

[45] *সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান এবং দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে।*

[46] *ইন্ডিয়া ট্যুরিজম পরিসংখ্যান 2023 অনুযায়ী।*

[47] *স্বদেশ দর্শন ও তীর্থযাত্রা পুনঃরুজ্জীবন এবং আধ্যাত্মিক পরিবর্ধন।*

হোম স্টে নীতি-2017 নিবন্ধিত হোম স্টে ইউনিটগুলিকে উৎসাহ এবং ছাড় প্রদানের জন্য তৈরি করা হয়েছিল, তবে ডব্লিউ বি আই এস-2008, যার লক্ষ্য ছিল রাজ্যে পর্যটন প্রচারকে উৎসাহিত করার জন্য হোটেল মালিকদের ভর্তুকি প্রদান করা। মার্চ 2023 পর্যন্ত, রাজ্যে 2,081টি হোম স্টে ইউনিট এবং 104টি[48] পর্যটন ইউনিট নিবন্ধিত হয়েছিল।

## 3.2 সাংগঠনিক পরিকাঠামো

প্রধান সচিব হলেন পর্যটন দপ্তরের প্রশাসনিক প্রধান এবং তাকে বিশেষ ও যুগ্ম সচিব সহায়তা করেন। পর্যটন অধিকার নির্দেশকের নেতৃত্বে থাকে এবং তাকে যুগ্ম ও উপ-নির্দেশক সহায়তা করেন। জেলা স্তরে, অতিরিক্ত জেলা শাসক (এ ডি এম) পর্যটন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি ট্যুরিজম) হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন যিনি সংশ্লিষ্ট জেলার পর্যটন সংক্রান্ত বিষয়গুলি দেখাশোনা করেন।

এছাড়াও, পর্যটন দপ্তর প্রকল্প মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে দুটি কমিটি গঠন করেছে:

ক) **জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি (ডি টি ডি সি)** সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা শাসক বা তার মনোনীত ব্যক্তি যা অতিরিক্ত জেলা শাসক (এ ডি এম)-এর পদমর্যাদার নীচে নয়-এর সভাপতিত্বে (মে 2017) কার্যকর হয়েছিল। এ ডি এম, উন্নয়নের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা বন কর্মকর্তা এবং জেলার পি ডব্লিউ ডি-এর বরিষ্ঠতম ইঞ্জিনিয়ার কমিটির সদস্য হবে। কমিটিতে এমন কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত যারা সংশ্লিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে পারে যেমন বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিবহন, সেচ, জল সরবরাহ ইত্যাদি এবং জেলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞানী বিশিষ্ট বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কমিটির সদস্য সচিব ও আহ্বায়ক হবেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কর্মকর্তা (ডি আই সি ও)। কমিটির দায়িত্ব ছিল (i) জেলার অভ্যন্তরে উদ্ভূত পর্যটন বিকাশের প্রস্তাব পরীক্ষা করা (ii) পর্যটন সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় এলাকা চিহ্নিত করা (iii) স্বাস্থ্যবিধি এবং নিরাপত্তা ইত্যাদির বিষয়ে বিদ্যমান পর্যটন স্থানগুলি পর্যবেক্ষণ করা এবং (iv) চলমান প্রকল্পগুলির জন্য নিরীক্ষণ, সমন্বয় এবং প্রতিক্রিয়া প্রদান।

খ) **প্রজেক্ট ক্লিয়ারেন্স কমিটি (পি সি সি)** গঠিত হয়েছিল (জুন 2021) দপ্তরীয় পর্যায়ে যুগ্ম সচিব, পর্যটন দপ্তরের সভাপতিত্বে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড (ডব্লিউ বি টি ডি সি এল); আর্থিক উপদেষ্টা, পর্যটন দপ্তর; পর্যটনের যুগ্ম পরিচালক, সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত এ ডি এম (জেলা প্রকল্পের জন্য); অধীক্ষক বাস্তুকার (উত্তর), ডব্লিউ বি টি ডি সি এল; নির্বাহী বাস্তুকার, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল এবং একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের সাথে সংযুক্ত কমিটির দ্বারা উপযুক্ত বলে মনোনীত আমন্ত্রিত সদস্যদের নিয়ে। উপসচিব, (ডব্লিউ বি টি ডি সি এল প্রজেক্ট সেল) আহ্বায়ক সদস্য হবেন। কমিটির দায়িত্ব ছিল সমস্ত প্রকল্পের সমীক্ষা করা এবং বাজেটে উপলব্ধ বিধান বিবেচনায় রেখে পর্যটন দপ্তরের বিবেচনার জন্য তাদের মধ্যে সবচেয়ে উপযুক্ত প্রকল্পটি পর্যটন দপ্তরের কাছে সুপারিশ করা।

**পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি টি ডি সি এল)** 29 এপ্রিল 1974-এ পর্যটন দপ্তরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে একটি কর্পোরেশন হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। পর্যটন দপ্তরের নোডাল এজেন্সি হিসেবে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সম্পদের অধিগ্রহন, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, পর্যটন গন্তব্যকে জনপ্রিয় করা, ট্যুর প্যাকেজ পরিচালনা করা ইত্যাদি। দপ্তর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হোটেলের ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক পর্যটন কার্যক্রম ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা চালিত হয়।

---

[48] *ডব্লিউ বি আই এস-2008, 2015 এবং 2021-এর অধীনে।*

### *পর্যটন প্রকল্পের উন্নয়নে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ-এর ভূমিকা*

'*পরিকাঠামোতে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ-এ আর্থিক সহায়তা নির্দেশিকা*'[49] অনুসারে, পর্যটনের ক্ষেত্রে পরিকাঠামোর বিকাশের জন্য বড় বিনিয়োগের প্রয়োজন যা শুধুমাত্র সরকারি অর্থায়নে করা যায় না এবং বেসরকারি পুঁজির পাশাপাশি প্রযুক্তি-ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতাকে আকর্ষণ করার জন্য এর সাথে যুক্ত, পরিকাঠামো উন্নয়নে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পি পি পি) প্রচার করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। দীর্ঘকালীন নির্মাণ সময় এবং সীমিত আর্থিক আয়ের কারণে পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি সর্বদা আর্থিকভাবে কার্যকর নাও হতে পারে এবং সরকারি সহায়তার মাধ্যমে এই জাতীয় প্রকল্পগুলির আর্থিক কার্যকারিতা উন্নত করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন নীতি-2016 অনুসারে, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পি পি পি)-এ একটি প্রকল্প তৈরি করতে সরকার এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের মধ্যে সহযোগিতা জড়িত যা শেষ পর্যন্ত একটি এলাকা বা অঞ্চলকে উন্নয়নের দিকে পরিচালিত করবে। এই প্রকল্পগুলি পর্যটকদের একটি নির্দিষ্ট মান প্রদান করে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে।

## 3.3 নিরীক্ষার উদ্দেশ্য

নিরীক্ষার উদ্দেশ্য হল এই নিশ্চয়তা প্রাপ্ত করা:

- *পর্যটন নীতি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা বাস্তবসম্মত এবং কার্যকর ছিল;*
- *ভারত সরকার/রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির অধীনে পরিকাঠামো প্রকল্পগুলি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত এবং পরিচালিত হয়েছিল;*
- *বেসরকারি অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সহায়তা এবং উৎসাহ, নির্দেশিকা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং কার্যকর ছিল;*
- *পর্যটন সুবিধা এবং পণ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের উদ্যোগ কার্যকর ছিল।*

## 3.4 নিরীক্ষার পরিধি এবং পদ্ধতি

নিরীক্ষা 2017-18 থেকে 2022-23 পর্যন্ত সময়কালে পর্যটনের বিভিন্ন ক্ষেত্রসহ (যেমন ইকো এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম, ধর্মীয় পর্যটন, আধ্যাত্মিক এবং কল্যাণ পর্যটন ইত্যাদি) পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নে পর্যটন দপ্তরের প্রচেষ্টার মূল্যায়ন করে। এছাড়াও, ডি সি এ পর্যটন পরিকাঠামোর পাশাপাশি তৈরি মৌলিক পরিকাঠামো কার্যকরভাবে পরিচালিত হয়েছে কিনা তাও মূল্যায়ন করার চেষ্টা করেছে।

নিরীক্ষায় 12টি নির্বাচিত জেলায়[50] পর্যটন দপ্তর, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল এবং অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়ন/এক্সিকিউটিভ সংস্থাগুলিতে[51] রক্ষণাবেক্ষণ করা নথি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরিসংখ্যানগত নমুনা পদ্ধতি[52] ব্যবহার করে জেলাগুলি নির্বাচন করা হয়েছিল। নির্বাচিত জেলায় বাস্তবায়িত 389টি প্রকল্পের মধ্যে 66টি প্রকল্প যদৃচ্ছ নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে নির্বাচন

---

49 *ভারত সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় (এম ও এফ, জি ও আই) দ্বারা জারি করা (জানুয়ারি 2006)।*

50 *পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিবের অনুরোধে দুটি জেলা কালিম্পং এবং পুরুলিয়াকে ডি সি এ-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।*

51 *বাঁকুড়া, দার্জিলিং, হুগলি, জলপাইগুড়ি, 24 পরগনা (দক্ষিণ ও উত্তর), পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, কালিম্পং, দীঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, পূর্ত দপ্তর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর, প্রধান মুখ্য বন সংরক্ষক (বন বাহিনীর প্রধান), সেচ দপ্তর (জয়নগর বিভাগ), মুখ্য বাস্তুকার (উত্তর পূর্ব) এবং অভ্যন্তরীণ ও জলপথ অধিকার।*

52 *প্রতিস্থাপন ছাড়াই আকারের সমানুপাতিক সম্ভাবনা (পি পি এস ডব্লিউ ও আর) পদ্ধতির আকার পরিমাপের সাথে প্রতিটি সার্কিটের অন্তর্গত জেলার পর্যটন পরিকাঠামোতে সম্পাদিত কাজের সংখ্যা।*

করা হয়েছে। এছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গ উৎসাহবর্ধক ভাতা প্রকল্পের[53] অধীনে 15 জন সুবিধাপ্রাপক (38 জনের মধ্যে), হোমস্টে স্কিমের[54] অধীনে 139 জন সুবিধাপ্রাপক (912 জনের মধ্যে) এবং 29টি পর্যটন ক্ষেত্র (55টির মধ্যে) যদৃচ্ছ নমুনা সংগ্রহ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছিল। এছাড়াও, ভারত সরকার (জি ও আই) দ্বারা অনুমোদিত দুটি প্রকল্পও[55] পর্যালোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়েছিল। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর 2023-এর মধ্যে নিরীক্ষা পরিচালিত হয়েছিল।

নিরীক্ষা পদ্ধতিতে দাবিপত্র/প্রশ্ন/পর্যবেক্ষন এবং দপ্তরীয় প্রতিনিধিদের সাথে পর্যটন ক্ষেত্রের যৌথভাবে পরিদর্শনে এবং তার ছবি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছিল। 10 মে 2023-এ দপ্তরের প্রধান সচিবের সাথে এন্ট্রি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি 11 অক্টোবর 2023 তারিখে অনুষ্ঠিত এক্সিট কনফারেন্সে আলোচনা করা হয়েছিল। দপ্তরের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রাপ্ত উত্তরগুলি প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

## 3.5 নিরীক্ষার মানদণ্ড

নিরীক্ষার মানদণ্ডগুলি উদ্ধৃত হয়েছে:

- ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক কর্তৃক জারি করা নির্দেশাবলী এবং নির্দেশিকা।
- জি ও ডব্লিউ বি এবং জি ও আই নির্দেশিকা, আদেশ, এস ও আর এবং বিভিন্ন কমিটি এবং ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর বোর্ডের সভার কার্যবিবরণী ইত্যাদি।
- পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক ও ট্রেজারি নিয়মাবলী।
- রাজ্য সরকারের পর্যটন এবং পর্যটন সম্পর্কিত নীতি 2016, 2019 ইত্যাদি।
- পশ্চিমবঙ্গ উৎসাহবর্ধক ভাতা প্রকল্প (ডব্লিউ বি আই এস) 2015[56] এবং 2021-এর শর্ত এবং নির্দেশিকা
- হোমস্টে নীতি 2017 এবং 2022।

## নিরীক্ষার ফলাফল

## 3.6 পরিকল্পনা

পর্যটন নীতি 2016-এর লক্ষ্য ছিল (ক) 2017-22 সময়কালে পর্যটকের আগমন বার্ষিক 10 শতাংশ বৃদ্ধি করা, (খ) 2020 সালের মধ্যে ব্র্যান্ডেড হোটেল আবাসন কক্ষের উপলব্ধতা 10,000-এ উন্নীত করা (গ) নতুন পর্যটন স্থল চিহ্নিত করা এবং বিকাশ করা (ঘ) বিপণনের উপর বেশি জোর দেওয়া (ঙ) অর্থনৈতিক, পরিবেশগত এবং সামাজিক স্থায়িত্ব অর্জন করা। উপরোক্ত ছাড়াও, রাজ্য পর্যটন নীতি 2019-এ পর্যটন পরিষেবার মান এবং বিষয় ভিত্তিক পর্যটন প্রকল্পের প্রচারের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

এই প্রকল্পে বর্ণিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, পরিকল্পনা ছিল এই প্রক্রিয়ার একটি অপরিহার্য অংশ। এর পাশাপাশি, উন্নত পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়নে ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সেগুলি সম্পূর্ণ করতেও সাহায্য করবে। এই বিষয়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ:

---

[53] *নিরীক্ষা 2008, 2015 এবং 2021-এর পশ্চিমবঙ্গ উৎসাহবর্ধক ভাতা প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করে। এই প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের পর্যটন ইউনিটগুলিকে উন্নীত করা।*

[54] *কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অবদান রাখতে এবং পর্যটকদের পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যের কাছাকাছি নিয়ে আসার লক্ষ্যে মে 2017-এ হোমস্টে স্কিম চালু করা হয়েছিল।*

[55] *স্বদেশ দর্শন এবং প্রসাদ।*

[56] *ডব্লিউ বি আই এস 2008-কে ডি সি এ-তে বিবেচনা করা হয়েছিল যেহেতু নমুনায় হোটেল মালিকদের একটি অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল যাদেরকে ডব্লিউ বি আই এস 2008-এর অধীনে 2017-23 সময়কালে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।*

## 3.6.1 রাজ্যের জি ভি এ-তে পর্যটন ক্ষেত্রের অবদান

গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড (জি ভি এ) হল জি ডি পি-তে একটি শিল্পের অবদানের পরিমাপ। কর্ণাটক[57] এবং ওড়িশার[58] সাথে পশ্চিমবঙ্গের (ডব্লিউ বি) পরিসংখ্যানের তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে 2017-23 সময়কালে, পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন ক্ষেত্রের জি ভি এ হ্রাস পেয়েছে, 2017-18 সালে 0.81 শতাংশ থেকে 2022- 23 সময়কালে 0.29 শতাংশে। এমনকি কোভিডের কারণে কিছু বিপর্যয় দায়ী হলেও, 2020-21 থেকে, কর্ণাটক এবং ওড়িশায় পর্যটন ক্ষেত্রে যোগদান পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় ভালো দেখা গেছে যা **তালিকা 3.1**-এ দেখানো হল:

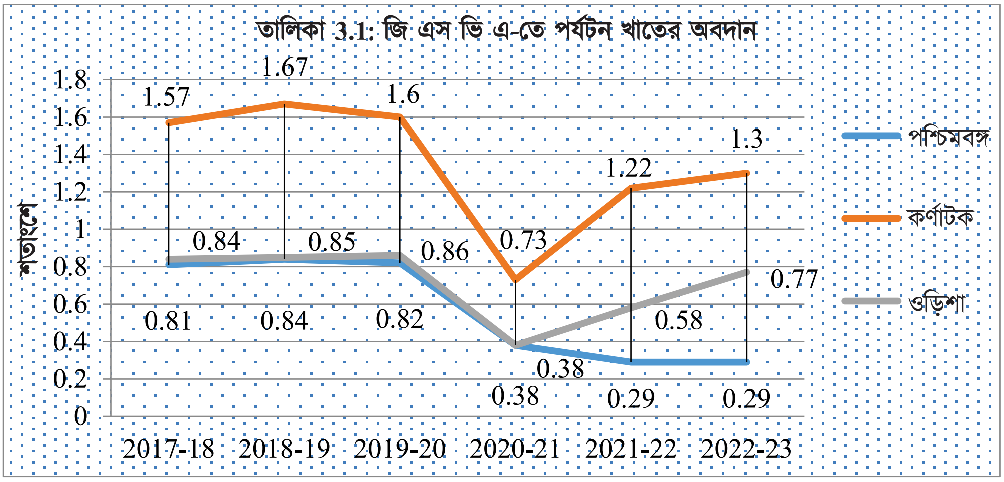


*(উৎস: পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং কর্ণাটক এবং ওড়িশা 2022-23-এর অর্থনৈতিক সমীক্ষা)*

সুতরাং, 2016 এবং 2019 সালে নতুন নীতিগত পদক্ষেপ গ্রহণ সত্ত্বেও, রাজ্যের জি ডি পি-তে পর্যটন বিকাশের দিক থেকে কোনও উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি।

## 3.6.2 পর্যটক আগমনের হার

2017-22 সময়কালে, দেশে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটক আগমনের হার হ্রাস পেয়েছে, 2017 সালে 4.82 শতাংশ থেকে 2021 সালে 3.59 শতাংশে এবং তারপরে 2022 সালে 4.92 শতাংশে সামান্য উন্নতি হয়েছে যেমনটি **সারণী 3.1**-এ দেখানো হয়েছে:

**সারণী 3.1: ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গে পর্যটক আগমনের হার**

| বছর | পর্যটক আগমন (লক্ষ্য-তে) | | | | | | রাজ্যের পর্যটক আগমনের ভাগ (শতাংশ) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ভারত | | | পশ্চিমবঙ্গ | | | | | |
| | দেশী | বিদেশী | মোট | দেশী | বিদেশী | মোট | দেশী | বিদেশী | মোট |
| 2017 | 1,652.48 | 26.89 | 1,679.38 | 79.69 | 1.57 | 81.26 | 4.82 | 5.84 | 4.84 |
| 2018 | 1,853.79 | 28.85 | 1,882.64 | 85.66 | 1.62 | 87.28 | 4.62 | 5.62 | 4.64 |
| 2019 | 2,321.98 | 31.41 | 2,353.39 | 92.37 | 1.66 | 94.03 | 3.98 | 5.28 | 4.00 |
| 2020 | 610.22 | 7.17 | 617.39 | 28.84 | 0.46 | 29.30 | 4.73 | 6.42 | 4.75 |
| 2021 | 677.63 | 1.05 | 678.68 | 24.33 | 0.03 | 24.36 | 3.59 | 2.86 | 3.59 |
| 2022 | 1,731.01 | 8.59 | 1,739.60 | 84.54 | 1.04 | 85.58 | 4.88 | 12.11 | 4.92 |

*(উৎস: ভারত পর্যটন পরিসংখ্যান, এম ও টি, ভারত সরকার)*

57 *পর্যটকদের সংখ্যার দিক থেকে কর্ণাটক সেরা পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে।*

58 *প্রতিবেশী রাজ্য হওয়ায় ওড়িশাকে তুলনা করার জন্য বিবেচনা করা হয়।*

### 3.6.3 কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন না করা

- কমিটি অন পাবলিক আন্ডারটেকিংস (সি ও পি ইউ) পর্যটন দপ্তরকে দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী পরিণামসহ একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রস্তুত করার নির্দেশ দেয় (নভেম্বর 2016)। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ছয় বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও, পর্যটন নীতি, 2016-তে চিহ্নিত ছয়টি পর্যটন সার্কিটের সুসম ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের জন্য দপ্তর কোনও কৌশলগত পরিকল্পনা বা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেনি। প্রতিবেদনে আলোচিত প্রতিষ্ঠিত সম্পদের সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন ও মজবুত ধারণা ছাড়াই শুধুমাত্র স্থানীয় প্রতিনিধিদের পরামর্শের ভিত্তিতেই দপ্তর পর্যটন বিকাশের এলাকাগুলি নির্বাচন করেছে।

- দপ্তর দার্জিলিং, দীঘা এবং আশেপাশের পর্যটনের বিকাশের জন্য 1.05 কোটি টাকা ব্যয়ে মাস্টার প্ল্যান তৈরির জন্য পরামর্শদাতা (আর আই টি ই এস লিমিটেড[59])-এর সাথে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে (আগস্ট 2011)। তদানুসারে, পরামর্শদাতা 84.00 লক্ষ টাকা ব্যয়ে খসড়া পরিকল্পনা তৈরি করে দপ্তরে দাখিল করে (অক্টোবর 2011)। এইভাবে প্রস্তুত করা খসড়া পরিকল্পনাটি এখনও অনুমোদিত হয়নি (অক্টোবর 2023) যার ফলে 84.00 লক্ষ টাকা অপচয় হয়েছে।

এক্সিট কনফারেন্সে পর্যটন দপ্তর জানায় (অক্টোবর 2023) যে, পর্যটন ক্ষেত্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট বিকশিত হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। যাইহোক, ঘটনা হল যে কোনো দীর্ঘ/স্বল্পমেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ছাড়া রাজ্য পর্যটন বিকাশের জন্য দপ্তরের কার্যক্রম তদর্থক প্রকৃতির ছিল না।

### 3.6.4 আর্থিক পরিকল্পনা

বাজেট প্রস্তুত করা হল কার্যকরীভাবে জনসেবা প্রদানের প্রধান প্রক্রিয়া। সুষ্ঠু সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনার জন্য পরিকল্পনা এবং শক্তিশালী বাজেট প্রণয়ন গুরুত্বপূর্ণ। বাজেট প্রণয়ন হল জনসেবা কার্যকর করার প্রধান ব্যবস্থা। কার্যকরী আর্থিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে যে, নীতি প্রণয়ন পর্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি প্রশাসনিক স্তরে তহবিলের অপচয় বা অপসারণ ছাড়াই সফলভাবে প্রয়োগ করা হয়।

2017-23 সময়কালে, পর্যটন পরিকাঠামো তৈরি, বিদ্যমান সুবিধাগুলির সংস্কার এবং উন্নতিকরণ, উৎসাহবর্ধক ভাতা বিতরণ, উন্নতি ও প্রচার ইত্যাদির জন্য বাজেট বরাদ্দ ছিল 2,494.09 কোটি টাকা, যার নিরিখে শুধুমাত্র 796.81 কোটি টাকা (32 শতাংশ) এই সময়ের মধ্যে ব্যবহার করা হয়। তহবিল বরাদ্দের বছর ভিত্তিক অবস্থা (প্রধান খাতে 3452 এবং 5452[60]-এর অধীনে) তুলনায় প্রকৃত ব্যয়, **তালিকা 3.2**-এ দেখানো হয়েছে:

[59] *রেল ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক সার্ভিসেস লিমিটেড।*

[60] *3452: এটি প্রধান মুখ্য সংশ্লিষ্ট ছোট খাতের অধীনে পর্যটক বাংলো, হোটেল ইত্যাদির মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয় নথিভুক্ত করে। 5452: এটি প্রধান মুখ্য পর্যটনের মূলধন ব্যয় নথিভুক্ত করে।*

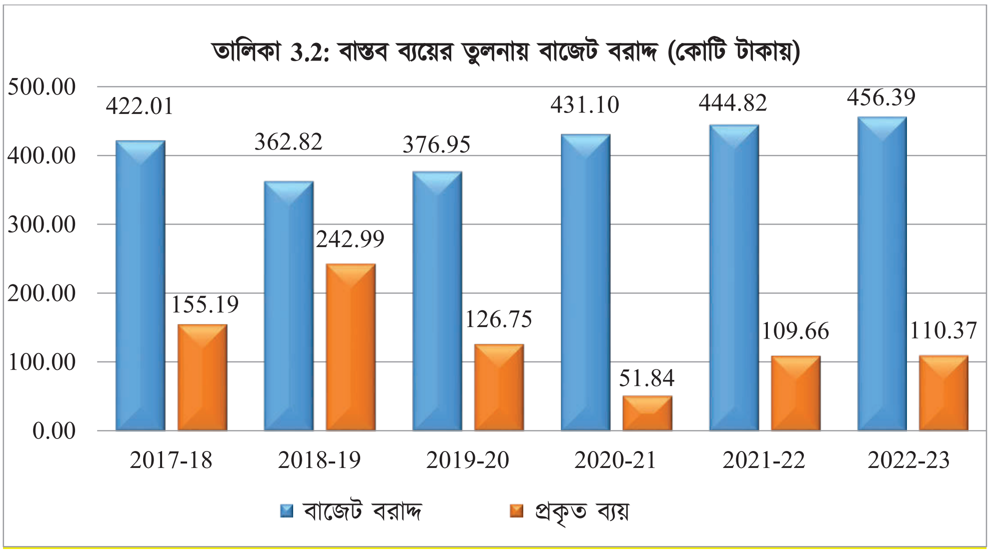


*(উৎস: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তর দ্বারা প্রকাশিত বছর ভিত্তিক বাজেট)*

নিরীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা গেছে যে, দপ্তরের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা দপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের পরিসরের তুলনায় অপর্যাপ্ত ছিল। 2017-23 সময়কালে, 119.83 কোটি থেকে 379.29 কোটি টাকার মধ্যে তহবিলের ক্রমাগত অপচয় ঘটেছে, যার ফলে সঞ্চয়ের শতাংশ বাজেট প্রাবধানের 33 থেকে 88 শতাংশ ছিল। কাজের অগ্রগতির সাথে সাথে যথাযথ ব্যবহার পর্যবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা না নিয়েই বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলিতে তহবিল স্থানান্তর করা হয়েছিল, যার ফলে তহবিলের ব্যবহার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্পদের ক্ষতি/ক্ষতির বিরুদ্ধেও পদ্ধতিটি যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা দিতে পারেনি।

এইভাবে, 2017-23 সময়কালে, পর্যটন দপ্তর উদ্দিষ্ট উদ্দেশ্যে বাজেটে প্রদত্ত তহবিলের 68 শতাংশ ব্যয় করতে পারেনি। বরাদ্দকৃত তহবিল ব্যয় করতে ব্যর্থতার কারণগুলি মূলত পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন না হয়া/কম হওয়া এবং ডব্লিউ বি আই এস এবং এইচ এস-এর অধীনে ভর্তুকি প্রদানে স্বল্পতা এবং উন্নতি ও প্রচারের জন্য অর্থ ব্যয় করতে অক্ষমতাকে দায়ী করা হয়েছিল।

## 3.6.5 বিভিন্ন পর্যটন বিভাগের উন্নয়ন

ডব্লিউ বি টি পি (2016 এবং 2019) ইকো[61] এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম[62], ধর্মীয় পর্যটন, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য পর্যটন (যেমন শব্দ এবং আলোর প্রর্দশনী), আধ্যাত্মিক এবং কল্যাণকর পর্যটন ইত্যাদি পর্যটন পণ্যের বিকাশের উপর জোর দিয়েছে। নিরীক্ষায় এই পর্যটন বিভাগের যোজনা, পরিকল্পনা এবং বিকাশের জন্য পর্যটন দপ্তরের প্রচেষ্টা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। নির্বাচিত প্রকল্পগুলির[63] পর্যালোচনা নীচে প্রকাশিত হল:

### *3.6.5.1 ইকো-ট্যুরিজম এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম*

পরিবেশগত সুবিধার পাশাপাশি, বন্য ক্ষেত্রের শিক্ষামূলক এবং বিনোদনমূলক দিকগুলি গুরুত্ব পেয়েছে এবং পর্যটন দপ্তর ইকো-ট্যুরিজম এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের প্রচারকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য করে তুলেছে। তবে, রাজ্যে ইকো এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের প্রচারের জন্য একটি ব্যাপক কৌশল/কর্মপরিকল্পনা এখনও চূড়ান্ত হয়নি। নিরীক্ষার সময়কালে জানুয়ারী

---

61 *পর্যটন ক্রিয়াকলাপ যা প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ করে এবং বন্যপ্রাণী পর্যবেক্ষণকে পরিচালিত করে।*

62 *পরিকাঠামো এবং ক্রিয়াকলাপ জড়িত যা পর্যটকদের অ্যাডভেঞ্চার অন্বেষণ করার সুযোগ দেয় এবং পর্বতারোহণ এবং ট্রেকিং, রিভার রানিং, কায়াকিং, রিভার রাফটিং ইত্যাদির মতো ক্রিয়াকলাপগুলি অন্তর্ভুক্ত করে।*

63 *66টি রাজ্য তহবিল সহায়তা এবং দুটি কেন্দ্রীয় তহবিল সহায়তা প্রকল্প।*

2018 থেকে জুন 2019 এর মধ্যে 4.59 কোটি টাকা ব্যয়ে অনুমোদিত ইকো-ট্যুরিজম এবং অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের অধীনে তিনটি প্রকল্প (টুংলু, খয়রাবেরা এবং সবুজ দ্বীপ)-এর নমুনা কাজ নিরীক্ষিত হয়েছে। উপরোক্ত প্রকল্পগুলির বাস্তবায়নে লক্ষ্য করা ত্রুটিগুলি **অনুচ্ছেদ 3.7.1.2.(i)**, **3.8.2** এবং **3.10**-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

### *3.6.5.2 ধর্মীয় পর্যটন*

রাজ্য সরকার রাজ্যে ধর্মীয় পর্যটনের প্রচার এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য নতুন ভ্রমণ স্থল তৈরি করতে উৎসাহিত করে। পর্যটন দপ্তর রাজ্যের 446টি ধর্মীয় স্থান সমন্বয়ে 101টি ধর্মীয় ক্ষেত্র চিহ্নিত করেছে (সেপ্টেম্বর 2023)। নিরীক্ষা ডিসেম্বর 2016 থেকে নভেম্বর 2020-এর মধ্যে অনুমোদিত ধর্মীয় ক্ষেত্রের আটটি (একটি কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্প এবং সাতটি রাজ্যের সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্প) উন্নয়নমূলক কাজ নির্বাচন করেছে যার ব্যয় 51.97 কোটি টাকা। উপরের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে লক্ষ্য করা ঘাটতিগুলি **অনুচ্ছেদ 3.8.1** এবং **3.9.2**-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

### *3.6.5.3 সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য পর্যটন*

পর্যটন দপ্তরকে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পি পি পি) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত পর্যটন প্রকল্পগুলির উন্নতিসাধন করতে হত। পর্যটন দপ্তরকে ঐতিহ্যবাহী সম্পদ ও স্থানগুলির বাজার অনুসন্ধান, উন্নয়ন এবং বিশিষ্টকরণের মাধ্যমে বেসরকারি বিকাশকারি/পরিচালকদের সাহায্য করতে হত।

নিরীক্ষা সুন্দরবন এলাকার ঝড়খালিতে একটি পি পি পি প্রকল্প বাছাই করেছে (ইউ এন ই এস সি ও ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট)। 28.04 কোটি টাকা ব্যয়ে রিসর্ট, হোটেল ইত্যাদি স্থাপনে বেসরকারি বিনিয়োগের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার রাস্তা, নিকাশি, বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি করেছিল। ব্যারাকপুরে 1857-এর প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের থিমে একটি শব্দ এবং আলোর প্রদর্শনী[64] তৈরি করা হয়েছিল। উপরের প্রকল্প বাস্তবায়নে লক্ষ্য করা ঘাটতিগুলি অনুচ্ছেদ **3.10 (i)** থেকে **3.10 (iii).** এবং **3.13.4**-এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

### *3.6.5.4 আধ্যাত্মিক এবং কল্যাণকর পর্যটন*

আধ্যাত্মিক/কল্যাণকর কেন্দ্রগুলির উদ্দেশ্য হল শক্তি পুনরুজ্জীবিত করা, ব্যক্তিগত আত্মদর্শনের জন্য একটি পরিবেশ প্রদান করা, ইতিবাচক স্বাস্থ্যের প্রচার করা, বিভিন্ন পরিষেবা যেমন স্পা, যোগ, ধ্যান, ত্বকের যত্নের চিকিৎসা ইত্যাদি প্রদানের মাধ্যমে রোগের চিকিৎসা করা। আধ্যাত্মিক কেন্দ্র এবং কল্যাণকর কেন্দ্রগুলির জন্য ন্যূনতম প্রয়োজন নিম্নরূপ:

| | |
|---|---|
| **আধ্যাত্মিক কেন্দ্র** | কমপক্ষে 500 জনের বসার ক্ষমতা সহ অডিটোরিয়াম<br>কমপক্ষে 100 জনের জন্য আবাসন সুবিধা |
| **কল্যাণকর কেন্দ্র** | বেতনের সাপেক্ষে কমপক্ষে 20 জন ভাল প্রশিক্ষিত কর্মীসহ প্রত্যয়িত/লাইসেন্সপ্রাপ্ত চিকিৎসা সুবিধা<br>প্রাসঙ্গিক সংসাপত্র সহ ভাল প্রশিক্ষিত যোগ শিক্ষক<br>ন্যূনতম 25টি রুম তিন তারকা বা তার বেশি তারকাযুক্ত হোটেলের সমতুল্য |

তবে, ডব্লিউ বি টি পি-2019 এর চার বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও, পর্যটন দপ্তর কল্যাণকর/আধ্যাত্মিক কেন্দ্রগুলির স্বীকৃতির জন্য বিস্তারিত নির্দেশিকা তৈরি করেনি। যদিও ডব্লিউ বি টি পি-তে চিহ্নিত পর্যটন পণ্যগুলির মধ্যে কল্যাণকর পর্যটন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল, স্বীকৃত

*64 একটি ঐতিহাসিক মনুমেন্ট বা ভবনে রাতে অনুষ্ঠিত একটি বিনোদন শো, যাতে আলোর প্রভাব এবং রেকর্ড করা শব্দের ব্যবহার করে এর ইতিহাস বলা হয়।*

কেন্দ্রগুলির অনুপস্থিতিতে, পর্যটন দপ্তর অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কল্যাণকর পর্যটনের গন্তব্য হিসাবে রাজ্যকে তুলে ধরতে পারেনি।

***সুপারিশ 1:***

***দপ্তরকে পর্যটন নীতিতে বর্ণিত দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নের জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য-এর সাথে একটি কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।***

## 3.7 প্রকল্প বাস্তবায়ন

2017-23 সময়কালে, পর্যটন দপ্তর 471টি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম (ডব্লিউ বি টি ডি সি এল) এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি দ্বারা বাস্তবায়িত হওয়ার কথা। এর মধ্যে, 330টি প্রকল্প সম্পূর্ণ হয়েছে এবং 254.73 কোটি টাকা সম্বলিত 141টি প্রকল্প (30 শতাংশ)-এর কাজ চলছিল (31 মার্চ 2023 পর্যন্ত) যা নীচের **সারণী 3.2**-এ দেখানো হয়েছে:

**সারণী 3.2: প্রকল্প বাস্তবায়ন**

| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | মোট প্রকল্প | | সমাপ্ত প্রকল্প | | প্রকল্পের কাজ চলছে* | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সংখ্যা | ব্যয় | সংখ্যা | ব্যয় | সংখ্যা | ব্যয় |
| ***রাজ্য সহায়তা প্রাপ্ত (কোটি টাকায় ব্যয়)*** | | | | | | |
| ডব্লিউ বি টি ডি সি এল | 320 | 270.70 | 262 | 192.45 | 58 | 78.25 |
| ডি এম এবং অন্যান্য সংস্থা | 149 | 253.25 | 67 | 100.16 | 82 | 153.10 |
| ***কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রাপ্ত (কোটি টাকায় ব্যয়)*** | | | | | | |
| ডব্লিউ বি টি ডি সি এল | 02 | 91.70 | 01 | 65.07 | 01 | 23.39 |
| **মোট** | **471** | **615.65** | **330** | **357.68**[65] | **141** | **254.73** |

*(উৎস: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন দপ্তর দ্বারা প্রদত্ত তথ্য)*

**পরিত্যক্ত/এখনও নেওয়া হবে সেই প্রকল্পগুলি সহ*

পর্যটন দপ্তর প্রকল্পগুলি অনুমোদন করে এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলির (যেমন ডব্লিউ বি টি ডি সি এল এবং জেলা শাসক (ডি এম) এবং অন্যান্য সংস্থা) মাধ্যমে সেগুলি কার্যকর করে। প্রকল্প বাস্তবায়ন সারগ্রন্থ[66] অনুসারে, যেকোন প্রকল্প শুরু করার আগে যথাযথ মূল্যায়ন করা উচিত, যাতে করে বিনিয়োগকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে প্রকল্প এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সময় এবং ব্যয়ের আধিক্য অবশ্যম্ভাবী/অনিবার্য ছিল কারণ পর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিশ্চিত না করেই প্রকল্পগুলি চালু করা হয়েছিল যা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজ্য সহায়তা প্রাপ্ত (এস এফ এ) 469টি প্রকল্পের মধ্যে, 66টি প্রকল্প (188.27 কোটি টাকা খরচ সহ) বিস্তারিত পর্যালোচনার জন্য নির্বাচিত হয়েছে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে এই 66-এর মধ্যে নয়টি প্রকল্প সময়মতো সম্পন্ন হয়েছে, দুটি প্রকল্প হয় বাদ দেওয়া হয়েছে/কাজ শুরু হয়নি এবং এই বিষয়ে নয়টি প্রকল্পের তথ্য উপলব্ধ ছিল না। এছাড়াও, 46টি প্রকল্পের জন্য বিলম্বের বিশ্লেষণ **তালিকা 3.3**-এ দেওয়া হয়েছে:

*65 স্বদেশ দর্শন প্রকল্পে 3.24 কোটি টাকার সাশ্রয়।*

*66 পরিসংখ্যান ও কর্মসূচী বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়, জুন 2010 দ্বারা প্রকাশিত।*

**তালিকা 3.3: প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব**

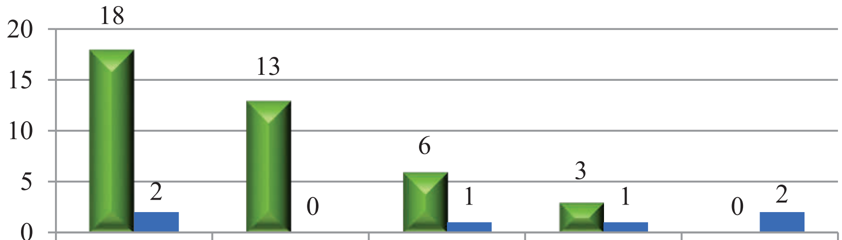


| | 1-12 মাস | 13-24 মাস | 25-36 মাস | 37-48 মাস | 48 মাসের বেশি |
|---|---|---|---|---|---|
| কাজ সম্পন্ন | 18 | 13 | 6 | 3 | 0 |
| কাজ চলছে | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |

বিলম্বের প্রধান কারণগুলিকে দায়ী করা হয়েছে দায়মুক্ত জমি এবং ছাড়পত্রের অনুপলব্ধতা, ঘাটতিপূর্ণ পরিকল্পনা ইত্যাদি যা পরবর্তী অনুচ্ছেদগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে:

## 3.7.1 রাজ্যের অর্থ সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্পের বাস্তবায়ন

পর্যটন দপ্তর পর্যটনের নতুন আকর্ষণ তৈরি, নতুন পর্যটন প্রকল্পের বিকাশ এবং পর্যটন আবাসগুলির সম্প্রসারণ/উন্নতির জন্য রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্পের (এস ডি এস) অধীনে তহবিল প্রদান করেছে। এছাড়াও, রাজ্যে পর্যটন সম্ভাবনা বাড়ানোর লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ উৎসাহবর্ধক ভাতা প্রকল্প (ডব্লিউ বি আই এস) এবং হোমস্টে স্কিমের মতো প্রকল্প ছিল।

পর্যটন দপ্তরের অনুসরনীয় পদ্ধতি অনুসারে, প্রকল্প প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা শাসক (ডি এম) এবং/অথবা ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর মতো বাস্তবায়নকারী সংস্থার স্তর থেকে প্রস্তাবিত খরচ, প্রয়োজনীয় জমির বিবরণ এবং অন্যান্য নথিপত্র সহ শুরু করা হয়েছিল। পর্যটন অধিকার (প্রকল্প সেল) এই ধরনের প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করে অনুমোদনের জন্য প্রকল্প অনুমোদন কমিটির (পি সি সি) কাছে পাঠায় যার নেতৃত্বে ছিলেন যুগ্ম সচিব, পর্যটন দপ্তর। পি সি সি-তে অনুমোদনের পর, বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলিকে মোটামুটি খরচের হিসাব এবং অন্যান্য সম্পর্কিত নথি পর্যটন দপ্তরে জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। আর্থিক ক্ষমতা অর্পণের ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ[67] প্রস্তাবগুলির জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করে। এই বিষয়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি নিম্নরূপ:

### *3.7.1.1 সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন না করেই প্রকল্প গ্রহণ*

স্থানীয় প্রতিনিধির[68] প্রস্তাবের ভিত্তিতে, 24 পরগণার (দক্ষিণ) জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি আনুমানিক 7.17 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে *'মহকুমা কার্যালয় থেকে কেল্লার মাঠ পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার নদীর তীরের সৌন্দর্যায়ন'* নামে প্রকল্পের সুপারিশ করেছে (আগস্ট 2017)। প্রকল্পটি পূর্ত দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (পি ডব্লিউ ডি)-কে অর্পণ করা হয়েছিল (আগস্ট 2018) এবং কাজটি সম্পাদনের জন্য সম্পূর্ণ অর্থ পি ডব্লিউ ডি-কে স্থানান্তর করা হয়েছিল।

নিরীক্ষায় দেখা যায় যে প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত জমিটি সেচ ও জলপথ দপ্তরের (আই এন্ড ডব্লিউ ডি), এবং এটি 'বাঁধ'[69] এবং 'রাস্তা'[70] হিসাবে নথিভুক্ত ছিল। পি ডব্লিউ ডি দ্বারা কাজ

[67] *30 লক্ষ টাকা পর্যন্ত পর্যটন দপ্তর এবং 30 লক্ষের বেশি ব্যয়ের ক্ষেত্রে অর্থ দপ্তর।*

[68] *সংসদ সদস্য।*

[69] *বাঁধ- এটি নদীর কিনারায় তৈরি একটি কৃত্রিম পাড় যা বন্যার হাত থেকে পার্শ্ববর্তী এলাকাকে রক্ষা করে।*

[70] *রাস্তা' হলো মানুষ এবং যানবাহন চলাচলের জন্য ব্যবহৃত একটি পথ, এটি ঢালাই রাস্তা এবং মাটির রাস্তা উভয়ই হতে পারে।*

সম্পাদনের সময়, এন এইচ 117 সংলগ্ন বাঁধের একটি বড় অংশ (আগস্ট 2019) ভরা জোয়ারের সময় গঙ্গা নদীতে ধসে পড়ে এবং এজেন্সি দ্বারা করা কাজটি ভেসে যায়। কাজটি বন্ধ হয়ে যায় এবং পরে পি ডব্লিউ ডি তাদের তহবিল থেকে 13.16 কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মাণের কাজ গ্রহণ করে (আগষ্ট 2019)।

বেসরকারি সংস্থাটি কলকাতা হাইকোর্টে সংস্থাটির 31 জুলাই 2019 পর্যন্ত সম্পাদিত কাজের (প্রথম আর এ বিল) জন্য পি ডব্লিউ ডি-এর কাছে তাদের বকেয়া 2.59 কোটি টাকা প্রদানের জন্য একটি মামলা রুজু করে (10 ডিসেম্বর 2020)। মাননীয় হাইকোর্ট (18 ডিসেম্বর 2020) রাজ্যকে দাবির 50 শতাংশ পরিশোধ করার নির্দেশ দেয় এবং সেই অনুযায়ী, পি ডব্লিউ ডি সংস্থাটিকে 1.29 কোটি টাকা পরিশোধ করে।

পরবর্তীতে, পর্যটন দপ্তর (মার্চ 2023) জমির ভঙ্গুর প্রকৃতির কারণে কাজটি এগিয়ে না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপারিশ অনুসারে (মার্চ 2023), যা মাটির ভঙ্গুর প্রকৃতি বিবেচনা করে কাজের সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের জন্য নিযুক্ত ছিল। পি ডব্লিউ ডি-কে দেওয়া 7.17 কোটি টাকার মধ্যে, এখনও পর্যটন দপ্তরকে কোনও অর্থ ফেরত দেয়নি।

সুতরাং, এটা জানা সত্ত্বেও যে প্রস্তাবিত জমিটি বাঁধ জমি, ভঙ্গুর প্রকৃতির, পর্যটন দপ্তর কর্তৃক কাজ শুরু করার আগে যথাযথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালিত হয়নি, ফলস্বরূপ 1.29 কোটি টাকা নিস্ফল ব্যয় হয়েছে।

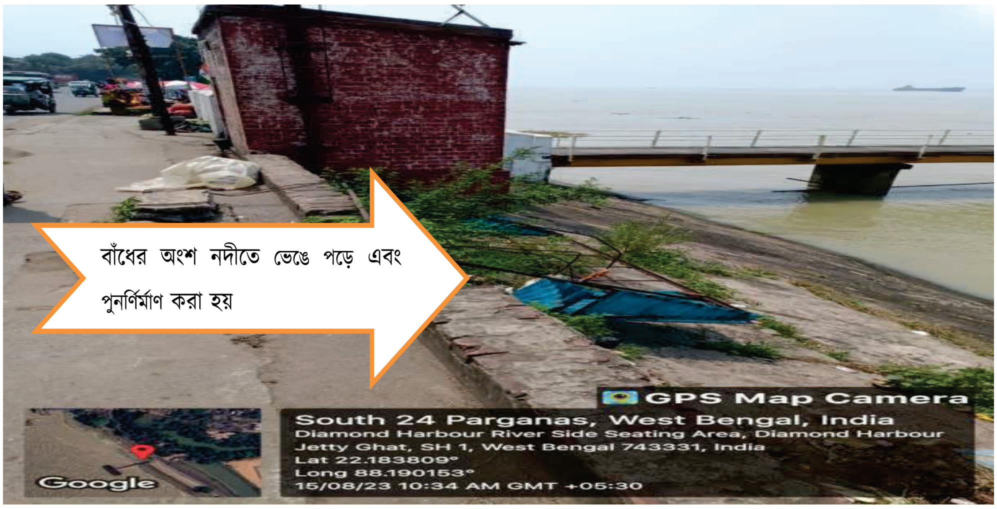


*চিত্র 3.3: ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধের স্থান ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ 24 পরগনা*

*(উৎস: ছবিটি 16ই আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

দপ্তর উত্তরে (মে 2024) জানায় যে কাজ শুরু করার আগে পি ডব্লিউ ডি মাটি পরীক্ষা, ভূমি এবং হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ পরিচালনা করেছে।

সুতরাং, ঘটনাটি হলো, পরীক্ষা/জরিপ পরিচালনার পরেও, দপ্তরটি এলাকার সংবেদনশীলতা মূল্যায়ন করতে সক্ষম হয়নি এবং শেষ পর্যন্ত প্রকল্পটি বন্ধ করতে হয়েছিল। এছাড়াও, প্রকল্পটি গ্রহণের আগে পরিচালিত গবেষণার সমর্থনে দপ্তরটি কোনও নথি দিতে পারেনি।

### *3.7.1.2 জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত না করেই গৃহীত প্রকল্প*

#### i) দার্জিলিং জেলার টংলুতে ইকো-রিসর্ট

টংলু বা স্থানীয় নাম টুমলিং 3,070 মিটার উচ্চতায় অবস্থিত এবং এটি দার্জিলিং শহরের পশ্চিমে অবস্থিত সিঙ্গালিলা রেঞ্জের একটি চূড়া। ট্রেকাররা সান্দাকফু যাওয়ার সময় এই জায়গা দেখতে

পছন্দ করে। ডব্লিউ বি টি ডি সি এল টংলু, দার্জিলিং-এ 3.57 কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ে ইকো-রিসোর্ট নির্মাণের কাজ গ্রহণ করে (জুন 2019)।

উল্লেখ্য যে, 2.00 কোটি টাকা ব্যয় এবং 60 শতাংশ বাস্তবিক অগ্রগতির পর, বাকি কাজ 2019 সাল থেকে স্থগিত ছিল। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে 1928 সালের জেলা উন্নয়ন (ডি আই) তহবিল ব্যবস্থাপনা নিয়মের[71] অধীনে পরিচালিত জমিতে রিসর্টটির নির্মাণ কাজ পরিচালিত হওয়ার কারণেই হয়েছিল। ফলে, দার্জিলিং জেলা শাসকের উপর ন্যস্ত জমির মালিকানা পর্যটন দপ্তরের কাছে হস্তান্তর করা যায়নি। তবে, জমিটি পর্যটন দপ্তরকে 30 বছরের জন্য 53.25 লক্ষ টাকা লিজ ভাড়া এবং সালামি প্রদানের মাধ্যমে লিজে হস্তান্তর করা যেতে পারে। জি ও ডব্লিউ বি-এর পর্যটন দপ্তর, জেলা শাসক এবং প্রশাসক ডি আই তহবিল, দার্জিলিংকে সালামি এবং ইজারা ভাড়ার সম্পূর্ণ পরিমাণ মুকুব করার জন্য অনুরোধ করেছিল কারণ এটি একটি সরকারি প্রকল্প। তবে, দার্জিলিং জেলা শাসক কর্তৃক এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল কারণ এই নিয়মের অধীনে প্রাপ্ত ইজারা ভাড়া এবং সালামি ডি আই তহবিলের কর্মীদের বেতন প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হবে। অতএব, পূর্বোক্ত ইজারা ভাড়া এবং সালামি পরিশোধ না করার কারণে প্রকল্পটি স্থগিত রাখা হয়েছিল। নিরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল জমির মালিকানা বা দখলসত্ত্ব নিশ্চিত না করেই কাজটি শুরু করে দিয়েছে, যার পরিণামস্বরূপ কাজটিতে ব্যয় করা 2.00 কোটি টাকা আটকে আছে যেটি 13 ডিসেম্বর 2019 সাল থেকে অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে।

***চিত্র 3.4: টংলু, দার্জিলিং-এ নির্মাণাধীন কটেজ***

*(উৎস: ছবিটি 14 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

দপ্তর জানায় (মে 2024) যে কোভিড 19-এর কারণে প্রকল্পটি বিলম্বিত হয়েছে এবং শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। তবে, বাস্তবতা হলো, জমির মালিকানা হস্তান্তর/নিশ্চিত না করেই কাজ শুরু করার কারণে প্রকল্পটি আসলে বিলম্বিত হয়েছিল।

### ii) পুরুলিয়া জেলার মুরুগুমায় পর্যটন রিসর্ট

পর্যটন দপ্তর পুরুলিয়া জেলার মুরুগুমায় পর্যটন রিসর্ট নির্মাণের জন্য 9.57 কোটি টাকা অনুমোদন করে (আগস্ট 2018) এবং পুরুলিয়ার জেলা শাসককে উল্লিখিত কাজের জন্য

[71] *এই নিয়মটি ভূমি সংক্রান্ত বিষয়গুলির প্রশাসনের সাথে সম্পর্কিত (যেমন সালামি এবং ইজারা ভাড়া নির্ধারণ ইত্যাদি)।*

4.78 কোটি টাকা প্রদান করে (আগস্ট 2018)। জানুয়ারি 2020-এর মধ্যে শেষ করার নিরিখে একটি বেসরকারি ঠিকাদারকে 8.99 কোটি টাকার কার্যাদেশ (জানুয়ারি 2019) জারি হয়। প্রাথমিকভাবে, কাজটি শুরু করা যায়নি কারণ নির্বাচিত জমিটি বন দপ্তরের এবং ইকো-রিসর্ট কার্যক্রমকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম হিসাবে গণ্য করা হয়। ফলস্বরূপ, ভারত সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের (এম ও ই এফ এন্ড সি সি) কাছ থেকে জমির চরিত্র পরিবর্তনের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন ছিল। কার্যাদেশ জারি করার সাত মাস পর পর্যটন দপ্তর অনুমোদন চেয়েছিল (আগস্ট 2019)। এম ও ই এফ এন্ড সি সি থেকে অনুমোদন গৃহীত হয়েছিল (ফেব্রুয়ারি 2022) এবং তারপরে কাজ শুরু হয়েছিল মার্চ 2022 থেকে। দেখা গেছে যে এই কাজের জন্য মাত্র 3.51 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে (জুন 2023 পর্যন্ত)।

***চিত্র 3.5: পুরুলিয়ার মুরুগুমায় নির্মাণাধীন পর্যটন রিসর্ট***

*(উৎস: ছবিটি 28 জুলাই 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (জুলাই 2023) দেখা গেছে যে 24টি কটেজ, দুটি বড় কক্ষ, রেস্টুরেন্ট, রান্নাঘর, স্পা, অফিস রুম, অভ্যর্থনা কক্ষ, সুইমিং পুল, কার শেড, ড্রাইভারের বিশ্রাম কক্ষের নির্মাণ ইত্যাদি কাজ শেষ হওয়ার নির্ধারিত সময়ের তিন বছর পরেও চলছে। এটি এড়ানো যেত যদি প্রকল্পের জন্য সঠিক পরিকল্পনা করা হত এবং এম ও ই এফ এন্ড সি সি-এর থেকে কাজ শুরু করার আগে প্রয়োজনীয় অনুমতি সময়মতো দেওয়া হত।

দপ্তর জানায় (মে 2024) যে 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে ছাড়পত্র পাওয়ার পর প্রকল্পটি 2023 সালের ডিসেম্বরে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং, প্রকল্প শুরুর আগে ছাড়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে উদাসীনতার কারণে কাজ শেষ হতে প্রায় চার বছর বিলম্ব হয়েছে।

### *3.7.1.3 ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনার কারণে অপব্যয়*

ডব্লিউ বি টি ডি সি এল উত্তর 24 পরগণার মালঞ্চ পর্যটক লজে 54.45 লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি গাছের ডেক/টপ রেস্তোরাঁ নির্মাণ করেছে (সেপ্টেম্বর 2018)।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে একটি বট গাছের নীচে গাছের ডেক তৈরি করা হয়েছিল এবং গাছের প্রশাখাগুলি গাছের ডেকের সংস্পর্শে এসে এটিকে অপরিষ্কার, কীটপতঙ্গ/সরীসৃপ পূর্ণ করে তোলে যা পর্যটকদের ব্যবহারোপযোগি ছিল না। এছাড়া রক্ষনাবেক্ষণের অভাবে এবং গাছের ডালের সাথে ঘর্ষণে অক্টোবর 2020 থেকে ডেকটি ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ছিল এবং আগষ্ট 2022-এ সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। উল্লেখ্য যে, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল আগস্ট 2018 থেকে অক্টোবর 2020 সময়কালে ট্রি ডেক পরিদর্শনকারী পর্যটকদের কোনও নথি সংরক্ষণ করেনি।

***চিত্র 3.6: মালঞ্চ, ব্যারাকপুরে গাছের ডেক***

*(উৎস: ছবিটি 13 অক্টোবর 2020 এবং 17 জুলাই 2023 তারিখে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)*

এইভাবে ত্রুটিপূর্ণ পরিকল্পনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে শুরু থেকেই সুবিধাটি কাজে লাগানো যায়নি এবং অবশেষে ভেঙে ফেলা হয়েছিল ফলস্বরূপ 54.45 লক্ষ টাকা অপব্যয় হয়েছে।

দপ্তর উত্তরে জানায় (মে 2024) যে প্রকল্পটি অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর ছিল না। সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে দপ্তরটি এর অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা নিশ্চিত না করেই প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে।

### *3.7.1.4 পর্যটন সম্পদের সংস্কার এবং 3-স্টার পর্যায়ে উন্নীতকরণ*

2016 সালের পর্যটন নীতিতে 2020 সালের মধ্যে বিশেষ শ্রেণীর আবাস/কক্ষের প্রাপ্যতা 10,000-এ উন্নীত করার লক্ষ্য ছিল। তবে, ভারতীয় পর্যটন পরিসংখ্যান তথ্য অনুসারে, যদিও রাজ্যে বিশেষ শ্রেণীর আবাস 3,091 (ডিসেম্বর, 2006) থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে, তবুও 2020 সালের মধ্যে এটি মাত্র 5,048টি কক্ষে দাঁড়িয়েছে।

ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা পরিচালিত পর্যটন কুটীরগুলির মান উন্নত করার লক্ষ্যে (3 স্টার পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য), সংস্কার এবং উন্নতিকরণের কাজ 2017-18 -এ গ্রহণ করা হয়েছিল। নিরীক্ষায় এই বিষয়ে নিম্নলিখিত অনিয়মগুলি লক্ষ্য করা গেছে:

#### i) মালবাজার পর্যটন কুটীর

জলপাইগুড়ি জেলায় মালবাজার ট্যুরিস্ট লজের সংস্কারের[72] কাজ ডব্লিউ বি টি ডি সি এল কর্তৃক আনুমানিক 7.29 কোটি টাকা ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়েছিল, যার সমাপ্তির তারিখ জানুয়ারী 2019 ছিল। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে 28 মাস বিলম্বের পর 6.77 কোটি টাকা ব্যয়ে কাজটি 2021 সালের মে মাসে সম্পন্ন হয়েছিল। বিলম্বের কারণ ছিল মূলত একজন বেসরকারি আর্কিটেক্ট কর্তৃক নির্দিষ্ট জায়গা পরিদর্শন না করেই ত্রুটিপূর্ণ অঙ্কন এবং নকশা তৈরি করা। এই অঙ্কনগুলি প্রস্তুত করার জন্য, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল কর্তৃক আর্কিটেক্টকে 6.25 লক্ষ টাকা

[72] *অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে লবি, সিঁড়ি, করিডোর, রেস্তোরাঁ, বার, স্টাফ রুম, অতিরিক্ত কক্ষ এবং $2^{nd}$ ফ্লোরে স্যুট ইত্যাদি নির্মাণ।*

প্রদান করা হয়েছিল। অধিকন্তু, এই অঙ্কনগুলি পুনঃরায় নিরীক্ষণের সময় সঠিকতা নিশ্চিত না করেই ডব্লিউ বি টি ডি সি এল কর্তৃক (জুন 2018) অনুমোদিত হয়েছিল। মালবাজার ট্যুরিস্ট লজে জরাজীর্ণ এবং অব্যবহৃত সরঞ্জাম **চিত্র 3.7**-এ দেখানো হল।

***চিত্র 3.7: মালবাজার পর্যটন কুটীর, জলপাইগুড়ি***

*(উৎস: ছবিটি 14 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)*

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে ভবনটির পরিকাঠামোগত দুর্বলতার কারণে বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণ ও সংস্কারের কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ভবনটি জরাজীর্ণ অবস্থায় থাকার কারণে, বোর্ডিং সুবিধা বন্ধ করা হয়েছিল (সেপ্টেম্বর 2019) যার ফলে 17.60 লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রতিস্থাপন করা (মে 2021) 500 কে ভি এ ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সফরমার এবং ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার (ভি সি বি) নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়েছিল। সুতরাং, 6.77 কোটি টাকা ব্যয়ের পরেও বোর্ডিং সুবিধা প্রদানের উদ্দেশ্য প্রভাবিত হয়।

দপ্তর জানায় যে আবাসিক ব্লকের সম্প্রসারণ অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর ছিল না এবং উল্লিখিত ট্রান্সফরমার এবং ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার অন্যত্র ব্যবহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। সুতরাং, এটি স্পষ্ট যে দপ্তরটি এর কার্যকারিতা নিশ্চিত না করেই প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। এছাড়া, 17.60 লক্ষ টাকা ব্যয়ে কেনা সরঞ্জামগুলি আজ পর্যন্ত (আগস্ট 2023) ব্যবহার করা যায়নি।

### ii) মাইথন পর্যটন কুটীর

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় মাইথন পর্যটন কুটীরের নির্মাণ কাজ আগষ্ট 2018-এ 9.10 কোটি টাকা ব্যয়ে নেওয়া হয়েছিল, 2019 সালের আগস্টের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা ছিল। কাজের পরিধির মধ্যে বিদ্যমান ভবন ভেঙে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, ছয়টি নতুন কটেজ এবং একটি দোতলা ভবন নির্মাণ করা। অসম্পূর্ণ মাইথন পর্যটন কুটীরের কাজ **চিত্র 3.8**-এ দেখানো হল।

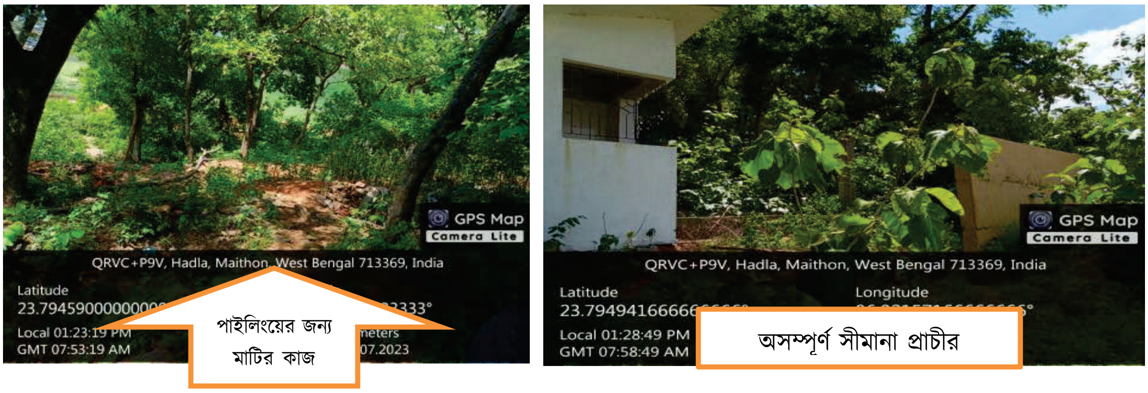


***চিত্র 3.8: পশ্চিম বর্ধমানের মাইথন পর্যটন কুটীরের অসম্পূর্ণ কাজ***

*(উৎস: ছবিটি 20 জুলাই 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)*

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে নতুন নির্মাণের পরিবর্তে বিদ্যমান ভবনটি 1.56 কোটি টাকা ব্যয়ে সংস্কার করা হয়েছে কিন্তু কাজের পরিধি হ্রাস/পরিবর্তনের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের[73] অনুমোদন নথিতে পাওয়া যায়নি।

ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর কর্মকর্তাদের দ্বারা কার্যস্থল পরিদর্শন প্রতিবেদনে (এপ্রিল 2019) থেকে জানা যায় যে ঠিকাদার পাহাড়ি এলাকায় নতুন নির্মাণকাজ করতে সক্ষম ছিল না এবং তাকে দেওয়া কাজটি করতে আগ্রহী ছিল না। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল সংস্থাটিকে সংস্কার কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে এবং 1.56 কোটি টাকা পরিশোধ করেছে (ডিসেম্বর 2022)। ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা চুক্তিটি অবশেষে বাতিল করা হয় (মার্চ 2023)। ফলস্বরূপ, কাজের বেশিরভাগ অংশ[74] অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে (জুলাই 2023) যা প্রযুক্তিগতভাবে অযোগ্য ঠিকাদার নির্বাচনের দিকটি ইঙ্গিত করে। সুতরাং, প্রযুক্তিগতভাবে অযোগ্য ঠিকাদার নির্বাচনের কারণে পর্যটন কুটীরের সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্দেশ্য অর্জিত হয়নি।

দপ্তর জানায় যে উক্ত সম্পত্তিটি সংস্কার ও উন্নীতকরণ করা হয়েছে এবং এখন আরও বেশি চাহিদা সহ কার্যকর রয়েছে। তবে, বাস্তবতা হল যে পর্যটক সংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা এখনও পর্যন্ত খোঁজা হয়নি যেহেতু প্রস্তাবিত কাজের একটি বড় অংশ, যার মধ্যে নতুন কটেজ নির্মাণও অন্তর্ভুক্ত ছিল, সম্পন্ন হয়নি।

### iii) বাটাবাড়ি পর্যটন সম্পত্তি

জলপাইগুড়ি জেলার বাটাবাড়িতে 1.97 কোটি টাকা ব্যয়ে পর্যটন কুটীর নির্মাণ করা হয়েছিল (মার্চ 2017) 10টি কটেজ, রান্নাঘর, রেস্টুরেন্ট এবং অভ্যর্থনা ব্লক নিয়ে। এছাড়াও এটি দেখা গেছে যে, পর্যটন দপ্তর আবার অতিরিক্ত কাজ অনুমোদন করেছে (জুন 2018) যার মধ্যে রয়েছে কনফারেন্স/ব্যাঙ্কোয়েট হল, বার কাম স্পোর্টস রুম, রেস্তোরাঁ এবং রান্নাঘর নির্মাণ। এই নতুন কাজটি ফেব্রুয়ারি 2020-তে 3.82 কোটি টাকা ব্যয়ে সমাপ্ত হয়।

যৌথভাবে লজ পরিদর্শনে দেখা গেছে যে, ফেব্রুয়ারি 2020-তে নির্মিত নতুন রেস্তোরাঁ এবং রান্নাঘর দৈনিক বোর্ডারদের দ্বারা ব্যবহার করা হয়না কারণ বিদ্যমান রেস্তোরাঁ এবং রান্নাঘর বোর্ডারদের চাহিদা পূরণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল। বর্তমানে, নবনির্মিত কনফারেন্স/ব্যাঙ্কোয়েট হল, রেস্তোরাঁ এবং রান্নাঘর সাংস্কৃতিক ও আনুষ্ঠানিক উদ্দেশ্যে ভাড়া দেওয়া হচ্ছে। তবে, এই

---

[73] *পর্যটন দপ্তরের প্রধান সচিব।*

[74] *ছয়টি নতুন কটেজ এবং একটি দ্বিতল ভবন।*

ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য শুরু থেকে জুন 2023 পর্যন্ত মাত্র তিনটি ভাড়া হয়েছে। ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন এবং অনলাইন বুকিং-এর সুবিধা না থাকার কারণে এই সুবিধাগুলির ব্যবহার পর্যাপ্ত ছিলনা।

বার কাম স্পোর্টস ও জিম কমপ্লেক্স শুরু থেকেই অচল | নতুন রান্নাঘর ও রেস্তোরাঁ | কনফারেন্স/ব্যাঙ্কোয়েট হল

*চিত্র 3.9: জলপাইগুড়ি, বাটাবাড়ি পর্যটন কুটীরে নতুন সুবিধাও*

*(উৎস: ছবিটি 14-15 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)*

*চিত্র. 3.10: জি পি এস ভিউতে তিনটি পর্যটন কুটীর দেখাচ্ছে*

এটি উল্লেখ্য যে, বার কাম স্পোর্টস রুমটি শুরু থেকেই ব্যবহার করা হয়নি। এছাড়াও, এন এইচ 31 (গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা) থেকে 50 মিটারের মধ্যে হওয়ার কারণে অদূর ভবিষ্যতে এই বারের চালু হওয়া সন্দেহপূর্ণ ছিল কারণ মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে (ডিসেম্বর 2016) জাতীয় সড়কের 500 মিটারের মধ্যে মদ বিক্রির অনুমতি দেওয়া অবৈধ।

সুতরাং, চাহিদার মূল্যায়ন না করে এবং মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা উপেক্ষা করে সুবিধাদি তৈরি করা দুর্বল পরিকল্পনার নির্দেশ করে এবং এর ফলে 3.82 কোটি টাকার হঠকারী ব্যয় হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2022) যে সম্মেলন/ব্যাঙ্কোয়েট হল ব্যবহারের জন্য ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর ওয়েবসাইটে একটি প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে এবং একটি নির্দিষ্ট বিভাগ তৈরি করা হচ্ছে। দপ্তরটি আরও জানিয়েছে যে বর্তমানে বারটি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর। তবে, দপ্তর সম্মেলন/ব্যাঙ্কোয়েট হলগুলির ব্যবহারের বিবরণ প্রদান করেনি। এছাড়াও, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করে বারটি পরিচালিত হচ্ছে।

### iv) দক্ষিণ 24 পরগণার ডায়মন্ড হারবারে সাগরিকা পর্যটন কুটীর

দক্ষিণ 24 পরগণার ডায়মন্ড হারবারে সাগরিকা পর্যটন কুটীরের সংস্কারের জন্য কার্যাদেশ জারি করা হয়েছিল (আগস্ট 2018) আনুমানিক 6.05 কোটি টাকা ব্যয়ে যার মধ্যে 7.97 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'সারফেস ড্রেন' নির্মাণও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা জারি করা কাজ সমাপ্তির শংসাপত্র অনুসারে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে (মে 2022)। দপ্তরীয় কর্মকর্তাদের সাথে নিরীক্ষা কর্তৃক যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে (আগস্ট 2023) দেখা গেছে যে কাজ সমাপ্তির প্রতিবেদন থাকা সত্ত্বেও, সেচ খালের স্তর বিবেচনা না করেই 0.13 লক্ষ টাকা ব্যয়ের পরে ড্রেনের কাজ আংশিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ

লজের বেসমেন্ট এলাকা (কার পার্কিং এলাকা) জলমগ্ন হয়ে আছে এবং পর্যটন কুটীরটি বর্ষার মরশুমে অব্যবহৃত থেকে গেছে।

***চিত্র 3.11: দক্ষিণ 24 পরগণা, সাগরিকা পর্যটন কুটীরের বেসমেন্ট জলমগ্ন হয়ে আছে***

*(উৎস: ছবিটি 17 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)*

উত্তরে, দপ্তর (মে 2024) জানিয়েছে যে সমস্যাটি কেবল তখনই সমাধান করা যেতে পারে যখন সেচ খালের স্তরটি ঠিক করা হবে, তখন ড্রেনের স্তরের সমান করা হবে। তবে, বিষয়টি হল যে দপ্তরের সেচ খালের স্তর বিবেচনা করে ড্রেনটি নির্মাণ করা উচিত ছিল।

### v) তারকা শ্রেণীকরণ

ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক, হোটেলগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে (1 স্টার থেকে 5 স্টার, স্টার ডিলাক্স, হেরিটেজ ইত্যাদি) ভাগ করেছে সুবিধা এবং পরিষেবার প্রদানের ভিত্তিতে। হোটেল কর্তৃপক্ষকে হোটেলের রেটিং পেতে ভারত সরকারের পর্যটন দপ্তর, অধীনস্থ হোটেল এবং রেস্তোরাঁ অনুমোদন ও শ্রেণিবিন্যাস কমিটি (এইচ আর এ সি সি)-এর কাছে আবেদন করতে হবে। তারকা শ্রেণীবিভাগের একটি সহজাত ব্যবসায়িক সুবিধা রয়েছে। তারকা শ্রেণীবিভাগের একটি অন্তর্নিহিত ব্যবসায়িক সুবিধা রয়েছে কারণ গ্রাহক বিশ্বাস করবেন যে এটি পরিষেবার নির্দিষ্ট মান/মান নিশ্চিত করবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, কোম্পানিটি (ডব্লিউ বি টি ডি সি এল) (ফেব্রুয়ারী 2020 থেকে মার্চ 2023-এর মধ্যে) 97.64 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্বাচিত 19 টির মধ্যে 13টি ক্ষেত্রে পর্যটন সম্পত্তির সংস্কার ও উন্নতিকরণের কাজ সম্পূর্ণ করলেও এখনও পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর 2023) তারকা শ্রেণীবিন্যাসের কোনও আবেদন জানায়নি। বাকি ছয়টি পর্যটন সম্পত্তির নির্মাণ কাজ বিভিন্ন পর্যায়ে আছে।

13টি সম্পূর্ণ পর্যটন সম্পত্তির যৌথভাবে পরিদর্শনে (জুলাই-সেপ্টেম্বর, 2023) দেখা গেছে যে তিন তারকা শ্রেণীর জন্য বিভিন্ন মানদণ্ড (যেমন নিকাশী পরিশোধন প্ল্যান্ট, ভিন্নভাবে সক্ষম অতিথিদের জন্য সুবিধা এবং অগ্নি নিরাপত্তার লাইসেন্স) পূরণ হয়নি। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে 13টি পর্যটন কুটীর এলাকায় নিকাশী পরিশোধন প্ল্যান্ট (এস টি পি) অকার্যকর ছিল (যেমন চারটি পর্যটন কুটীর এলাকায় কোনও বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি ছিল না এবং নয়টি পর্যটন কুটীর এলাকায় এস টি পি চালু ছিল না) এবং প্রবীণ নাগরিক এবং ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য কোনও সুবিধা (যেমন র‍্যাম্প, লিফটে ব্রেইল লেখা ইত্যাদি) পাওয়া যায়নি। কোনও সম্পত্তিতে ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের থাকার জন্য ঘর উপলব্ধ ছিল না। এছাড়াও, আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের ক্ষেত্রে অগ্নি নিরাপত্তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা দপ্তর থেকে অনুমতিপত্র কোন সম্পত্তির ক্ষেত্রেই নেওয়া হয়নি। এই বিবরণগুলি ***পরিশিষ্ট-3.1*** -এ উল্লেখ করা হয়েছে।

পর্যটন দপ্তর এক্সিট কনফারেন্সে (অক্টোবর 2023) মালবাজার, মাইথন এবং বাটাবাড়ি পর্যটন সম্পত্তির সংস্কার এবং উন্নিতকরণের ক্ষেত্রে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি মেনে নিয়েছে। দপ্তর আরও জানিয়েছে যে তিন তারকা শ্রেণীর মর্যাদা পাওয়ার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

***সুপারিশ 2:***

***পরিকাঠামোগত প্রকল্পগুলি একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার পরে এবং সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন পরিচালনা এবং জমির ছাড়পত্র পাওয়ার পরেই গ্রহণ করা উচিত।***

## 3.8 পর্যটন সম্পত্তির অ-ব্যবহার

পর্যটন দপ্তরের কাছে তার তৈরি সম্পদের ইজারা/পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন টেকসই পরিকল্পনা ছিল না। নিরীক্ষায় যৌথভাবে পরিদর্শনের সময় (জুলাই-সেপ্টেম্বর 2023) সম্পদের অব্যহারজনিত পর্যবেক্ষণগুলি পরবর্তী অনুচ্ছেদ্গুলিতে আলোচিত হল:

### 3.8.1 জলপাইগুড়ি জেলার ভ্রমরি দেবী মন্দিরে পর্যটন সুবিধা

পর্যটন নীতি-2019 অনুসারে, রাজ্য সরকার রাজ্যে ধর্মীয় পর্যটনের প্রচার এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য নতুন ভ্রমণ সার্কিট তৈরিতে উৎসাহিত করে। জলপাইগুড়ির ধর্মীয় সার্কিটের মধ্যে রয়েছে ভ্রমরী দেবী মন্দির যা 51টি *শক্তিপীঠের* মধ্যে একটি। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রসাদ ঘর, রান্না করার জন্য সুবন্দোবস্ত, ভক্তদের রাত্রে থাকার জায়গা এবং জনসাধারণের সুবিধা ইত্যাদি মৌলিক সুবিধার অভাব ছিল।

ভ্রমরী দেবী মন্দিরের উন্নয়নমূলক কাজ যার মধ্যে পর্যটন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত ছিল (যেমন অভ্যর্থনা হল, রান্নাঘর, প্রসাদ ঘর, বারন্দা এবং টয়লেট ব্লক) যা 3.96 কোটি টাকা ব্যয়ে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল গ্রহণ করেছিল। কাজটি, 2021 সালের মার্চ মাসে সম্পন্ন হয়েছিল 18 মাস বিলম্বের পরে এবং তা জলপাইগুড়ির জেলা শাসককে হস্তান্তরিত করা হয় (জুলাই 2021) ব্যবহারের উদ্দ্যেশ্যে।

শৌচাগার শুরু থেকেই অকেজো পড়ে আছে আছে | অব্যবহৃত রান্নাঘর | ক্ষতিগ্রস্থ কৃত্রিম সিলিং

***চিত্র 3.12: জলপাইগুড়ি জেলার ভ্রমরি দেবী মন্দিরে, পর্যটন সুবিধা***

*(উৎস: ছবিটি 18 আগস্ট 2023-এ যৌথ পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)*

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে তৈরি করা সম্পদগুলি মার্চ 2021 থেকে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে কারণ জলের উৎস, বিদ্যুৎ এবং আসবাবপত্র এবং আনুসাঙ্গিক মৌলিক সুবিধাগুলি উপলব্ধ ছিল না। ডব্লিউ বি টি ডি সি এল, এই ধরনের মৌলিক সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা না করেই তা জেলাশাসককে হস্তান্তর করেছে। ফলস্বরূপ, 3.96 কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা সম্পদ্গুলি তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে অব্যবহৃত ছিল এবং সময়ের সাথে সাথে এর অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে স্থানীয় জেলা প্রশাসন কর্তৃক মৌলিক সুযোগ-সুবিধার যত্ন নেওয়া হচ্ছে যাতে কার্যক্রম পরিচালনা করা সহজ হয়। তবে, বিষয়টি হল যে দপ্তরটি যে পরিকাঠামো তৈরি করেছে তার প্রাথমিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারেনি যার কারণে এটি তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে অব্যহৃত অবস্থায় ছিল।

## 3.8.2 খয়রাবেরা ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প-II, পুরুলিয়া জেলা

পুরুলিয়ার জেলা শাসক পুরুলিয়া জেলায় 2.34 কোটি টাকা ব্যয়ে খয়রাবেরা ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প-II-এর নির্মাণ কাজ শেষ করেছে (মার্চ 2020)। ডি এম, পুরুলিয়া দ্বারা সম্পত্তি তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনা প্ল্যান জমা অনুসারে প্রকল্প অনুমোদনের সময়, সম্পত্তিটি ইজারা দেওয়ার কথা ছিল এবং বার্ষিক আয় জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে সম্পত্তির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করার কথা ছিল। তবে, যৌথভাবে পরিদর্শনের সময় নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে সুবিধাটি অব্যবহৃত রয়ে গেছে (জুলাই 2023 পর্যন্ত)।

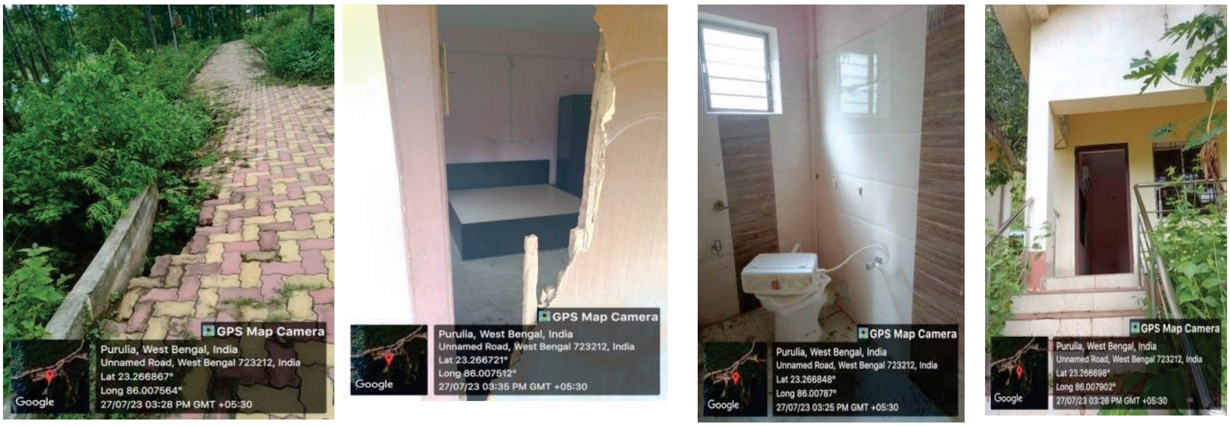


***চিত্র 3.13: পুরুলিয়া জেলার খয়রাবেরায় ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প***

*(উৎস: ছবিটি 27 জুলাই 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)*

যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে দেখা গেছে যে বৈদ্যুতিক সংযোগ, পানীয় জলের উৎস ইত্যাদির মতো মৌলিক সুবিধাগুলি উপলব্ধ ছিল না। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম যেমন এ সি, সুইচ বোর্ড, বৈদ্যুতিক বাল্ব, সোলার লাইটিং ইত্যাদি কটেজে লাগানো ছিল, কিন্তু সবগুলোই কাজ করছে না এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার না করার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে। পুরুলিয়ার জেলা প্রশাসক সম্পত্তি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোনও সংস্থাকে নিযুক্ত করার জন্য কোনও উদ্যোগ নেননি। ফলস্বরূপ, 2.34 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ঐ প্রকল্প তিন বছরের বেশি অব্যবহৃত আছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে মৌলিক সুযোগ-সুবিধা স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে এবং তারা এটি কার্যকর করার জন্য পদক্ষেপও নেবে।

## 3.8.3 বীরভূমের বক্রেশ্বরে পর্যটন কটেজ

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরে 10টি পর্যটন কটেজ নির্মাণের কাজ বীরভূম জেলা পরিষদকে পর্যটন দপ্তর অর্পণ করেছে (নভেম্বর 2013)। কাজটি জানুয়ারী 2019 সালে 1.80 কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছিল এবং ফেব্রুয়ারি 2021-এ ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-কে হস্তান্তর করা হয়েছিল, তবে নতুন কটেজ নিরীক্ষার সময় পর্যন্ত (মার্চ 2023) ব্যবহার করা হয়নি।

হস্তান্তরের পরে, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল লক্ষ্য করে (ডিসেম্বর 2021) যে, একটি শ্মশানের (300 মিটার) পাশে থাকায় কটেজগুলি অবস্থানগত অসুবিধার কারণে পর্যটকরা এই কটেজে

থাকা এড়িয়ে গেছে। এছাড়াও, বক্রেশ্বরে পর্যটকরা সাধারণত উষ্ণ প্রস্রবন এবং মন্দির দেখতে যায় ফলে সেখানে রাত্রিযাপনের মতো পর্যটক পাওয়া মুশকিল। ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময়, (জুন 2022) লক্ষ্য করা যায় যে কটেজগুলি বড় বড় ঝোপঝাড়ে ঘেরা ছিল এবং জরাজীর্ণ অবস্থায় ছিল। প্রকল্পটি হাতে নেওয়ার আগে পর্যটন দপ্তর, জি ও ডব্লিউ বি যদি একটি যথাযথ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করত, বিশেষ করে অবস্থান এবং চাহিদা মূল্যায়নের জন্য, তাহলে এটি এড়ানো যেত।

শুরু থেকে অ-ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে, কটেজগুলি জরাজীর্ণ এবং বসবাসের অযোগ্য অবস্থায় রয়েছে (সেপ্টেম্বর 2023) যার ফলে 1.80 কোটি টাকার অযথা ব্যয় হয় যা নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে:

***চিত্র 3.14: বীরভূম জেলার বক্রেশ্বরে কটেজ***

*(উৎস: ছবিটি 13 সেপ্টেম্বর 2023-এ কর্তৃপক্ষ দ্বারা তোলা এবং সরবরাহ করা)*

উত্তরে, দপ্তর নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নেয় (মে 2024) এবং জানায় যে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর মূল্যায়ন অনুসারে তৈরি সম্পত্তি অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর ছিল না এবং সম্পত্তির বিকল্প ব্যবহার অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

## 3.9 কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পের (সি এস এস) বাস্তবায়ন

2017-23 সময়কালে, পর্যটন দপ্তর রাজ্যের উপকূলীয় পর্যটন পরিধিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য স্বদেশ দর্শন এবং বেলুরমঠে তীর্থস্থানের উন্নয়নের জন্য তীর্থযাত্রা পুনরুজ্জীবন এবং আধ্যাত্মিক পরিবর্ধন (পি আর এ এস এ ডি) নামে দুটি কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প হাতে নিয়েছে। নীচের **সারণী 3.3**-এ 2017-23 সময়কালে প্রকল্পের অবস্থা, তহবিল প্রদান এবং ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল:

**সারণী 3.3: সি এস এস-এর অধীনে তহবিল প্রদান এবং তার ব্যয়**

| ক্রমিক সংখ্যা | প্রকল্পের নাম | অনুমোদিত খরচ | ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত তহবিল | ব্যবহৃত তহবিল | অবস্থা |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **(কোটি টাকায়)** |
| **1.** | স্বদেশ দর্শন | 85.39 | 68.31 | 65.07 | সমাপ্ত হয়েছে |
| **2.** | প্রসাদ | 30.03 | 23.39 | 22.83 | চলছে |

*(উৎস: পর্যটন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা প্রদত্ত তথ্য)*

## 3.9.1 স্বদেশ দর্শন প্রকল্প

একটি পরিকল্পিত এবং অগ্রাধিকারমূলক পদ্ধতিতে সম্ভাব্য পর্যটন পরিসীমাগুলি বিকাশের লক্ষ্যে, দেশের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত মূল্যের প্রচার এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে, পর্যটন মন্ত্রক (এম ও টি), ভারত সরকার স্বদেশ দর্শন প্রকল্প চালু করেছে (2014-15)। এই প্রকল্পের অধীনে, পশ্চিমবঙ্গের উপকূলীয় পর্যটন পরিধিতে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য 85.39 কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল। স্বদেশ দর্শন সম্পর্কিত কাজ/প্রকল্পগুলি রাজ্যে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল এবং দীঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (ডি এস ডি এ) দ্বারা বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল। নীচের **সারণী-3.4**-এ স্বদেশ দর্শনের জন্য ডব্লিউ বি টি ডি সি এল এবং দীঘা শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (ডি এস ডি এ) মধ্যে বরাদ্দকৃত কাজ নির্দেশ করে:

**সারণী 3.4: ডব্লিউ বি টি ডি সি এল এবং ডি এস ডি এ-তে বরাদ্দকৃত স্বদেশ দর্শনের তহবিল সহ এলাকা**

| বাস্তবায়নকারী সংস্থা | এলাকা | পরিমাণ (কোটি টাকায়) |
|---|---|---|
| ডব্লিউ বি টি ডি সি এল | বকখালি-ফ্রেজারগঞ্জ-হেনরি আইল্যান্ড | 41.30 |
| ডি এস ডি এ | উদয়পুর-দীঘা, নতুন দিঘা-সংকরপুর-তাজপুর-মন্দারমনি | 44.09 |
| | **মোট** | **85.39** |

*(উৎস: ডব্লিউ বি টি ডি সি এল এবং ডি এস ডি এ থেকে প্রাপ্ত নথি)*

যথাযথ সম্ভাব্যতা অধ্যায়ন না করে, সাইট জরিপ ছাড়াই ডি পি আর প্রস্তুত করা, ছাড়পত্র ছাড়াই জায়গা নির্বাচন করা, একটি টেকসই কর্মপন্থা এবং রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা না থাকা ইত্যাদি ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করা গেছে, যেমনটি পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।

### *3.9.1.1 জমির অনুপলব্ধতার কারণে কাজ সম্পাদন না হওয়া*

দপ্তর রাজ্যের উপকূলীয় পর্যটন স্থলে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য 85.39 কোটি টাকা ব্যয়ে স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের জন্য 55টি কাজ গ্রহণ করেছে (ডিসেম্বর 2015)। প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসারে, রাজ্য সরকারকে উপরোক্ত কাজগুলি সম্পাদনের জন্য জমি প্রদান করতে হত। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমির ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ফলস্বরূপ *তাজপুর, মন্দারমনি, হেনরি দ্বীপ* এবং *কলকাতা ও দীঘা*, বকখালির মধ্যে রাস্তার পাশে সুযোগ-সুবিধা সংক্রান্ত 18.43 কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয়ের নয়টি কাজ[75] বাতিল করা হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর স্বীকার করেছে যে উল্লিখিত প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়নি (মে 2024)।

### *3.9.1.2 সি আর জেড নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে সুযোগ-সুবিধা নির্মাণ*

এম ও ই এফ এন্ড সি সি পরিবেশ (সুরক্ষা) আইন 1986-এর ধারা 3-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে (জানুয়ারি 2011/জানুয়ারী 2019), কিছু উপকূলীয় অঞ্চলকে উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল (সি আর জেড)-এর অংশ হিসাবে ঘোষণা করেছে। এই বিজ্ঞপ্তিগুলির মূল উদ্দেশ্য উপকূলীয় পরিবেশ/সামুদ্রিক অঞ্চল সংরক্ষণ এবং সুরক্ষার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিকভাবে সার্বিক বিকাশ করা। তদনুসারে, উপকূলীয় অঞ্চলগুলিকে চারটি প্রধান বিভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল এবং সেখানে অনুমোদিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডগুলি নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। সি আর জেড এলাকায় অর্থনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণের আগে, তাদের প্রতিকূল পরিবেশগত প্রভাব প্রশমিত করার

[75] *তাজপুরে ভাসমান জেটি ও চলাফেরার পথ, মন্দারমনি ও হেনরি দ্বীপে জল ক্রীড়া সরঞ্জাম, হেনরি দ্বীপে ক্যাম্পিং সুবিধা, কলকাতা ও দীঘা এবং কলকাতা ও বকখালির মধ্যে পথের ধারে সুবিধা এবং আবর্জনার বিন।*

জন্য প্রয়োজনীয় অধ্যায়ন করা উচিত ছিল এবং তারপরে, উপযুক্ত সি আর জেড কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হত। সেপ্টম্বর 2016 থেকে ডিসেম্বর 2021-এর মধ্যে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল এবং ডি এস ডি এ বকখালি, হেনরি আইল্যান্ড, ফ্রেজারগঞ্জ, দীঘা, মন্দারমনি, উদয়পুর, শঙ্করপুর এবং তাজপুর উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্যায়ন, পর্যটন সুবিধা কেন্দ্র, টয়লেট এন্ড সাওয়ার ব্লক, পার্কিং এলাকা, ওয়াচ/লাইফ গার্ড টাওয়ার এবং গাজেবো নির্মানের মতো কাজ গ্রহণ করে, কিন্তু এর জন্য পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (ডব্লিউ বি এস সি জেড এম এ) থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়নি।

প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা, উপকূলরেখা বরাবর অবস্থিত, জোয়ারের প্রভাবের জন্য সংবেদনশীল; যা সম্পূর্ণভাবে সি আর জেড এলাকার মধ্যে পড়ে। তাই প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ বাস্তবায়নের জন্য ডব্লিউ বি এস সি জেড এম এ-এর পূর্বানুমতি প্রয়োজন ছিল।

প্রয়োজনীয় অনুমতির অভাবে, সি আর জেড নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে ফ্রেজারগঞ্জ (ফেব্রুয়ারী 2018) এবং হেনরি দ্বীপ (ফেব্রুয়ারী 2019)-এ সি আর জেড এলাকায় 17.60 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত ওয়াচ/লাইফ গার্ড টাওয়ারগুলি সেপ্টেম্বর 2021 সালে (হেনরি দ্বীপে) এবং জুলাই 2022 সালে (ফ্রেজারগঞ্জে) ভেঙে ফেলা হয়। ন্যাশনাল গ্রীণ ট্রাইব্যুনাল (এন জি টি) এবং স্থানীয় প্রশাসনের আপত্তির[76] কারণে এগুলি ভেঙে ফেলা হয়। এভাবে, সি আর জেড নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে টাওয়ারগুলি নির্মাণের ফলে 17.60 লক্ষ টাকার অপচয় হয়েছে।

**হেনরি দ্বীপের ওয়াচ/লাইফ গার্ড টাওয়ার ভেঙে ফেলা হয়েছে**

**ফ্রেজারগঞ্জ দ্বীপে ওয়াচ/লাইফ গার্ড টাওয়ার ভেঙে ফেলা হয়েছে**

***চিত্র 3.15: দক্ষিণ 24 পরগণার হেনরি আইল্যান্ড এবং ফ্রেজারগঞ্জে লাইফ গার্ড টাওয়ার ভেঙে ফেলা হয়েছে***

*(উৎস: ছবিটি 18 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

উত্তরে, দপ্তর স্বীকার করে (মে 2024) যে এন জি টি আদেশ মেনে ওয়াচ/লাইফ গার্ড টাওয়ারগুলি ভেঙে ফেলা উচিত এবং ভবিষ্যতে আদেশ মেনে চলা হবে।

### *3.9.1.3 সৃষ্ট সম্পদের দুর্বল/অপরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ*

রাজ্য সরকার, সরাসরি বা একটি এজেন্সি নিয়োগ করে, স্বদেশ দর্শনের অধীনে তৈরি করা প্রকল্পগুলির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ (ও এন্ড এম)-এর জন্য দায়ী। এই প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত পরিচালন ব্যয় বহন করতে বাধ্য। পর্যটন মন্ত্রক, ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অঙ্গীকারের ভিত্তিতে স্বদেশ দর্শনের অধীনে প্রকল্পগুলি অনুমোদন করেছে যে তারা তৈরি প্রকল্পগুলির দীর্ঘস্থায়ী পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পর্যটন সুবিধাগুলির বাণিজ্যিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রকল্পটি চালু

[76] *ফেব্রুয়ারি 2020 হেনরি দ্বীপের জন্য এবং ফেব্রুয়ারি 2022 ফ্রেজারগঞ্জের জন্য।*

করা। যাইহোক, নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে প্রকল্পটির অধীনে সেপ্টেম্বর 2016 থেকে জানুয়ারি 2022 সময়কালে 65.07 কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা সুবিধাগুলির কার্যকরী রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য নয়টির মধ্যে পাঁচটি ক্ষেত্রে রাজ্য কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এই স্থান/প্রকল্পগুলির যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময়, সুযোগ-সুবিধাগুলি তৈরি হয়েও চালু না হওয়া, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পরিকাঠামোর অবনতি ইত্যাদি লক্ষ্য করা গেছে যা নীচে আলোচনা করা হয়েছে:

### i) মন্দারমণিতে দাদনপত্রবর

দাদনপত্রবার, মন্দারমণিতে পর্যটন সুবিধা কেন্দ্র, টয়লেট এন্ড সাওয়ার ব্লক, ক্লোক রুম, পার্কিং সুবিধা, ল্যান্ডস্কেপিং এবং সৌন্দর্যায়ন ইত্যাদির মতো সমুদ্র সৈকতের সৌন্দর্যায়নের কাজ 5.51 কোটি টাকা ব্যয়ে ডি এস ডি এ দ্বারা সম্পূর্ণ হয় (সেপ্টেম্বর 2019)।

নিরীক্ষা দ্বারা ডি এস ডি এ-এর দপ্তরীয় কর্মীদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (31 জুলাই 2023) দেখা গেছে যে কোন সংস্থাকে নিয়োগ না করার কারণে দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ল্যান্ডস্কেপিং এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পর্যটন সুবিধা কেন্দ্রটি শুরু থেকেই চালু করা যায়নি, কারণ ডি এস ডি এ-এর রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য কোনো আগ্রহী এজেন্সি নির্বাচন করতে পারেনি। সুতরাং, স্থানটির পরিকাঠামোগত উন্নয়নে ব্যয় করা 5.51 কোটি টাকা গত চার বছর ধরে ফলপ্রসূ করা হয়নি।

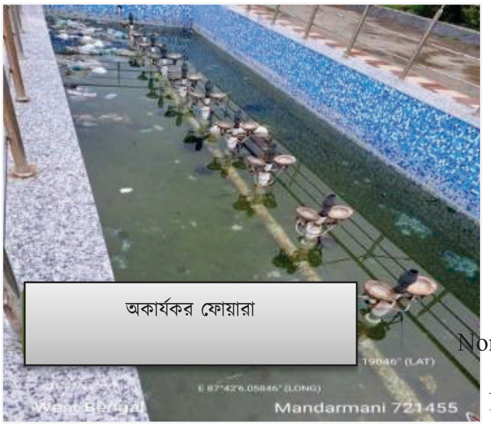

*চিত্র 3.16: পূর্ব মেদিনীপুরের দাদনপত্রবর, মন্দারমনিতে পর্যটকদের সুবিধা*

*(উৎস: ছবিটি 31 জুলাই 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে ডি এস ডি এ 2023 সালের সেপ্টেম্বরে একটি সংস্থার সাথে এক বছরের জন্য একটি ও এন্ড এম চুক্তি করেছে। তবে, ডি এস ডি এ তাদের ও এন্ড এম-এর জন্য একটি সংস্থাকে নিযুক্ত করতে চার বছর সময় নিয়েছে, যে সময়ে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সৃষ্ট সম্পদের অবনতি ঘটেছে।

### ii) মন্দারমণির সিলামপুর

মন্দারমণির সিলামপুরে পর্যটন সুবিধা কেন্দ্র নির্মাণ সহ অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে বিশ্রাম কক্ষ, রেস্তোরাঁ, লবি এলাকা, পার্কিং সুবিধা, অ্যাপ্রোচ রোড, টয়লেট ব্লক, হকারের জন্য দোকান, আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি। কাজটি 4.81 কোটি টাকা ব্যয়ে ডি এস ডি এ দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে (অক্টোবর 2018)। যাইহোক, সম্পন্ন হওয়ার পর থেকে (পাঁচ বছরের বেশি) সম্পূর্ণ সুবিধাটি নিষ্ক্রিয় রয়ে গেছে কারণ কোর্টে একটি মামলা চলার কারণে রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য কোন এজেন্সী নির্বাচিত হয়নি। প্রকল্পের যৌথ পরিদর্শনে দেখা গেছে (31 জুলাই 2023) ল্যান্ডস্কেপিং এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে যার ফলে 4.81 কোটি টাকা অপব্যয় হয়েছে।

*চিত্র 3.17: পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমনির সিলামপুরে পর্যটন সুবিধা*

*(উৎস: ছবিটি 31 জুলাই 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে ডি এস ডি এ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

### iii) হেনরি দ্বীপ

দক্ষিণ 24 পরগণায় হেনরি দ্বীপে পর্যটক অভ্যর্থনা কেন্দ্র, পার্কিং এলাকা, পথ, টয়লেট ব্লক এবং বৈদ্যুতিক কাজ ইত্যাদি ডব্লিউ বি টি ডি সি এল 3.05 কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন করেছিল (ফেব্রুয়ারি 2019)।

ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর কর্মকর্তাদের সাথে নিরীক্ষা আধিকারিকদের যৌথভাবে পরিদর্শন (18 আগস্ট 2023) পরিচালিত হয়। পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে যে পর্যটকদের জন্য তৈরি করা সুযোগ-সুবিধা যেমন পর্যটন অভ্যর্থনা কেন্দ্র, পথ, টয়লেট ব্লক ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। বসার ব্যবস্থা এবং গাজেবোগুলিও ব্যবহারের অযোগ্য এবং ঝোপঝাড়ে ঢাকা ছিল। উল্লেখ্য যে, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল ফেব্রুয়ারী 2019 থেকে আগস্ট 2023 পর্যন্ত সময়কালে এই সুবিধাগুলি ও এন্ড এম-এর জন্য কোনও সংস্থার কাছে হস্তান্তর করেনি। ফলে, দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণ এবং ক্ষয়ক্ষতির কারণে, এগুলি চার বছরের বেশি সময় ধরে ব্যবহার করা যায়নি, যার ফলে 3.05 কোটি টাকার অপচয় হয়েছে।

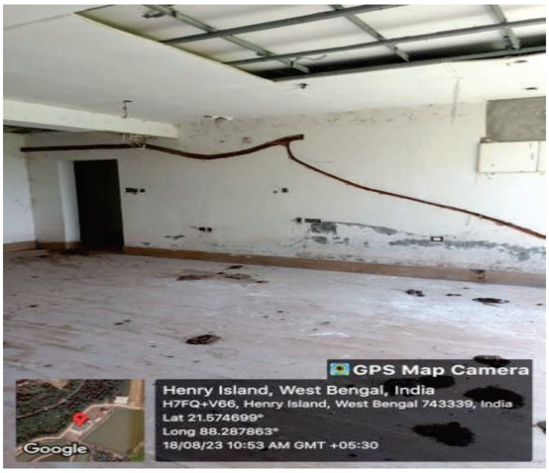


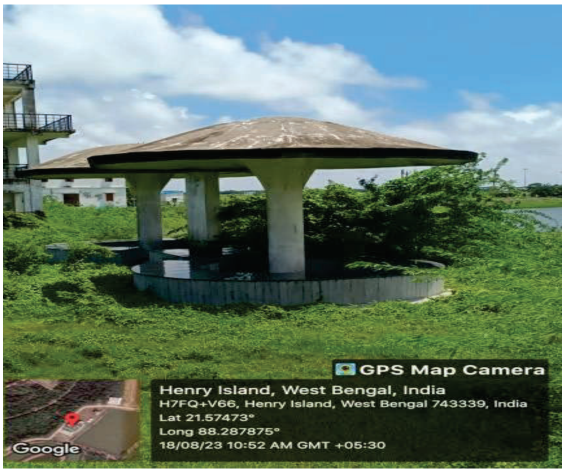


| | |
|---|---|
| **হেনরি দ্বীপে টয়লেট ব্লক এবং পর্যটন সুবিধা সহ ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটক অভ্যর্থনা কেন্দ্র** | **অব্যবহারের ফলে ঝোপঝাড়ে ভরা গাজেবো** |

***চিত্র 3.18: দক্ষিণ 24 পরগণার হেনরি দ্বীপের পর্যটন সুবিধা***

*(উৎস: ছবিটি 18 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে প্রস্তাবিত এলাকাটি সি আর জেড-এর বাফার জোনের অধীনে পড়ে যার কারণে পরবর্তী কার্যক্রম করা সম্ভব হয়নি। দপ্তরের উত্তরে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় ত্রুটি প্রকাশ পেয়েছে যেখানে প্রকল্পের কার্যকারিতা এবং সম্ভাব্যতার কোনও বিশদ বিশ্লেষণ করা হয়নি, যার ফলে প্রকল্পটি একটি সংরক্ষিত এলাকায় করা হয়েছে যার ফলে 3.05 কোটি টাকার অপচয় হয়েছে।

### iv) বকখালি

দক্ষিণ 24 পরগণা জেলার বকখালিতে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা 82.39 লক্ষ টাকা ব্যয়ে *'পর্যটন সুযোগ-সুবিধা/পর্যটন সুবিধা কেন্দ্র, ওয়াচ টাওয়ার, পার্কিং এলাকা,* গাজেবো, *বসার ব্যবস্থা, টয়লেট ব্লক, রাস্তা'* নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে (ফেব্রুয়ারি 2018)। নিরীক্ষা

পর্যবেক্ষণ করে যে এই সমস্ত সম্পদ (পার্কিং এলাকা ছাড়া, যেটি গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল এবং যেটি ব্যবহার করা হচ্ছে) পরিচালনা এবং রক্ষনাবেক্ষণের জন্য ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা সংস্থাকে হস্তান্তর করা হয়নি। ফলস্বরূপ, যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (18 আগস্ট 2023) দেখা গেছে যে পর্যটন সুবিধা কেন্দ্র এবং টয়লেট ব্লক ইত্যাদির মতো সম্পদ পর্যটকরা ব্যবহার করেননি এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এছাড়াও, পর্যটন সুবিধা কেন্দ্রের ভিতরে তৈরি বৈদ্যুতিক ব্যবস্থাও ছিলনা।

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **ক্ষতিগ্রস্ত পর্যটন সুবিধা কেন্দ্র** | **ক্ষতিগ্রস্ত টয়লেট ব্লক** | **বকখালি-তে ওয়াচ টাওয়ার** |

***চিত্র 3.19: দক্ষিণ 24 পরগণার বকখালির পর্যটন সুবিধা***

*(উৎস: ছবিটি 18 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে ক্রমাগত ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উক্ত সম্পত্তিটি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এটি পুনরুদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

**v) ফ্রেজারগঞ্জ**

দক্ষিণ 24 পরগণা জেলার ফ্রেজারগঞ্জে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা 63.28 লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'পার্কিং স্থান নির্মাণ, টয়লেট ব্লক এবং আলোকসজ্জা'-এর কাজ শেষ হয়েছে (ফেব্রুয়ারি 2018)। কোন চুক্তি ছাড়াই রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য এই সুবিধাগুলি স্টেট ফিশারিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এস এফ ডি সি এল)-কে হস্তান্তর করা হয়েছিল (নভেম্বর 2018)।

নিরীক্ষা আধিকারিকা দ্বারা ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে (18ই আগষ্ট 2023) দেখা গেছে যে টয়লেট ব্লক অস্বাস্থ্যকর, অব্যবহৃত এবং আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত (বৈদ্যুতিক জিনিসপত্র এবং এলাকার আলোকসজ্জা সহ) অবস্থায় পড়েছিল। এছাড়াও, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা ই-কার্ট (উপকূলীয় অঞ্চলে এবং এর আশেপাশে পর্যটকদের যাতায়াতের জন্য ব্যাটারি চালিত যানবাহন) সংগ্রহ না করার কারণে চার্জিং স্টেশন সহ পার্কিং স্থান ব্যবহার করা হয়নি। এই জায়গায় কোন কেবিল লাইন এবং বাইরে চার্জিং সরবরাহ করার ব্যবস্থাও পাওয়া যায়নি। ডব্লিউ বি টি ডি সি এল এস এফ ডি সি এল-এর সাথে কোনও চুক্তি করেনি এবং এর ফলে এস এফ ডি সি এল দ্বারা সম্পত্তির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা যায়নি।

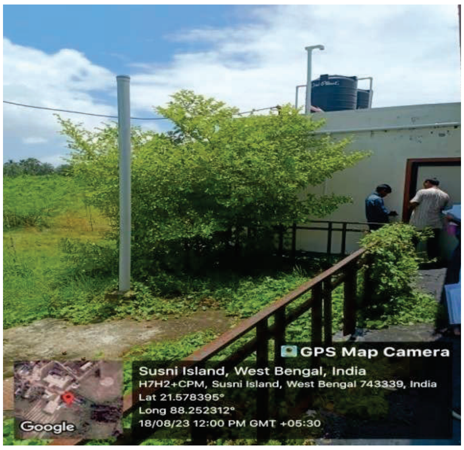

| | | |
|---|---|---|
| **ক্ষতিগ্রস্থ এবং অপরিষ্কার অবস্থায় টয়লেট এবং সুবিধা ব্লক** | **এলাকার অকার্যকর আলোকসজ্জা (জি আর পি খুঁটির মাধ্যমে)** | **হেনরি আইল্যান্ডের পার্কিং স্থানের কাছে চার্জিং স্টেশন খুঁজে না পাওয়া এবং অব্যবহৃত পার্কিং স্থান** |

***চিত্র 3.20: দক্ষিণ 24 পরগণার ফ্রেজারগঞ্জে পর্যটন সুবিধা***

*(উৎস: ছবিটি 18 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে ক্রমাগত ঘূর্ণিঝড়ের কারণে উক্ত সম্পত্তিটি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং এটি পুনরুদ্ধারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

সুতরাং, পর্যটন দপ্তর স্বদেশ দর্শন প্রকল্পের অধীনে 14.82 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সম্পত্তিগুলি যথাযথ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উপযুক্ত সংস্থাগুলির কাছে হস্তান্তর করেনি। ফলস্বরূপ, পর্যটকদের আগমনের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধাগুলির উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য অপূর্ণ রয়ে গেছে, পাশাপাশি 14.82 কোটি টাকা অপচয় হয়েছে।

***সুপারিশ 3:***

***স্বদেশ দর্শনের অধীনে সৃষ্ট সম্পদের কার্যকরী ব্যবহারের জন্য পর্যটন দপ্তরকে অবিলম্বে পদক্ষেপ নিতে হবে অর্থাৎ তাদের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দীর্ঘস্থায়ী মডেল তৈরি করতে হবে।***

### 3.9.2 তীর্থযাত্রা পুনরুজ্জীবন এবং আধ্যাত্মিক পরিবর্ধন (পি আর এ এস এ ডি) প্রকল্প

পর্যটন মন্ত্রক (এম ও টি), ভারত সরকার দ্বারা তীর্থযাত্রা পুনরুজ্জীবন এবং আধ্যাত্মিক পরিবর্ধন (পি আর এ এস এ ডি) পরিকল্পনা চালু করা হয় (2014-15)। প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় পর্যটনের অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করার জন্য ভারত জুড়ে তীর্থস্থানগুলি চিহ্নিত করে তাদের উন্নয়ন।

এই প্রকল্পের অধীনে পর্যটন মন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গে বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ (বি আর এম)-এ রাস্তার আলো (সাধারণ আলোকসজ্জা), কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সাইনেজ এবং বড় এল ই ডি ডিসপ্লে, পর্যটন অর্ভ্যথনা কেন্দ্র, বিভিন্ন স্তরের গাড়ি পার্কিং-এর মতো বিভিন্ন উন্নয়নের জন্য 30.03 কোটি টাকার সহায়তা মঞ্জুর করেছে (ডিসেম্বর 2016), এবং যেটির কাজ জুন 2018-এর মধ্যে সমাপ্ত হওয়া নির্ধারিত ছিল। প্রকল্পের নির্দেশিকা অনুসারে, রাজ্য সরকারকে

প্রকল্পের সময়মতো সমাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে এবং বিলম্বের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিশোধ করা হবে না।

ভারত সরকার প্রথম কিস্তি (মোট প্রকল্প ব্যয়ের 20 শতাংশ) প্রদান করবে বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি পি আর) অনুমোদনের পরে, যদিও দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কিস্তি (প্রত্যেক প্রকল্পের মোট ব্যয়ের 30 শতাংশ) প্রথম কিস্তির ব্যবহারের শংসাপত্র প্রাপ্তির পরে জি ও আই দ্বারা পর্যটন দপ্তরকে প্রদান করা হবে। চতুর্থ ও চূড়ান্ত অর্থপ্রদান (মোট প্রকল্প ব্যয়ের 20 শতাংশ) করবে প্রকল্পের সমাপ্তি এবং সমাপ্তির শংসাপত্র প্রাপ্তির পরে। সেই অনুযায়ী, ভারত সরকার ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর 2017-এর মধ্যে তিনটি কিস্তিতে 23.39 কোটি টাকা[77] দিয়েছে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থা, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য বি আর এম-এর সাথে সমঝোতা স্মারক (এম ও ইউ) স্বাক্ষর করেছে (মার্চ 2017)। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে বিভিন্ন স্তরের গাড়ি পার্কিং নির্মাণ ব্যতীত, অন্যান্য কাজগুলি 2020 সালের ফেব্রুয়ারির মধ্যে 21.82 কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছিল। জমির অনুপলব্ধতার কারণে, বিভিন্ন স্তরের গাড়ি পার্কিং বি আর এম কমপ্লেক্সের ভিতরে স্থানান্তর করার প্রস্তাব করা হয়েছিল (ফেব্রুয়ারি 2018)। এটি প্রকল্প ব্যয়ের সামগ্রিক সীমার (অর্থাৎ 30.03 কোটি টাকা) নিরীখে পর্যটন মন্ত্রক, ভারত সরকার দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল (মার্চ 2019)।

পর্যটন মন্ত্রক, ভারত সরকার ডব্লিউ বি টি ডি সি এল এর সাথে প্রসাদ স্কিমের পর্যালোচনা সভায় (মার্চ 2023) জুন 2023-এর মধ্যে বিভিন্ন স্তরের গাড়ি পার্কিং-এর কাজটি সম্পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়েছিল এবং এর পরে এই বিষয়ে কোন তহবিল ভারত সরকার দ্বারা পরিশোধ করা হবে না জানায়।

এই প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল কর্তৃক 2019 সালের মে মাসে 9.37 কোটি টাকা ব্যয়ে গাড়ি পার্কিংয়ের কার্যাদেশ জারি করা হয়েছিল এবং কাজটি 18 মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা ছিল। প্রকল্পের জন্য বাকি 6.64 কোটি টাকা[78] ভারত সরকার রাজ্যকে পরিশোধ করেনি কারণ শেষ কিস্তি রাজ্য কর্তৃক প্রদান করার কথা ছিল এবং ইউ সি পাওয়ার পর ভারত সরকার তা পরিশোধ করবে। অবশিষ্ট পরিমাণ পর্যটন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ডিসেম্বর 2021-এ ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-কে প্রদান করা হয়েছিল। 2023-এর জুলাই পর্যন্ত কাজটি এখনও অসম্পূর্ণ রয়েছে। সুতরাং, রাজ্য সরকারের তহবিল ব্যবস্থায় বিলম্বের ফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নে বিলম্ব ঘটে। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে গাড়ি পার্কিং নির্মাণে বিলম্বের কারণ মূলত (i) গাড়ি পার্কিংয়ের স্থান পরিবর্তন করা হয়েছিল, কারণ প্রাথমিকভাবে প্রস্তাবিত জমিটি ভারতীয় রেলওয়ের ছিল এবং ডব্লিউ বি টি ডি সি এল উক্ত উন্নয়নের জন্য রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করতে পারেনি এবং (ii) পর্যটন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-কে চূড়ান্ত কিস্তির[79] 6.64 কোটি টাকা বিলম্বে প্রদান জন্য (ডিসেম্বর 2021)। সুতরাং, পর্যটন সুবিধার কাজ সম্পূর্ণ না হওয়ায় ভারত সরকারের কাছ থেকে 6.64 কোটি টাকা ফেরত পাওয়া সন্দেহপূর্ণ ছিল, কারণ ভারত সরকারের পর্যটন মন্ত্রক কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমা ইতিমধ্যেই শেষ হয়ে গেছে।

---

[77] *ফেব্রুয়ারি 2017-এ প্রথম কিস্তি হিসেবে 6.01 কোটি টাকা, সেপ্টেম্বর 2017-এ দ্বিতীয় কিস্তি হিসেবে 8.94 কোটি টাকা এবং ডিসেম্বর 2017-এ তৃতীয় কিস্তি হিসেবে 8.44 কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।*

[78] *33.03 কোটি টাকা - 23.39 কোটি টাকা।*

[79] *চূড়ান্ত কিস্তি রাজ্য সরকার দ্বারা ব্যবস্থা করা হবে এবং চূড়ান্ত সমাপ্তির শংসাপত্র পাওয়ার পরে ভারত সরকার তা পরিশোধ করবে।*

***চিত্র 3.21: হাওড়ার বেলুড়ে নির্মাণাধীন গাড়ি পার্কিং***

*(উৎস: ছবিটি 22 জুলাই 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে, গাড়ি পার্কিং-এর কাজ জুন 2024-এ সম্পূর্ণ হবে আশা করা যায়।

## 3.10 পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপে পরিকাঠামো উন্নয়ন

পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পি পি পি) পদ্ধতি বাস্তবায়নের ফলে পর্যটন পরিকাঠামো প্রকল্পগুলিকে বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে যার জন্য যথেষ্ট বিনিয়োগের প্রয়োজন তবে এটি বাণিজ্যিকভাবেও লাভজনক। অতিরিক্ত পর্যটক আকর্ষণ করে রাজস্ব আয় করার পাশাপাশি, এই প্রকল্পগুলি স্থানীয় বাসিন্দাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে।

পর্যটন দপ্তর 2016-এর পর্যটন নীতিতে জলপাইগুড়ি জেলার গাজলডোবা, দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার সুন্দরবনের ঝড়খালি এবং হুগলি জেলার সবুজ দ্বীপে তিনটি পি পি পি[80] প্রকল্পের প্রস্তাব করেছে। প্রাথমিকভাবে, প্রকল্পগুলি কনসেশন ফ্রেম ওয়ার্ক (সি এফ ডব্লিউ)[81] ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু পর্যটন দপ্তর সিদ্ধান্ত নিয়েছে (জুন 2015) স্বল্পমেয়াদী ইজারা (এস টি এল)[82] দেওয়ার জন্য, কারণ ছাড়ের রূপরেখা অনুসারে সরকারকে রেয়াতকারীদের দ্বারা খেলাপির ক্ষেত্রেও ঋণের বাধ্যবাধকতা রক্ষা করার জন্য কাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থ প্রদানের দায়িত্ব নিতে হবে।

পর্যটন দপ্তর এস টি এল-এর অধীনে গাজলডোবা-এর জন্য দুবার (সেপ্টেম্বর 2015 এবং ফেব্রুয়ারি 2016) অনুরোধ প্রস্তাব (আর এফ পি) করেছিল, কিন্তু প্রয়োজনীয় মোট 38 জন ব্যক্তিগত অংশীদারের মধ্যে মাত্র চারজনের থেকে সাড়া[83] পেয়েছিল। *ঝড়খালি এবং সবুজ দ্বীপের* ক্ষেত্রে আর এফ পি আহ্বান জানানোর প্রচেষ্টার (যদি থাকে) বিবরণ নথিপত্র থেকে পাওয়া যায়নি।

---

*80 নতুন পর্যটন পরিকাঠামো তৈরির জন্য।*

*81 এটি বরাদ্দকৃত জমির ক্ষেত্রে লাইসেন্স দেত্তয়ার ব্যবস্থা। এই অনুসারে, অধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সংস্থা প্রকল্পটির বাস্তবায়ন এবং 33 বছরের বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত হবে। দপ্তর 'প্রথম প্রত্যাখ্যানের অধিকার'-এর ভিত্তিতে ছাড়দাতাকে লাইসেন্স পুনর্নবীকরণের প্রস্তাব দিতে পারে। সরকারকে ঋণের বাধ্যবাধকতা রক্ষা করার জন্য সমাপ্তির অর্থ প্রদানের দায় নিতে হবে এমনকি ছাড়দাতার দ্বারা খেলাপি হওয়ার ক্ষেত্রেও।*

*82 এটি বিনিয়োগকারীকে 30 বছরের জন্য জমি ব্যবহার করতে অনুমতি প্রদান করে (আরও দুটি মেয়াদ পুনর্নবীকরণযোগ্য কিন্তু সর্বোচ্চ 90 বছরের জন্য) এবং তার প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ইজারা চুক্তি বন্ধক রাখে।*

*83 প্রথম প্রচেষ্টায় তিনজন বিনিয়োগকারী এবং দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় একজন বিনিয়োগকারীকে নির্বাচিত করা হয়েছে।*

পর্যটন দপ্তর, 2017-23 সময়কালে এই তিনটি স্থানে বেসরকারী বিনিয়োগে রিসর্ট/হোটেল স্থাপনের সুবিধার্থে রাস্তা সংযোগ, নিকাশি, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ এবং রিসর্ট স্থাপন ইত্যাদির মতো প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরির জন্য 134.29 কোটি টাকা ব্যয় করেছে।

যৌথভাবে তিনটি স্থান পরিদর্শনে (জুলাই-সেপ্টেম্বর 2023) দেখা যায় যে গাজলডোবায় 'ভিটা নোভা' এবং ঝড়খালিতে 'টেকনো ইন্ডিয়া' নামে শুধুমাত্র একটি করে বেসরকারি রিসর্ট চালু রয়েছে।

নিরীক্ষা আরও পর্যবেক্ষণ করে যে পর্যটন দপ্তর হুগলি জেলায় সবুজ দ্বীপ ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প বিকাশের জন্য *মেসার্স সিকারিয়া ডিভিনিটি প্রাইভেট লিমিটেডের* সাথে একটি চুক্তি (আগস্ট 2015) সম্পাদন করেছে কিন্তু সংস্থা দ্বারা শর্ত[84] লঙ্ঘনের কারণে, পর্যটন দপ্তর জুলাই 2017-এ চুক্তিটি বাতিল করে। পরিশেষে, কাজগুলি যেমন পরিকাঠামো তৈরি এবং লজ নির্মাণ পর্যটন দপ্তর করেছিল এবং ডব্লিউ বি টি ডি সি এল মার্চ 2023-এ তার কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে ব্যক্তিগত অংশীদার থেকে গাজোলডোবা, ঝড়খালি এবং সবুজ দ্বীপ এই প্রকল্পগুলিতে কম সাড়া পাওয়ার জন্য প্রধানত এই বিষয়টিকেই দায়ী করা যায় যে পর্যটন দপ্তর উপরোক্ত তিনটি প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন পরিচালনা করেনি। সুতরাং, গাজোলডোবা, ঝড়খালি এবং সবুজ দ্বীপে প্রকল্প গ্রহণের আগে পরিবেশগত এবং সামাজিক প্রভাব বিশ্লেষণ, প্রাথমিকভাবে জায়গা নির্বাচন, বিদ্যমান পরিস্থিতির বিশ্লেষণ, প্রকল্পের প্রকৃতি এবং পরিণাম, প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা এবং ন্যায্যতা, ঝুঁকির কারণগুলি বিবেচনা করা হয়নি। এই কারণে, পি পি পি-এর অধীনে পর্যটন পরিকাঠামো বৃদ্ধির লক্ষ্যগুলি ব্যর্থ হয়ে পড়ে।

এমনকি পর্যটন দপ্তর দ্বারা 28.04 কোটি টাকা ব্যয়ে ঝড়খালিতে ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পের জন্য তৈরি করা পরিকাঠামোটি রক্ষণাবেক্ষণ না করার কারণে সময়ের সাথে সাথে অবনতি হয়েছিল যা নিম্নে আলোচনা করা হয়েছে:

**i)** পর্যটন দপ্তর দ্বারা দক্ষিণ 24 পরগনার ঝড়খালিতে নবনির্মিত ইকো-ট্যুরিজম স্থানে 1.43 কোটি টাকা ব্যয়ে গাড়ি পার্কিং সহ রাস্তার আলোর কাজ (সেপ্টেম্বর 2019) সম্পন্ন হয়েছিল। পূর্ত দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (16ই আগষ্ট 2023) সম্পূর্ণ আলোর ব্যবস্থা অকেজো এবং ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

***চিত্র 3.22: দক্ষিণ 24 পরগণার ঝড়খালি ইকো-ট্যুরিজম প্রকেল্পর জন্য করা আলোর ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা***

*(উৎস: ছবিটি 16 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

---

84 *যেহেতু চুক্তিগুলি পরিবেশ এবং বাস্তুতন্ত্রকে বিপন্ন করে তুলেছিল।*

**ii)** 'ঝড়খালি রাজা মোড় থেকে এস ডি বি জেটি ঘাট পর্যন্ত বিদ্যমান বিটুমিনাস সড়কের জরুরি মেরামত ও উন্নতি করার' কাজটি সম্পন্ন করার জন্য 10 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল (নভেম্বর 2014)। পূর্ত দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (16ই আগষ্ট 2023) দেখা গেছে যে রাস্তার উপরের অংশ ভেঙে যাওয়ায় পুরো রাস্তাটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং বড় বড় গর্ত দেখা গেছে সেইজন্য ঝড়খালি ইকো ট্যুরিজম প্রকল্প এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্বচ্ছন্দে যাতায়াত ও পরিবহন তথা পর্যটন প্রসারের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে।

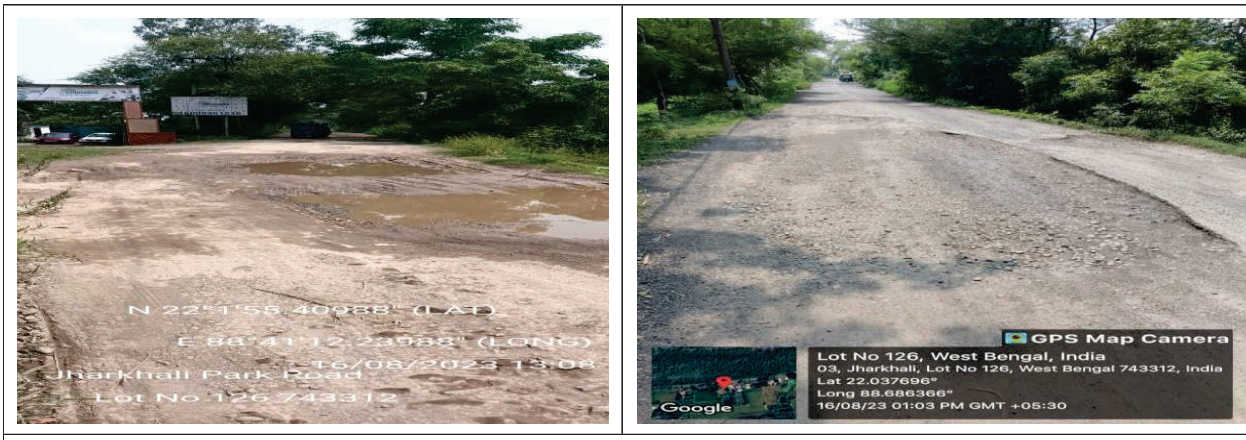


***চিত্র 3.23: দক্ষিণ 24 পরগণার ঝড়খালি ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্পের রাস্তার ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থা***

*(উৎস: ছবিটি 16 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

**iii)** দক্ষিণ 24 পরগণার ঝড়খালি ইকো-ট্যুরিজম হাবের অভ্যন্তরে 30 একর জমির নিকাশি সমস্যা সমাধানের জন্য *'পেরিফেরাল বাঁধের উপর অস্থায়ী পাম্পের জন্য সাম্প সহ একটি তিন ভেন্ট এবং চারটি দুই ভেন্ট হিউম পাইপ স্লুইস কাঠামো নির্মাণ'*-এর জন্য 2.23 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। সেচ ও জলপথ দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (16ই আগষ্ট 2023) দেখা গেছে যে পুরো কাঠামোটি অকার্যকর ছিল কারণ পর্যটন দপ্তর এটির পরিচালনার জন্য এজেন্সি নিয়োগ করেনি। পুরো সাম্প এলাকা পরিষ্কার ছিল না এবং ঘাসে ভরে গিয়েছিল। যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় পুরো চত্বর প্লাবিত দেখা গেছে। ফলস্বরূপ 2.23 কোটি টাকা ব্যয় সম্পূর্ণ নিস্ফল হয়েছে।

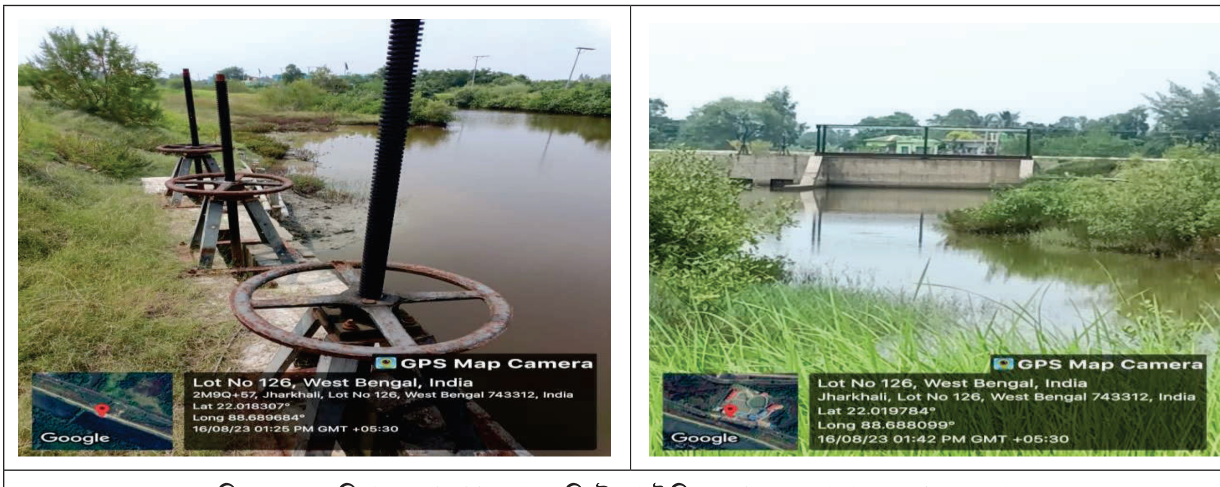


***চিত্র 3.24: দক্ষিণ 24 পরগণার ঝড়খালি ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প এলাকা জলমগ্ন হয়ে আছে***

*(উৎস: ছবিটি 16 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

উত্তরে, দপ্তর নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ স্বীকার করে এবং জানায় (মে 2024) যে এখন থেকে যেকোনো প্রকল্প নির্বাচনের আগে সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন করা হবে।

***সুপারিশ 4:***

***পি পি পি পদ্ধতিতে প্রকল্প নির্বাচনের আগে পর্যটন দপ্তরের বিশদে বাস্তবোপযোগিতা এবং সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন করা উচিত যাতে এটি বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ অর্জন করে।***

## 3.11 পর্যটন প্রচারমূলক ব্যবস্থার কার্যকারিতা

পর্যটন নীতি 2016 সমস্ত প্রচারের মাধ্যম ব্যবহার করে একটি কার্যকর যোগাযোগ পরিকল্পনার মাধ্যমে আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারে রাজ্যে পর্যটনের বিপুল সম্ভাবনা প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছে। 2017-23 সময়কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রচার ও উন্নয়নের জন্য যে বাজেট বরাদ্দ করেছে তার নিরিখে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা এর ব্যবহার নীচের **তালিকা 3.4-** এ দেখানো হয়েছে:

**তালিকা 3.4: বাজেট বরাদ্দের নিরিখে প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকায়)**

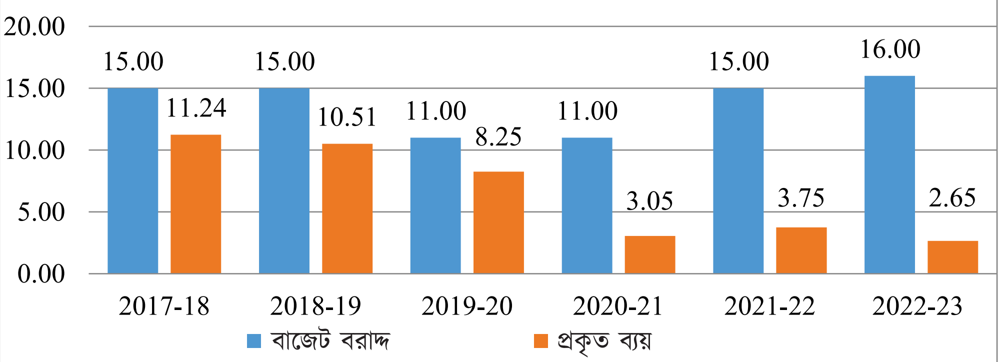


দেখা যাচ্ছে যে, 2017-23 সালে পর্যটনের প্রচারের জন্য বাজেট বরাদ্দের ব্যবহার 17 থেকে 75 শতাংশের মধ্যে ছিল। সামগ্রিকভাবে পর্যটন দপ্তর 2017-23 সালে উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেটের 52.47 শতাংশ ব্যয় করতে পারেনি।

পর্যটন দপ্তর আলাদাভাবে উন্নয়ন ও প্রচারের কৌশল বা কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেনি। 2016 সালের পর্যটন নীতি কার্যকর হওয়ার মাত্র ছয় বছর পর, পর্যটন দপ্তর (জানুয়ারী 2023) উপরোক্ত নীতি তৈরির জন্য মেসার্স প্রাইস ওয়াটার হাউস কুপার্স প্রাইভেট লিমিটেড (পি ডব্লিউ সি) এর সাথে দুই বছরের মধ্যে উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য একটি চুক্তি করে। মার্চ 2023 পর্যন্ত, সংস্থাটি পর্যটন দপ্তরকে কোনও খসড়া নীতি পেশ করেনি।

প্রচার ও উন্নয়নের জন্য অনুদানটি কোনও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা ছাড়াই ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-কে বরাদ্দ করা হয়েছিল। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে পর্যটনের উন্নয়নমূলক ব্যবস্থার জন্য ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-কে দেওয়া অনুদান (19.44 শতাংশ) অন্যান্য উদ্দেশ্যে যেমন নিয়মিত গাড়ি ভাড়া, ল্যাপটপ ক্রয় ইত্যাদিতে ব্যবহার করা হয়েছিল। সুতরাং, পর্যটনের প্রচার ও উন্নয়নের উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

সুতরাং, ***"বাংলা ভ্রমণের মাধ্যমে তাকে ভারতের সবচেয়ে সুন্দর অংশ"*** হিসাবে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিভাত করে তোলার প্রচেষ্টা কার্যকর হয়নি।

পর্যটন দপ্তর নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি মেনে নেয় এবং এক্সিট কনফারেন্সে (অক্টোবর 2023)- জানায় যে ইউ টিউব, ব্লগ ইত্যাদির মাধ্যমে প্রচার এবং উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। নিরীক্ষা মনে করে যে পর্যটন দপ্তরকে রাজ্যে পর্যটনের প্রচারের জন্য অন্যান্য উপায়গুলি যেমন প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে প্রদর্শন ইত্যাদি অন্বেষণ করা উচিত।

এই বিষয়ে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের সাথে সঙ্গতি রেখে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম জুড়ে পূর্ণোদ্যমে প্রচার শুরু হয়েছে।

## 3.12 ক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি

পর্যটন নীতি 2016 অনুসারে, পর্যটন খাতে দক্ষ জনশক্তির চাহিদা এবং যোগানের মধ্যে একটি অত্যন্ত লক্ষণীয় ব্যবধান ছিল এবং এই ব্যবধান পূরণ করার জন্য, কেন্দ্রীয় খাতের প্রকল্প *'হুনার সে রোজগার তক'*[85]-এর অধীনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পর্যায়ক্রমে পরিচালনা করতে হবে। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে 2017-23 সময়কালে, দপ্তর *'হুনার সে রোজগার তক'*-এর অধীনে কোনও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করেনি যদিও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য এই ধরনের প্রশিক্ষণের তহবিল ভারত সরকার কর্তৃক সরবরাহ করার কথা ছিল। দপ্তর এই বিষয়ে কোনও পরিকল্পনা তৈরি করেনি বা ভারত সরকারের কাছ থেকে তহবিল চায়নি।

ডব্লিউ বি টি পি-2019 কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিভাগ এবং অন্যান্য বেসরকারি অংশীদারদের সহযোগিতায় প্রাথমিক/তৃনমুল স্তরের অংশীদারদের জন্য স্বল্পমেয়াদী দক্ষতা উন্নয়ন কোর্সের উপরও জোর[86] দিয়েছে। পর্যটন দপ্তর অংশীদারদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করেনি এবং এর উপলব্ধি নিরীক্ষণের জন্য লক্ষ্যমাত্রাও নির্ধারণ করেনি। যাইহোক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার অংশীদারদের মজুরি/স্ব-কর্মসংস্থান-সম্পর্কিত দক্ষতা প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে প্রদান করার জন্য *উৎকর্ষ বাংলা* প্রকল্পের অধীনে রাজ্য তহবিল থেকে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছে যা নীচে **সারণী 3.5**-এ বর্ণিত হয়েছে:

**সারণী 3.5: 2017-23 সময়কালে পর্যটন দপ্তর দ্বারা অংশীদারদের দেওয়া প্রশিক্ষণ**

| বছর | ট্যুরিষ্ট গাইড | | হোম স্টে প্রকল্পের সুবিধাপ্রাপক | | হোটেল মালিক | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | নথিভুক্ত | প্রশিক্ষণ পেয়েছে | নথিভুক্ত | প্রশিক্ষণ পেয়েছে | নথিভুক্ত | প্রশিক্ষণ পেয়েছে |
| 2017-23 | 3,462 | 1,684 | 2,081 | 91 | প্রযোজ্য নয় | 147 |

*(উৎস: পর্যটন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান)*

উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, মার্চ 2023 পর্যন্ত, 2,081টি হোম স্টে ইউনিট এবং 3,462টি ট্যুরিস্ট গাইডের মধ্যে 2017-23 সময়কালে কেবল 91টি হোম স্টে ইউনিটের কর্মী এবং 1,684 জন ট্যুরিস্ট গাইডকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গে পর্যটন উন্নয়নের সাথে যুক্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তির জন্য প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেনি।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির কিছু নির্ধারিত শর্তের কারণে, হোম স্টে মালিকদের কাছ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বিকল্প প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করা হচ্ছে এবং প্রশিক্ষণ শীঘ্রই শুরু হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

[85] *এই কর্মসূচির লক্ষ্য ছিল এমন ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে যাদের খুব বেশি সামর্থ্য নেই এবং যাদের কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন। এম ও টি, জি আই-এর লক্ষ্য ছিল সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পর্যটন ও আতিথেয়তা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি পর্যটন/আতিথেয়তা প্রতিষ্ঠান, রাজ্য পর্যটন উন্নয়ন নিগম এবং রাজ্য সরকার ইত্যাদিকে দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।*

[86] *পর্যটন সম্ভাবনাময় জেলাসমূহ।*

উত্তরটি যুক্তিযুক্ত ছিল না কারণ দপ্তরকে এই বাধা দূর করতে এবং দক্ষ কর্মীর ঘাটতি কমাতে অংশীদারদের প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।

***সুপারিশ 5:***

***পর্যটন দপ্তরের উচিত রাজ্যের অনাবিষ্কৃত পর্যটন সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য উন্নয়ন ও প্রচারের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা। পাশাপাশি, উপযুক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের সাথে যুক্ত দক্ষ জনশক্তির সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের জন্যও পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।***

## 3.13 নজরদারি

পর্যটন সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি মিতব্যয় ও দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য এবং প্রকল্প/ পরিকল্পনাগুলির সময়মত সমাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য, একটি কার্যকরী নজরদারি ব্যবস্থা প্রাথমিক শর্ত ছিল। জেলা পর্যায়ে, জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি (ডি টি ডি সি) পর্যটন দপ্তরের চলতে-থাকা প্রকল্পগুলি দেখাশোনা করে। অন্যদিকে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল পর্যটন কুটীরের চলতে থাকা প্রকল্পগুলি দেখাশোনা করে। দপ্তরটি চলতে থকা প্রকল্পগুলি পর্যবেক্ষণের জন্য ডি টি ডি সি-দের করা মিটিং-এর কোনও নথি সরবরাহ করতে পারেনি। নিরীক্ষা চলাকালীন, দুর্বল পর্যবেক্ষণ, অপচয়/অপ্রয়োজনীয় খরচ ইত্যাদির উদাহরণ লক্ষ্য করা গেছে, যা পরবর্তী অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে:

### 3.13.1 চুক্তির বিলম্বে বাতিলের জন্য অসম্পূর্ন কাজ

ডব্লিউ বি টি ডি সি এল কর্তৃক আগস্ট 2018-এ জারি করা কার্যাদেশ অনুসারে, 9.48 কোটি টাকা ব্যয়ে হুগলি জেলার চন্দননগরে (আলো রিসোর্ট) একটি পর্যটন রিসর্ট নির্মাণের কাজ আগস্ট 2019-এ সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল। লক্ষ্য করা গেছে যে কাজের ধীর অগ্রগতির কারণে চুক্তিটি বাতিল করা হয়েছে (ফেব্রুয়ারী 2021)।

***চিত্র 3.25: হুগলি জেলার চন্দননগর পর্যটন সম্পদের (আলো রিসর্ট)-এর কাজ শেষ না হওয়া***

*(উৎস: ছবি 14 জুলাই 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে কাজের ধীর অগ্রগতি এবং ঠিকাদারের সমাপ্তিতে বিলম্বের জন্য দায়বদ্ধতা নথিভুক্ত করা হয়নি, যা ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর পক্ষ থেকে দুর্বল তদারকি নির্দেশ করে। পরবর্তীকালে, বাকি কাজের জন্য জুলাই 2021-এ অন্য ঠিকাদারকে 6.87 কোটি টাকা ব্যয়ে কাজের আদেশ দেওয়া হয় এবং জুলাই 2022 শেষ হওয়ার তারিখ ছিল। কাজটি আজ পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর 2023) অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। ফেব্রুয়ারী 2023 পর্যন্ত, ঠিকাদার কর্তৃক মাত্র 29 শতাংশ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে (জুলাই 2023) আরও জানা যায় যে রিসর্টটি একটি নিকাশি পরিশোধন প্ল্যান্টের কাছে ছিল এবং পর্যাপ্ত পার্কিং জায়গা ছিল না যা সম্ভাব্য পর্যটকদের পর্যটন কেন্দ্র ব্যবহার থেকে বিরত রাখবে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে প্রকল্পটি সম্পন্ন হয়েছে এবং 2024-এর জুনের শেষ নাগাদ রিসর্টটি চালু করা হবে। এতে আরও বলা হয়েছে যে সম্পত্তির সংলগ্ন পার্কিং জায়গাটি আগে থেকেই পৌর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বরাদ্দ করা হয়েছিল। তবে, নির্ধারিত সমাপ্তির চার বছর পরেও রিসর্টটি ব্যবহার করা যায়নি।

### 3.13.2 জি টি এ দ্বারা তহবিলের অনায্যভাবে গচ্ছিতকরণ

পর্যটন দপ্তর (ফেব্রুয়ারী 2013) দার্জিলিংয়ের টাইগার হিলে নয়টি গর্তের একটি গল্ফ কোর্স নির্মাণের জন্য গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জি টি এ)-কে 1.05 কোটি টাকা দিয়েছে। বন দপ্তরের আপত্তির কারণে কাজটি সম্পন্ন করা যায়নি কারণ এই স্থানটি সেঞ্চল বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্যের সংরক্ষিত এলাকার অধীনে পড়ে। সুতরাং, সরকার 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে তহবিল ব্যবহার করতে পারেনি কারণ জি টি এ-এর ক্যারেন্ট অ্যাকাউন্টে 1.05 কোটি টাকা গচ্ছিত ছিল। দপ্তরটি জি টি এ-এর থেকে তহবিল ফেরত পেতে বা প্রকল্পটি সম্পন্ন করার জন্য কোনও পদক্ষেপও নেয়নি। এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তহবিল ব্যবহার না করার ফলে ক্যারেন্ট আকাউন্টে জমা তহবিলের কারণে রাজ্য 0.63 কোটি টাকার সুদ[87] থেকে বঞ্চিত হয়।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে, প্রকল্পটি ছোটখাটো পরিবর্তনের পরে সম্পন্ন হয়েছে। তবে, প্রকল্পটি 10 বছরেরও বেশি সময় পরে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, দপ্তরটি জি টি এ কর্তৃক সম্পাদিত কাজ এবং তহবিল ব্যবহারের বিশদ বিবরণ প্রদান করেনি।

### 3.13.3 পিয়ালী পর্যটন সম্পত্তিতে অপব্যয়

পিয়ালি পর্যটন কুটীর ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হত। লজের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার পিয়ালি পর্যটন কুটীরের চারপাশে এম.এস. অ্যাঙ্গেল এবং কাঁটাতার দিয়ে বেড়া নির্মাণের কাজ (ফেব্রুয়ারী 2018 এবং জুন 2018) হাতে নেয়। ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা 147.92 লক্ষ টাকা ব্যয়ে কাজটি সম্পন্ন হয়েছে (মার্চ 2019)।

***চিত্র 3.26: দক্ষিণ 24 পরগণা জেলার পিয়ালি পর্যটন কুটীরে চুরি যাওয়া সম্পদ (বেড়া দেওয়ার কাজ)***

*(উৎস: ছবি 15 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

[87] ** 6 শতাংশ করে 10 বছরের জন্য 1.05 কোটি টাকা।*

15 আগস্ট 2023-এ ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর কর্মকর্তাদের সাথে নিরীক্ষা আধিকারেকদের যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে পিয়ালি টি এল-এর চারপাশের একটি বড় অংশে বেড়ার অনুপস্থিতি এবং সমগ্র এলাকা জুড়ে এম এস অ্যাঙ্গেল সহ কাঁটাতারের অনুপস্থিতি দেখা গেছে, যা ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর পক্ষ থেকে দুর্বল পর্যবেক্ষণের ইঙ্গিত দেয়। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে নিরাপত্তা এবং ওয়ার্ড কর্মীদের অনুপস্থিতিতে, উপকরণগুলি চুরি হয়ে গেছে। সম্পন্ন কাজের বর্তমান অবস্থা নির্মিত সম্পদের দুর্বল রক্ষণাবেক্ষণের দিকে নির্দেশ করে, এইভাবে 1.48 কোটি টাকা সম্পূর্ণ নিস্ফল ব্যয় হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে কাঁটাতারের বেড়া নিরাপত্তার জন্য দেওয়া হয়েছিল। তবে, কাঁটাতারের বেড়া অনুপস্থিত থাকায় সুরক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা সম্পর্কে দপ্তর কোনও উত্তর দেয়নি।

### 3.13.4 শব্দ এবং আলোর প্রদর্শনীর জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহে অপচয়

সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যবাহী পর্যটনের প্রচারের জন্য, ব্যারাকপুরে একটি *শব্দ এবং আলোর* প্রদর্শনের[88] প্রস্তাব করা হয়েছিল। প্রদর্শনীর বিষয় ছিল 1857-এর প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ।

ডব্লিউ বি টি ডি সি এল মালঞ্চ পর্যটন কুটীরে ইউ এস আই টি টি মাইক্রো নিয়ন্ত্রিত ইন্টেলিজেন্ট লাইটিং এবং সাউন্ড শো (লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শোয়ের জন্য সরঞ্জাম) সংগ্রহের জন্য মেসার্স লাক্স এবং ডেসিবেলের সাথে চুক্তি করে (ফেব্রুয়ারি 2010)। এছাড়াও, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল (মে 2011) মেসার্স লাক্স এবং ডেসিবেলসের সাথে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পরামর্শ পরিষেবার জন্য চুক্তি করে। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা শব্দ এবং আলোর প্রদর্শনীর জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছিল (সেপ্টেম্বর 2011) 124.26 লক্ষ টাকা ব্যয়ে এবং অক্টোবর 2013 থেকে বাণিজ্যিক প্রদর্শন শুরু হয়। যদিও, শব্দ এবং আলোর প্রদর্শনী সেপ্টেম্বর 2014 পর্যন্ত চালু ছিল এবং তারপরে, প্রজেক্টরে ত্রুটির কারণে সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত অকার্যকর রয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খরচ অত্যধিক হওয়ায় প্রকল্পটি অকার্যকর হয়ে পড়েছিল। সুতরাং দপ্তরের উচিত ছিল প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা এবং বাণিজ্যিকভাবে বাস্তবোপযোগিতা মূল্যায়ন করার পরেই প্রকল্পটি গ্রহণ করা।

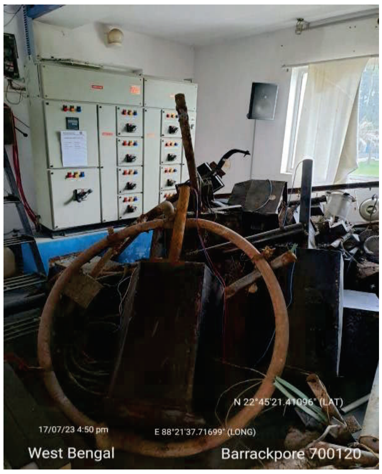


***চিত্র 3.27: উত্তর 24 পরগণা জেলার মালঞ্চ পর্যটন কুটীরে আলো ও শব্দ প্রদর্শনের জন্য সরঞ্জাম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে***

*(উৎস: ছবিটি 17 জুলাই 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

[88] *একটি ঐতিহাসিক মনুমেন্ট বা ভবনে রাতে অনুষ্ঠিত একটি বিনোদন, যাতে আলোর প্রভাব এবং রেকর্ড করা শব্দের ব্যবহার করে এর ইতিহাস বলা হয়।*

### 3.13.5 পেভার পথ নির্মাণে অপচয়

বকখালি পর্যটন কুটীর থেকে সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত একটি বিকল্প সংক্ষিপ্ত রুট প্রদানের জন্য, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল 17.90 লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বকখালি টি এল থেকে সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত পেভার পথ নির্মাণ" কাজটি গ্রহণ করে এবং কাজটি জুন 2019-এ সম্পন্ন হয়। ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনে (18 আগস্ট 2023) দেখা যায় যে রাস্তাটি অব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে এবং নীচের ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে এটি খারাপ অবস্থায় রয়েছে:

***চিত্র 3.28 : দক্ষিণ 24 পরগণা জেলার বকখালি পর্যটন কুটীর-এ খারাপভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং অব্যবহৃত পেভার পথ***

*(উৎস: ছবি 18 আগস্ট, 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল নির্মিত সম্পদ ব্যবহারের জন্য কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে দপ্তর জানায় (মে 2024) যে গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ এর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিতভাবে স্থানটি পরিষ্কার করা শুরু করেছে।

## 3.14 সরকারি পর্যটন সম্পত্তির কার্যকরী ব্যবহার

### 3.14.1 স্ব-পরিচালিত হোটেল এবং পর্যটন সম্পত্তির ব্যবহার

পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন নিগম (ডব্লিউ বি টি ডি সি এল) রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে থাকা পর্যটন সম্পত্তিগুলি তাদের সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি পরিচালকদের মাধ্যমে পরিচালনা করে। এই পর্যটন সম্পত্তিগুলির কার্যকারিতার প্রদর্শন 2017-23 সালে পর্যটকদের দ্বারা ব্যবহারের শতাংশে **সারণী 3.6**-এ দেওয়া হল।

**সারণী 3.6: স্ব-পরিচালিত হোটেল এবং পর্যটন সম্পত্তির বছরভিত্তিক ব্যবহার**

| বিবরণ | | স্ব-চালিত হোটেল/পর্যটন সম্পত্তি/ডরমিটরি সুবিধার সংখ্যা | দিন প্রতি উপলব্ধ কক্ষের সংখ্যা | ব্যবহৃত কক্ষের সংখ্যা | ব্যবহার (শতাংশে) | হোটেল/টি পি/ডরমিটরিতে ব্যবহৃত কক্ষের সংখ্যা | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 20 শতাংশের নিচে | 20 শতাংশ এবং তার বেশি কিন্তু 40 শতাংশের নিচে | 40 শতাংশ এবং তার বেশি কিন্তু 60 শতাংশের নিচে | 60 শতাংশের উপরে |
| 2017-18 | **কক্ষ** | 29 | 2,13,236 | 92,818 | 43.53 | 7 | 5 | 11 | 6 |
| | **ডরমিটরি** | 9 | 21,185 | 4,228 | 19.96 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 2018-19 | **কক্ষ** | 29 | 1,69,957 | 82,095 | 48.3 | 3 | 3 | 15 | 8 |
| | **ডরমিটরি** | 8 | 17,212 | 2,033 | 11.81 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2019-20 | **কক্ষ** | 28 | 1,30,031 | 75,887 | 58.36 | 0 | 3 | 12 | 13 |
| | **ডরমিটরি** | 9 | 17,047 | 1,980 | 11.61 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2020-21 | **কক্ষ** | 30 | 1,43,984 | 59,494 | 41.32 | 2 | 11 | 12 | 5 |
| | **ডরমিটরি** | 11 | 21,110 | 3,234 | 15.32 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-22 | **কক্ষ** | 32 | 1,86,123 | 89,601 | 48.14 | 1 | 6 | 15 | 10 |
| | **ডরমিটরি** | 14 | 37,048 | 5,163 | 13.94 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 2022-23 | **কক্ষ** | 34 | 2,20,589 | 1,15,316 | 52.28 | 1 | 8 | 14 | 11 |
| | **ডরমিটরি** | 17 | 44,059 | 6,144 | 13.94 | 13 | 3 | 1 | 0 |

*(উৎস: পর্যটন দপ্তর থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান)*

উপরে উল্লিখিত তথ্য থেকে স্পষ্ট যে, 2017-22 সময়কালে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা পরিচালিত হোটেল/টি পি গুলির ব্যবহার ছিল 41.32 থেকে 58.36 শতাংশ এবং ডরমিটরিগুলির ব্যবহার ছিল 11.61 থেকে 19.96 শতাংশ। এটি 2017-22 সালে ভারতের গড় ব্যবহারের তুলনায় কম, যা 43.50 থেকে 66.90 শতাংশের[89] মধ্যে ছিল। সুতরাং, এটি ইঙ্গিত দেয় যে পর্যটন প্রচারে প্রচেষ্টার অভাব, সংশ্লিষ্ট পর্যটন সুবিধাগুলির দুর্বল উন্নয়ন এবং তারকা বিভাগের মর্যাদা অর্জন করতে না পারায় টি পি/টি এল গুলি পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে যা **অনুচ্ছেদ 3.11** এবং **3.7.1**-এ আলোচিত হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল সম্পত্তির ব্যবহারের হার 48 শতাংশ থেকে 66 শতাংশের মধ্যে ছিল এবং এটি সর্বভারতীয় গড় ব্যবহারের হারের মধ্যে বলে মনে হয়। তবে, এই যুক্তি দপ্তরের নথি দ্বারা সমর্থিত নয় যেখানে বলা হয়েছে ব্যবহারের হার কেবল 41 থেকে 58 শতাংশের মধ্যে ছিল। এছাড়াও, দপ্তর ডরমিটরিগুলির ব্যবহারের কম হার সম্পর্কে নীরব ছিল।

## 3.14.2 পর্যটন সম্পত্তি ইজারা দেওয়া

মার্চ 2023 পর্যন্ত, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল 11টি পর্যটন কুটীর, দুটি হাউস বোট এবং একটি মোবাইল টাওয়ার বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাকে ন্যূনতম বার্ষিক গ্যারান্টি রিটার্ন (এম এ জি আর)-এর ভিত্তিতে ইজারা দিয়েছে। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে সম্পত্তি ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোম্পানির কোনও নথিভুক্ত নীতি ছিল না সেইহেতু সামঞ্জস্যের অভাব ছিল। নথি পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে যে, সেপ্টেম্বর 2023 থেকে আগস্ট 2022 পর্যন্ত, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল 14টি সম্পত্তি এক থেকে 33 বছরের জন্য ইজারা দিয়েছে, যার ইজারা ভাড়া বার্ষিক বৃদ্ধি

[89] *উৎস: এফ এইচ এও আর এ, ইণ্ডিয়া দ্বারা হোটেল ব্যবসা সমীক্ষা করা হয়েছিল*

শূন্য থেকে 20 শতাংশের মধ্যে ছিল। এছাড়াও, উপলব্ধ নথি পর্যালোচনা থেকে দেখা গেছে যে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল ইজারা/অনুমোদন চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘনের জন্য ইজারাদারদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে ইজারার মেয়াদের শর্তাবলী নির্ধারণ করেছে। তবে, এটা স্পষ্ট যে সম্পত্তি ইজারা দেওয়ার ক্ষেত্রে দপ্তরের কোনও অভিন্ন নীতি ছিল না।

নিরীক্ষা পুনঃরায় পর্যবেক্ষণ করে যে:

(i) প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর পাঁচ শতাংশ করে ভাড়া বৃদ্ধি পাবে আর ন্যূনতম বার্ষিক গ্যারেন্টেড রিটার্ন 1.01 লক্ষ টাকা এই চুক্তির ভিত্তিতে বক্রেশ্বর পর্যটন কুটীর একটি বেসরকারী সংস্থাকে 33 বছরের জন্য ইজারা দেওয়া হয়েছিল (সেপ্টেম্বর 2003)। তবে, নথি থেকে দেখা গেছে যে 2008 সাল থেকে ইজারাদারের কাছ থেকে কোনও অর্থ পাওয়া যায়নি। ইজারাদার চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলতে ব্যর্থ হলেও, প্রযোজ্য শর্তাবলী অনুসারে চুক্তি বাতিলের মতো কোনও পদক্ষেপ না নিয়েই ডব্লিউ বি টি ডি সি এল ইজারাদারকে উক্ত সম্পত্তি পরিচালনার অনুমতি দেয়। আগস্ট 2021 পর্যন্ত, ইজারা থেকে কোম্পানির মোট পাওনা ছিল 25.42 লক্ষ টাকা। পরবর্তীতে, ইজারাদারের মৃত্যুর পর, তার স্ত্রী (আগস্ট 2021) বকেয়া পরিশোধে অক্ষমতা প্রকাশ করেন এবং সম্পত্তিটি ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর কাছে হস্তান্তর করার ইচ্ছা পোষন করেন। যদিও ডব্লিউ বি টি ডি সি এল (মে 2023) সম্পত্তিটি ফিরিয়ে নিয়েছিল, তবে বকেয়া পুনঃরুদ্ধার অনিশ্চিত। সুতরাং, ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর উদ্যোগের অভাবে সরকারের 25.42 লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। দপ্তরটি জানায় (মে 2024) যে ডব্লিউ বি টি ডি সি এল বকেয়া পুনঃরুদ্ধারের প্রক্রিয়া শুরু করছে।

(ii) ডব্লিউ বি টি ডি সি এল গঙ্গাসাগর পর্যটন কুটীর পরিচালনার জন্য গঙ্গাসাগর বকখালি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (জি বি ডি এ) সাথে পাঁচ বছরের একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে (মার্চ 2015), যার জন্য ন্যূনতম বার্ষিক গ্যারেন্টেড রিটার্ন সাত লক্ষ টাকা, যা প্রতি তিন বছর পর 10 শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে। এই প্রেক্ষাপটে, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে জি বি ডি এ শুধুমাত্র মার্চ 2020 পর্যন্ত অর্থ প্রদান করেছে। চুক্তিটি মার্চ 2020-এ শেষ হয়েছে এবং মার্চ 2023 পর্যন্ত এটি পুনর্নবীকরণ করা হয়নি। তবে, এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে জি বি ডি এ এখনও ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-কে কোনও অর্থ প্রদান না করেই হোটেল পরিচালনার জন্য সম্পত্তিটি ব্যবহার করছে যার ফলে সরকারের 24.64 লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। দরপত্র চুক্তির ধারা 19 অনুসারে চুক্তিটি বাতিল করার জন্য দপ্তর কর্তৃক কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণগুলি মেনে নিয়ে দপ্তর জানায় (মে 2024) যে একটি নতুন চুক্তি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে এবং বকেয়া পরিশোধের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। উত্তরটি গ্রহণযোগ্য ছিল না ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এর পক্ষ থেকে চুক্তি বাতিল করার জন্য সময়োপযোগী পদক্ষেপ না নেওয়ার ফলে জি বি ডি এ-এর কাছ থেকে 24.64 লক্ষ টাকা বকেয়া অনাদায়ী রয়ে গেছে।

***সুপারিশসমূহ:***

***6. পর্যটন দপ্তরকে তার সম্পত্তির কার্যকরী প্রচার এবং তারকা শ্রেণীকরণের মাধ্যমে পর্যটন পরিকাঠামোর সর্বোত্তম ব্যবহার করা উচিত।***

***7. পর্যটন দপ্তরের উচিত রাজস্ব আদায় সর্বাধিক করার পাশাপাশি পর্যটন প্রচারের জন্য সম্পত্তি ইজারা দেওয়ার জন্য একটি নীতি প্রণয়ন করা।***

## 3.15 পর্যটন স্থানগুলিতে উপলব্ধ মৌলিক পরিকাঠামোর সমীক্ষা

পর্যটন নীতি 2016 অনুযায়ী, পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নে রাস্তা, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, পরিবহন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মতো মৌলিক পরিকাঠামো তৈরি করা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পানীয় জল, স্যানিটেশন এবং টয়লেট, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সি সি টি ভি, প্রবীণ নাগরিক এবং ভিন্নভাবে সক্ষম ব্যক্তির জন্য সুবিধা, বসার সুবিধা ইত্যাদির মতো ন্যূনতম মৌলিক সুবিধাগুলির প্রাপ্যতা মূল্যায়ন করার জন্য, নিরীক্ষা নির্বাচিত 29টি পর্যটন স্থানে পর্যটন সমীক্ষা পরিচালনা করে এবং তার ফলাফল নীচের **তালিকা 3.5**-এ দেখানো হয়েছে:

**তালিকা 3.5 : মৌলিক সুবিধার প্রাপ্যতা**

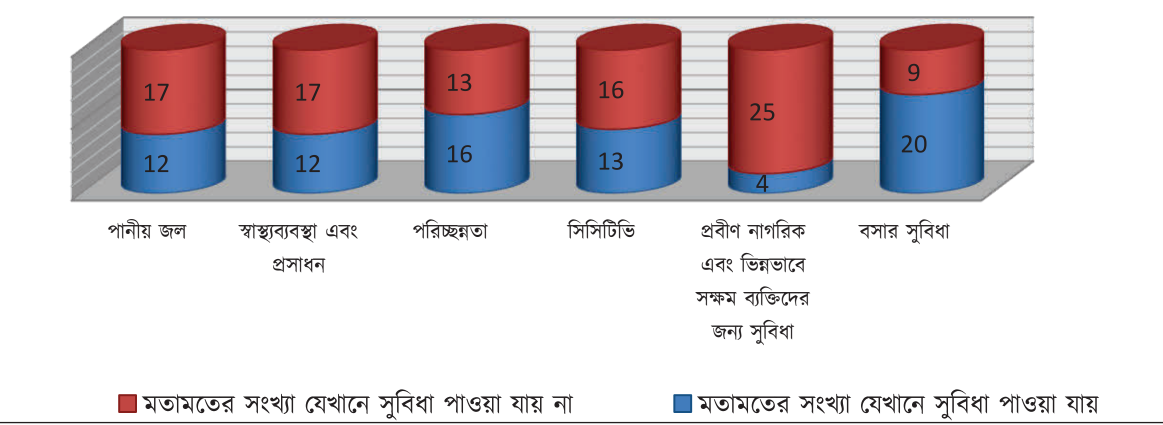


নিরীক্ষা আরও পর্যবেক্ষণ করে যে মৌলিক সুবিধাগুলি নিম্ন মানের ছিল যা নিম্নে চিত্রিত করা হয়েছে:

### ডুয়ার্স সার্কিট

**গরুমারা ফরেস্ট (বন্যপ্রাণী পর্যটন):** গরুমারা ফরেস্টের মধ্য দিয়ে এন এইচ31, 12 কিলোমিটার প্রসারিত হয়েছে। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে এই এলাকার টয়লেট ব্লকগুলি অপর্যাপ্ত এবং অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় ছিল।

*চিত্র 3.29 : জলপাইগুড়ির গরুমারা ফরেস্টে শৌচালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা*

*(উৎস: ছবিটি 10 আগস্ট 2023-এ জলপাইগুড়ি পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)*

**জলপাইগুড়ির চালসাতে চালসা ভিউ পয়েন্ট:** এই পয়েন্টটি 300 মিটারেরও বেশি উচ্চতা থেকে প্রশান্তিদায়ক দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত। জায়গাটি খারাপভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল এবং ঝোপঝাড়ে আচ্ছন্ন ছিল। গাজেবো ও বসার ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় ছিল।

*চিত্র 3.30: জলপাইগুড়ির চালসাতে পর্যটন সুবিধাগুলি খারাপভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে*

*(উৎস: ছবিটি 10 আগস্ট 2023-এ জলপাইগুড়ি পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)*

## সুন্দরবন সার্কিট

**বকখালি:** সমুদ্র সৈকতের জন্য বিখ্যাত এই স্থানের রক্ষণাবেক্ষণ খুব খারাপ ছিল। সমুদ্র সৈকতের সামনে আবর্জনা ফেলা হয়েছিল এবং টয়লেট ব্লকগুলিও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় ছিল।

*চিত্র 3.31: দক্ষিণ 24 পরগণা জেলার বকখালিতে পর্যটন সুবিধা খারাপভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে*

*(উৎস: ছবিটি 18 আগস্ট 2023-এ জলপাইগুড়ি পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)*

পর্যটন স্থানগুলিতে অপর্যাপ্ত এবং ঘাটতিপূর্ণ মৌলিক সুবিধাগুলি পর্যটকদের আগ্রহী করতে এবং একটি নির্দিষ্ট পর্যটন স্থানের ইতিবাচক ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য পর্যটন স্থানগুলিতে মানসম্পন্ন পরিষেবার বিকাশের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে দপ্তর জানায় (মে 2024) যে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, স্থানীয় সংস্থা এবং অন্যান্য পর্যটন অংশীদারদের পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে এবং এর আশেপাশের মৌলিক সুযোগ-সুবিধাগুলির রক্ষণাবেক্ষণের এবং সুবিধা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

***সুপারিশ 8:***

***পর্যটন দপ্তরকে সমস্ত অংশীদারকে জড়িত করে পর্যটন স্থানগুলিতে মৌলিক সুবিধাগুলি উন্নত করে তা বহাল রাখতে হবে যাতে রাজ্যে পর্যটক সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।***

## 3.16 হোমস্টে প্রকল্প

হোমস্টে হল পর্যটনের একটি ধারণা যেখানে পর্যটক স্থানীয়দের বাড়িতে থাকেন, স্থানীয় সংস্কৃতি, খাবার এবং আতিথেয়তা উপভোগ করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিজ্ঞাপিত (জানুয়ারি 2017) হোমস্টে নীতি যা রাজ্যে হোমস্টের মালিকানা, পরিসর, আকার, নিবন্ধন, প্রচার এবং সংরক্ষণ সংক্রান্ত ব্যাপক নির্দেশিকা প্রদান করে। নীতিটি মার্চ 2022 পর্যন্ত বৈধ ছিল এবং পরে হোমস্টে নীতি, 2022 দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয়েছিল।

হোমস্টে নীতি, 2017 (নীতি) অনুসারে, হোমস্টের মালিকদের সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকের কাছে নিবন্ধন করতে হবে যা তিন বছরের জন্য বৈধ হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার 1.50 লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে যা তিনটি সমান কিস্তিতে প্রদেয়। প্রথম কিস্তি যোগ্য হোমস্টে ইউনিটকে নিবন্ধনের পর, দ্বিতীয় কিস্তি মৌলিক নির্মাণ/উন্নয়ন সম্পন্ন করার পর এবং তৃতীয় কিস্তি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা কার্যস্থল পরিদর্শনের পর প্রদান করা হবে। তবে, সেপ্টেম্বর 2022-এ সংশোধিত নীতি অনুসারে, এই পরিমাণ হোম স্টে মালিকদের শুধুমাত্র দুটি কিস্তিতে বিতরণ করার কথা ছিল। 2017 থেকে 2023 পর্যন্ত সরকার কর্তৃক নিবন্ধিত হোমস্টে এবং বন্টণ করা ভর্তুকি (মার্চ 2023 অনুযায়ী)-এর বিবরণ নীচের **সারণী 3.7**-এ দেখানো হল:

**সারণী 3.7: সুবিধাপ্রাপকদের সংখ্যা যারা আর্থিক সহায়তা পেয়েছে এবং তহবিল বন্টণ করা হয়েছে**

| নিবন্ধিত হোমস্টের সংখ্যা | সুবিধাপ্রাপকদের সংখ্যা যারা আর্থিক সহায়তা পেয়েছে | | | তহবিল বন্টণ |
|---|---|---|---|---|
| | প্রথম কিস্তি | দ্বিতীয় কিস্তি | তৃতীয় কিস্তি | কোটি টাকায় |
| 2,081 | 1,204 | 440 | 04 | 8.24 |

*(উৎস: পর্যটন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা পেশ করা তথ্য)*

হোম স্টে নীতি 2017 অনুসারে, নিবন্ধিত হোম স্টে মালিকদের কিছু মানসম্মত সুবিধা বজায়[90] রাখতে হত। নিরীক্ষা পর্যটন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে 11টি জেলায় 139টি নিবন্ধিত হোম স্টে যৌথভাবে পরিদর্শন করেছিল। 139টি নিবন্ধিত হোম স্টে-র মধ্যে 28টি হয় অনিচ্ছাকৃত উদ্দেশ্যে[91] ব্যবহৃত হয়েছে অথবা অকার্যকর অবস্থায় পাওয়া গেছে। বাকি 111টি হোম স্টে যৌথভাবে পরিদর্শনের ফলাফল নীচে **তালিকা 3.6**-এ দেখানো হয়েছে।

**তালিকা 3.6: মৌলিক সুবিধা উপলব্ধ ছিল না (সংখ্যায়)**

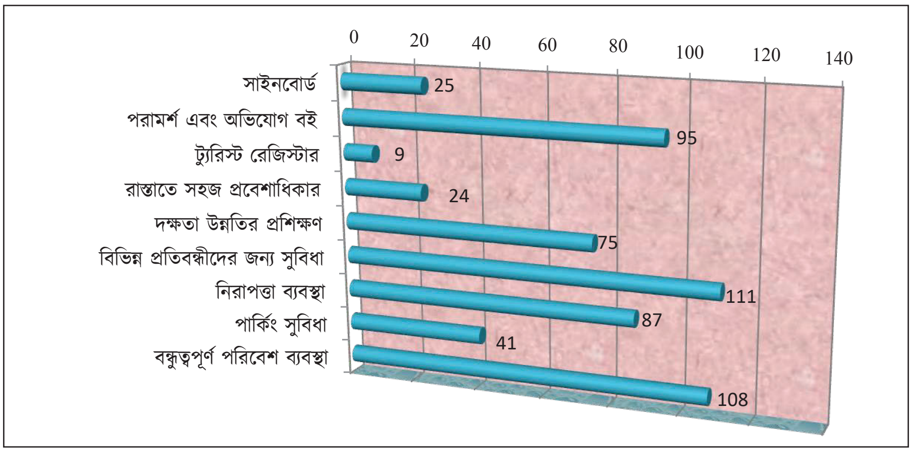


---

[90] *প্রতিটি হোমস্টের জন্য সাইন বোর্ড, পরামর্শ এবং অভিযোগ বই, পর্যটক নিবন্ধন বই, যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা (সি সি টি ভি), পার্কিং সুবিধা, পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থা (সৌর লাইট, এস টি পি, বৃষ্টির জল সংগ্রহের ব্যবস্থা) ইত্যাদি বজায় রাখতে হবে।*

[91] *সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, রেস্তোরাঁ ইত্যাদির জন্য হোম স্টে ব্যবহার করা হচ্ছে।*

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের বিষয়টি খতিয়ে দেখার এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়াও, দপ্তর তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সমস্ত নিবন্ধিত হোম স্টে পরিদর্শনের উদ্যোগ নিয়েছে।

### 3.16.1 অভিপ্রেত উদ্দেশ্যে হোমস্টে ব্যবহার না করা

হোম স্টে নীতি-2017 অনুসারে, হোমস্টে হল হোটেল আবাসনের বিকল্প যেখানে পর্যটক হোমস্টে মালিকের পরিবারের সদস্যের সাথে থাকে যাতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ঘটতে পারে।

যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে, জনৈক নিবন্ধিত ইউনিট হোমস্টে নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ধরনের বিচ্যুতির উদাহরণ নীচে দেওয়া হল:

- মুর্শিদাবাদ জেলার একটি হোমস্টে নতুন নীতি-2022-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়েছে (সেপ্টেম্বর 2022) এবং এই প্রকল্পের অধীনে নিবন্ধিত হওয়ার পর 0.50 লক্ষ টাকার প্রথম কিস্তি পেয়েছে (ডিসেম্বর 2022)। যদিও, যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় আগস্ট 2023-এ দেখা গেছে যে, এই হোমস্টে লজ এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে।

*চিত্র 3.32: মুর্শিদাবাদ জেলার হোমস্টে*

*(উৎস: ছবি 3 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

- বাঁকুড়া জেলায় আরেকটি হোমস্টে নিবন্ধিত হয়েছিল (আগস্ট 2022) এবং এই প্রকল্পের অধীনে নিবন্ধিত হওয়ার পর 0.50 লক্ষ টাকার প্রথম কিস্তি পেয়েছে ডিসেম্বর 2022-এ প্রথম কিস্তি পেয়েছিল কিন্তু যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (আগস্ট 2023)-এ দেখা গেছে যে, এটিও লজ এবং রেস্তোরাঁ হিসাবে পরিচালিত হচ্ছে।

*চিত্র 3.33: বাঁকুড়া জেলার হোমস্টে*

*(উৎস: ছবি 30 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নেওয়া হয়েছিল)*

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের বিষয়টি খতিয়ে দেখার এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

### 3.16.2 অব্যবহৃত হোমস্টে

হোম স্টে নীতি 2017 অনুসারে, হোম স্টে নীতির পরিশিষ্ট-বি[92] অনুসারে, হোম স্টে প্রকল্পের অধীনে নিবন্ধনের যোগ্যতা অর্জনের জন্য, পর্যটন দপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিদর্শনের সময় মালিকদের কমপক্ষে 50 শতাংশ নম্বর অর্জন করতে হবে। এই পরিশিষ্ট অনুসারে, 50 শতাংশ নম্বর অর্জনের জন্য, হোম স্টে গুলির পরিকাঠামোগত কাজ সম্পন্ন হতে হবে এবং ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত অবস্থায় থাকতে হবে।

i) তবে, যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (14 এবং 16 আগষ্ট 2023) দেখা গেছে যে, দুটি হোমস্টে ইউনিট যেগুলি নিবন্ধিত হয়েছিল এবং প্রকল্পের অধীনে দুটি কিস্তিতে (জুলাই 2020 এবং জুন 2022 সময়কালে) মোট 2 লক্ষ টাকা পেলেও কাজ সম্পূর্ণ হয়নি এবং ফলস্বরূপ নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়নি যা নীচে দেখানো হল:

*চিত্র 3.34: দক্ষিণ 24 পরগণা জেলায় নির্মাণাধীন হোমস্টে ইউনিট*

*(উৎস: ছবি 14 এবং 16 আগস্ট 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় তোলা হয়েছিল)*

সুতরাং, অসম্পূর্ণ হোম স্টে-তে অর্থ প্রদান পর্যটন দপ্তরের ত্রুটিপূর্ণ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত দেয়।

হুগলি জেলার মা দুর্গা হোম স্টে পর্যটন দপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত হয়েছিল (সেপ্টেম্বর 2022) এবং তারপরে, এটি (নভেম্বর 2022) এই প্রকল্পের অধীনে 0.50 লক্ষ টাকা কিস্তি পেয়েছিল। তবে, মালিক পরবর্তীতে হোম স্টে পরিচালনা করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। তিনি ও সি, ট্যুরিজম, হুগলির কাছে একই কথা জানিয়ে একটি আবেদন পাঠান (এপ্রিল 2023)। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে হোম স্টে মালিক কর্তৃক নিবন্ধন বাতিলের ক্ষেত্রে প্রদান করা তহবিল পুনরুদ্ধারের জন্য হোম স্টে নীতি-2022-তে কোনও বিধান ছিল না। সুতরাং, অনিচ্ছুক হোম স্টে মালিককে 0.50 লক্ষ টাকা প্রদানের ফলে অপব্যয় হয়েছে।

[92] *হোম স্টে নীতির পরিশিষ্ট-বি-এ হোম স্টে-র জন্য প্রয়োজনীয় পর্যটন সুযোগ-সুবিধার মান তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।*

ii) **নিবন্ধন শংসাপত্র নবীকরণ না করা:** হোমস্টে নীতি অনুযায়ী, নিবন্ধন খরচ প্রদানের পর নিবন্ধন শংসাপত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে তিন বছরের জন্য হোমস্টের নিবন্ধন বৈধ। উক্ত শংসাপত্রটি মেয়াদ শেষ হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে নবীকরণ করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে নির্বাচিত 139টির মধ্যে 30টি হোমস্টে ইউনিটের নিবন্ধন, নির্ধারিত সময়সীমার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও (এক মাস থেকে দুই মাস) পুনর্নবীকরণ করা হয়নি, যদিও হোমস্টেগুলি চালু রয়েছে। দপ্তর খেলাপি মালিকদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি যা পর্যটন দপ্তর এবং ও সি, ট্যুরিজমের পক্ষ থেকে দুর্বল নজরদারির ইঙ্গিত দেয়।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের বিষয়টি খতিয়ে দেখার এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়াও, দপ্তর তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সমস্ত নিবন্ধিত হোম স্টে পরিদর্শনের উদ্যোগ নিয়েছে।

***সুপারিশ 9:***

***পর্যটন দপ্তরের উচিত তাদের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা ব্যবস্থা জোরদার করা যাতে নিশ্চিত করা যায় যে হোম স্টে নীতি অনুসারে প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার পরেই ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে।***

## 3.17 পর্যটন ইউনিটগুলিকে উৎসাহবর্ধক ভাতা

পশ্চিমবঙ্গ উৎসাহবর্ধক ভাতা প্রকল্প-2008 (ডব্লিউ বি আই এস) রাজ্য সরকার দ্বারা চালু করা হয়েছিল এর উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের ক্রমবর্ধমান পর্যটন শিল্পে সহায়তা প্রদান করা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। উৎসাহবর্ধক ভাতা পাওয়ার পদক্ষেপগুলি হল (ক) পর্যটন দপ্তর দ্বারা নিবন্ধন শংসাপত্র প্রদান করা (খ) শুরুর তারিখের শংসাপত্র প্রদান করা (গ) যোগ্যতা শংসাপত্র প্রদান করা এবং (ঘ) প্রতিটি ক্ষেত্রে উৎসাহবর্ধক ভাতা দেওয়ার আগে অর্থ দপ্তরের অনুমোদন নেওয়া। পরবর্তীতে 2015 এবং 2021-তে এই প্রকল্পটি সংশোধন করা হয় এবং ডব্লিউ বি আই এস-2015 (জানুয়ারি 2015) এবং ডব্লিউ বি আই এস-2021 (ফেব্রুয়ারি 2021) নামকরণ করা হয়।

ডব্লিউ বি আই এস-এর অধীনে সংজ্ঞায়িত পর্যটন ইউনিটের[93] সংজ্ঞার আওতায় আসা যেকোনো আগ্রহী আবেদনকারীকে ভর্তুকি *((ক) রাজ্য মূলধন বিনিয়োগ ভর্তুকি, (খ) সুদ ভর্তুকি, (গ) বিদ্যুৎ শুল্ক ছাড়, (ঘ) কর্মসংস্থানের জন্য অতিরিক্ত উৎসাহবর্ধক ভাতা (ই পি এফ এবং ই এস আই), (ঙ) অ্যাডভেঞ্চার ট্যুর অপারেটরের জন্য অতিরিক্ত উৎসাহবর্ধক ভাতা, (চ) স্ট্যাম্প শুল্ক এবং নিবন্ধন ফি পরিশোধ, (ছ) মান উন্নয়নের জন্য ভর্তুকি, (জ) অতিরিক্ত ফ্লোর এরিয়া অনুপাত (এফ এ আর) এবং (ঝ) পর্যটন প্রচার সহায়তা)* পেতে পর্যটন দপ্তরে আবেদন জমা দিতে হবে। ডব্লিউ বি আই এস-2008, 2015 এবং 2021-এর অধীনে প্রদত্ত উৎসাহবর্ধক ভাতা সুবিধার সাথে নিবন্ধিত পর্যটন ইউনিটগুলির বিবরণ **সারণী 3.8**-এ দেখানো হয়েছে:

**সারণী 3.8: পর্যটন ইউনিটগুলিতে প্রকল্প অনুসারে উৎসাহবর্ধক ভাতা দেওয়া হয়েছে**

| বিষয় | নিবন্ধিত পর্যটন ইউনিট | পর্যটন ইউনিট যাদের উৎসাহবর্ধক ভাতা দেওয়া হয়েছে | বিতরণ করা অর্থের পরিমাণ কোটিতে |
|---|---|---|---|
| ডব্লিউ বি আই এস 2008 | 59 | 21 | 43.59 |
| ডব্লিউ বি আই এস 2015 | 30 | 7 | 13.81 |
| ডব্লিউ বি আই এস 2021 | 15 | শূন্য | - |

*(উৎস: পর্যটন দপ্তর এবং ডব্লিউ বি টি ডি সি এল-এ নথিভুক্ত করা তথ্যের সংকলন)*

[93] *হোটেল, মোটেল, ঐতিহ্যবাহী হোটেল, যাত্রী নিবাস ইত্যাদি পর্যটন কার্যকলাপ সম্পর্কিত একটি প্রকল্পকে বোঝায়।*

উপরের সারণীতে দেখা যায় যে, ডব্লিউ বি আই এস 2008 সালের অধীনে নিবন্ধিত পর্যটন ইউনিটের তুলনায় ডব্লিউ বি আই এস 2015 এবং ডব্লিউ বি আই এস 2021 সালের অধীনে পর্যটন ইউনিটের নিবন্ধন যথাক্রমে 50 শতাংশ এবং 75 শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

এটি লক্ষ্য করা গেছে যে পর্যটন নীতি 2016 অনুসারে আন্তঃ-দপ্তরীয় সচিব কমিটি গঠনের উপর জোর দিয়েছে যাতে ব্যবসার সহজতা এবং প্রকল্পে ভর্তুকি প্রদানের জন্য একক উইন্ডো সিস্টেমের মাধ্যমে দ্রুত অনুমতি এবং ছাড়পত্র প্রদান নিশ্চিত করা যায়। যাইহোক, ডব্লিউ বি টি পি-2016-এর বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ছয় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এপ্রিল 2022-এ এই ধরনের আন্তঃদপ্তরীয় টাস্কফোর্স প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ জাতীয় কমিটি গঠনে বিলম্বের কারণ নথিতে পাওয়া যায়নি। এছাড়াও, হোটেল মালিকদের মধ্যে সচেতনতার অভাব ডব্লিউ বি আই এস-এর অধীনে নিবন্ধনকেও প্রভাবিত করেছে।

ডব্লিউ বি আই এস-তে ভর্তুকি প্রদানের কোনও সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। নিবন্ধনের পর, পর্যটন ইউনিটগুলিকে তাদের বাস্তবিক পরিকাঠামো সম্পন্ন করতে হবে এবং কার্যক্রম শুরু করার জন্য আবেদন করতে হবে। পর্যটন ইউনিটগুলিকে কার্যক্রম শুরু করার শংসাপত্র জারি করার পরে, ভর্তুকির পরিমাণ প্রকাশ করা হবে। কার্যক্রম শুরুতে বিলম্ব পর্যবেক্ষণ এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দপ্তর কোনও নথি সংরক্ষণ করেনি।

এছাড়াও, নির্বাচিত সুবিধাপ্রপকদের নথির পর্যালোচনায় নিম্নলিখিতগুলি দেখা গেছে:

### 3.17.1 4.35 কোটি টাকার অননুমোদনীয় অর্থপ্রদান

ডব্লিউ বি আই এস-2008-এ বলা হয়েছিল যে মেগা ইউনিটগুলিকে[94] সুদের ভর্তুকির[95] পরিবর্তে পর্যটন প্রচার সহায়তা প্রদান করা হবে। এছাড়াও, সুদের ভর্তুকির সর্বোচ্চ সীমা পাঁচ বছরের জন্য বার্ষিক 25 লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তাই একটি ইউনিট সর্বোচ্চ 125 লক্ষ টাকা (25 লক্ষ টাকা X 5 বছর) পর্যন্ত দাবি করতে পারে।

সুইসটেল কলকাতা নিওটিয়া ভিস্তা (পর্যটন ইউনিট) ডব্লিউ বি আই এস 2008 এর অধীনে পর্যটন দপ্তর কর্তৃক একটি নতুন ইউনিট হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল (জুন 2009) এবং এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করে জুলাই 2010-তে। ডব্লিউ বি টি ডি সি এল কর্তৃক এই পর্যটন ইউনিটকে যোগ্যতার শংসাপত্র অক্টোবর 2015-এ জারি করা হয়েছিল।

সুইসটেল গ্রুপ 'বি' এলাকায়[96] অবস্থিত ডব্লিউ বি টি ডি সি এল দ্বারা মেগা ইউনিট হিসেবে নিবন্ধিত ছিল এবং ডব্লিউ বি আই এস-2008 এর অধীনে সুদের ভর্তুকির পরিবর্তে, যে বছরের জন্য দাবি করা হয়েছিল তার আগের বছরে প্রদত্ত ভ্যাটের 75 শতাংশ হারে পর্যটন প্রচার সহায়তা পাওয়ার যোগ্য ছিল। যেহেতু সুদের ভর্তুকির পরিবর্তে পর্যটন প্রচার সহায়তা (ভ্যাট পরিশোধ) প্রদান করতে হত, তাই একটি যোগ্য ইউনিট ভ্যাট পরিশোধের জন্য পাঁচ বছরের জন্য 125 লক্ষ টাকা পর্যন্ত দাবি করতে পারত।

যাইহোক, বর্তমান ক্ষেত্রে পর্যটন দপ্তর টি ইউ-এর কাছে ভর্তুকি হিসাবে 5.60 কোটি টাকার দাবি ছেড়ে দেওয়ার ফলে 4.35 কোটি টাকা অননুমোদনীয় অর্থ প্রদান করেছে।

---

[94] *ডব্লিউ বি আই এস 2015 অনুসারে, মেগা ইউনিট বলতে এমন একটি যোগ্য ইউনিটকে বোঝায় যার স্থায়ী মূলধন বিনিয়োগ গ্রুপ এ এবং গ্রুপ বি এলাকার অধীনে 100 কোটি টাকা এবং তার বেশি, গ্রুপ সি এবং ডি এলাকার জন্য 50 কোটি টাকা এবং বিশেষ এলাকার জন্য 25 কোটি টাকা এবং তার বেশি।*

[95] *বাণিজ্যিক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেওয়া মেয়াদী ঋণের উপর প্রদেয় মোট বার্ষিক সুদের 50 শতাংশ হারে সুদের ভর্তুকি দিতে হবে, যা পাঁচ বছরের বেশি সময়ের জন্য প্রতি বছর 25 লক্ষ টাকার সীমার মধ্যে।*

[96] *গ্রুপ বি হল পর্যটন ইউনিটের সাথে সম্পর্কিত প্রকল্পের অবস্থান যা প্রকল্পের ধরণ এবং উৎসাহবর্ধক ভাতার পরিমাণ নির্ধারণের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে। গ্রুপ বি অঞ্চলগুলি হল উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি, দুর্গাপুর এবং আসানসোল পৌর নিগম।*

উত্তরে, দপ্তর জানায় (মে 2024) যে ডব্লিউ বি আই এস-তে সহায়তার কোনও ঊর্ধ্বসীমা না থাকায় ভর্তুকিটি ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। উত্তরটি গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ সুদ ভর্তুকির পরিবর্তে পর্যটন প্রচার সহায়তা দেওয়া হয়েছিল এবং ভর্তুকির পরিমাণ পাঁচ বছরের জন্য বার্ষিক 25 লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

### 3.17.2 হোটেল মালিকদেরকে অযাচিত পক্ষপাত

ডব্লিউ বি আই এস-2015 এর ধারা 4 অনুসারে, 07 জানুয়ারী 2015 তারিখে এবং তারপর থেকে শুরু হওয়া প্রকল্পগুলি ডব্লিউ বি আই এস-2015 এর অধীনে উৎসাহবর্ধক ভাতার জন্য যোগ্য হবে। পূর্ববর্তী স্কিমগুলির অধীনে নিবন্ধিত এবং উৎসাহবর্ধক ভাতা মঞ্জুর করা প্রকল্পগুলির জন্য এই স্কিমটি প্রযোজ্য নয়। এছাড়াও, একটি ইউনিট যা 2015 স্কিম শুরু হওয়ার আগে ডব্লিউ বি আই এস 2008 স্কিমের অধীনে নিবন্ধনের জন্য আবেদন করেছিল এবং যার আবেদন 2015 স্কিমের শুরু হওয়ার আগে নিষ্পত্তি করা হয়নি বা নিষ্পত্তি করা হবে বলে মনে করা হয় তাহলে ঐ ইউনিটটি শুধুমাত্র ডব্লিউ বি আই এস 2008-এর অধীনে সমস্ত সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে একজন হোটেল মালিকের ক্ষেত্রে (পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার আকাশ সরোবর হোটেল) ডব্লিউ বি আই এস 2008 স্কিমের অধীনে তার মূল এবং পরিবর্তিত অংশ উভয়ের জন্য নিবন্ধন শংসাপত্র (আর সি) জারি করা হয়েছিল (অক্টোবর 2012 এবং জুন 2013 সংশোধিত তারিখ আগস্ট 2014 সহ) এবং এর বাণিজ্যিক কার্যক্রম অক্টোবর 2013 থেকে শুরু হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে। তারপরে যোগ্যতার শংসাপত্র[97] (ই সি) জারি করা হয়েছিল (ডিসেম্বর 2013 যা সেপ্টম্বর 2014-এ পুনঃরায় জারি করা হয়েছিল) এবং হোটেল মালিককে তার আসল এবং পরিবর্তিত অংশ উভয়ের জন্যই 149.38 লক্ষ টাকা উৎসাহবর্ধক ভাতা দেওয়া হয়েছিল (ডিসেম্বর 2015)। পরে পর্যটন দপ্তর পর্যবেক্ষণ করেছে যে মূল এবং পরিবর্তিত অংশ উভয়ই একই এবং একক ইউনিট ছিল। আইনি সেল পরামর্শ দিয়েছে (ফেব্রুয়ারি 2020) আর সি এবং ই সি বাতিল করতে এবং সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থাৎ 149.38 লক্ষ টাকার পুনরুদ্ধারের জন্য।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে (মার্চ 2020) যে পুরাতন আর সি এবং ই সি বাতিল করার পর, হোটেল মালিককে (নভেম্বর 2020 সালে) ডব্লিউ বি আই এস-2015 এর অধীনে নতুন আর সি এবং ই সি জারি করা হয়েছিল, যেখানে বাণিজ্যিক কার্যক্রমের নতুন তারিখ ফেব্রুয়ারী 2016 (আগে এটি অক্টোবর 2013 ছিল) দেখানো হয়েছিল কারণ সম্প্রসারণ ইউনিটটি অক্টোবর 2013-এ কেবল আংশিক কার্যক্রম শুরু করেছিল। তবে, উৎসাহবর্ধক ভাতা প্রকল্পে আংশিক কার্যক্রম শুরুর এমন কোনও ধারা ছিল না। এছাড়াও, পুনরুদ্ধার ছাড়াই, হোটেল মালিককে পূর্বে (ডব্লিউ বি আই এস 2008 এর অধীনে) প্রদত্ত সম্পূর্ণ অর্থ অগ্রিম অর্থপ্রদান হিসাবে দেখানো হয়েছিল এবং ডব্লিউ বি আই এস-2015 এর অধীনে প্রদত্ত অর্থপ্রদানের (জানুয়ারী 2022) সাথে সমন্বয় করা হয়েছিল, যদিও 2008 এবং 2015 এর কোনও ডব্লিউ বি আই এস নীতিতে অগ্রিম অর্থপ্রদানের কোনও বিধান ছিল না। এটিও দেখা গেছে যে 149.38 লক্ষ টাকা হোটেল মালিকের কাছে প্রায় 72 মাস (ডিসেম্বর 2015 থেকে জানুয়ারী 2022) ধরে আটকে ছিল যার ফলে ডব্লিউ বি আই এস (ফর্ম 2) অনুসারে সুদ বাবদ 53.78 লক্ষ টাকা (বার্ষিক 6 শতাংশ হারে) ক্ষতি হয়েছিল।

---

[97] *এই প্রকল্পের অধীনে সহায়তা প্রদানের জন্য পর্যটন ইউনিটগুলিকে যোগ্যতার শংসাপত্র জারি করা হয়।*

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ মেনে নিয়ে দপ্তর (মে 2024) জানায় যে সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ ডব্লিউ বি আই এস-2015 অনুসারে পরিশোধযোগ্য মোট ভর্তুকি থেকে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। তবে, ডব্লিউ বি আই এস-2008 এর অধীনে আংশিকভাবে কার্যক্রম শুরু করার জন্য ভর্তুকি প্রদানের বিষয়ে দপ্তর নীরব ছিল, কারণ ডব্লিউ বি আই এস -2008 এ এমন কোনও প্রযোজ্য বিধান ছিল না।

### 3.17.3 কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ভর্তুকি দাবি না করা

ডব্লিউ বি আই এস (2008, 2015 এবং 2021) কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য অতিরিক্ত উৎসাহবর্ধক ভাতা প্রদানের মাধ্যমে টি ইউ-গুলিকে ভর্তুকি পেতে উৎসাহিত করেছিল। এই প্রকল্পের অধীনে, কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল (ই পি এফ) এবং কর্মচারী রাজ্য বীমা (ই এস আই)-এর জন্য টি ইউ-দের দ্বারা ব্যয়ের 60 শতাংশ পরিশোধ[98] করা হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে নির্বাচিত 15টি টি ইউ-র মধ্যে মাত্র দুটি টি ইউ এই সুবিধা দাবি করেছে, যেখানে অন্যরা এই সুবিধা পাওয়ার যোগ্য ছিল কিন্তু দাবি করেনি। সুতরাং, কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য হোটেল মালিকদের উৎসাহবর্ধক ভাতা প্রদানের উদ্দেশ্য নিশ্চিত করা যায়নি কারণ স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগের জন্য হোটেল মালিকদের উৎসাহিত করতে পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগের অভাবে হোটেল মালিকদের থেকে ভর্তুকি দাবি অতিসামান্য ছিল।

দপ্তর উৎসাহবর্ধক ভাতা প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত নিরীক্ষা পর্যবক্ষণ মেনে নিয়েছে (অক্টোবর 2023)।

***সুপারিশ 10:***

***কর্মসংস্থান তৈরি করতে উৎসাহবর্ধক ভাতা পাওয়ার জন্য হোটেল মালিকদের স্থায়ী কর্মচারীদের নিয়োগ করতে দপ্তরের উৎসাহিত করা উচিত।***

[98] *যদি টি ইউ গুলি গ্রুপ এ বা বি এলাকায় পাঁচ বছরের এবং গ্রুপ সি বা ডি এলাকায় সাত বছরের জন্য অবস্থিত হয়।*

# চতুর্থ অধ্যায়

## মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

# চতুর্থ অধ্যায়

## মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষার স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণ

## অর্থ দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তর

### 4.1 রাজস্ব ক্ষতি

**দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু করতে অযথা বিলম্ব এবং প্রতিযোগিতামূলক হার গ্রহণ না করার মত হঠকারী সিদ্ধান্তের ফলে অজয় নদীর উপর সেতুতে টোল আদায় করা যায়নি, যার ফলে 6.36 কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।**

ইন্ডিয়ান টোল অ্যাক্ট, 1851 অনুসারে রাজ্য সরকার তার এখতিয়ারের অধীনে রাস্তা এবং সেতুতে চলাচলকারী যানবাহনের উপর যা উপযুক্ত মনে করবে, সেই হারে টোল ধার্য করতে পারে।

*"বীরভূম জেলার ইলামবাজারে অজয় নদীর উপর অজয় সেতুতে টোল ট্যাক্স সংগ্রহ"*-এর জন্য অধীক্ষক বাস্তুকার (এস ই), পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি)[99] দ্বারা দরপত্র বিজ্ঞাপিত হয়েছিল (সেপ্টেম্বর 2019)। দরদাতা[100] দ্বারা প্রদান করা সর্বোচ্চ দর (প্রতিদিন 3,85,385 টাকা) ন্যূনতম ধার্য্য মূল্য (প্রতিদিন 3,96,444 টাকা) থেকে কম হওয়ার কারণে বিষয়টি অর্থ দপ্তর (এফ ডি), পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জি ও ডব্লিউ বি) অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছিল। অর্থ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পূর্বোক্ত দরপত্র মূল্য গ্রহণের জন্য একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে এই শর্তগুলির সাথে সম্মতি প্রদান করেছে (নভেম্বর 2019) যে: (i) বিবেচনাধীন সময়কাল "দুই বছর" থেকে কমিয়ে "এক বছর" করা যেতে পারে" এবং (ii) যোগ্যতার মানদণ্ড এবং ন্যূনতম ধার্য্য মূল্য (যদি প্রয়োজন হয়) পর্যালোচনা করার পরে, এক বছরের সময়সীমা অতিক্রান্ত হলে আরও ভাল অংশগ্রহণ এবং উচ্চ হার পেতে নতুন দরপত্র আহ্বান করা যেতে পারে। কাজটি সফল দরদাতাকে প্রদান করা হয় (04 ডিসেম্বর 2019) এবং কর্মস্থলটি ঠিকাদারকে হস্তান্তর করা হয়েছিল (07 ডিসেম্বর 2019)।

পূর্ত দপ্তর দর অনুমোদন করার সময়, স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিল (03 ডিসেম্বর 2019) যে, পরবর্তী কাজের জন্য, সমস্ত ক্রিয়াকলাপ (ন্যূনতম ধার্য্য মূল্য পর্যালোচনা এবং নতুন দরপত্র আমন্ত্রণ) বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে (অর্থাৎ, 06 ডিসেম্বর 2020) সম্পূর্ণ করতে হবে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে (ডিসেম্বর 2022) যে, ঠিকাদারের সাথে এক বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে 06 ডিসেম্বর 2020 তারিখে। তবে, চুক্তির সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য পূর্ত দপ্তর দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট শর্ত লঙ্ঘন করে, এস ই, পশ্চিম মণ্ডল-I দ্বারা দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু করা হয়নি। পরিবর্তে, নির্বাহী বাস্তুকার, পূর্ত দপ্তর বীরভূম বিভাগ দ্বারা বিদ্যমান ঠিকাদারকে পুরোনো হারে 21 জুন 2021 পর্যন্ত টোল আদায় করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

পরবর্তীকালে, যানবাহনের তীব্র হ্রাস-র কথা উল্লেখ করে বিদ্যমান ঠিকাদার 21 জুন 2021 থেকে টোল আদায় বন্ধ করার পর পশ্চিম মণ্ডল-I-এর এস ই দ্বারা ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানানো হয় (25 জুন 2021)। ই-টেন্ডারের জবাবে, দরদাতা দ্বারা প্রতিদিনের সর্বোচ্চ দর

---

[99] *পশ্চিম মণ্ডল নং-1 (ক্রমিক সংখ্যা-1) দ্রষ্টব্য ই-এন আই বি সংখ্যা ডব্লিউ বি পি ডব্লিউ ডি/এস ই/ডব্লিউ সি-I/ই-এন আই ই বি সংখ্যা-2019-20-এর 04 (তৃতীয়বার দরপত্র আমন্ত্রন) তারিখ 11.09.2019।*

[100] *আইনুল হক ।*

2,22,222 টাকা হিসেবে উদ্ধৃত করা হয়েছিল (25 জুন 2021)। যদিও, দরটি ন্যূনতম ধার্য্য মূল্যের (4,21,858 টাকা প্রতিদিন) থেকে কম ছিল, তবে পূর্ত দপ্তর যানবাহনের পরিমাণ আকস্মিকভাবে হ্রাসের নিরিখে এটিকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেছে। 21 জুন 2021 থেকে টোল আদায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পূর্ত দপ্তর ছয় মাসের জন্য রাজস্বের আরও ক্ষতি রোধ করতে এফ ডি-এর কাছে কম হারের টোল সংগ্রহের সুপারিশ করেছিল। তবে, এফ ডি দ্বারা প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করা হয় (23 আগস্ট 2021)।

মুখ্য বাস্তুকার, পশ্চিম অঞ্চল, পূর্ত দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে (27 আগস্ট 2021), 08 থেকে 15 সেপ্টেম্বর 2021-এর মধ্যে পরিচালিত যান গণনা নিরিখে, ন্যূনতম ধার্য্য মূল্য প্রতিদিন 3,81,515 টাকা হিসাবে সংশোধিত (30 সেপ্টেম্বর 2021) করা হয়েছিল। সেইসব, এস ই দ্বারা নতুন ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল (08 অক্টোবর 2021) এবং প্রাপ্ত সর্বোচ্চ দরপ্রস্তাব ছিল 3,51,351 টাকা/প্রতিদিন (যা সংশোধিত ন্যূনতম ধার্য্য মূল্যের থেকে কম ছিল)। এফ ডি পুনরায় দরপ্রস্তাব মূল্য নাকচ করে দেয় এবং প্রগতিশীল ই-কোটেশন[101] আমন্ত্রণের নির্দেশ দেয় (15 ফেব্রুয়ারি 2022)। প্রগতিশীল ই-কোটেশন প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে, প্রতিদিন সর্বোচ্চ দর 3,81,221 টাকা হিসেবে, অবশেষে গৃহীত হয় (22 ফেব্রুয়ারি 2022)। 04 এপ্রিল 2022-এ পশ্চিম মণ্ডল-I-এর এস ই দ্বারা কাজের আদেশ জারি করা হয় এবং টোল আদায় শুরু হয়েছিল 05 এপ্রিল 2022 থেকে।

সুতরাং, উল্লিখিত সেতুতে, 286 দিনের জন্য (21 জুন 2021 থেকে 04 এপ্রিল 2022 পর্যন্ত) টোল আদায় করা হয়নি, কারণ পি ডব্লিউ ডি টোল আদায়ের একটি নতুন চুক্তির জন্য দরপত্র প্রক্রিয়া শুরু করতে বিলম্ব করেছে এবং এফ ডি প্রতিযোগিতামূলক (দুইবার) দরপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত হার গ্রহণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যদিও এই সময়কালে টোল আদায় করা হচ্ছিল না। এছাড়াও ন্যূনতম ধার্য্য মূল্য স্বাভাবিক দরপত্র পদ্ধতির মাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে না এফ ডি-এর এটি জানা সত্ত্বেও প্রগতিশীল ই-কোটেশন শুরু করার সিদ্ধান্ত নিতে চার মাস বিলম্ব হয়েছে। এর ফলে সরকারের 6.36 কোটি টাকার (2,22,222 টাকা X 286 দিন) রাজস্ব ক্ষতি হয়।

উত্তরে পূর্ত দপ্তর জানায় (জুলাই 2023) যে, নতুন সংস্থার নির্বাচন নিম্নলিখিত কারণে বিলম্বিত হয়েছিল:

- কোভিড-19 মহামারীর কারণে লকডাউন/নিষেধাজ্ঞা,
- বিস্তৃত প্রচার সত্ত্বেও ন্যূনতম ধার্য্য মূল্যের চেয়ে বেশি হার পেতে ব্যর্থতা,
- পূর্ত দপ্তর-এ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা ন্যূনতম ধার্য্য মূল্যের বিলম্বিত অনুমোদন এবং
- এফ ডি দ্বারা দরপত্র মূল্য গ্রহণ না করা কারণ এটি ন্যূনতম ধার্য্য মূল্যের থেকে কম ছিল।

উত্তরটি গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ 08 জুন 2020 থেকে সম্পূর্ণ লকডাউন প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং দপ্তরের উচিত ছিল ডিসেম্বর 2020-এর মধ্যে সমস্ত দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। পুনরায়, ই-টেন্ডার শুধুমাত্র জুন 2021-এ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং পরবর্তীতে প্রগতিশীল ই-কোটেশন ফেব্রুয়ারি 2022-তে আমন্ত্রণ জাননো হয়েছিল যা আগেই করা উচিত ছিল।

[101] *এফ ডি, জি ও ডব্লিউ বি-এর 19.06.2017 তারিখের আদেশ সংখ্যা 3836-F(Y)/FA/0/2M/71/14 (Pt-II) অনুসারে রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বর্তমানে তাদের মালিকানাধীন উপকরণ বিক্রির জন্য প্রগতিশীল ই-নিলাম পদ্ধতি গ্রহণ করে। এই প্রণালীতে, প্রযুক্তিগতভাবে যোগ্য দরদাতারা প্রথম রাউন্ডে "প্রাথমিক দর প্রস্তাব" জমা দেয়। দ্বিতীয় রাউন্ডে, যোগ্য দরদাতারা তাদের "চূড়ান্ত দর প্রস্তাব" জমা দেয়, যা ই-নিলামের সমাপ্তি পর্যন্ত সংশোধিত হতে পারে। যে যোগ্য দরদাতা সর্বোচ্চ "চূড়ান্ত দর প্রস্তাব" জমা দেবেন তাকে ই-নিলামের সমাপ্তির সাথে সাথেই "নির্বাচিত দরদাতা" হিসাবে ঘোষণা করা হবে।*

## শিল্প, বাণিজ্য এবং উদ্যোগ দপ্তর

### 4.2 সময়মতো ব্যবস্থা না নেওয়ার কারনে ইজারাদারদের কাছ থেকে জলকর অনাদায়

**শিল্প, বাণিজ্য এবং উদ্যোগ দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রধান খনিজগুলির ইজারাদারদের কাছ থেকে জলকর নির্ধারণ এবং আদায়ের জন্য কর্তৃপক্ষ নির্বাচনে অত্যধিক বিলম্বের ফলে 15.02 কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।**

খনি ও খনিজ (উন্নয়ন ও প্রনিয়ম) আইন, 1957-এর অধীনে জারিকৃত খনিজ ছাড় নিয়মাবলী 1960 (এম সি আর-1960)-এর নিয়ম 27 (1) (d)-এর নিরিখে, যেকোন প্রধান খনিজ ইজারাদারকে খনির কাজের কারনে তার দ্বারা ব্যবহৃত এলাকার জন্য রাজ্য সরকার দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট হারে জলকর[102] পরিশোধ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সেচ (জলকর আরোপ) আইন, 1974-এর নিয়ম অনুসারে, জলকর প্রতি বছর প্রতি একরের জন্য 54.00 টাকা ধার্য করা ছিল।

শিল্প বানিজ্য এবং উদ্যোগ দপ্তর এবং আসানসোলের মুখ্য খনন আধিকারিক (সি এম ও)-এর দপ্তরের নথির পরীক্ষামূলক যাচাই (এপ্রিল 2023 এবং জুন 2022) থেকে দেখা যায় যে, এম সি আর-1960 চালু হওয়ার 38 বছর পরে কার্যকর হয়েছিল, দপ্তর উপলব্ধি করে (এপ্রিল 1998) যে, পশ্চিমবঙ্গের খনি ও খনিজগুলির উপর জলকর নির্ধারণ না করার কারনে রাজস্বের ক্ষতি হচ্ছে। যদিও, জলকর আদায়ের পদ্ধতি বাস্তবায়নে কোন দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। আরো আট বছর বিরতির পর, দপ্তর প্রধান খনিজগুলির দীর্ঘমেয়াদি খনির ইজারার ক্ষেত্রে জলকর জমার জন্য একটি নতুন সাব হেড খোলে (সেপ্টম্বর 2006)।

যদিও, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন করে যে, জলকরের মূল্যায়ন/বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নিতে দপ্তরের ব্যর্থতার কারনে জলকর মূল্যায়ন/আদায় করা হয়নি। আরও 17 বছরের ব্যবধানে দপ্তর সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে (জানুয়ারি 2023) যে, (i) তাদের নিজ নিজ এক্তিয়ার ভুক্ত প্রধান খনিজগুলির ইজারাদারদের কাছ থেকে একর প্রতি বার্ষিক 54.00 টাকা জলকর নির্ধারন এবং আদায় করবে এবং (ii) 2006 সালে খোলা সাব-হেড-এর অধীনে তা জমা করবে।

নিরীক্ষা, আরও পর্যবেক্ষন করে যে, রাজ্যে 1.95 লক্ষ একর প্রধান খনিজগুলির সাথে সম্পর্কিত দীর্ঘমেয়াদী খনির ইজারা, বিভিন্ন ইজারাদারকে বিভিন্ন সময়ের জন্য প্রদান করা হয়েছে। যাইহোক, জলকর নির্ধারন এবং সংগ্রহের জন্য কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতার কারনে জলকর 2007-08 অর্থবর্ষ থেকে 2022-23 অর্থবর্ষের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়নি, ফলস্বরূপ, উল্লিখিত সময়ের মধ্যে সরকারের 15.02 কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে যা বিস্তারিতভাবে ***পরিশিষ্ট-4.1***-এ বলা হল।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (জুন 2023) যে, সংশ্লিষ্ট ডি এল এন্ড এল আর ও-কে প্রতি বছর একর প্রতি 54 টাকা করে জলকর সংগ্রহ করার জন্য আবশ্যক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে (জানুয়ারি 2023), এবং এখন থেকে তা সংগ্রহ করা হবে। তবে, জলকর 1974 সাল থেকে কার্যকর থাকা সত্ত্বেও এবং 2006 সালে সংগৃহীত জলকর জমা দেওয়ার জন্য একটি পৃথক খাত খোলা থাকা সত্ত্বেও, কেন তারা পূর্বে প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারি করেনি তার কোনও ব্যাখ্যা দেয়নি। সুতরাং, দপ্তরের উদাসীন মনোভাবের কারনে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে বিলম্ব ঘটায় রাজস্বের ক্ষতি হয়েছে।

---

[102] *সেইসব এলাকায় জলকর আরোপ করা হবে যেখানে রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত সেচ প্রকল্প থেকে সরবরাহকৃত জল সেচের জন্য এবং এর সাথে সম্পর্কিত কিছু আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য উপলব্ধ আছে।*

## সেচ এবং জলপথ দপ্তর

### 4.3 নিস্ফল ব্যয়

**70 বছরের পুরোনো ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের কাজ গ্রহণ করার আগে সঠিক অনুসন্ধান না করার ফলে, কাজের তিন মাসের মধ্যে প্রকল্পের ক্ষতি এবং 1.56 কোটি টাকার সম্পূর্ণ নিস্ফল ব্যয় হয়।**

'ব্যারেজ এবং ওয়্যারগুলির জন্য অনুসন্ধান, পরিকল্পনা এবং বিন্যাস'-এর উপর ভারতীয় মানদন্ড 7720:1991[103]-এ, অন্যান্য বিষয়গুলির[104] সাথে এটিও নির্ধারিত করা হয়েছে, যেকোনো ওয়্যার নির্মাণ করার আগে, উপলব্ধ নদীপ্রবাহ[105] এবং বন্যা প্রবাহ সক্রান্ত তথ্যের প্রাথমিক তদন্ত/ অধ্যায়ন করতে হবে {অনুচ্ছেদ 3.1(d)}।

গদাধর নদীর জল ব্যবহার করে, মূলত মৌজাগুলিতে[106] সেচ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে মূল সিবকাটা সেচ প্রকল্পটি[107] 1950-51 সালে রাজ্যে বাস্তবায়িত হয়েছিল। প্রকল্পটি বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করেনি, কারন ওয়্যারের কাঠামো[108] ভেসে গেছে এবং বন্যায়[109] নদীর বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরবর্তীকালে, ভারী বন্যার কারনে (2016 এবং 2017), ডান তীরের বাঁধের 100 মিটার দৈর্ঘ্যও ভেসে গেছে।

অধীক্ষক বাস্তুকার, উত্তর-পূর্ব সেচ মন্ডল-I, কোচবিহার, সেচ ও জলপথ দপ্তর (আই এন্ড ডব্লিউ ডি), তফসিলী জাতি/উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে গদাধর নদীর উপর নির্মিত ক্ষতিগ্রস্ত ওয়্যারের কাঠামো ও সংলগ্ন কার্যের একাংশ ভেঙে ফেলে ওয়্যার নির্মাণের কাজ অনুমোদন করে (মার্চ 2018)। অন্যান্য কাজের মধ্যে ওয়্যারের কাঠামোর সংস্কার এবং উন্নতি তথা ওয়্যারের উর্ধপ্রবাহে জল সঞ্চয় করার জন্য 100 মিটার দৈর্ঘ্যের একটি মাটির বাঁধ নির্মাণ করাও ছিল, যাতে এটির প্রবাহ খালের মাধ্যমে হয়।

---

*103 ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস থেকে গৃহীত।*

*104 উদাহরণস্বরূপ (i) রিমোট সেন্সিং ম্যাপের অধ্যয়ন (ii) আঞ্চলিক এবং স্থানীয় ভূমিরূপ (iii) উপলব্ধ জল প্রবাহ এবং বন্যা প্রবাহের তথ্যের অনুশীলন (iv) জলের প্রয়োজনীয়তা নির্ণয় (v) বিস্তারিত টপোলজিক্যাল নিরীক্ষণ (vi) জলবিদ্যা এবং আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ (vii) অধঃক্ষেপণ চর্চা (viii) নদীর গতিরূপের বিস্তৃতি (ix)ওয়্যার নির্মাণের ফলে নদীপ্রনালীর পরিবর্তন ইত্যাদি। এছাড়াও, স্থানটির পাড় উচ্চ, সুনির্দিষ্ট ও ক্ষয়প্রাপ্ত নয় এমন হতে হবে (আই এস-এর অনুচ্ছেদ 4.2.2)।*

*105 'নদীপ্রবাহ' বলতে বৃষ্টি, তুষারপাত এবং মাটির নীচের জল থেকে প্রাপ্ত সমস্ত জলকেই বোঝায়।*

*106 প্রধানত উত্তর ও দক্ষিণ সিবকাটা, মহাবীর কলোনি, 9-হালিয়া ও পানবারি।*

*107 আলিপুরদুয়ার জেলার মৌজা-বিসমাইল, রাজাভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, কালচিনি ব্লক।*

*108 'ওয়্যার' হল একটি বিকল্প কাঠামো যা সঞ্চয়ের জন্য নয়, বরং জলটি খালের মাধ্যমে নদীর এক বা যেকোনো তীরে জলপ্রবাহের প্রবেশের জন্য জলের উচ্চতা সামান্য বৃদ্ধি করে। যেহেতু, ওয়্যার কাঠামোয় পর্যাপ্ত সঞ্চয় হয় না, এটিকে রান-অফ-দ্য-রিভার স্কীম বলা হয়। খালের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জল সেচের জন্য ব্যবহার করা হয়।*

*109 1968 এবং 1993-এর বন্যার সময়কালীন ওয়্যার ও 1993-এর বন্যার সমসাময়িক বাঁধ।*

নির্বাহী বাস্তকার, আলিপুরদুয়ার সেচ বিভাগ, আই এন্ড ডব্লিউ ডি, 1.68 কোটি টাকার[110] দরপত্র মূল্যে কাজটি প্রদান করে (জুন 2018)। 1.56 কোটি টাকা[111] খরচ করে কাজটি 2019 সালের মে মাসে শেষ হয়।

নিরীক্ষার পর্যবেক্ষনে লক্ষ্য করা গেছে (সেপ্টেম্বর 2021) যে, প্রকল্পটি কাজ শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যে (আগষ্ট 2019) ব্যবহার করা যায়নি, কারন ডান দিকে যেখানে মাটির বাঁধের সুরক্ষার কাজ করা হয়েছিল তার থেকে প্রায় 75 মিটার ঊর্ধপ্রবাহের দিকে ফাটল সৃষ্টি হয়েছিল। ফলস্বরূপ, সংস্কার করা ওয়্যারের কাঠামো থেকে নদীর গতিপথ দূরে সরে গিয়েছিল।

*চিত্র 4.1: পরিবর্তিত নদী পথ*

এটি পর্যবেক্ষণ করা গেছে যে ওয়্যারের ঊর্ধপ্রবাহে নদীতীরে দুর্বল মাটিরবাঁধ, সংস্কারের সময় শক্তিশালী করা হয়নি। পুনর্বিবেচনা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, পার্শ্ববর্তী জয়ন্তী[112] নদীর তলদেশের উঁচু স্তরের কারনে, বন্যার সময় জল বক্সা[113] বনের মধ্যে দিয়ে পানবাড়ি বনে প্রবেশ করেছিল। এটি গদাধর নদীর বন্যা স্রোতের সাথে মিলিত হয়ে দুর্বল বাঁধ ভেঙে দেয় এবং নদীর গতিপথের পরিবর্তন ঘটায়। ফলস্বরূপ ক্যানেল বরাবর যে সুইস গেট দিয়ে সেচ খালে জল প্রবাহিত হত, সেটি অকার্যকর হয়ে গেছে।

*চিত্র 4.2: নির্মিত ওয়্যার*

*চিত্র 4.3: অকার্যকর ক্যানেল*

[110] *দুই ঠিকাদারকে, 50:50 অনুপাতে; মেসার্স কর কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানী: 83,85,672.00 টাকা এবং মৃণাল কান্তি বোস: 83,92,945.00 টাকা।*

[111] *মেসার্স কর কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানী: 0.78 কোটি টাকা (77,63,538.84 টাকার 0.13% কম হারে) এবং মৃণাল কান্তি বোস: 0.78 কোটি টাকা (78,30,379.52 টাকার 0.13% কম হারে)।*

[112] *অন্যান্য পারিপার্শ্বিক নদী।*

[113] *পার্শ্ববর্তী জঙ্গল।*

নিরীক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি পর্যবেক্ষন করেছে:

- নির্বাহী বাস্তুকার (ই ই), আলিপুরদুয়ার সেচ বিভাগ, আই এন্ড ডব্লিউ ডি, কোন প্রাথমিক তদন্ত পরিচালনা করেননি এই কারণে যে এটি একটি পূর্ব-বিদ্যমান ভগ্ন কাঠামোর সারাই এবং সংস্কারের কাজ ছিল। ই ই আলিপুরদুয়ার সেচ বিভাগ, আই এন্ড ডব্লিউ ডি বলেছেন (সেপ্টম্বর 2021) যে মূল প্রকল্পটি নদী প্রবাহ এবং বন্যা প্রবাহ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি করা হয়েছিল (1950-51)। বর্তমান কাজের জন্য আধুনিক রিমোট সেন্সিং ম্যাপ, অধঃক্ষেপণ চর্চা, নদীর গতিরূপ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। ই ই আরও বলেছেন (সেপ্টম্বর 2021) যে, ওয়্যারের ঊর্ধপ্রবাহে দুর্বল মাটির নদী বাঁধের শক্তিশালীকরণ বিবেচনা করা হয়নি, কারন নদীতীর ছাপিয়ে যাওয়া বা গতিপথ পরিবর্তনের কোনো ইতিহাস ছিল না। এতে আরও বলা হয়, নদীর ডান তীরে ওয়্যারের ঊর্ধপ্রবাহে বাঁধের কাজ মজবুত করার জন্য বন দপ্তরের অনুমতির প্রয়োজন ছিল, যা নেওয়া হয়নি। উত্তরটি গ্রহণযোগ্য ছিল না কারণ 50 বছরের পুরনো তথ্যের উপর নির্ভর না করে বর্তমান তথ্য অধ্যয়নের পরে দপ্তরের পরিকল্পনাটি প্রস্তুত করা উচিত ছিল।

সুতরাং, নদী প্রবাহ এবং বন্যা প্রবাহ সম্পর্কে যথাযথ প্রাথমিক সমীক্ষা না করেই সংস্কার কাজ সম্পাদনের ফলে বিগত চার বছরে 1.56 কোটি টাকা নিস্ফল ব্যয় হয়েছে। ফলস্বরূপ, স্থানীয় বাসিন্দাদের কৃষিভিত্তিক জীবিকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্ধারিত এলাকায় সেচ প্রদানের লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।

## সেচ ও জলপথ দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তর

### 4.4 পরিষেবা কর বিলম্বে প্রদানের কারনে পরিহারযোগ্য ব্যয়

**সেচ ও জলপথ দপ্তরের উদাসীন মনোভাবের কারনে এবং হুগলী নদী সেতু কমিশনার-এর পক্ষ থেকে পরিষেবা কর সময়মতো জমা দেওয়ার বিষয়ে পদক্ষেপ না নেওয়ার কারণে, রাজ্যকে পরিষেবা কর বিলম্বে পরিশোধের দরুন সুদ এবং জরিমানা হিসাবে 10.24 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য আর্থিক ভার বহন করতে হয়েছে।**

ফিনান্স অ্যাক্ট 1994 (অধ্যায় V-এর ধারা 68) অনুসারে, যে কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে করযোগ্য পরিষেবা প্রদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তি/সংস্থা নির্ধারিত হারে, নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এবং নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে পরিষেবা কর (এস টি) প্রদান করবে, যেমন নির্ধারণ করা হবে। আইন অনুসারে, পরিষেবা প্রদানকারীকে পরিষেবা গ্রহীতার কাছ থেকে এস টি সংগ্রহ করতে হবে এবং তা ভারত সরকারের উপযুক্ত খাতে জমা করতে হবে।

**(ক)** অধীক্ষক বাস্তুকার, বৃহত্তর কলকাতা নিকাশী মন্ডল (এস ই, জি সি ডি সি), সেচ ও জলপথ দপ্তর (আই এন্ড ডব্লিউ ডি) "উত্তর 24 পরগনা জেলায় ভালোভাবে জল নিকাশী এবং বন্যা নিরসনের জন্য ইচ্ছামতি নদীর পুনঃবিভাজন[114]"-কাজের জন্য দরপত্রের আমন্ত্রণ করেন (জানুয়ারি 2005)। কাজের পরিধির মধ্যে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নদীর ড্রেজিং এবং বার্ষিক খনন অন্তর্ভুক্ত ছিল। কাজটি 24.04 কোটি টাকার দরপত্র মূল্যে ম্যাকিনটোশ বার্ণ লিমিটেড (এম বি এল)-কে দেওয়া হয়েছিল (ফেব্রুয়ারি 2005)। কাজটি জুলাই 2006-এ সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং আগষ্ট 2005 ও মার্চ 2008-এর মধ্যে আই এন্ড ডব্লিউ ডি দপ্তর দ্বারা রানিং অ্যাকাউন্ট বিলের মাধ্যমে এম বি এল-কে 24.84 কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছিল।

[114] *এটি জল ছাড়ার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য মেইন চ্যানেলের ড্রেজিং এবং/অথবা চওড়া করা সম্পর্কিত। এর সাথে স্রোতের গতি ও বন্যাধারণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য নদীর ঢাল উঁচু করা যেতে পারে।*

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন করে (মার্চ 2021) যে, কাজ শুরু করার পর (11ই ফেব্রুয়ারি 2005) ড্রেজিং[115] পরিষেবাগুলিতে এস টি, 16ই জুন 2005 থেকে ফিনান্স অ্যাক্ট 2005-এর মাধ্যমে কার্যকর করা হয়েছিল। যেহেতু কাজের আদেশ জুন 2005-এর আগে অর্থাৎ ড্রেজিং কাজের জন্য এস টি ধার্য করার আগে দেওয়া হয়েছিল,সেজন্য আনুমানিক মূল্যে এস টি বিবেচনা করা হয়নি।। সেই অনুসারে এম বি এল 2.14 কোটি টাকার বিল উত্থাপন করেছে (21 ডিসেম্বর 2006), আই এন্ড ডব্লিউ ডি-তে এস টি-এর অর্থপ্রদানের জন্য, তবে দপ্তর এস টি দেয়নি। আই এন্ড ডব্লিউ ডি থেকে তহবিল না পেয়ে, এম বি এল 8ই মার্চ 2008 থেকে নিজস্ব তহবিল থেকে এস টি জমা করা শুরু করে এবং 4 নভেম্বর 2011-এ নয়টি কিস্তিতে এস টি হিসাবে 2.20 কোটি টাকা প্রদান করে। এছাড়াও এম বি এল-কে সুদ হিসাবে 1.11 কোটি টাকা এবং এই পরিমাণ এস টি-এর জরিমানা হিসাবে 4.33 কোটি টাকা দিতে হয়েছিল। এম বি এল এরপর সুদ ও জরিমানা সহ এস টি-এর পরিশোধ বাবদ 7.64 কোটি টাকা[116] দাবী করেছিল (জানুয়ারি 2011)। যার নিরিখে আই এন্ড ডব্লিউ ডি এম বি এল-কে 7.46 কোটি টাকা প্রদান করেছিল (ডিসেম্বর 2019)।

সুতরাং, এস টি ব্যবস্থার অধীনে ‘ড্রেজিং-এর কার্যকলাপের অর্ন্তভুক্তির ফলে, আই এন্ড ডব্লিউ ডি রানিং অ্যাকাউন্টের বিল এম বি এল-কে দেওয়ার সময় এস টি প্রদান করতে বাধ্য ছিল। সুতরাং, এম বি এল-এর দ্বারা যথাসময়ে একই বিষয়ে স্মরন করিয়ে দেওয়ার পরেও, প্রয়োজনীয় পরিমান এস টি জমা করার ক্ষেত্রে আই এন্ড ডব্লিউ ডি-এর উদাসীন মনোভাবের কারনে রাজ্য কোষাগারকে সুদ ও জরিমানা হিসাবে 5.26 কোটি টাকার[117] অতিরিক্ত আর্থিক ভার বহন করতে হয়েছিল।

**(খ)** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি (জুন 2012) অনুসারে, হুগলী রিভার ব্রিজ কমিশনারস (এইচ আর বি সি) পূর্ত দপ্তরের অধীনে একটি এজেন্সী ফি ধার্যের নিরিখে (প্রকল্পের আনুমানিক খরচের 8.5 শতাংশ অবধি) রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সিভিল কাজ বাস্তবায়িত করে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন করে (ডিসেম্বর 2022) যে, 2013-14 অর্থবছর থেকে 2017-18 অর্থবছরে (জুন 2017 পর্যন্ত)[118] বাস্তবায়িত প্রদত্ত কাজের নিরিখে এইচ আর বি সি এজেন্সি ফি বরাদ্দ করেছে। যদিও এইচ আর বি সি তাদের দ্বারা সংগৃহীত এজেন্সি ফি এর উপর এস টি পরিশোধ করেনি। জি এস টি ইন্টেলেজেন্সির মহাপরিচালক, কোলকাতা এইচ আর বি সি-এর 2013-14 থেকে 2017-18 অর্থবছরের (মার্চ থেকে জুন 2018) নথি/তথ্য যাচাই করেছেন। অতঃপর উক্ত সময়সীমা (জুন 2017 অবধি) অনুযায়ী, এইচ আর বি সি দ্বারা ধার্য এজেন্সী ফি-এর উপর এস টি বাবদ 12.47 কোটি টাকার দাবী এস টি কর্তৃপক্ষ উত্থাপিত করেছিল (আগষ্ট 2018)। এই পরিমাণের মধ্যে এস টি (7.50 কোটি টাকা), বিলম্বে অর্থ প্রদান বাবদ সুদ (3.85 কোটি টাকা) এবং সময়মতো এস টি পরিশোধ করতে ব্যর্থতার জন্য জরিমানা (1.13 কোটি টাকা) অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদানুসারে এইচ আর বি সি-কে উল্লিখিত দাবি বিজ্ঞপ্তির নিরিখে 12.47 কোটি টাকা দিতে হয়েছিল (সেপ্টেম্বর 2018)।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (সেপ্টেম্বর 2023) যে, এইচ আর বি সি এজেন্সি ফি’র উপর এস টি আরোপের বিষয়ে অবগত ছিল না।

---

[115] *পঞ্চম অধ্যায়ের (36a) ধারা অনুযায়ী, “ড্রেজিং” যেকোনো নদী, বন্দর, পোতাশ্রয়, ব্যাকওয়্যাটার বা মোহনার সাময়িক বা পাকাপাকিভাবে খনন, পরিষ্কার করা, গভীর করা, চওড়া করা বা দৈর্ঘ্যে বাড়ানোর জন্য কিছু উপাদানের যথা পলি, অধঃক্ষেপণ, পাথর, বালি, আবর্জনা, উদ্ভিজ্য বা প্রানীজ বস্তুর অপসারণ।*

[116] *পরিষেবা কর = 2.20 কোটি টাকা+সুদ=1.11 কোটি টাকা+জরিমানা=4.33 কোটি টাকা।*

[117] *7.46 কোটি -2.20 কোটি টাকা।*

[118] *01 জুলাই 2017-এ পণ্য পরিষেবা কর (জি এস টি) প্রবর্তনের পরে এস টি, জি এস টি-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।*

সুতরাং, প্রদত্ত পরিষেবাগুলির উপর এস টি প্রদানের বিষয়ে পদক্ষেপ না নেওয়ার কারনে এস টি পরিশোধে বিলম্ব হয় এবং ফলস্বরূপ এইচ আর বি সি-এর উপর সুদ ও জরিমানা বাবদ 4.98 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য আর্থিক ভার তৈরী হয়।

## ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর

### 4.5 সংগ্রহে অনিয়মের ফলে অতিরিক্ত ব্যয় এবং ঠিকাদারকে অযৌক্তিক সুবিধা দেওয়া

**পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক নিয়ম লঙ্ঘন করে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র (এম এস এম ই এন্ড টি) দপ্তর দরপত্র আমন্ত্রণ জানানোর প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি বাতিল করেছে এবং পরবর্তী দরপত্রে ফ্রেম লুম এবং আনুষাঙ্গিক সংগ্রহের জন্য 3.81 কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করেছে। এছাড়াও প্রয়োজনীয় স্মল-স্কেল ইন্ডাস্ট্রি (এস এস আই) নিবন্ধন জমা না দেওয়া দরদাতাকে চুক্তি প্রদান করা হয়েছিল।**

পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক নিয়ম 35 (খণ্ড-I), 1979 অনুযায়ী 'প্রত্যেক কর্মকর্তা যারা জনসাধারণের তহবিল থেকে ব্যয় করেন বা অনুমোদন করেন, তাদের উচ্চ মানের আর্থিক স্বচ্ছতার দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত। এছাড়াও, উপলক্ষের চাহিদার চেয়ে প্রাথমিকভাবে ব্যয় বেশি হওয়া উচিত নয়'।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র (এম এস এম ই এন্ড টি) দপ্তর, দরিদ্র ও প্রান্তিক তাঁতীদের ক্ষমতায়ন, উচ্চ উৎপাদনশীলতা অর্জনের জন্য তাদের আধুনিক/পরিবর্তিত তাঁত ও আনুষাঙ্গিক সরবরাহ করার জন্য একটি প্রকল্প চালু করেছে যথা "তাঁত বিহীন তাঁতীদের তাঁত এবং আনুষাঙ্গিক সরবরাহ"।

প্রকল্পের অধীনে, উন্নয়ন আধিকারিক (হ্যান্ডলুম), কালনা, পূর্ব বর্ধমান জেলার তাঁতিদের বিতরণের জন্য আনুমানিক 17.75 কোটি টাকা ব্যয়ে 9,340টি ফ্রেম তাঁত[119] এবং আনুষাঙ্গিক সংগ্রহের জন্য দরপত্র আমন্ত্রণ বিজ্ঞপ্তি (এন আই টি) জারি করেছেন (জানুয়ারি 2018)। উল্লিখিত সরবরাহের জন্য দরদাতাদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ডের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল:

- সরবরাহকারী সংস্থার তাঁতের যন্ত্রাংশ ইত্যাদি তৈরিতে ন্যূনতম তিন (3) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
- গত তিন বছরে দরদাতার গড় টার্নওভার দরপত্রের পরিমাণের কমপক্ষে 50 শতাংশ হতে হবে।

এন আই টি-এর জবাবে, চারজন দরদাতা ফ্রেম লুম এবং আনুষঙ্গিক সরবরাহের জন্য তাদের দরপত্র জমা দিয়েছিলেন যা **সারণী 4.1**-এ বিশদে দেওয়া হল:

**সারণী 4.1: ফ্রেম লুম এবং আনুষাঙ্গিক সরবরাহের জন্য দরদাতাদের দ্বারা জমা দেওয়া দরপত্রের পরিমাণ (প্রথম এন আই টি)**

*(কোটি টাকায়)*

| কাজ | 9,340টি তাঁত এবং আনুষাঙ্গিকের জন্য দরদাতাদের দ্বারা উদ্ধৃত হার | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 'বি'1 | 'বি'2 | 'বি'3 | 'বি'4 |
| ফ্রেম লুম | 11.00 | 11.20 | 11.21 | 12.10 |
| আনুষাঙ্গিক | 1.45 | 1.28 | 1.29 | 1.46 |
| মোট | **12.45** | **12.48** | **12.50** | **13.56** |

[119] *তাঁত হল বস্ত্রবয়নে সুতো এবং সুতো বুনতে ব্যবহৃত একটি প্রক্রিয়া বা যন্ত্র। বিভিন্ন ধরনের তাঁত আছে যেমন পিট লুম, ফ্রেম লুম ইত্যাদি।*

**সারণী 4.1** থেকে স্পষ্ট, সর্বনিম্ন পরিমাণ (L1) দরদাতা 'বি'1[120] দ্বারা উদ্ধৃত করা হয়েছে। যাইহোক, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে (মার্চ 2022) যে, টেন্ডার কমিটির চেয়ারম্যান দ্বারা এন আই টি বাতিল করা হয়েছিল (মার্চ 2018), কারণ L1 দরদাতা ('বি'1) দ্বারা জমা দেওয়া এস এস আই[121] সার্টিফিকেট পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে দরদাতা তাঁত এবং আনুষাঙ্গিক সরবরাহ করার জন্য যোগ্য নয়।

প্রযুক্তিগত কারনে L1 দরপত্র বাতিল করার পরে, উন্নয়ন আধিকারিক (হ্যান্ডলুম), কালনা, দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দরদাতা অর্থাৎ 'বি'2 (L1 দরদাতা হিসাবে 'বি'1 দরদাতাকে বাতিল করার পরে)-কে চুক্তির প্রস্তাব দেওয়া উচিত ছিল[122], বাকি তিনজন বৈধ দরদাতার মধ্যে। যাইহোক, 'বি'2 দরদাতাকে বিবেচনা না করেই এন আই টি বাতিল করা হয়েছিল।

নিরীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, উন্নয়ন আধিকারিক (হ্যান্ডলুম), কালনা দ্বারা মার্চ 2018-এ একটি নতুন এন আই টি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং একই চারজন দরদাতা আবার 9,340টি ফ্রেম লুম এবং আনুষাঙ্গিক সরবরাহের জন্য দরপত্রে অংশগ্রহণ করেছিল। নতুন এন আই টি-এর নিরিখে জমা দেওয়া দরপত্রগুলির বিশদ বিবরণ **সারণী 4.2**-এ দেখানো হয়েছে।

**সারণী 4.2: ফ্রেম লুম এবং আনুষাঙ্গিক সরবরাহের জন্য দরদাতাদের জমা দেওয়া দরপ্রস্তাবের পরিমাণের বিবরণ (দ্বিতীয় এন আই টি)**

***(কোটি টাকায়)***

| কাজ | 9,340টি তাঁত এবং আনুষাঙ্গিকের জন্য দরদাতাদের দ্বারা উদ্ধৃত হার | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 'বি'1 | 'বি'2 | 'বি'3 | 'বি'4 |
| ফ্রেম লুম এবং আনুষাঙ্গিক | 16.30 | 16.30 | 16.39 | 16.44 |
| মোট | **16.30** | **16.30** | **16.39** | **16.44** |

এই এন আই টি-এর অধীনে, 'বি'1 এবং 'বি'2 দরদাতা একই মূল্য উদ্ধৃত করেছে এবং দরপত্র কমিটি (জুন 2018) দুই দরদাতার মধ্যে 9,340টি ফ্রেম লুম এবং আনুষাঙ্গিক সরবরাহের আদেশ প্রদান করেছে ('বি'1 : 5,500 ফ্রেম লুম এবং আনুষাঙ্গিক এবং 'বি'2 : 3,840 ফ্রেম লুম এবং আনুষাঙ্গিক)। নিরীক্ষা আরও পর্যবেক্ষণ করেছে যে, সর্বনিম্ন দর মূল্য 3.85 কোটি টাকা (1,629.83 লক্ষ টাকা - 1,244.74 লক্ষ টাকা) মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে বৃদ্ধি পেয়েছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে যে দরদাতা 'বি'1-কে প্রথম এন আই টি- তে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল কারণ এর তাঁত এবং আনুষাঙ্গিকগুলির উৎপাদন/সরবরাহের পরিবর্তে হ্যান্ডলুম কাপড় তৈরির জন্য এস এস আই নিবন্ধন ছিল। যাইহোক, একই দরদাতাকে (এম ডি এন্টারপ্রাইজ) দুই মাস পরে যোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল, যদিও সে দ্বিতীয় এন আই টি-এর অধীনে সঠিক এস এস আই নিবন্ধন জমা দেয়নি। এছাড়াও, প্রথম এন আই টি-তে 'বি'2 দ্বারা প্রদত্ত দ্বিতীয় সর্বনিম্ন হার বিবেচনা না করার কারণগুলিও রেকর্ডে পাওয়া যায় নি।

সুতরাং, প্রথম এন আই টি-এর অধীনে যোগ্য দরদাতা (L2)-কে ফ্রেম লুম এবং আনুষাঙ্গিক সংগ্রহের জন্য সরবরাহের আদেশ প্রদান না করার কারনে, দপ্তরকে 3.81 কোটি টাকা[123] অতিরিক্ত ব্যয় করতে হয়েছিল। এছাড়াও, পুনঃদরপত্র প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় এস

[120] *এম ডি এন্টারপ্রাইজ।*

[121] *স্মল স্কেল ইন্ড্রাস্ট্রি ।*

[122] *প্রয়োজনীয় নিবন্ধন শংসাপত্র জমা না দেওয়ার কারনে 'বি'1-কে টেকনিক্যাল দরপত্রে প্রত্যাখান করা উচিত ছিল। 'বি'1 দরদাতাকে প্রত্যাখান করার পর টেন্ডার কমিটির বাকি তিনজন যোগ্য দরদাতার মধ্যে L1 দরদাতাকে কাজটি দেওয়া উচিত ছিল (এটি জুন 2012-এ সংশোধিত ডব্লিউ বি এফ আর-এর নিয়ম 47 'সি' অনুযায়ী)।*

[123] *1,629.83 লক্ষ টাকা (দ্বিতীয় এন আই টি-এর সর্বনিম্ন দর) - 1,248.76 লক্ষ টাকা (প্রথম এন আই টি-এর দ্বিতীয় সর্বনিম্ন দর)।*

এস আই নিবন্ধন ছাড়াই 'বি'1 দরদাতাকে চুক্তি প্রদানের মাধ্যমে অযৌক্তিক অনুগ্রহ দেখানো হয়েছে।

উত্তরে, দপ্তর জানায় (এপ্রিল 2023) যে, প্রাথমিক দরপত্র বাতিল করা হয়েছিল কারণ L1/ L2 দ্বারা উদ্ধৃত উভয় হারই আনুমানিক খরচের প্রায় 30 শতাংশ কম ছিল এবং অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছিল এবং দরদাতাদেরকে উপাদান-ভিত্তিক দর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করতে বলা হয়েছিল (ফেব্রুয়ারি 2018), যা তারা করেনি। দপ্তর আরও জানায় যে, দরদাতা 'বি'1-কে বাতিল করা হয়েছে কারণ 'বি'1-এর ট্রেড রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে কিছু শব্দ কোনো প্রতি স্বাক্ষর ছাড়াই পরবর্তীতে হাতে লেখা হয়েছিল।

দরদাতা 'বি'1 এর এস এস আই নিবন্ধন শংসাপত্র যাচাইয়ের পর, দরপত্র কমিটি দরদাতার তাঁত এবং আনুষাঙ্গিক সরবরাহের অযোগ্যতার কারণে দরপ্রস্তাব বাতিল করা হয় এবং পরবর্তীকালে দরদাতা 'বি'1 কে একই এস এস আই নিবন্ধন শংসাপত্রের ভিত্তিতে চুক্তি প্রদান করা হয়। এছাড়াও, দরদাতাদের সাথে অস্বাভাবিক কম হারে আদান-প্রদানের বিষয়ে দপ্তর কোনও নথি উপস্থাপন করতে পারেনি।

## 4.6 নিস্ফল ব্যয়

**গ্রামীণ হাট দখলে ব্যর্থতা, তথা প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির পাঁচ বছর পরেও ইচ্ছুক ব্যক্তিদের স্টল প্রদানে ব্যর্থতার ফলে 2.44 কোটি টাকার নিস্ফল ব্যয় হয়েছে।**

কোনো মধ্যস্বত্বভোগী/এজেন্সিকে জড়িত না করেই ইচ্ছুক ব্যক্তিদের[124] সরাসরি বিপণন সুবিধা প্রদানের জন্য 2012 সালে গ্রামীণ হাট পরিকল্পনা চালু করা হয়েছিল যাতে শিল্প ও কারুশিল্পের ভালভাবে সরাসরি প্রকাশন, প্রদর্শন এবং কেনাকাটা একটি অনুকূল পরিবেশে করা যায়। প্রতিটি গ্রামীণ হাটকে আচ্ছাদিত দোকানঘর এবং বাজারের জায়গা, গোডাউন, খাবার দোকান, শৌচালয়, শ্রমিক-আস্তানা, খোলা জায়গা এবং অন্যান্য সাধারন সুবিধাগুলি একটি সংগঠিত পদ্ধতিতে সরবরাহ করতে হবে, যাতে উৎপাদক, বিক্রেতা এবং উপভোক্তাদের মধ্যে ব্যবধান কমানো যায়। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর এই উদ্দেশ্যে সমন্বয়কারী দপ্তর ছিল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে অনগ্রসারী অঞ্চল অনুদান তহবিল (বি আর জি এফ)-এর অধীনে গ্রামীণ হাটগুলি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে (মে 2012)। তদানুসারে, এম এস এম ই এন্ড টি দপ্তর বি আর জি এফ-এর অধীনে 2012-13 এবং 2013-14 আর্থিক বছরে 42টি স্টলযুক্ত গ্রামীণ হাট স্থাপনের জন্য জেলাশাসক, পশ্চিম মেদিনীপুরের নামে 2.55 কোটি টাকা[125] বরাদ্দ করেছিল।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ (পি এম জেড পি) ঝাড়গ্রামে গ্রামীণ হাট নির্মাণের কাজ 2.59 কোটি টাকা দরপত্র মূল্যে, আগস্ট 2016-এর মধ্যে শেষ করার জন্য একটি এজেন্সিকে বরাদ্দ করেছে (নভেম্বর 2015)। কাজটি অবশ্য 2.44 কোটি টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর 2017 সালে সম্পন্ন হয়েছিল।

মহকুমা আধিকারিক, ঝাড়গ্রাম মহকুমা, গ্রামীণ হাট, ঝাড়গ্রামে কারিগরদেরকে 42টি নির্মিত দোকানঘর বরাদ্দের জন্য একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেছেন (আগস্ট 2017)। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে (এপ্রিল 2023) যে, ডিসেম্বর 2017 সাল থেকে, গ্রামীণ হাটটি পি এম জেড পি-এর দখলে ছিল কিন্তু উদ্দেশ্যমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়নি। স্টল বরাদ্দ সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক নথিপত্র

---

[124] *শিল্প ও কারুশিল্পের সৃষ্টি এবং বিক্রয়ের উপর নির্ভরশীল ব্যক্তি।*

[125] *যথাক্রমে 8.10.2012, 20.2.2013 এবং 19.12.2013 তারিখের আদেশ অনুসারে 20.00 লক্ষ টাকা, 23.66 লক্ষ টাকা এবং 2.11 কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।*

সহ আবেদনপত্রগুলি জেলা শিল্প কেন্দ্র (ডি আই সি), ঝাড়গ্রামের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) এর কাছে বরাদ্দ এবং প্রতিদিনের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঠানো হয়েছিল (অক্টোবর 2019)।

উত্তরে (এপ্রিল 2023), জি এম, ডি আই সি, ঝাড়গ্রাম জানিয়েছেন যে, স্টলগুলি বরাদ্দ করা যায়নি কারন গ্রামীণ হাটের দখল তাদের[126] কাছে হস্তান্তর করা হয়নি। নিরীক্ষা, তবে লক্ষ্য করেছে যে অতিরিক্ত জেলা শাসক (এ ডি এম), পি এম জেড পি, গ্রামীণ হাট দখলে নেওয়ার জন্য (অক্টোবর 2018 এবং অক্টোবর 2019) জি এম, ডি আই সি-কে অনুরোধ করেছিলেন। পি এম জেড পি থেকে জি এম, ডি আই সি দ্বারা হাট দখল না নেওয়ার কারণ নথিতে পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, জি এম, ডি আই সি-কে সরকার নির্দেশ দিয়েছিল (জুন 2012), এই বিষয়ে জেলা কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে। তবে এটি স্পষ্ট যে জি এম, ডি আই সি, ঝাড়গ্রাম, এই নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করেননি এবং হাটের দখল নেওয়ার জন্য এবং ইচ্ছুক কারিগরকে স্টল বরাদ্দ করার জন্য পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলস্বরূপ, 2.44 কোটি টাকা ব্যয় করার পরেও, ইচ্ছুক কারিগররা পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ধরে হাটের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল। সরকারি তহবিল আটকে যাওয়ার পাশাপাশি, দীর্ঘদিন ব্যবহার না করা এবং রক্ষণাবেক্ষণ না করায় তৈরি পরিকাঠামোর ক্ষতির ঝুঁকি বেড়ে যায়।

বিষয়টি দপ্তরকে জানানো হয়েছে (জানুয়ারি 2023); উত্তর পাওয়া যায়নি (ফেব্রুয়ারি 2025)।

## 4.7 সাধারন সুবিধা কেন্দ্র কাজ না করার কারণে নিস্ফল ব্যয় এবং তহবিল আটকে থাকা

**উপযুক্ত জমি নির্বাচন করতে ব্যর্থতা এবং সময়মত পদক্ষেপের অভাবে একটি প্রকল্পের সমাপ্তি/পরিচালনায় অত্যধিক বিলম্ব এবং তহবিল আটকে থেকেছে। এছাড়া, অন্য একটি প্রকল্প চালু করতে বিলম্বের ফলে 1.31 কোটি টাকা নিস্ফল ব্যয় হয়েছে। ফলে প্রকল্প থেকে শিল্প ইউনিটগুলি প্রত্যাশিত সুবিধা পেতে বঞ্চিত হয়েছে।**

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (এম এস এম ই এন্ড টি), পশ্চিমবঙ্গ সরকার, রাজ্যে ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পের প্রচারের জন্য দায়বদ্ধ। দপ্তরটি ভারত সরকার (জি ও আই) এবং অন্যান্য বহিরাগত সংস্থাগুলির অর্থায়নের দ্বারা বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে।

দুটি জেলার নিরীক্ষা পর্যালোচনায় দেখা গেছে (ডিসেম্বর 2021) যে, দুর্বল পরিকল্পনা এবং দপ্তর দ্বারা সময়মত পদক্ষেপের অভাবে, জি ও আই/জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা (ইউ এন আই ডি ও) দ্বারা প্রদত্ত তহবিল ব্যবহার করা যায়নি এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক দুটি সি এফ সি নির্মাণে যে ব্যয় হয়েছে, তা অবরুদ্ধ রয়ে গেছে, কারণ এই সি এফ সি গুলি চালু করা যায়নি। বিষয়গুলি নিচে আলোচনা করা হল:

### 4.7.1 মেটাল কাস্টিং ফাউন্ড্রি ক্লাস্টার, হাওড়া

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ (এম এস এম ই) মন্ত্রক, জি ও আই ক্লাস্টার[127] ডেভলপমেন্টের মাধ্যমে (2007) উৎপাদনশীলতা এবং প্রতিযোগিতার পাশাপাশি ক্লাস্টার ডেভলপমেন্ট কর্মসূচীর (এম এস ই-সি ডি পি) অধীনে ক্ষুদ্র ও ছোট উদ্যোগ (এম এস ই) গুলির সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ক্লাস্টার ডেভলপমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ করেছে। এই ক্লাস্টারগুলির বিকাশ মূলত স্বতন্ত্র

[126] *জি এম, ডি আই সি, ঝাড়গ্রাম এবং পূর্ববর্তী পশ্চিম মেদিনীপুরের জি এম, ডি আই সি (ঝাড়গ্রাম, ডি আই সি 2019 সালে তৈরি করা হয়েছিল)।*

[127] *ক্লাস্টার হল এন্টারপ্রাইজের একটি সমষ্টি যা একটি চিহ্নিতযোগ্য, সংলগ্ন এলাকার মধ্যে অবস্থিত, যারা একই/সদৃশ পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন করে।*

ইউনিটগুলির দ্বারা ব্যবহারের জন্য সাধারণ সুবিধা কেন্দ্রের (সি এফ সি) মতো দৃশ্যমান সম্পত্তি তৈরির উপর নির্ভরশীল ছিল।

জি ও আই অনুদান (সর্বোচ্চ সীমা 15.00 কোটি টাকার সাপেক্ষে) সি এফ সি-এর খরচের 70 শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রস্তাবিত সি এফ সি স্থাপন ও চালানোর আগে বিশেষ উদ্দেশ্যের যানবাহন (এস পি ভি[128]) গঠন করার কথা ছিল। অবশিষ্ট 30 শতাংশ (যথাক্রমে 20 এবং 10 শতাংশের অনুপাতে) রাজ্য সরকার ও এস পি ভি-এর তরফ থেকে অগ্রিম প্রদেয় ছিল। ভারত সরকারের আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের আগে জমি, বিল্ডিং, জল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো থাকা আবশ্যক ছিল। সি এফ সি-কে এম এস এম ই, ভারত সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদনের তারিখ থেকে দুই বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট এস পি ভি দ্বারা সি এফ সি গুলি চালু করতে হত।

এম এস এম ই, জি ও আই মোট 4.96 কোটি টাকা ব্যয়ে হাওড়ার মেটাল কাস্টিং ফাউন্ড্রি ক্লাস্টারে সি এফ সি স্থাপনের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদন দিয়েছে, জি ও আই (2.90 কোটি টাকা), জি ও ডব্লিউ বি (1.56 কোটি টাকা) এবং এস পি ভি অংশ (0.50 কোটি টাকা)-র আর্থিক সহযোগীতায়। ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্ট প্রমোশন সোসাইটি (ডব্লিউ বি এস ই পি এস)[129]-কে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল এবং প্রকল্পটি দুই বছরের মধ্যে, অর্থাৎ মার্চ 2016-এর মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। জুন 2015-এ জি ও ডব্লিউ-এর অনুদান 1.56 কোটি টাকা একটি প্রকল্প-নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে[130] জমা হয়েছিল। যদিও জি ও আই তহবিল প্রদান করেনি, কারন প্রশাসনিক অনুমোদনের দুই বছর পরেও দপ্তর সি এফ সি-র জন্য জমি চূড়ান্ত করেনি।

ডি পি আর অনুসারে আমতা রোডে সি এফ সি স্থাপনের কথা ছিল। যাইহোক, বাস্তবায়নের সময় পরিচালক (এম এস এম ই) জি ও ডব্লিউ বি পর্যবেক্ষণ করেছেন (জুন 2016) যে, প্রস্তাবিত সাইটটি বিদ্যমান মেটাল কাস্টিং ফাউন্ড্রি ক্লাস্টার থেকে 30 কিমি দূরে ছিল এবং দূরবর্তী প্রস্তাবিত স্থানে সি এফ সি স্থাপন কার্যকরী কার্যক্ষমতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

জি ও আই কাজের অসন্তোষজনক অগ্রগতির উদ্ধৃতি দিয়ে ক্লাস্টার প্রকল্পটি বাতিল করেছে (এপ্রিল 2016) এবং বিলম্বের যথাযথ কারণ জানতে চেয়েছে। পরবর্তীকালে বাস্তবায়নকারী সংস্থা (ডব্লিউ বি এস ই পি এস) থেকে প্রাপ্ত অনুরোধের প্রতিক্রিয়ায় জি ও আই প্রকল্পের অনুমোদনের মেয়াদ অক্টোবর 2017 পর্যন্ত এবং তারপরে এপ্রিল 2018 পর্যন্ত বর্ধিত করেছে।

ক্লাস্টারের জন্য ক্রয়/দরপত্র কমিটি একটি সভায় প্রকল্পটিকে অর্থনৈতিকভাবে আরও কার্যকর করার জন্য ঐ সাইটটি একটি বিদ্যমান ঢালাই রাস্তার কাছাকাছি স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে (জুন 2017)।

পরিচালক (এম এস এম ই) জি ও আই-কে অনুরোধ করেছেন (ডিসেম্বর 2018) আরও দুই বছরের মেয়াদ বৃদ্ধি বিবেচনা করার জন্য, কারণ নির্বাচিত নতুন স্থান একটি নিচু জমি এবং সেখানে উন্নয়ন কাজগুলি যথেষ্ট সময় নেবে। যেহেতু যথেষ্ট সময় ইতিমধ্যেই অতিবাহিত

---

[128] *একটি এস পি ভি হল একটি স্পষ্ট আইনি সত্তা (সমবায় সমিতি, নিবন্ধিত সমিতি, ট্রাস্ট বা একটি কোম্পানী), যার সদস্যদের মধ্যে ইতিবাচক সহযোগিতার পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রমাণ রয়েছে। প্রতিটি এস পি ভি-এর উপ-আইনে এই নিয়ম থাকা আবশ্যক যে এস পি ভি-এর একজন সদস্য কে রাজ্য সরকারের আধিকারিক হতে হবে।*

[129] *রাজ্য থেকে রপ্তানি প্রসারের জন্য ক্ষুদ্র খাতের সম্ভাব্য রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত এবং সহায়তা করার জন্য ডব্লিউ বি এস ই পি এস গঠিত হয়েছিল। ডব্লিউ বি এস ই পি এস পশ্চিমবঙ্গ সমিতি নিবন্ধন আইন 1961-এর অধীনে নিবন্ধিত হয়েছিল।*

[130] *অ্যাকাউন্টটি যৌথভাবে এস পি ভি এবং জেলা শিল্প কেন্দ্রের (জি এম, ডি আই সি) মহা কর্মাধ্যক্ষ দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।*

হয়েছিল, ডিরেক্টর, এম এস এম ই, ডব্লিউ বি এটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল (মে 2019) যে, ডি পি আর পুনর্নির্মাণ করা হবে যা প্রযুক্তিগত কার্যকারিতা প্রতিবেদনসহ জি ও আই-এর কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। সংশোধিত ডি পি আর অনুসারে, প্রকল্পের ব্যয় 4.96 কোটি টাকা থেকে 8.71 কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে, যার ফলে জি ও ডব্লিউ বি-এর অংশভাগের পরিমাণ বেড়ে 5.14 কোটি টাকা হয়েছিল।

রাজ্যের শেয়ার তিনগুণ বৃদ্ধির নিরিখে এম এস এম ই এন্ড টি দপ্তর, অর্থ দপ্তরের কাছে বিষয়টি উল্লেখ করার আগে পরিচালক (এম এস এম ই)-এর কাছ থেকে এই বিষয়ে কিছু স্পষ্টীকরণ (অক্টোবর 2019) চেয়েছিল। তবে নথিতে-এর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তরে, দপ্তর জানায় (জুলাই 2022) যে, প্রকল্পটি ক্ষুদ্র এবং ছোট উদ্যোগ-ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম থেকে বাদ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল।

সুতরাং, দপ্তরের পক্ষ থেকে উপযুক্ত জমিখন্ড চূড়ান্তকরণে ব্যর্থতার ফলে বিগত নয় বছর (মার্চ 2014 থেকে মার্চ 2023) ধরে 1.56 কোটি টাকা প্রকল্প-নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে পড়ে ছিল এবং জি ও আই অনুমোদন প্রাপ্তির নয় বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও সি এফ সি প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করা যায় নি (মার্চ 2023 অনুযায়ী)।

### 4.7.2 পিতল এবং বেল মেটাল পাত্র ক্লাস্টার, মুর্শিদাবাদ

ইউ এন আই ডি ও, নিউ দিল্লী, দ্বারা প্রদেয় সহায়তায় খাগড়া, মুর্শিদাবাদে ব্রাস ও বেল মেটাল শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নীতকরণের জন্য জাতীয় কর্মসূচী বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল। ডব্লিউ বি এস ই এস পি এস[131] বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল।

সেই অনুসারে রাজ্য সরকার সি এফ সি-এর জন্য ভবন নির্মাণ এবং অন্যান্য পরিকাঠামোগত সুবিধার জন্য জমির দাম সহ 1.31 কোটি টাকা প্রদান করেছে (মার্চ 2010 থেকে ডিসেম্বর 2013)।

মুর্শিদাবাদের জি এম, ডি আই সি-তে নথির পরীক্ষামুলকভাবে যাচাই (ডিসেম্বর 2021) থেকে জানা যায় যে, জমি কেনা, ভবন নির্মাণ, বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য ট্রান্সফরমার কেনা এবং দূষণ ছাড়পত্র বাবদ ডিসেম্বর 2013 পর্যন্ত 1.31 কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

যাইহোক, এস পি ভি[132] প্রাথমিক যন্ত্রপাতির অভাবের (যেমন ধাতব পাতগুলির গলানোর জন্য একটি চুল্লি এবং একটি ঢালাই কারখানা) কারণে সি এফ সি গ্রহন করতে অস্বীকার করে (সেপ্টেম্বর 2014)। ভবন নির্মাণের পাঁচ বছর পরে দপ্তর সি এফ সি চালু করার জন্য ন্যাশনাল মেটালর্জিক্যাল ল্যাবরেটরি[133] (এন এম এল)-কে ডি পি আর প্রস্তুতের জন্য নিযুক্ত করেছিল (নভেম্বর 2018) এবং অতিরিক্ত 2.24 কোটি টাকা অনুদানের প্রস্তাব রেখেছিল।

এন এম এল, ডি পি আর প্রস্তুত করে জমা দিয়েছে (ডিসেম্বর 2019) ডি আই সি, মুর্শিদাবাদ-কে এবং এস পি ভি থেকে যাচাইকরণের পরে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য অনুমোদন এবং নির্দেশিকা চেয়ে ডি পি আর অধিকর্তা (এম এস এম ই)-এর কাছে পাঠানো হয়েছিল (জানুয়ারি 2020)। অধিকর্তা 11 মাস পর জি এম, ডি আই সি-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন (23 নভেম্বর 2020) যে: (i) সিভিল ওয়ার্কস এবং/অথবা প্ল্যান্ট এন্ড মেশিনারির জন্য প্রাক্কলন যাচাই সংক্রান্ত বিষয়টি অবিলম্বে পূর্ত দপ্তরে (পি ডব্লিউ ডি) পাঠানো যেতে পারে এবং (ii) দরপত্র আমন্ত্রণের তারিখ

*131 ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্ট প্রমোশন সোসাইটি।*

*132 ক্লাস্টার পরিচালনার জন্য খাগড়া ব্রাস অ্যান্ড বেল মেটাল অ্যাসোসিয়েশন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল।*

*133 এটি একটি ভারতীয় গবেষণা কেন্দ্র যা বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (সি এস আই আর)-এর তত্ত্বাবধানে কাজ করে। সি এস আই আর-এন এম এল 1950 সাল থেকে ভারতের শিল্প বিপ্লবে, বিশেষ করে খনিজ প্রক্রিয়াকরণ, লোহা ও ইস্পাত তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।*

02 ডিসেম্বর 2020-এর মধ্যে চূড়ান্ত করতে হবে। তবে, সিভিল এবং বৈদ্যুতিক কাজের জন্য জি এম, ডি আই সি, মুর্শিদাবাদ আরও নয়মাস বিলম্বের পরে পি ডব্লিউ ডি-এর কাছে প্রাক্কলন জমা দিয়েছিল (আগস্ট 2021) এবং যান্ত্রিক কাজের জন্য প্রাক্কলন 11 মাস বিলম্বে (অক্টোবর 2021) জমা দিয়েছিল। সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাবে, দপ্তর নিরীক্ষাকে জানিয়েছিল (আগস্ট 2022) যে, যদিও সিভিল/ইলেকট্রিক্যাল/যান্ত্রিক কাজের পরীক্ষিত প্রাক্কলনগুলি সম্প্রতি গৃহীত হয়েছে, তহবিল না পাওয়ায় কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করা যায়নি।

নিরীক্ষা দল এবং দপ্তরীয় কর্মীদের দ্বারা যৌথভাবে সি এফ সি কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (09 ডিসেম্বর 2021), নিম্নলিখিতগুলি দেখা যায়: (i) সি এফ সি বিল্ডিংটি শুধুমাত্র একটি মাটির সরু পথ দিয়ে প্রবেশযোগ্য ছিল[134] এবং ট্রাকের জন্য সুগম ছিল না (ii) সেখানে স্থাপিত মেশিনগুলি দীর্ঘ সময়ের জন্য অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েছিল (iii) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করার কারনে সি এফ সি-তে হাই টেনশন পাওয়ার সাপ্লাই, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানী লিমিটেড দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল এবং (iv) সি এফ সি-র গেটে ফিডার ট্রান্সফরমারটি অনুপস্থিত ছিল।

*চিত্র 4.4:সি এফ সি-তে অব্যবহৃত মেশিন এবং মাটির সরু পথ*

সুতরাং, এই উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের তহবিল প্রদানের নয় বছর পরেও প্রকল্পটি চালু করা যায়নি এবং ক্লাস্টারের শিল্প ইউনিটগুলি প্রকল্পের পরিকল্পিত সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল ফলস্বরূপ 1.31 কোটি টাকার নিস্ফল ব্যয় হয়েছে।

এই দুটি সি এফ সি প্রকল্পের সমাপ্তি/সক্রিয়তা নিশ্চিত না করে অযৌক্তিকভাবে তহবিল ব্যবহারের ফলে 2.87 কোটি (1.56 কোটি + 1.31 কোটি) টাকার তহবিল অবরুদ্ধ রয়ে গিয়েছে। বিষয়টি দপ্তরে জানানো হয়েছে (ফেব্রুয়ারি 2022); উত্তর পাওয়া যায়নি (ফেব্রুয়ারি 2025 পর্যন্ত)।

## 4.8 গ্রামীণ কারুশিল্প কেন্দ্র প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম

**পশ্চিমবঙ্গ খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ (ডব্লিউ বি কে ভি আই বি)-গ্রামীণ কারুশিল্প কেন্দ্র প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সময় একটি বেসরকারী সংস্থাকে অগ্রিম দিয়েছিল কিন্তু এই অগ্রিম প্রদানের জন্য ঐ বেসরকারি সংস্থার কাছ থেকে কোনো ব্যয় শংসাপত্র পায়নি। এছাড়াও, সংস্থাটি ডব্লিউ বি কে ভি আই বি-এর সাথে সম্পাদিত চুক্তি লঙ্ঘন করে অননুমোদিত উদ্দেশ্যে ব্যয় করেছে। চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ থেকে ছয় বছর পরেও প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি অর্জিত না হওয়ার কারনে 12.05 কোটি টাকার নিস্ফল ব্যয় হয়েছে।**

সাধারণ আর্থিক নিয়মাবলীর 2017-এর নিয়ম 21 অনুসারে, জনসাধারণের অর্থ থেকে ব্যয় করা বা অনুমোদনকারী প্রত্যেক আধিকারিককে আর্থিক স্বচ্ছতার উচ্চমান দ্বারা পরিচালিত

[134] *শুধুমাত্র মাটির তৈরি একটি রাস্তা।*

হওয়া উচিত। প্রত্যেক আধিকারিককে এ বিষয়ে সঠিক আর্থিক আদেশ এবং কঠোর অর্থনীতি প্রয়োগ করা উচিৎ এবং তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সমস্ত প্রাসঙ্গিক আর্থিক নিয়ম ও বিধানগুলি তার নিজের দপ্তর এবং অধস্তন বিতরণকারী কর্মকর্তাগন সঠিকভাবে পালন করছে কিনা। প্রত্যেক আধিকারিকগণ জনসাধারণের অর্থ থেকে অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে আশা করা যায় যে, এই রকম একই সতর্কতা অবলম্বন করবেন যেভাবে একজন সাধারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি তার নিজের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে করেন।

ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ এবং বস্ত্র (এম এস এম ই এন্ড টি) দপ্তরের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ (ডব্লিউ বি কে ভি আই বি) কালিম্পং এবং দার্জিলিং জেলায় গ্রামীণ কারিগরদের কার্পেট ও কম্বল ইত্যাদি তৈরিতে উৎসাহ দেবার জন্য গ্রামীণ কারুশিল্প কেন্দ্র (আর সি এইচ)[135]-এর অধীন ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন (নভেম্বর 2015)। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যগত দক্ষতাগুলিকে কাজে লাগিয়ে কার্যকরী উদ্যোগে সুরক্ষিত ও পেশাদারিকরণ করা এবং দরিদ্রদের আর্থ-সামাজিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে একটি প্রাণবন্ত সৃজনশীল বিভাগ গড়ে তোলা।

ডব্লিউ বি কে ভি আই বি দ্বারা বেসলাইন জরিপ পরিচালনা করার জন্য একটি সুবিধা প্রদানকারী সংস্থা (এফ এ)[136] নির্বাচন করা হয়েছিল (ডিসেম্বর 2015) এবং এফ এ-এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল (সেপ্টেম্বর 2016): (i) সুবিধাপ্রাপকদের চিহ্নিত করা (ii) একটি কমন ফেসিলিটি সেন্টার (সি এফ সি)-এর জন্য জমি চিহ্নিত করা এবং (iii) আর সি এইচ-এর জন্য 10.00 লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন (ডি পি আর) খসড়া প্রস্তুত করা।

দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার 1,920 জন কারিগরের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে 10.19 কোটি টাকা[137] ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্বাচিত এফ এ-এর সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল (মার্চ 2017)। এই চুক্তির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল নিম্নরূপ:

i. প্রশিক্ষণের সময় ব্যবহৃত কাঁচামাল এবং উৎপাদিত চূড়ান্ত পণ্যগুলি এফ এ-এর কাছে জমা রাখতে হবে। ডব্লিউ বি কে ভি আই বি-এর পূর্বানুমতি নিয়ে সেগুলি অবশ্য এফ এ দ্বারা বিক্রি করা যাবে।

ii. এফ এ বহুমুখী কেন্দ্রের সুবিধার্থে একটি সি এফ সি স্থাপনের জন্য গ্রামের কারিগর এবং তাঁতিদের জন্য জমি চিহ্নিত করবে।

iii. ডব্লিউ বি কে ভি আই বি প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়ন পরিচালনা করবে। প্রকল্প শুরু হওয়ার পর প্রথম মাসে প্রথম মূল্যায়ন করা হবে। তারপরে, দক্ষতা উন্নয়ন করার প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মান মূল্যায়নের জন্য প্রত্যেক ছয় মাস অন্তর মূল্যায়ন করা হবে।

iv. এফ এ নিশ্চিত করবে যে পরিষেবাগুলি (তাঁত ও হস্তশিল্প উৎপাদন, নকশা, সরঞ্জামের ব্যবহার, রঞ্জনবিদ্যা, প্যাকেজিং ইত্যাদির পেশাগত প্রশিক্ষণগুলি) যোগ্য কর্মীদের দিয়ে সম্পাদিত হয়েছে এবং এবিষয়ে সর্বোচ্চ পেশাদার মান এবং সর্বোচ্চ অনুশীলনগুলির প্রয়োগ করা হয়েছে।

---

135 *গ্রামীণ শিল্প কেন্দ্রগুলিরও উন্নয়ন করা হচ্ছে যার উদ্দেশ্য কারুশিল্প গ্রামগুলিকে পর্যটন স্থল রূপে বিকশিত করা যাতে আদিবাসী জীবনের খাঁটি অভিজ্ঞতা প্রদান করবে।*

136 *মেসার্স মনি ট্রাস্ট।*

137 *সফট ইন্টারভেনশন (4.11 কোটি টাকা): তাঁত ও হস্তশিল্প উৎপাদন, নকশা, সরঞ্জামের ব্যবহার, রঞ্জনবিদ্যা, প্যাকেজিং ইত্যাদি বিষয়ে পেশাদারি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা শিবির, দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মশালা আয়োজন করা। এবং প্রত্যেক কিস্তিতে 51.40 লক্ষ টাকা করে আটটি কিস্তিতে অগ্রিম প্রদান করা হবে।*
*হার্ড ইন্টারভেনশন (6.08 কোটি টাকা): একটি আর্টিসান সি এফ সি-কাম-মার্কেটিং হাব স্থাপন করা, সি এফ সি-এর জন্য টুলকিট সরবরাহ করা এবং ঘরোয়া স্তরে টুল কিট বিতরণ করা।*

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে (সেপ্টেম্বর 2022) যে, চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার ছয় বছর পরে এবং এর জন্য 12.05 কোটি টাকা[138] ব্যয় করার পরেও দপ্তরটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে (মার্চ 2017)। নিরীক্ষায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে ত্রুটিগুলি লক্ষ্য করা হয়েছে সেগুলি নীচে আলোচনা করা হল:

1. **তহবিলের অপসারণ:** ডব্লিউ বি কে ভি আই বি, এফ এ-কে দপ্তর থেকে প্রাপ্ত আর সি এইচ প্রকল্পের অধীনে 8.42 কোটি টাকার পরিবর্তে 11.17 কোটি টাকা (2016-17 থেকে 2020-21 অর্থবর্ষের মধ্যে), প্রদান করেছে। দপ্তরের কাছ থেকে অনুমতি/অনুমোদন না নিয়ে ডব্লিউ বি কে ভি আই বি দ্বারা 3.63 কোটি টাকা[139] অতিরিক্ত অর্থ অন্য স্কিম[140] থেকে সরিয়ে আর সি এইচ প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়েছে।

   নিরীক্ষায় আরও পর্যবেক্ষন করা হয়েছে যে, ডব্লিউ বি কে ভি আই বি পূর্ববর্তী ব্যয়ের শংসাপত্র (ইউ সি) না পাওয়া স্বত্ত্বেও পুনরায় পরবর্তী অগ্রিম প্রদান করেছে।

2. **প্রশিক্ষণ কর্মসূচী:** এফ এ জানিয়েছে যে অনুমোদিত 4.11 কোটি টাকার পরিবর্তে 4.74 কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের অধীনে 1,920 জন সুবিধাপ্রাপককে (এস আই আন্ডার আর সি এইচ) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করে যে, প্রশিক্ষণের সময় বা পরে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন বা প্রশিক্ষন পরবর্তী মূল্যায়ন করা হয়নি, যদিও এটি চুক্তির অধীনে পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

   নিরীক্ষা আরও পর্যবেক্ষণ করে যে, ডব্লিউ বি কে ভি আই বি নতুন পদ্ধতিতে বুনন এবং কম্পিউটার-সহায়ক ফ্যাব্রিক পদ্ধতির নকসার উপর বর্ধিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি অনুমোদন করেছে (ফেব্রুয়ারি 2018) এবং এই প্রশিক্ষণের জন্য 3.25 কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। যদিও এই নতুন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অধীনে প্রশিক্ষিত কারিগরদের বিষয়ে কোন বিবরণ বা ধারনা ডব্লিউ বি কে ভি আই বি-এর কাছে ছিল না। দপ্তরীয় আধিকারিকসহ তিনটি প্রশিক্ষণ-কাম-উৎপাদন কেন্দ্রের[141] সরেজমিন তদন্তের সময় (মে 2023) সুবিধাপ্রাপকরা জানিয়েছে যে, বর্ধিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তাদের দেওয়া হয়নি।

*চিত্র 4.5: মাজুয়া-তে প্রশিক্ষণ-কাম-উৎপাদন কেন্দ্র*

*চিত্র 4.6: মাজুয়া-তে সুবিধাপ্রাপকদের সাথে কথোপকথন*

3. **মজুদ উলের ঘাটতি:** নিরীক্ষায় পুনরায় দেখা গেছে যে, প্রশিক্ষণে তথা উৎপাদন পরবর্তী উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য এফ এ দ্বারা বাজার মূল্য 1.45 কোটি টাকার 26,500 কেজি

[138] *মণি ট্রাস্ট (এফ এ)-কে 11.17 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে এবং ডব্লিউ বে কে ভি আই বি দ্বারা ক্রয় করা 0.88 কোটি টাকা মূল্যের তাঁত এফ এ-কে সরবরাহ করা হয়েছে।*

[139] *12.05 কোটি টাকা - 8.42 কোটি টাকা।*

[140] *মালবেরি সিল্ক প্রসেসিং, রিলিং এবং উল প্রকল্প থেকে গ্রামীণ কারুশিল্প কেন্দ্র।*

[141] *বিজনবাড়ি ব্লকের অধীনে মাজুয়া এবং লোডোমা এবং কালিম্পং ব্লক-2-এর অধীনে কাগেই।*

পশম সংগ্রহ করা হয়েছিল (2018-2020-এই সময়কালের মধ্যে), এফ এ প্রশিক্ষণে 1,947 কেজি[142] উল ব্যবহার করেছে এবং 631 কেজি উল উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে সরবরাহ করেছে, যার মধ্যে 303 কেজি উল মজুত রয়ে গেছে। 1.31 কোটি টাকা মূল্যের 23,922 কেজি (26,500-1,947-631) অবশিষ্ট উলের বিষয়ে কোন নথি পাওয়া যায়নি। এত বিপুল পরিমাণ পশম সংগ্রহ করার যৌক্তিকতাও নথিতে পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষায় মে 2023-এ যৌথভাবে গোডাউন/উৎপাদন কেন্দ্র পরিদর্শনে[143] অবশিষ্ট পরিমান উল লক্ষ্য করা যায়নি।

4. **প্রশিক্ষণ-কাম-উৎপাদন কেন্দ্রগুলির বিবরণ:** এফ এ জানিয়েছে (মে 2023) যে, ভাড়া করা বাসস্থানে স্থাপিত মোট 40টি প্রশিক্ষণ-কাম-উৎপাদন কেন্দ্র বর্তমানে বন্ধ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট 1.14 কোটি টাকার তাঁত ও আনুষাঙ্গিক[144], 29টি প্রশিক্ষণ-কাম-উৎপাদন কেন্দ্র ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং কালিম্পং-এ গোডাউনে এবং খোলা জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়েছে এবং সময়ের সাথে সাথে খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

*চিত্র 4.7: কাগেই সেন্টারে তাঁত বসানো হয়েছে*

ডব্লিউ বি কে ভি আই বি এবং এফ এ-এর আধিকারিকদের সঙ্গে মে 2023-এ যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় নিরীক্ষা আধিকারিকগণ সুবিধাপ্রাপকদের (কারিগর যাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল) সাথে যোগাযোগ করে। এটা দেখা গেছে যে, পরিকাঠামো ও তহবিলের অভাবের কারনে সুবিধাপ্রাপকদের কেউই উৎপাদন কার্যের সাথে যুক্ত ছিল না।

*চিত্র 4.8: কালিম্পং-এ গোডাউনে ডাম্প করা তাঁত*

*চিত্র 4.9: কালিম্পং-এ একটি খোলা উঠানে ফেলে দেওয়া তাঁত*

---

142 *1,876 কেজি + 71 কেজি (বাতিল)।*

143 *ডব্লিউ বি কে ভি আই বি-এর জেলা আধিকারিক এবং এফ এ সহ নিরীক্ষা দল ।*

144 *88.51 লক্ষ টাকা (কে ভি আই বি দ্বারা সরবরাহ করেছে) + 25.31 লক্ষ টাকা (এফ এ দ্বারা স্থানীয়স্তরে ক্রয় করা)।*

5. **সি এফ সি-এর জন্য জমি সনাক্তকরণ:** চুক্তি অনুসারে, কঠোর হস্তক্ষেপ (এইচ আই)-এর অধীনে প্রধান কাজ হল সি এফ সি-এর নির্মাণ কার্য যাতে গ্রামের কারিগর ও তাঁতিদের জন্য বহুমুখী কেন্দ্রের ব্যবস্থা থাকে যেখানে প্রশিক্ষণ, হোস্টেল সুবিধা এবং বিপণন কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যায়। সি এফ সি নির্মাণের জন্য জমি এফ এ দ্বারা চিহ্নিত করা হবে এবং তা ডব্লিউ বি কে ভি আই বি-কে হস্তান্তর করা হবে। যদিও, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন করে যে, চুক্তির ছয় বছরেরও বেশি সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও এফ এ, ডব্লিউ বি কে ভি আই বি-কে জমি হস্তান্তর করতে ব্যর্থ হয়েছে (মে 2023 পর্যন্ত)।

6. **বেতন খাতে অননুমোদিত ব্যয়:** দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায় ছয়টি কলা ও হস্তশিল্প কেন্দ্র স্থাপনের জন্য এফ এ-এর সাথে আরো একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল (মার্চ 2018)। কেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রাথমিক তহবিল সহ কেন্দ্রগুলির কর্মচারীদের বেতন/মজুরি ইত্যাদি প্রথম ছয় মাসের জন্য ডব্লিউ বি কে ভি আই বি কর্তৃক প্রদান করতে হবে। তারপর থেকে বেতন/মজুরি ইত্যাদি এফ এ-কে বহন করতে হবে। বেতন (প্রথম ছয় মাসের জন্য), ভাড়া, বিদ্যুতের মাশুল ইত্যাদি সহ 2.68 কোটি টাকা ব্যয়ে অনুরূপভাবে আরো ছয়টি কলা এবং কারুশিল্প কেন্দ্র[145] প্রতিস্থাপন করেছিল। এই ছয়টি কেন্দ্র এপ্রিল 2018 থেকে তাদের কার্যকলাপ শুরু করেছিল। নিরীক্ষার সময় দেখা গেছে যে, এফ এ এপ্রিল 2018 থেকে মার্চ 2022 সময় পর্যন্ত বেতন/মজুরির জন্য ডব্লিউ বি কে ভি আই বি তহবিল থেকে 1.44 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। এখানে চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছিল কারন ডব্লিউ বি কে ভি আই বি-কে কেবল ছয় মাসের জন্য কর্মচারীদের বেতন/মজুরি প্রদান করতে হত যার পরিমান 18.00 লক্ষ টাকা। সুতরাং, ডব্লিউ বি কে ভি আই বি সরকারি তহবিল থেকে 1.26 কোটি টাকা[146] অননুমোদিত অর্থ প্রদানের অনুমতি দিয়েছে।

7. **বিক্রয়ের অর্থ ডব্লিউ বি কে ভি আই বি-তে জমা করা হয়নি:** এম ও ইউ চুক্তি অনুসারে, এফ এ-কে বিক্রিত জিনিসপত্রের উৎপাদন মূল্য, তাদের ওভারহেড চার্জ সহ, ডব্লিউ বি কে ভি আই বি-তে জমা দিতে হবে এবং বিক্রয়ের অর্থ থেকে অবশিষ্ট পরিমান নিজেদের কাছে রাখতে হবে। এফ এ দ্বারা প্রদান করা ব্যাখ্যা অনুযায়ী, 2018-22 সালে ছয়টি কেন্দ্র থেকে মোট বিক্রির পরিমান ছিল 50.43 লক্ষ টাকা। একটি নিরীক্ষা প্রশ্নের উত্তরে ডব্লিউ বি কে ভি আই বি জানায় (এপ্রিল 2023) যে, শিল্প সামগ্রী এবং কারুশিল্প বিক্রয়ের উপর সর্বোচ্চ লাভ 10 শতাংশ। সুতরাং, ডব্লিউ বি কে ভি আই বি-কে সামগ্রী বিক্রির উপর উৎপাদন খরচ এবং ওভারহেড চার্জ রূপে 45.39 লক্ষ টাকা[147] সংগ্রহ করতে হত। যদিও, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন করে যে এফ এ এই পরিমান অর্থ ডব্লিউ বি কে ভি আই বি-এর কাছে জমা করেনি।

8. **কলা এবং কারুশিল্প কেন্দ্রের বিবরণ:** নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন করে (মে 2023) যে, কার্সিয়াং কলা ও কারুশিল্প কেন্দ্র বাদে, অন্যান্য সব কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে গেছে। পাঁচটি কেন্দ্রের 17.84 লক্ষ টাকার সামগ্রী গুদামে বোঝাই করে রাখা হয়েছে। এফ এ আরো জানিয়েছে যে, ছয়টি কেন্দ্রর 20.13 লক্ষ টাকার সামগ্রী ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েগেছে। কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় (মে 2023) নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন করে যে, মিরিকে ভাসমান/অস্থায়ী কলা ও কারুশিল্প কেন্দ্রটি অসম্পূর্ণ এবং জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

---

[145] *কালিম্পং, দার্জিলিং, কার্সিয়ং, সিপাইধুরা, সিমানা এবং মিরিক।*

[146] *144.00 লক্ষ টাকা - 18.00 লক্ষ টাকা (2018-19 অর্থবর্ষে প্রথম ছয় মাসের বেতন/মজুরির জন্য ব্যয় = 36.00 লক্ষ টাকা/2)।*

[147] *50.43 লক্ষ টাকা - 5.043 লক্ষ টাকা (50.43 লক্ষ টাকার 10 শতাংশ)।*

*চিত্র 4.10: মিরিকের পরিত্যক্ত ভাসমান/ অস্থায়ী কারুশিল্প কেন্দ্র*

*চিত্র 4.11: কারুশিল্প কেন্দ্রের সামগ্রী কালিম্পংয়ের একটি গোডাউনে মজুদ করে রাখা ছিল*

ডব্লিউ বি কে ভি আই বি কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষন করার জন্য প্রকল্পের পর্যায়ক্রমিক অগ্রগতি মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করেনি যদিও, এফ এ-এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির শর্তাবলী অনুসারে এটি পরিকল্পিত ছিল। জবাবে ডব্লিউ বি কে ভি আই বি পর্যবেক্ষন প্রতিবেদন প্রস্তুত না করার বিষয়ে নিরীক্ষা মন্তব্য মেনে নিয়েছে (মার্চ 2023)।

সুতরাং, ডব্লিউ বি কে ভি আই বি অর্থের ব্যবহার নিশ্চিত না করেই এফ এ-কে অর্থ সরবরাহ করে গেছে। সঠিক পরিকল্পনা ছাড়াই স্ফট ইন্টারভেনশন ব্যবস্থা নিয়েছিল এবং ডব্লিউ বে কে ভি আই বি গ্রামীণ কারুশিল্প কেন্দ্র প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য কোন তদারকি করেনি। সুতরাং, গ্রামীণ কারিগরদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি অর্জিত হয়নি, এবং গ্রামীন কারিগররা প্রাপ্ত সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে, ফলস্বরূপ 12.05 কোটি টাকার নিস্ফল ব্যয় হয়েছে।

বিষয়টি অক্টোবর 2022-এ দপ্তরকে পাঠানো হয়েছে, কিন্তু তার উত্তর এখনো (ফেব্রুয়ারি 2025 অনুযায়ী) পাওয়া যায়নি।

## জন স্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর

## 4.9 নিস্ফল ব্যয়

**নলকূপ পরিচালনায় জন স্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের ব্যর্থতার ফলে 0.81 কোটি টাকার নিস্ফল ব্যয় হয়েছে**

সাধারণ আর্থিক নিয়মাবলী (জি এফ আর) 2005-এর নিয়ম 21 অনুসারে, জনসাধারনের অর্থ থেকে ব্যয় করা বা অনুমোদনকারী প্রতিটি কর্মকর্তাকে আর্থিক স্বচ্ছতার উচ্চমানের দ্বারা পরিচালিত হওয়া উচিত, তদপুরি প্রতিটি কর্মকর্তা জনসাধারণের অর্থ থেকে ব্যয়ের ক্ষেত্রে একই সতকর্তা অবলম্বন করবেন বলে আশা করা হয় যেভাবে একজন সাধারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি তার নিজের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে করে থাকেন।

জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (পি এইচ ই ডি), উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর-I ব্লকের অধীনে তিনটি মৌজার[148] জনসাধারণের জন্য প্রায় 832.42 হেক্টর (2037 সালে প্রতি বছর দুই শতাংশ বৃদ্ধি বিবেচনা করে 9,331 জন আনুমানিক জনসংখ্যার ভিত্তিতে) জায়গা জুড়ে একটি নলবাহিত পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের পরিকল্পনা করেছিল। প্রকল্পটির আনুমানিক

[148] *বড়পাটনা, বিপ্রীত এবং খাগড়া মৌজা।*

ব্যয় ছিল 2.38 কোটি টাকা[149] এবং এটি তহবিল স্থাপনের পর থেকে দুই বছরের মধ্যে শেষ হওয়ার কথা ছিল। পি এইচ ই ডি-এর রাজ্য স্তরের প্রকল্প অনুমোদন কমিটির 14তম সভায় (মে 2012) প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছিল (সেপ্টেম্বর 2012) এবং এটি জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল কর্মসূচীর (এন আর ডি ডব্লিউ পি) অধীনে অর্থায়ন করা হয়েছিল।

এই প্রকল্পে দুটি গভীর নলকূপ (টিউবওয়েল-I এবং টিউবওয়েল-II) স্থাপনের পাশাপাশি দুটি পাম্প হাউস (পাম্প হাউস-I এবং পাম্প হাউস-II) এবং একটি ওভার হেড রিজার্ভার (ও এইচ আর) নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ও এইচ আর এবং টিউবওয়েল-I সহ পাম্পহাউস-I, *বিপ্রিত* মৌজার মুখ্য কর্মক্ষেত্রে এবং টিউবওয়েল-II, পাম্প হাউস-II, *বড়পাটনা* মৌজায় স্থাপন করার কথা ছিল। মোট 1.98 কোটি টাকা ব্যয়ে ক্রিয়াকলাপ এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ এই কাজটি 27টি দরপত্রে বিভক্ত এবং 13জন ঠিকাদারকে কাজটি দেওয়া হয়েছিল। ট্রায়াল রানসহ কাজটি 1.97 কোটি টাকা ব্যয়ে 2016 সালের মার্চ মাসে শেষ হয়।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে (জুন 2022) যে মুখ্য কর্মক্ষেত্রে টিউবওয়েল-I এবং ও এইচ আর নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত জমি, জমির মালিক অনুদান করেছিলেন, কিন্তু দপ্তর সরকারের কাছে জমি হস্তান্তর সম্পন্ন করার জন্য উদ্যোগ নেয়নি। দপ্তরীয় আধিকারিকদের সাথে যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শেনের সময় (জুন 2022 এবং মে 2023), নিরীক্ষা লক্ষ্য করেছে যে, মুখ্য কর্মক্ষেত্রে অবস্থিত ও এইচ আর সহ টিউবওয়েল-I, মার্চ 2016-এ ট্রায়ালের পরে চালু করা যায়নি, কারন জমির মালিক মেইন গেটে তালা দিয়েছিলেন। জমির মালিক টিউবওয়েল-I এবং ও এইচ আর নির্মাণের উদ্দেশ্যে জমি (20 কাঠা[150]) দেওয়ার প্রতিদান স্বরূপ সরকারি চাকরির দাবি করেছিলেন।

***চিত্র 4.12: জমির মালিক দ্বারা প্রধান গেটে তালা দেওয়া, তারিখ 21.05.2023***

***চিত্র 4.13: পরিত্যক্ত ওভার হেড রিজার্ভার এবং পাম্প হাউস-I, তারিখ 21.05.2023***

ফলস্বরূপ, 80.92 লক্ষ টাকা[151] ব্যয়ে নির্মিত টিউবওয়েল-I, ও এইচ আর, এপ্রিল 2016 থেকে নিস্ক্রিয় ছিল। এছাড়াও, টিউবওয়েল-I চালু না হওয়ার কারণে, প্রকল্পের শেষপ্রান্তে (দূরপ্রান্তে) থাকা সুবিধাপ্রাপকদের পানীয় জল সরবরাহ করা যায়নি।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ স্বীকার করে পি এইচ ই ডি জানিয়েছে (সেপ্টেম্বর 2023) যে, প্রকল্পটি পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি কারণ টিউবওয়েল-I সহ মূল কর্মস্থলের প্রধান গেট জমির মালিক দ্বারা তালা দেওয়া ছিল। পি এইচ ই ডি আরও জানিয়েছে যে, সম্প্রতি (মে এবং জুলাই 2023)

[149] *197.21 লক্ষ টাকা পৌরবিষয়ক কাজ এবং 40.62 লক্ষ টাকার বৈদ্যুতিক/যান্ত্রিক সরঞ্জাম।*

[150] *কাঠা হল স্থানীয় ভূমি পরিমাপের একক যা ভারতের পূর্বাঞ্চলে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়, (এক কাঠা=720 বর্গফুট)।*

[151] *টিউবয়েল-I বসানোর খরচ: 7.40 লক্ষ টাকা, সীমানা প্রাচীর নির্মানের খরচ 5.56 লক্ষ টাকা, পাম্প হাউস-I নির্মানের খরচ: 4.43 লক্ষ টাকা এবং ও এইচ আর নির্মানের খরচ 63.53 লক্ষ টাকা।*

স্থানীয় প্রশাসনের সাথে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া যায়নি।

সুতরাং, পি এইচ ডি-এর নিস্ক্রিয়তার কারনে, সাত বছরেরও বেশী সময় ধরে অন্তত 40 শতাংশ সুবিধাপ্রাপকে পানীয় জল সরবরাহ করা যায়নি। ফলস্বরূপ, ও এইচ আর সহ টিউবওয়েল-I-এর অব্যবহারের ফলে এখনও অবধি (মে 2023) 0.81 কোটি টাকার নিস্ফল ব্যয় হয়েছে। এছাড়াও, দীর্ঘ সময় ধরে কাজ না করার কারনে সম্পদের লক্ষণীয় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাও বেশী।

## 4.10 ওভার হেড রিজার্ভার ভেঙে যাওয়ার দরুন অপচয়মূলক/নিস্ফল ব্যয়

**পরিকল্পনার অভাব এবং অদক্ষ প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ফলে একটি ওভার হেড রিজার্ভার (ও এইচ আর) ভেঙে গেছে এবং ছয়টি সম্পূর্ণ হওয়া ও এইচ আর অব্যবহৃত থেকে গেছে, ফলস্বরূপ 7.79 কোটি টাকার অপচয়মূলক/নিস্ফল ব্যয় হয়েছে। আর্সেনিক আক্রান্ত তিনটি ব্লকের জনগণকে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহের উদ্দেশ্যও ব্যাহত হয়েছে।**

জন স্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর (দপ্তর) একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে (2006-07 অর্থবর্ষে) যার নাম ''মুর্শিদাবাদ জেলার আর্সেনিক প্রভাবিত তিনটি ব্লকে[152] ভূ-গর্ভস্থ্য জলভিত্তিক নল বাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প (পি ডব্লিউ এস এস)-এর জন্য সমস্ত অসামরিক, বৈদ্যুতিক এবং যান্ত্রিক কাজের জরিপ, প্ল্যানিং, নকশা, প্রনালী, নির্মাণ এবং সমাপ্তি''। প্রক্লপের মূল এলাকা ছিল 63.014 হেক্টর যার মোট জনসংখ্যা 13.18 লক্ষ, দুটি অংশে বিভক্ত (পার্ট-I: 25,524 হেক্টর এবং পার্ট-II: 37,490 হেক্টর)। কয়েক দশক ধরে স্থানীয় মানুষদের পানীয় জলের সমস্যার দীর্ঘমেয়াদী কার্যকরী প্রতিকার অর্জনের লক্ষ্যে এই অঞ্চলের স্থানীয় মানুষদের বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ করার জন্য এই প্রকল্পটি হাতে নেওয়া হয়েছিল।

কাজটি ফেব্রুয়ারি 2010-এর মধ্যে শেষ করার জন্য, একটি সংস্থা-কে প্রযুক্তি, সংগ্রহ ও নির্মাণ (ই পি সি) টার্নকির ভিত্তিতে 255.56 কোটি টাকার দরপত্রে দেওয়া হয়েছিল (ফেব্রুয়ারি 2008)। কাজের মধ্যে ছিল ওয়াটার ইনটেক সিস্টেম, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ক্লিয়ার ওয়াটার পাম্প হাউস, 15 রিইনফোর্সড সিমেন্ট কংক্রিট (আর সি সি) ওভারহেড রিজার্ভার[153] (ও এইচ আর এস), রাইজিং মেইন[154] সরবরাহকারী পাইপলাইন এবং অন্যান্য সম্পর্কিত এবং আনুষাঙ্গিক কাজ। দপ্তরটি প্রকল্পের বিশদ তদন্ত, নকশা এবং তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি প্রকল্প শুরুর পরবর্তী সহায়তার জন্য একজন তত্ত্বাবধায়ক পরামর্শককে[155] (নভেম্বর 2006) নিযুক্ত করেছিল।

কাজের অগ্রগতি শুরু থেকেই খুব ধীর ছিল এবং সংস্থাটি বারবার মেয়াদ বাড়ানোর অনুরোধ করেছিল। মোট বর্ধিত সময় এপ্রিল 2016 পর্যন্ত মঞ্জুর করা হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ সার্কেল, পি এইচ ই ডি অধিকার-এর অধীক্ষক বাস্তকার এপ্রিল 2016 পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি অনুমোদন করেছিলেন। তবে কাজটি সম্পূর্ন না হওয়ার চুক্তিটি (নভেম্বর 2016) শেষ করা হয়েছিল এবং সেই পর্যন্ত করা কাজের জন্য এজেন্সিকে 238.40 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং, দপ্তর টেন্ডার শেষ করার জন্য কাজ শেষ করার সময়সূচীর ছয় বছরেরও বেশি সময় নেয়, যদিও কাজের অগ্রগতি খুব ধীর ছিল, যা দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ইংগিত দেয়।

---

*[152] বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-জিয়াগঞ্জ ও হরিহরপাড়া।*

*[153] পার্ট-I: দৌলতাবাদ, আয়েশবাগ, রামপুর, বেগমপুর, আমাইপাড়া, শশীধরপুর, হবিপুর; পার্ট-II: হাতিনগর, পূর্বনারায়ণপুর, বৈরগাছি, রায়পুর, লোচনমতি, চোয়া, রুকুন্দপুর ও প্রদীপডাঙ্গা।*

*[154] সরবরাহকারী লাইন পাম্প থেকে স্টোরেজ ট্যাঙ্কে (উঁচ্চে) জল বহন করে।*

*[155] এম এন দস্তুর এন্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড।*

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন করেছে (সেপ্টম্বর 2022) যে 15 টি ও এইচ আর-এর মধ্যে পাঁচটি ও এইচ আর[156] নির্মান (পার্ট-I-এ তিনটি এবং পার্ট-II-এ দুই ভাগ) সংশ্লিষ্ট জমির মালিকদের সমস্যার[157] কারনে মার্চ থেকে আগষ্ট 2010-এর মধ্যে বন্ধ করা হয়েছিল। ও এইচ আর এবং এর সাথে যুক্ত অন্যান্য কাজ[158] সমাপ্তির আগেই, মূল এলাকার পার্ট-I এবং পার্ট-II-এর অধীনে 2013 এবং 2017 সালে জল সরাসরি পাম্পিংয়ের মাধ্যমে আংশিকভাবে জল সরবরাহ শুরু হয়েছে। ফলস্বরূপ দপ্তরটি প্রকল্পের শেষ প্রান্তে বসবাসকারী সুবিধাপ্রাপকদের জল সরবরাহ করতে পারেনি। দপ্তর দায়মুক্ত জমি নিশ্চিত না করেই ও এইচ আর নির্মানের কাজ হাতে নেয় এবং ভূমি সমস্যা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করতে আরও সাত বছর নেয়।

দপ্তর তত্ত্বাবধায়ক পরামর্শদাতাকে অনুরোধ করে (9 ফেব্রুয়ারি 2017) পাঁচটি অসম্পূর্ণ ও এইচ আর-এর অবস্থা পরীক্ষা করার জন্য। উত্তরে, তত্ত্বাবধায়ক পরামর্শদাতা (মার্চ 2017) পরিকাঠামোর গুনগত মান মূল্যায়নের জন্য এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অ-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা (এন ডি টি)[159] পরিচালনার উপদেশ দিয়েছেন।

তত্ত্বাবধায়ক সংস্থার দ্বারা এই সুপারিশ করার নয় মাস পরে, দপ্তর প্রয়োজনীয় এন ডি টি এস পরিচালনার জন্য একটি ইঞ্জিনিয়ারিং পরামর্শদাতা সংস্থাকে[160] নিযুক্ত করে (ডিসেম্বর 2017)। সংস্থাটি ডিসেম্বর 2017-এ এন ডি টি পরিচালনা করেছিল এবং অবশিষ্ট কাজ করার আগে (ফেব্রুয়ারি 2018) কিছু সংশোধনমূলক ব্যবস্থার[161] সুপারিশ করেছিল।

নথির যাচাই করে জানা গেছে যে, মুর্শিদাবাদ বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার তত্ত্বাবধায়ক পরামর্শদাতার প্রতিবেদনের অপেক্ষা না করেই তত্ত্বাবধান ও কারিগরী পরামর্শদাতার অনুধাবনের অনুশীলনকে অনর্থক প্রতিপন্ন করে পাঁচটি আলাদা সংস্থাকে ঐ পাঁচটি অসামাপ্ত ও এইচ আর-এর অবশিষ্ট কাজ বহাল করেছিল (এপ্রিল 2017 থেকে ফেব্রুয়ারি 2018 পর্যন্ত)। পাঁচটি ও এইচ আর এস-এর বাকি কাজের জন্য (ফেব্রুয়ারি 2020 পর্যন্ত) 2.33 কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন করেছে (সেপ্টেম্বর 2022) যে, একটি ও এইচ আর[162] ভেঙে পড়েছিল (জানুয়ারি 2021), জল ভরাট করার সময়। ফলস্বরূপ, ওই ও এইচ আর-এর জন্য 1.18 কোটি টাকার (0.64 কোটি টাকা প্রাথমিক নির্মাণ এবং বাকি কাজের জন্য 0.54 কোটি টাকা) অপচয় হয়েছে।

---

[156] *দৌলতাবাদ, রামপুর, বেগমনগর, লোচনমতি এবং চোয়া।*

[157] *কম মূল্যায়ন, পার্টিশন দলিল সংক্রান্ত বিবাদ ইত্যাদি বিষয়ে জমির মালিকদের আন্দোলন।*

[158] *রেইজিং মেইন এবং ও এইচ আর, ক্লোরিনেশন সিস্টেম, পাম্প হাউস বিল্ডিং ইত্যাদির মধ্যে আন্তঃসংযোগ।*

[159] *'অ-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা' হল উপাদানগুলির ত্রুটিগুলি সনাক্ত করার জন্য প্রয়োগকরা হয়, তাদের কার্যকারিতা নষ্ট না করে।*

[160] *কারিগরি নির্মান দপ্তর, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সল্টলেক।*

[161] *শাফ্ট টপ রিইনফোর্সমেন্টে মরিচার উপযুক্ত পরিচর্যা, রাসায়নিক নোঙ্গর দ্বারা ডোয়েল বার সন্নিবেশ করা, সঠিক পৃষ্ঠ প্রস্তুত করা এবং বিদ্যমান কংক্রিট পৃষ্ঠে বন্ড কোট-র প্রয়োগ*

[162] *লোচনমতি-ও এইচ আর।*

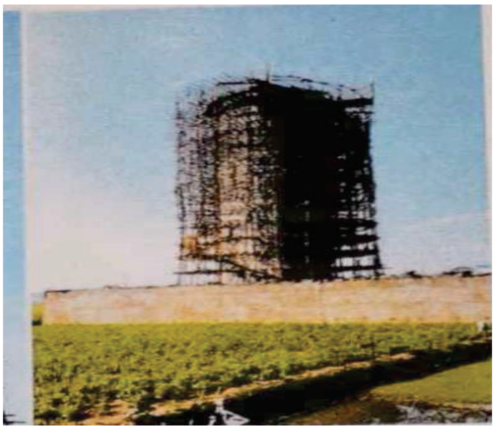

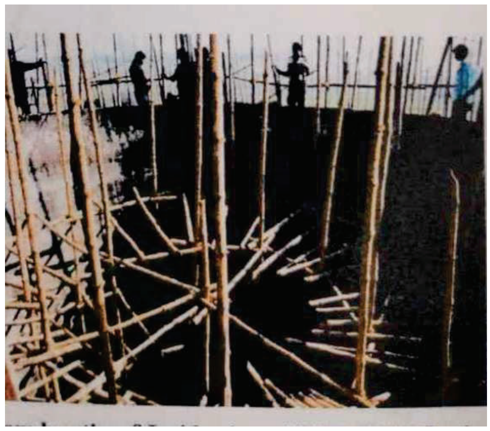

*চিত্র 4.14:আংশিকভাবে নির্মিত লোচনমতি ও এইচ আর (ছয় বছরেরও বেশি সময় ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে)-এর ভিতরে এবং বাইরের দৃশ্য, যা বাকি কাজ শেষ হওয়ার পরে ধসে পড়ে*

ও এইচ আর ভেঙে পড়ার ফলে, 4.50 কোটি টাকা (2.71 কোটি টাকা প্রাথমিক নির্মাণ এবং বাকি কাজের জন্য 1.79 কোটি টাকা) ব্যয়ে নির্মিত অন্য চারটি ও এইচ আর নিরীক্ষার তারিখ পর্যন্ত (সেপ্টেম্বর 2022) চালু করা হয়নি। এছাড়াও, 2.11 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত দশটি অন্যান্য ও এইচ আর -এর মধ্যে দুটিতে[163] ফাটল এবং এই জাতীয় অসম্পূর্ণ কাজের কারনে (সেপ্টেম্বর 2022 পর্যন্ত) অকার্যকর ছিল।

ফলে, এই ছয়টি ও এইচ আর-এর জন্য 6.61 কোটি টাকার (4.50 +2.11 কোটি টাকা) নিস্ফল ব্যয় হয়েছে।

সুতরাং, পরিকল্পনার অভাব, দুর্বল প্রকল্প ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি দপ্তরের ঘটনাস্থলে নিযুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের ফলে 7.79 কোটি টাকার[164] অপচয়মূলক/নিস্ফল ব্যয় হয়েছে।

তাই কাজ শুরুর 15 বছর পরও সমস্ত উদ্দিষ্ট সুবিধাপ্রাপকদের পানীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়নি।

উত্তরে দপ্তর জানিয়েছে (জুন 2023) যে, অবশিষ্ট কাজ আগে শুরু হলেও, কারিগরি পরামর্শদাতার সুপারিশ (ফেব্রুয়ারি 2018) প্রাপ্তির পরেই এপ্রিল 2018-এ রিইনফোর্সও কংক্রিট কাজ শুরু হয়েছিল। এতে আরও বলা হয়েছে যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল (জানুয়ারি 2021) কিন্তু কমিটির রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি (জুন 2023)। এছাড়াও, আই আই টি খড়গপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং দপ্তরকে (জুলাই 2021) এই ছয়টি ও এইচ আর-এর গুনগত মান পরীক্ষার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

কারিগরি পরামর্শদাতার সুপারিশ পাওয়ার পর রিইনফোর্সড কংক্রিটের কাজ শুরু হওয়ার বিষয়ে দপ্তরের জবাব গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ আংশিকভাবে সম্পন্ন ও এইচ আর-এর বাকি কাজগুলি কারিগরি পরামর্শদাতা নিয়োগের পূর্বে প্রস্তুত করা প্রাক্কলনের ভিত্তিতে করা হয়েছিল এবং কারিগরি পরামর্শদাতার সুপারিশ মেনে চলার জন্য কোনও পরিপূরক কাজ করা হয়নি। এছাড়াও, দুই বছরেরও বেশী সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও ও এইচ আর গুলির তদন্ত প্রতিবেদন বা গুনগত মানের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি এই সত্য থেকে দপ্তরের উদাসীন মনোভাব স্পষ্ট।

---

163 *প্রতাপডাঙ্গা-ও এইচ আর এবং আয়েশবাগ-ও এইচ আর।*

164 *একটি ও এইচ আর ভেঙে পড়ার ফলে 1.18 কোটি টাকা অপচয় + অন্য ছয়টি ও এইচ আর চালু করা যায়নি/ অকার্যকর থাকার জন্য 6.61 কোটি টাকার নিস্ফল ব্যয়।*

## পূর্ত দপ্তর

### 4.11 কংক্রিট পেভার ব্লকের হ্রাসকৃত দর অন্তর্ভুক্তিকরন না করার ফলে পরিহারযোগ্য ব্যয়

**পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি) ইন্টারলকিং পেভার ব্লক ফুটপাথ[162] সহ দুটি রাস্তা নির্মাণের জন্য পি ডব্লিউ ডি-এর সর্বশেষ শিডিউল অফ রেট (এস ও আর) বিবেচনা করেনি এবং এর ফলে, 3.04 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছে।**

জি এফ আর 2005-এর নিয়ম 21 অনুসারে: (i) জনসাধারণের অর্থ থেকে ব্যয় করা বা অনুমোদনকারী প্রতিটি কর্মকর্তার আর্থিক স্বচ্ছতার উচ্চ মানের দ্বারা পরিচালিত হতে হবে (ii) প্রতিটি কর্মকর্তার আর্থিক আদেশের পাশাপাশি কঠোর অর্থনীতি প্রয়োগ করা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যাতে সমস্ত প্রাসঙ্গিক আর্থিক নিয়ম সহ প্রবিধানগুলি পালন করা হয় এবং (iii) প্রত্যেক কর্মকর্তার কাছ থেকে জনসাধারণের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে একই সতর্কতা অবলম্বন করা হবে আশা করা হয় যেভাবে একজন সাধারণ বিচক্ষণ ব্যক্তি নিজের অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে করবেন।

পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি)-এর ইস্টার্ন সার্কেলের অধীক্ষক বাস্তুকার, এবং সেন্ট্রাল সার্কেল (পি ডব্লিউ ডি)-এর অধীক্ষক বাস্তুকার, দুই ঠিকাদারকে দুটি ভিন্ন রাস্তার[166] নির্মাণ কাজ (যথাক্রমে কাজ-এ এবং কাজ-বি) যথাক্রমে 25.06 কোটি টাকা এবং 15.45 কোটি টাকার টেন্ডারকৃত ব্যয়ে প্রদান করেছিল (যথাক্রমে জানুয়ারী 2021 এবং আগস্ট 2021)। কাজ-এ আগস্ট 2022 এবং কাজ-বি ফেব্রুয়ারি 2023-এর মধ্যে সম্পূর্ণ করার কথা ছিল। এটি দেখা গেছে যে, কাজ-এ জুন 2022-এ সম্পূর্ণ হয়েছিল এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে 29.26 কোটি টাকা[167] দেওয়া হয়েছিল, যেখানে কাজ-বি নভেম্বর 2022-এ সম্পন্ন হয়েছিল এবং এখনও পর্যন্ত ঠিকাদারকে 15.44 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

দুটি কাজের ক্ষেত্রেই কংক্রিট পেভার ব্লক ব্যতীত বাকি সকল প্রকার আইটেমের আনুমানিক হিসাব পি ডব্লিউ ডি-2018 (খণ্ড-III)-এর শিডিউল অফ রেট (এস ও আর) এবং এর 14 অক্টোবর 2020 পর্যন্ত সংযোজিত ও সংশোধিত সংস্করণ মেনে ধার্য করা হয়েছিল। কংক্রিট পেভার ব্লকের আনুমানিক হিসাব 4 জুন 2018 থেকে প্রযোজ্য পি ডব্লিউ ডি-2017 (খণ্ড-I)-এর এস ও আর মেনে করা হয়েছিল।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন করে (নভেম্বর 2022 এবং ডিসেম্বর 202) যে, ওয়ার্ক-এ ও ওয়ার্ক-বি-এর ক্ষেত্রে মুখ্য বাস্তুকার (সি ই), সাউথ জোন, পি ডব্লিউ ডি দ্বারা অনুমোদিত প্রযুক্তিগত সন্মতিকরনের আগেই (যথাক্রমে 16 অক্টোবর 2020 ও 13 জানুয়ারি 2021) 100 মিলিমিটার পুরু কংক্রিট পেভার ব্লকের দরের হ্রাস 14 অক্টোবর 2020 থেকে প্রযোজ্য পি ডব্লিউ ডি-2017 (খণ্ড-I)-এর দ্বাদশ সংযোজন ও সংশোধন অনুসারে করা হয়েছিল। যাইহোক, সি ই পেভার ব্লকের এই হ্রাসকৃত দর বিবেচনা করেননি, যার ফলে 3.04 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছে, যা **সারনী 4.3**-এ বিশদভাবে বলা হয়েছে।

---

[165] *পেভার ব্লক হল ফুটপাতে ব্যবহৃত ছোট ব্লক। বিভিন্ন রঙ, আকার এবং প্যাটার্নের হয়, এই ইন্টারলকিং ব্লকগুলি একটি ফুটপাথ গঠনের জন্য ব্যবহার করা হয়। যেহেতু সহজেই তারা একে অপরের সাথে জুড়ে যায়, তাই এগুলি মজবুত হয় এবং ভাঙার সম্ভাবনাও কম।*

[166] *ওয়ার্ক-এ: 'হাসনাবাদ-হিঙ্গলগঞ্জ সড়ক-এর 0.03 কিলোমিটার থেকে 15.00 কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করন' এবং ওয়ার্ক-বি : 'রঘুনাথগঞ্জ-মিত্রপুর সড়ক-এর 0.00 কিলোমিটার থেকে 7.50 কিলোমিটার পর্যন্ত প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়করন'।*

[167] *অতিরিক্ত পরিমাণের কারণগুলির মধ্যে রয়েছে ফ্লেক্সিবেল ফুটপাথের জায়গায় অতিরিক্ত 3,000 মিটার পেভার ব্লক ফুটপথ নির্মাণ, অতিরিক্ত সুরক্ষামূলক কাজ ইত্যাদি।*

**সারনী 4.3: কংক্রিট পেভার ব্লকের হ্রাসকৃত দর অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে পরিহারযোগ্য ব্যয়**

| | প্রাক্কলনে[165] ধার্য পেভার ব্লকের দর *(বর্গ মিটার প্রতি টাকা)* | পেভার ব্লকের হ্রাসকৃত দর *(বর্গ মিটার প্রতি টাকা)* | পেভার ব্লকের দরের পার্থক্য *(বর্গ মিটার প্রতি টাকা)* | সম্পাদনের মোট পরিমান *(বর্গ মিটার)* | চুক্তির শতকরা হার[166] | চুক্তির শতকরা হারের পর পরিহারযোগ্য ব্যয় | 12% জি এস টি এবং 1% সেস সহ যোগে |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (1) | (2) | (3) = (1)-(2) | (4) | (5) | (6) = (3)x(4)-(5)% | (7) = (6)+13% |
| ওয়ার্ক-'এ' | 2,058 | 1,433 | 625 | 16,665 | 14.36% less | 89,19,941.25 | 1,00,79,533.61 |
| ওয়ার্ক-'বি' | 1,879 | 1,409 | 470 | 52,345.25 | 26.89% less | 1,79,86,717.77 | 2,03,24,991.08 |
| | | | | | | **মোট পরিহারযোগ্য ব্যয়** | **3,04,04,524.69** |

উত্তরে, দপ্তর জানিয়েছে (মার্চ 2023) যে অনিচ্ছাকৃত ভুলের কারণে, 14 অক্টোবর 2020 থেকে কার্যকর পেভার ব্লকের হ্রাসকৃত দর প্রযুক্তিগত অনুমোদন দেওয়ার সময় (16 অক্টোবর 2020) বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। এও বলেছে যে, ভবিষ্যতে এ ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি এড়াতে সাবধানতা অবলম্বন করা হবে।

সুতরাং, প্রাক্কলন ব্যয় অনুমোদনের সময় কংক্রিট পেভার ব্লকের হ্রাসকৃত দর অন্তর্ভুক্ত না করার কারণে, দপ্তরকে 3.04 কোটি টাকার পরিহারযোগ্য ব্যয় বহন করতে হয়েছে।

## 4.12 অপচয়মূলক ব্যয়

**পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি), এম ও আর টি এইচ-এর নিদির্ষ্টকরণ এবং দপ্তরীয় নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে, নিষ্পাদিত রাস্তার কাজগুলিকে দুই বছরেরও বেশি সময় ধরে সঠিক লেয়ারিং কোর্সের মাধ্যেমে আবৃত করেনি, যার ফলে রাস্তার খরচ বাবদ 1.82 কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।**

**সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রণালয়** (এম অ আর টি এইচ) স্পেসিফিকেশনের ধারা 406.4 অনুযায়ী যতক্ষণ না সমাপ্ত ওয়েট মিক্সড ম্যাকাডাম (ডব্লিউ এম এম)[170] পৃষ্ঠ শুকিয়ে যায় এবং ওয়্যারিং কোর্স স্থাপন না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও ধরণের যানবাহন চলাচলের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি)-এর 09 মার্চ 2015 তারিখের মেমো অনুযায়ী ডব্লিউ এম এম {গ্রান্যুলার সাব-বেস (জি এস বি) সহ}-কে শিথিল উপাদান হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং জি এস বি ও ডব্লিউ এম এম বেডের উপর দিয়ে যানবাহন চালানো নিষিদ্ধ করেছে। এই বেডে কম্প্যাকশন এবং লেভেলের কাঙ্খিত মাত্রা অর্জনের সাথে সাথেই যত শ্রীঘ্র সম্ভব পরবর্তী স্তর দিয়ে আবৃত করা উচিত। ডব্লিউ এম এম বেড থেকে উপকরনের খসে যাওয়া এড়াতে এটিকে তৎক্ষনাৎ প্রাইম করা উচিত প্রাইম কোটটি মেরমতের পরে, অবিলম্বে বিটুমিনাস স্তর দিয়ে ঢেকে দেওয়া উচিত।

[168] *পি ডব্লিউ ডি-2017 (খণ্ড-1)-এর এস ও আর-এর তৃতীয় সংযোজন এবং সংশোধন দ্রষ্টব্য 04.06.2018 থেকে কার্যকর।*

[169] *চুক্তির শতকরা হার হল প্রাক্কলন ব্যায়ের উপর ঠিকাদারদের দ্বারা প্রস্তাবিত হার যা প্রাক্কলন ব্যায়ের উপরে বা কম শতাংশে টেন্ডারে দেওয়া হয়।*

[170] *ওয়েট মিক্স ম্যাকাডাম হল একটি আনবাউন্ড গ্রান্যুলার বেস কোর্স লেয়ার যেখানে চূর্ণ গ্রেডেড এগ্রিগেট এবং গ্রান্যুলার উপাদান যেমন গ্রেডেড কোর্স বালি মিক্সিং প্ল্যান্টে জলের সাথে মিশ্রন করা হয় এবং একটি প্রস্তুত পৃষ্ঠের উপর এই ঘন মিশ্রনের প্রলেপ দেওয়া হয়।*

অধীক্ষক বাস্তুকার, উত্তরবঙ্গ নির্মাণ মন্ডল-II, পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি), নভেম্বর 2018-এর মধ্যে শেষ করার জন্য 6.73 কোটি টাকার প্রস্তাবিত দরে একটি ঠিকাদারকে[171] একটি রাস্তার কাজ[172] মার্চ 2018-এ বরাদ্দ করেছিল। কাজের পরিধির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রতিরক্ষামূলক কাজ এবং নিকাশি নালার নির্মাণ এবং 300 মিমি জি এস বি[173], 200 মিমি ডব্লিউ এম এম, 50 মিমি বিটুমিনাস ম্যাকাডাম (বি এম) এবং 20 মিমি প্রিমিক্সড কার্পেট (পি সি) ও সীল কোট (এস সি) সহযোগে রাস্তার পাড় নির্মাণ।

নির্বাহী বাস্তুকার (ই ই), জলপাইগুড়ি বিভাগ, পি ডব্লিউ ডি-এর নথি যাচাই করে (জুন 2022) জানা গেছে যে কাজের অগ্রগতি শুরু থেকে খুব ধীর ছিল এবং ঠিকাদার নির্ধারিত সময়ের (নভেম্বর 2018) মধ্যে কাজ শেষ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ই ই, কাজটি ত্বরান্বিত করার জন্য ঠিকাদারকে বারবার নির্দেশ দিয়েছিল (ডিসেম্বর 2018, জানুয়ারি 2019, মে 2019, জুন 2019 এবং জুলাই 2019)। যাইহোক, ঠিকাদার কাজটি সম্পূর্ণ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, 27 জানুয়ারী 2020 তারিখে চুক্তিটি সমাপ্ত করা হয়েছিল। ঠিকাদারকে 4.17 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল যার মধ্যে 1.82 কোটি টাকা[174] জি এস বি এবং ডব্লিউ এম এম স্তর নির্মাণের জন্য দেওয়া হয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট দপ্তরীয় কর্মকর্তাদের সাথে, যৌথভাবে রাস্তাটির সরেজমিন যাচাইকরণের সময় (জুন 2022), নিরীক্ষা পর্যবেক্ষন করেছে যে, এম ও আর টি এইচ-এর নিদির্ষ্টকরণ এবং দপ্তরীয় নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে, রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছিল এবং প্রযুক্ত জি এস বি ও ডব্লিউ এম এম স্তরের উপর বিটুমিনাস কোর্সের (বি এম, পি সি এবং এস সি) অতিরিক্ত আস্তরণ না দিয়েই বৃষ্টির সংস্পর্শে দুই বছরের অধিক সময় ধরে রেখে দেওয়া হয়েছিল। ফলস্বরূপ গর্ত তৈরী হয় এবং ডব্লিউ এম এম ও জি এস বি স্তরে ব্যবহৃত পাথরগুলো উন্মোচিত হয়ে পড়ে এবং পুরো রাস্তা জুড়ে ছড়িয়েছিটিয়ে পড়ে ছিল।

*চিত্র 4.15: বড় আকারের গর্তগুলি বৃষ্টির জলে পরিপূর্ণ*

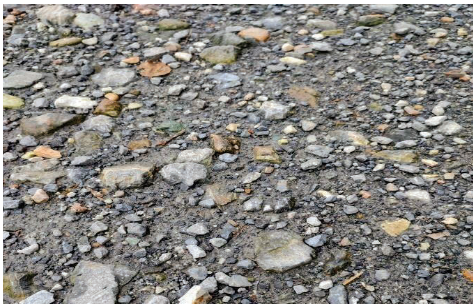

*চিত্র 4.16: জি এস বি এবং ডব্লিউ এম এম পাথর পুরো রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে*

সুতরাং, এম ও আর টি এইচ নির্দিষ্টকরণ এবং দপ্তরীয় নির্দেশিকা অমান্য করে ইতিমধ্যেই সম্পাদিত জি এস বি এবং ডব্লিউ এম এম স্তরের উপর দুই বছরেরও অধিক সময় ধরে বিটুমিনাস স্তরের অতিরিক্ত আচ্ছাদন না দেওয়ার ফলে 1.82 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জি এস বি এবং ডব্লিউ এম এম স্তরের ক্ষতি হয়।

---

[171] *"সালবাড়ি-I জি পি-তে নোনাই ব্রিজ (গাইরকাটা-রামসাই রোড) থেকে সত্যপদ এম এস কে পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ"।*

[172] *এম/এস দিলীপ কুমার দাস এন্ড সন্স।*

[173] *গ্রান্যুলার সাব-বেস সড়ক তৈরিতে কম্প্যাক্টেড সাব-গ্রেড স্তরের ঠিক উপরের একটি স্তর, এতে যথাযথ গ্রেডেশনের চূর্ণ পাথরের সমষ্টি বা প্রাকৃতিক নদী তলদেশের উপাদান রয়েছে এবং এটি একটি নিষ্কাশন স্তরের মতো কাজ করে।*

[174] *জি এস বি-এর জন্য (4390440.39 টাকা + 3937007.07 টাকা) + ডব্লিউ এম এম-এর জন্য (9830641.38 টাকা) = 18158088.84 টাকা – চুক্তিভিত্তিক রিবেট (0.03%) = 18152641.41 টাকা।*

উত্তরে, দপ্তর জানিয়েছে (জুলাই 2023 এবং ফেব্রুয়ারী 2025) যে কোনও জি এস বি স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, শুধুমাত্র বিদ্যমান ডব্লিউ এম এম স্তরটি কিছু অংশে জীর্ণ হয়ে গেছে এবং ডব্লিউ এম এম স্তরের জীর্ণ অংশ মেরামতের পরে বিটুমিনাস কোর্স স্থাপনের কাজ 2.33 কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন হয়েছে (নভেম্বর 2023)।

দপ্তরের উত্তর গ্রহণযোগ্য নয় কারণ নিরীক্ষায় যৌথভাবে কার্যস্থল পরিদর্শনের সময় দেখা গেছে যে বিদ্যমান ডব্লিউ এম এম তথা জি এস বি স্তরগুলি জীর্ণ হয়ে গেছে এবং এমনকি কিছু অংশে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে, যেমনটি ছবিতে দেখানো হয়েছে।

## 4.13 ব্যয়বহুল বাইন্ডার এবং ওয়্যারিং কোর্সের অযৌক্তিক ব্যবহারের কারণে পরিহারযোগ্য ব্যয়

**পূর্ত দপ্তর, আই আর সি নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে, ন্যায্যতা ছাড়াই উচ্চতর স্পেসিফিকেশনের বিটুমিনাস স্তর স্থাপন করেছে, যার ফলে 1.16 কোটি টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছে।**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি) তার দর তালিকা (এস ও আর), সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রণালয় (এম ও আর এন্ড টি এইচ)-এর স্পেসিফিকেশন, ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেস (আই আর সি)-এর শর্তাবলী ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন রাস্তার কাজ সম্পাদন করে। রাস্তার উপাদানগুলির নকশা করার জন্য, উপরের নির্দেশিকাগুলি অনুসরণ করা প্রয়োজন এবং সাব-গ্রেডের[175] মাটির শক্তির উপর ভিত্তি করে হতে হবে, যা ক্যালিফোর্নিয়া বিয়ারিং রেশিও[176] (সি বি আর) এবং প্রকল্পিত ট্র্যাফিক ভলিউমের (এম এস এ[177]-তে প্রকাশিত)-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশ করা হয়। দুই বা তার বেশি এম এস এ প্রযোজ্য রাস্তাগুলির জন্য, আই আর সি নির্দেশিকা[178] (আই আর সি 37-2012) যথাক্রমে বাইন্ডার কোর্স[179] এবং ওয়্যারিং কোর্স[180] হিসাবে ডেন্স বিটুমিনাস ম্যাকাডাম (ডি বি এম) এবং সেমি ডেন্স বিটুমিনাস কোর্স (এস ডি বি সি) নির্ধারণ করে। যেসব ক্ষেত্রে এম এস এ দুইয়ের কম, সেখানে আই আর সি নির্দেশিকা[181] অনুযায়ী বিটুমিনাস ম্যাকাডাম (বি এম) এবং ওপেন গ্রেডেড প্রিমিক্স কার্পেট (ও জি পি সি) প্রয়োগের সুপারিশ করা হয়।

অধীক্ষক বাস্তুকার, ওয়েস্টার্ন সার্কেল-I, পূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি), আসানসোল বিভাগ, পশ্চিম বর্ধমান জেলায়, *'চুঁচুরিয়া থেকে ভুরি (0.00 কিমি থেকে 12.70 কিমি) পর্যন্ত রাস্তার রি-সেকশনিং সহ প্রশস্তকরণ এবং দৃঢ়করণ কাজ'*-এর জন্য (মার্চ 2019) 23.22 কোটি টাকা দরপত্র মূল্যে ডিসেম্বর 2019-এর মধ্যে শেষ করার জন্য ঠিকাদার নিয়োগ করেছিলেন। কাজটি, 24.48 কোটি টাকা[182] ব্যয়ে 2020 সালের ফেব্রুয়ারিতে সম্পন্ন হয়েছিল।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ করেছে (মার্চ 2022) যে, রাস্তাটি এম এস এ 01 হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছে, পাঁচ বছরের পরিকল্পিত মেয়াদের ভিত্তিতে (বিটুমিনাস স্তরগুলির জন্য)। সুতরাং রাস্তার

*175 একটি নির্মিত রাস্তার নীচের প্রকৃতিগত উপাদান।*

*176 'ক্যালিফোর্নিয়া বিয়ারিং রেশিও' (সি বি আর) হল নতুন নির্মিত রাস্তার নিচের প্রাকৃতিক মাটি, সাবগ্রেড এবং বেস কোর্সের যান্ত্রিক শক্তির মূল্যায়নের জন্য একটি অনুপ্রবেশ পরীক্ষা।*

*177 মিলিয়ন স্ট্যান্ডার্ড এক্সেল।*

*178 আই আর সি-37-2012।*

*179 'বাইন্ডার কোর্স' হল একটি মধ্যবর্তী, বাইন্ডার বাউন্ড এগ্রিগেট লেয়ার, যা বেস লেয়ার এবং রাস্তার ওয়্যারিং কোর্স লেয়ারের মধ্যে স্থাপন করা হয়।*

*180 রাস্তার সবচেয়ে উপরের স্তর, যা বাইন্ডার কোর্সের ওপরে থাকে।*

*181 (আই আর সি এস পি: 72-2015) চিত্র-4*

*182 ব্যয় বৃদ্ধির কারণ মূলত ডাইভারশন রাস্তা নির্মাণ এবং রাস্তার বিদ্যমান প্রস্থের উপরে অতিরিক্ত 125 মিমি পুরু ওয়াটার মিক্স ম্যাকাডাম স্থাপন করা।*

বিটুমিনাস স্তরের এম এস এ দুইয়ের কম ছিল, তাই আই আর সি নির্দেশিকা[183] অনুসারে বিভাগকে বাইন্ডার কোর্স হিসাবে 50 মিমি বি এম এবং ওয়্যারিং কোর্স হিসাবে ও জি পি সি স্থাপন করা উচিত ছিল। যাইহোক, দপ্তর নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে বাইন্ডার কোর্স হিসাবে 50 মিমি ডি বি এম এবং ওয়্যারিং কোর্স হিসাবে 30 মিমি বিটুমিনাস কংক্রিট (বি সি)-এর ব্যয়বহুল স্তর স্থাপন করেছিল, যার ফলে 1.16 কোটি টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে দপ্তর জানিয়েছে (আগস্ট 2022) যে, আই আর সি নির্দেশিকা[184] অনুসারে, ডি বি এম এবং এস ডি বি সি/বি সি-এর সংমিশ্রণ রাস্তাকে একটি অভেদ্য স্তর প্রদান করে এবং বর্ষাকালে রাস্তার পাড়ে জল প্রবেশ রোধ করার জন্য পাড়ের উচ্চতা কম ছিল বলে বি এম এবং ও জি পি সি-এর জায়গায় এই সংমিশ্রণটি গৃহীত হয়েছিল।

উত্তরটি প্রযোজ্য ছিল না, যেহেতু, প্রাসঙ্গিক আই আর সি কোড অনুযায়ী, উল্লিখিত সুপারিশ শুধুমাত্র 5 এম এস এ বা তার বেশি ডিজাইন ট্রাফিকের জন্য প্রযোজ্য। এছাড়া, রাস্তার পাড়ে জলের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশি মূল্যের উপাদান যা আই আর সি নিয়মাবলীতে নেই তা ব্যবহারের পরিবর্তে দপ্তরের আই আর সি[185] নিয়মাবলী মেনে বালির স্তর বাড়িয়ে পাড়ের উচ্চতা বাড়ানো উচিত ছিল। এছাড়াও, উচ্চতর উপাদান ব্যবহার সত্ত্বেও, ত্রুটির জন্য দায়বদ্ধতার সময়কাল বাড়ানো হয়নি।

দপ্তর আরও জানিয়েছে (জুন 2023) যে, এম ও আর টি এইচ কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তি[186] অনুসারে, 3 টনের বেশি মোট যানবাহন ভার (জি ভি ডব্লিউ) সহ হালকা বাণিজ্যিক যানবাহন (এল সি ভি)-এর এম এস এ মান নির্ধারণের জন্য ট্র্যাফিক হিসাবে গণনা করা উচিত। এটি বিবেচনায় রেখে, পর্যায়ক্রমিক নির্মাণের জন্য কিউমুলেটিভ ফ্যাটিস ফ্যাক্টর 1.67 বিবেচনা করার পরে, প্রতিদিন বাণিজ্যিক যানবাহন (সি ভি পি ডব্লিউ) 166 এর পরিবর্তে 307 এবং এম এস এ মান 01-এর পরিবর্তে 2.85-এ পৌঁছেছে।

উপরোক্ত উত্তরটিও গ্রহণযোগ্য নয় কারণ এম ও আর টি এইচ বিজ্ঞপ্তিটি জুলাই 2018 সালে প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু যান গণনা (ডিসেম্বর 2017) এবং কাজের জন্য প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক অনুমোদন (জুন 2018) উভয়ই উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আগেই সম্পন্ন হয়েছিল।

এছাড়াও, এল সি ভি বিবেচনা করার পরেও, স্ট্যান্ডার্ড অ্যাক্সেলের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে ডিজাইন ট্র্যাফিক হবে 1.7 এম এস এ অর্থাৎ 2 এম এস এ-এর কম, যার জন্য ফুটপাথের গঠন আই আর সি: এস পি-72-2015[187] অনুসারে ডিজাইন করা উচিত ছিল, যা ডি বি এম-এর পরিবর্তে বি এম স্থাপনের সুপারিশ করে। এছাড়াও, ট্র্যাফিক ডিজাইনের জন্য, দপ্তর আই আর সি:37-2012 অনুসরণ করেছে, যেখানে উত্তরে উল্লিখিত পর্যায়ক্রমিক নির্মাণের জন্য কিউমুলেটিভ ফ্যাটিস ফ্যাক্টর-এর বিধান আই আর সি:37-2018[188]-তে রয়েছে, যা নভেম্বর 2018 থেকে কার্যকর হয় এবং প্রযুক্তিগত ও প্রশাসনিক অনুমোদন চাওয়ার সময় এটি অনুমান করা যায়নি। এছাড়াও, বাঁধের কম উচ্চতা সম্পর্কে তথ্য প্রাথমিক পর্যায়েই নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন এবং খরচের সাথে বিবেচনা করা উচিত ছিল।

---

183 *আই আর সি: এস পি-72-2015, চিত্র-4।*

184 *আই আর সি: 37-2018; পরিশিষ্ট-VI-3।*

185 *আই আর সি: 34-2011; ধারা 4.2।*

186 *এম ও আর টি এইচ আদেশ সংখ্যা. আর টি 11028/11/2017-এম ভি এল তারিখ 18/07/2018।*

187 *আই আর সি: এস পি-72-2015, পৃষ্ঠা 22, চিত্র 4: নুড়ি/গ্রানুলার বেস এবং সাব-বেসের জন্য ফুটপাথ নকশা ক্যাটালগ।*

188 *আই আর সি :37-2018-এর ধারা-4.3.2।*

সুতরাং, উপরোক্ত তথ্য বিবেচনা করলে, এটা স্পষ্ট যে দপ্তরের উত্তরগুলি বিদ্যমান নির্দেশিকা লঙ্ঘনের ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য একটি পুনঃচিন্তিত পরিকল্পনা, যার ফলে 1.16 কোটি টাকা পরিহারযোগ্য ব্যয় হয়েছে।

## পরিবহন দপ্তর

## পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড

### 4.14. পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের কার্যসম্পাদনে ঘাটতি

**ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা ও সম্পাদনে বিলম্ব লক্ষ্য করা গেছে। তদুপরি, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল ঠিকাদারদের কাছ থেকে 88 লক্ষ টাকা এল ডি বাবদ কেটে নিতে ব্যর্থ হয়েছিল। জে এন এন ইউ আর এম এবং গতি ধারা প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও ঘাটতি ছিল, যার ফলে বেসরকারী বাস পরিচালকদের এবং সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে যথাক্রমে 102.42 কোটি টাকা এবং 32.85 কোটি টাকা পুনরুদ্ধার হয়নি। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল কর্তৃক গৃহীত যৌথ উদ্যোগগুলির মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রাগুলি পূরণ করা সম্ভব হয়নি।**

পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল) 1956 সালের কোম্পানী আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত[189] হয়েছিল, একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে, যার লক্ষ্য ছিল বাস টার্মিনাস, ট্রাক টার্মিনাল, যাত্রী সুবিধা কেন্দ্র ইত্যাদির মতো পরিকাঠামো গুলির উন্নয়ন করা, ব্যবহারকারীদের কাছ থেকে পরিষেবা শুল্ক, কর এবং শুল্ক আদায় করা; এস টি ইউ /সরকার/সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত বাস স্টেশন/টার্মিনাল, ট্রাক টার্মিনাল, যাত্রী সুবিধা কেন্দ্রগুলি উন্নয়ন বা রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে অধিগ্রহণ করা এবং যাত্রী পরিবহন কার্যক্রমে আন্তঃ-প্রকারীয় সুবিধা বিকাশ করা। কেন্দ্র/রাজ্য পরিচালিত প্রকল্প সমূহ, যেমন জওহরলাল নেহেরু জাতীয় নগর পুনর্নবীকরণ মিশন (জে এন এন ইউ আর এম)[190], গতিধারা[191] এবং যৌথ উদ্দ্যোগ (জে ভি) ইত্যাদির বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাজ্যের সামগ্রিক পরিবহন পরিকাঠামোর উন্নতিসাধনের জন্যও ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল দায়বদ্ধ ছিল।

এছাড়াও, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল, পশ্চিমবঙ্গ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন, সরবরাহ এবং স্থানিক উন্নয়ন প্রকল্প (ডব্লিউ বি আই ডব্লিউ টি এল এস ডি পি) নামক বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থায়িত একটি প্রকল্পের অধীনে, 27 টি স্থানে 29 টি জেটিতে পন্টুন এবং গ্যাংওয়েগুলি তৈরি করা, 22 টি নতুন যাত্রী ফেরি (জাহাজ) তৈরি করা এবং 40 টি জেটিতে ইলেকট্রনিক স্মার্ট টিকিটিং গেট তৈরি করার কাজগুলি সম্পাদন করছিল। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল এই গ্যাংওয়ে কাম পন্টুন জেটিগুলির নির্মাণ, বিভিন্ন রাস্তায় ট্র্যাফিক সরঞ্জাম স্থাপন, জলযান নির্মাণ ইত্যাদি সম্পর্কিত 175 টি কাজ সম্পাদন করেছে। 2018-23 সময়কালের মধ্যে, বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থায়নে হওয়া 23 টি কাজের মধ্যে 17 টি কাজ এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক অর্থায়িত 175 টি অন্যান্য কাজের মধ্যে 47 টি কাজ নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে বিশদ নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হয়।

নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং জি ও আই/ জি ও ডব্লিউ বি এবং যৌথ উদ্যোগ প্রকল্পগুলি কার্যকর করার ক্ষেত্রে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর তরফে ঘাটতি ছিল। এই ঘাটতিগুলি নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

---

[189] *10 সেপ্টেম্বর 1996, বিভাগের আদেশ মেমো নং 7330-টি/টি আর/এন/8 বি-49/95 তারিখ 12 জুন 1997।*

[190] *15 বছর বা তার বেশি সময় ধরে রাস্তায় চলাচলকারী বাণিজ্যিক যানবাহন প্রতিস্থাপনের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 2005 সালের ডিসেম্বর মাসে চালু হয়েছিল।*

[191] *পরিবহন পরিষেবার প্রচারের মাধ্যমে শহর ও গ্রামীণ এলাকায় স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে 2014 সালের আগস্ট মাসে চালু করা হয়েছিল।*

## 4.14.1 বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থায়িত প্রকল্প

### *4.14.1.1 পরিকল্পনার ঘাটতি*

ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল, 2020 সালের জানুয়ারি[192] মাসে বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থায়নে হওয়া ডব্লিউ বি আই ডব্লিউ টি এল এস ডি পি নামে একটি প্রকল্প হাতে নেয়। আনুমানিক 1,021 কোটি টাকার এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল (i) হুগলি নদীতে যাত্রী ও মাল পারাপারের ক্ষেত্রে পরিবহনের দক্ষতা এবং নিরাপত্তা উন্নত করা; এবং (ii) কলকাতা মেট্রোপলিটন এরিয়ার (কে এম এ) মধ্যে অভিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য একটি স্থানিক পরিকল্পনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল ছিল এই প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা। এই প্রকল্পের মধ্যে 27 টি স্থানে 29 টি জেটিতে পন্টুন এবং গ্যাংওয়ে নির্মাণ, 22 টি নতুন যাত্রী ফেরি নির্মাণ এবং 40 টি জেটিতে ইলেকট্রনিক স্মার্ট টিকিটিং গেট স্থাপন অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রকল্পটি সম্পন্ন হওয়ার নির্ধারিত তারিখ ছিল 2026 সালের মার্চ মাস।

ভারত সরকারের অর্থনৈতিক বিষয়ক দপ্তর, 2018 সালের এপ্রিল মাসে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ডব্লিউ বি আই ডব্লিউ টি এল এস ডি পি সম্পর্কিত প্রাক-প্রকল্প কার্যকলাপের জন্য তহবিল সংগ্রহের প্রস্তাব অনুমোদন করে। পরিবহন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রশাসনিক অনুমোদনের (জানুয়ারী 2020) পর, বিশ্বব্যাঙ্কের সাথে চুক্তিটি 2021 সালের জানুয়ারিতে সম্পন্ন হয়। প্রকল্পের জন্য তহবিলের প্রথম কিস্তি 07 সেপ্টেম্বর 2021 তারিখে পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে ডব্লিউ বি আই ডব্লিউ টি এল এস ডি পি-এর প্রকল্পগুলির জন্য একটি প্রকল্প পরিচালনা নির্দেশিকা, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর দ্বারা প্রস্তুত এবং জারি করা হয়েছিল (13 ফেব্রুয়ারী 2020)। এই নির্দেশিকা অনুসারে, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ছয়টি পরিকল্পনা/অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই পরিকল্পনা/অধ্যয়নগুলি নিম্নরূপ ছিল:

1. প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা (আই এস বি পি)
2. অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন নিরাপত্তা (আই ডব্লিউ টি এস) অধ্যয়ন
3. ব্যাপক গতিশীলতা পরিকল্পনা (সি এম পি)
4. স্থানিক উন্নয়ন কৌশল (এস ডি এস)
5. সরবরাহ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এল এম পি)
6. সমন্বিত কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা (আই এস ডি পি)

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে:

- বিশ্বব্যাঙ্কের অর্থায়িত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এই ছয়টি পরিকল্পনা/অধ্যয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও, ছয়টি পরিকল্পনার মধ্যে কেবলমাত্র পাঁচটিতে পরামর্শদাতা নিয়োগ করা হয়েছিল এবং একটি পরিকল্পনা, যথা সরবরাহ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (এল এম পি) ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল কর্তৃক গৃহীত হয়নি (ফেব্রুয়ারী 2024)। পরবর্তীতে, বিশ্বব্যাঙ্কের সম্মতিতে এল এম পি পরিকল্পনা বাদ দেওয়া হয়েছিল।
- বিশ্বব্যাঙ্কের সাথে চুক্তিটি 2021 সালের জানুয়ারিতে চূড়ান্ত করা সত্ত্বেও ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর পক্ষ থেকে দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ এবং সি এম পি-এর জন্য পরামর্শদাতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রায় 27 মাস বিলম্ব হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট পরামর্শদাতাকে 2023 সালের এপ্রিল মাসে নির্বাচন করা হয়েছিল।

---

[192] *প্রশাসনিক অনুমোদন।*

- প্রধানতঃ কোভিড-19 মহামারী এবং রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের কারণে বাকি চারটি পরিকল্পনার অধীনে বিতরণ সামগ্রী গুলি[193] পরামর্শদাতাদের দ্বারা প্রদানের ক্ষেত্রে এক মাস থেকে 38 মাস পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছিল। চারটি পরিকল্পনা/অধ্যয়নে পরিলক্ষিত বিলম্বগুলি ***পরিশিষ্ট 4.2***-এ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

- পরামর্শ চুক্তির শর্তাবলী (টি ও আর) অনুসারে (17 ফেব্রুয়ারী 2020 থেকে 10 মে 2023-এর মধ্যে স্বাক্ষরিত[194]), পরামর্শদাতাদের প্রদত্ত প্রধান ফলাফল এবং বিতরণ সামগ্রী গুলি প্রাথমিকভাবে একটি পর্যালোচনা কমিটি দ্বারা যাচাই করার কথা ছিল। পর্যালোচনা কমিটি, পরামর্শদাতাদের কাজ পর্যবেক্ষণ, মধ্য-মেয়াদী পর্যালোচনা সম্পাদন এবং পরামর্শদাতাদের দ্বারা প্রস্তুত চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন পর্যালোচনা করার দায়িত্বে ছিল। কোনও লিপিবদ্ধ কারণ ছাড়াই, 2023 সালের অক্টোবর পর্যন্ত, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল বা পরিবহন দপ্তর দ্বারা পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা হয়নি। পর্যালোচনা কমিটি গঠন না করার কারণে, নিযুক্ত পরামর্শদাতাদের নির্দেশনা এবং পর্যবেক্ষণ এবং তাদের দ্বারা জমা দেওয়া প্রতিবেদনগুলি যাচাইয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পন্ন করা যায়নি।

### *4.14.1.2 প্রথম পর্যায়ের অধীনে গ্যাংওয়ে ও পন্টুন জেটি নির্মাণ/পুনঃনির্মাণে বিলম্ব*

2020-21 অর্থবর্ষে, বিশ্বব্যাঙ্ক রাজ্যে জল পরিবহন পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য ডব্লিউ বি আই ডব্লিউ টি এল এস ডি পি প্রকল্পে অর্থদান করার পাশাপাশি জল পরিবহনে যাত্রী ও মাল চলাচল ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যমাত্রাও নিয়েছে। প্রকল্পটি দুটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হওয়ার কথা ছিল:

**প্রথম পর্যায়** : - প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে 29 টি জেটিতে (27 টি স্থানে) পন্টুন এবং গ্যাংওয়ে নির্মাণ, 22 টি নতুন যাত্রী ফেরি নির্মাণ এবং 40 টি জেটিতে ইলেকট্রনিক স্মার্ট টিকিটিং গেট স্থাপনের কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

**দ্বিতীয় পর্যায়** : - প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে 15 টি জেটিতে যাত্রী সুবিধাসহ গ্যাংওয়ে কাম পন্টুন নির্মাণ, 10 টি বৃহৎ মাঝারি আকারের টার্মিনাল, চারটি সমন্বিত টার্মিনালের উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথম পর্যায়ের অধীনে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল হুগলি নদীতে মোট 123.25 কোটি টাকা ব্যয়ে 29 টি গ্যাংওয়ে-কাম-পন্টুন জেটি (জেটি) নির্মাণের জন্য 13 টি কার্যাদেশ জারি করেছিল (17 ডিসেম্বর 2020)। এই জেটিগুলির কাজ 2022 সালের এপ্রিলের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু 15 মাসের নির্ধারিত সময়সূচীর মধ্যে কোনওটিই সম্পন্ন করা যায়নি। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল 29 টি জেটির নির্মাণ কাজের সবকটির মেয়াদ বাড়িয়ে ছিল এবং সংশোধিত সমাপ্তির তারিখ 2023 সালের ফেব্রুয়ারী থেকে 2023 সালের অক্টোবরের মধ্যে রাখা হয়েছিল।

2024 সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত, 29 টি গ্যাংওয়ে-কাম-পন্টুন জেটির মধ্যে 28 টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং একটির (ধোবি ঘাট) কাজ চলছে। যাইহোক দেখা গেছে যে, 12 টি জেটি[195]

---

[193] *আই এস বি পি:- কাজটির জন্য পদ্ধতি ও কর্মপন্থাসহ সূচনা প্রতিবেদন, আই ডব্লিউ টি-র উপর চূড়ান্ত পাঁচ বছরের আই এস বি পি; আই ডব্লিউ টি সুরক্ষা অধ্যয়ন:- কাজটির জন্য পদ্ধতি ও কর্মপন্থাসহ সূচনা প্রতিবেদন, চূড়ান্ত পাঁচ বছরের ডব্লিউ বি আই ডব্লিউ টি এল এস ডি পি সুরক্ষা পরিকল্পনা; এস ডি এস:- পরিদর্শন প্রতিবেদন; আই এস ডি পি:- পশ্চিমবঙ্গ আই ডব্লিউ টি বিনিয়োগ পরিকল্পনা, সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং শেয়ারহোল্ডারদের সাথে কর্মশালা।*

[194] *আই এস বি পি -17 ফেব্রুয়ারি 2020, আই ডব্লিউ টি এস -13 জানুয়ারি 2021, সি এম পি -10 মে 2023, এস ডি এস-28 সেপ্টেম্বর 2022 এবং আই এস ডি পি - ফেব্রুয়ারি 2021*

[195] *1.পানিহাটি জেটি, 2. চাঁদপাল জেটি, 3. গাদিয়াড়া জেটি, 4. আর্মেনিয়ান জেটি, 5. আহিরিটোলা জেটি, 6. গৌরীহাটি জেটি, 7. বাঁশবেড়িয়া জেটি, 8. দেবীতলা জেটি, 9. রাসমণি জেটি, 10. কুঠির জেটি, 11. আউট্রাম জেটি এবং 12. রতনবাবু জেটি।*

স্থানীয় সংস্থা এবং পৌরসভার কাছে পরিচালনার জন্য হস্তান্তর করা হয়েছে, কিন্তু 16 টি জেটির[196] সমাপ্তির সময়সীমা থেকে পাঁচ থেকে 10 মাস[197] অতিবাহিত হলেও ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল দ্বারা তা হস্তান্তর করা হয়নি। এই জেটিগুলি হস্তান্তরে বিলম্ব মূলত পরিবহন দপ্তর এবং পৌরসভা/পঞ্চায়েতের মতো স্থানীয় সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাবের কারণে হয়েছিল।

সমাপ্তির তারিখ থেকে পাঁচ থেকে দশ মাস (ফেব্রুয়ারী 2024 পর্যন্ত) অতিবাহিত হওয়ার পরেও, এই জেটি গুলো হস্তান্তর না করার কারণে, এই প্রকল্পগুলিতে বিনিয়োগ করা 67.89 কোটি টাকা নিষ্ফল ব্যয়ে পর্যবেশিত হওয়ার পাশাপাশি প্রকল্পটি গ্রহণের উদ্দেশ্যগুলিও ব্যর্থ হয়েছে। যাত্রীরা নতুন সম্পন্ন জেটিগুলি ব্যবহার করতে অসমর্থ হওয়ায় তারা কাঙ্ক্ষিত সুবিধা লাভের থেকে বঞ্চিত হন। এই সমস্যাটি সম্পূর্ণ সম্পদ (জেটি) হস্তান্তরের পদ্ধতিগত অদক্ষতা এবং নির্মাণ কারী পক্ষ এবং জেটিগুলির পরিচালন পক্ষের মধ্যে যোগাযোগ বা সমন্বয়ের ঘাটতিও তুলে ধরে।

সরকার পর্যবেক্ষণগুলি স্বীকার করে (ফেব্রুয়ারী 2024) বলে যে, কাজ সম্পন্ন হয়েছে, তবে জেটি হস্তান্তর প্রশাসনিক দপ্তরের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে।

## 4.14.2 পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা অর্থায়িত কাজ

### *4.14.2.1 প্রশাসনিক অনুমোদন এবং আর্থিক অনুমোদনের আগে এন আই টি জারি করা*

পশ্চিমবঙ্গ গণপূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি) কোডের অনুচ্ছেদ 168-তে বলা হয়েছে যে, অন্য কোনও দপ্তর কর্তৃক শুরু করা বা তার প্রয়োজনীয়তার সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি কাজের জন্য (মেরামত ব্যতীত) প্রথমে প্রস্তাবগুলির সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সম্মতি বা প্রশাসনিক অনুমোদন নেওয়া প্রয়োজন। এই কাজটির প্রশাসনিক অনুমোদন কার্যত একটি নির্দেশ, যাতে দপ্তরটির প্রশাসনিক প্রয়োজনে নির্দিষ্ট কিছু কাজ নির্ধারিত অর্থে সম্পাদনের জন্য আদেশ প্রদান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ গণপূর্ত দপ্তর (পি ডব্লিউ ডি) কোডের অনুচ্ছেদ 172-এ বলা হয়েছে যে, ব্যয় অনুমোদনের অর্থ হল, যেক্ষেত্রে এটির প্রয়োজন সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত ব্যয়ের প্রতি সরকারের সম্মতি।

নথিপত্র সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থায়নে হওয়া 47 টি কাজ হাতে নেওয়া হয়েছিল। দেখা গেছে যে, 47 টি কাজের মধ্যে 11 টি কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদন প্রাপ্তির 60 থেকে 1,230 দিন আগেই ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল, এন আই টি জারি করেছিল। সি পি ডব্লিউ ডি কাজের নির্দেশিকা, 2012-এর নিয়ম 129 অনুসারে, কেবলমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতেই অগ্রিম এন আই টি জারি করা যেতে পারে। যাইহোক, তথ্যের নিরীক্ষায় এটি নির্দেশিত হয়নি যে, এগুলি জরুরি কাজ ছিল এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনুমোদনের আগেই সেগুলি গ্রহণের প্রয়োজন ছিল। অতএব, 33.80 কোটি টাকার[198] এই 11 টি কাজের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও আর্থিক অনুমোদনের আগে এন আই টি জারি করার কোনও যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না।

সরকার জানিয়েছে (ফেব্রুয়ারী 2024) যে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর গৃহীত সিদ্ধান্ত[199] অনুসারে, প্রকল্পের সময়চিত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য ডি পি আর প্রস্তুতি,

[196] *1. চাঁদপাল জেটি, 2. ফুলেস্বর জেটি, 3. চাঁদপাল ঘাট -2 কলকাতা, 4. নূরপুর জেটি দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায়, 5. শোভাবাজার জেটি, 6. খড়দা জেটি, 7. হাওড়া-3 জেটি, 8. হুগলী জেলাতে কোন্নগর জেটি, 9. শেওড়াফুলি জেটি, 10. শ্রীরামপুর জেটি, 11. চুঁচুড়া জেটি, 12. নৈহাটী জেটি, 13. হালিশহর জেটি (লক্ষ্মী ঘাট), 14. মনিরামপুর জেটি, 15. কাশিপুর জেটি এবং 16. হাওড়া জেটি নং 3।*

[197] *2024 সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।*

[198] *প্রশাসনিক অনুমোদনের মূল্য।*

[199] *এফ ডি নং 222-এফ (ওয়াই), তারিখ 10.01.2018।*

দরপত্রের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পাদিত কাজের পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এইভাবে, প্রশাসনিক অনুমোদন এবং আর্থিক অনুমোদন প্রদানের আগে সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য এন আই টি জারি করা হয়েছিল, কিন্তু কার্যাদেশ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের পরে জারি করা হয়।

এই উত্তরটি গ্রহণযোগ্য নয় কারণ, এটি পশ্চিমবঙ্গ গণপূর্ত আইনের অনুচ্ছেদ নম্বর 168 এবং 172-এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পর্কিত নথিগুলিতে এই কাজগুলিকে জরুরিভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশিত হয়নি। অতএব, প্রশাসনিক অনুমোদনের আগেই এন আই টি জারি করার বিষয়টি যুক্তিসঙ্গত ছিল না।

### *4.14.2.2 ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল কর্তৃক প্রকল্প সমাপ্তিতে বিলম্ব*

ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল কর্তৃক পরিকাঠামো নির্মাণ সংক্রান্ত কাজের মডেল এন আই টি-এর ধারা 2-এ বলা হয়েছে যে, দরপত্রে উল্লেখিত কাজ সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত সময় ঠিকাদারকে কঠোরভাবে মান্য করতে হবে। যদি ঠিকাদার সময়সীমা মেনে চলতে ব্যর্থ হন, তাকে দরপত্রে উল্লেখিত কাজের মূল্যের উপর প্রধান বাস্তুকারের নির্ধারিত হার অনুযায়ী দৈনিক এক শতাংশ বা তার কম ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, যা সর্বোচ্চ দরপত্রে উল্লেখিত কাজের মূল্যের 10 শতাংশ হতে পারে। নির্বাচিত 47 টি কাজের সম্পাদন সম্পর্কিত নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ নীচে আলোচনা করা হল:

i. 2023 সালের মার্চ পর্যন্ত, 47 টি কাজের মধ্যে 20 টি কাজ (আনুমানিক মূল্য 112.09 কোটি টাকা) সময়মতো সম্পন্ন হলেও, 55.09 কোটি টাকা মূল্যের 21 টি প্রকল্পের সমাপ্তিতে পাঁচ থেকে 1,043 দিন পর্যন্ত বিলম্ব হয়েছিল। এছাড়াও, 15.03 কোটি টাকা আনুমানিক মূল্যের বাকি ছয়টি কাজ এখনও চলছে। এই অবশিষ্ট ছয়টি কাজের মধ্যে, একটি কাজের সমাপ্তি নির্ধারিত তারিখ থেকে 20 মাস পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছিল। 21 টি কাজে বিলম্বের প্রধান কারণগুলি ছিল কোভিড-19 (দুটি কাজ), ইঞ্জিন/যন্ত্রপাতি প্রাপ্তিতে বিলম্ব (দুটি কাজ), উপকরণ সরবরাহে বিলম্ব (একটি কাজ), সমাপ্তির পরে হস্তান্তরের সমস্যা (একটি কাজ), উপকরণ উপলব্ধ না থাকা (একটি কাজ), বর্ষাকাল (একটি কাজ), বিলম্বে স্থান হস্তান্তর (সাতটি কাজ) এবং অন্যান্য কারণ (ছয়টি কাজ)।

ii. 21 টি বিলম্বিত কাজের মধ্যে, পাঁচটি কাজে বিলম্ব ঠিকাদারদের কারণে হয়েছে। তা সত্ত্বেও, এন আই টি লঙ্ঘন করে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল এই পাঁচটি কাজের ক্ষেত্রে পাঁচ থেকে 270 দিনের মধ্যে বিলম্বের জন্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে 0.88 কোটি টাকার এল ডি কেটে নেয়নি।

সরকার (ফেব্রুয়ারী 2024) স্বীকার করে যে, কিছু অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে (যেমন স্থানের অনুপলব্ধতা, স্থানের অননুমোদিত দখল, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতা এবং কোভিড-19 মহামারী) সংশ্লিষ্ট সংস্থা সময়মতো প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করতে পারেনি এবং সময় বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছিল। কর্তৃপক্ষ, সংস্থার উল্লেখিত কারণগুলিতে সন্তুষ্ট হয়ে, সময় বাড়ানোর অনুমতি দেয়।

সরকারের প্রতিক্রিয়া বৈধ নয়, কারণ পাঁচটি কাজের ক্ষেত্রে চিহ্নিত বিলম্বের কারণগুলি ঠিকাদারদের কারণেই ঘটেছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও, প্রযোজ্য ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়নি।

## 4.14.3 কেন্দ্রীয় পৃষ্টপোষিত প্রকল্প/রাজ্য প্রকল্প/যৌথ উদ্যোগ

### *4.14.3.1 ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল কর্তৃক জে এন এন ইউ আর এম প্রকল্প বাস্তবায়নে ত্রুটি*

নগর এলাকার সংস্কার এবং দ্রুত পরিকল্পিত উন্নয়নকে উৎসাহিত করার জন্য ভারত সরকারের নগর উন্নয়ন মন্ত্রণালয় (এম ও ইউ ডি) কর্তৃক জওহরলাল নেহেরু জাতীয়

নগর পুনর্নবীকরণ মিশন (জে এন এন ইউ আর এম প্রকল্প) চালু করে (ডিসেম্বর 2005)। জে এন এন ইউ আর এম প্রকল্পের অন্যতম একটি উপাদান ছিল 15 বছর বা তার বেশি সময় ধরে রাস্তায় চলাচলকারী গণপরিবহনের বাণিজ্যিক যানবাহন গুলির প্রতিস্থাপনের জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

***চিত্র 4.17: ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর জে এন এন আর এম বাস***

জে এন এন ইউ আর এম-এর এই উপাদানের অধীনে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-কে প্রতিটি বাস 17.33 লক্ষ টাকা মূল্যে সংগ্রহ করতে হত। এর মধ্যে 35 শতাংশ তহবিল ভারত সরকার, 15 শতাংশ রাজ্য সরকার এবং বাকি 50 শতাংশ অর্থায়ন করবে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল।

কলকাতা এবং আসানসোল শহরের নগর পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে 512 টি নতুন বাস কেনার জন্য জে এন এন ইউ আর এম-এর মাধ্যমে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-কে (ফেব্রুয়ারী 2009) 31.60 কোটি টাকার কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছিল। 31 মার্চ 2023 পর্যন্ত, এর আওতায় মোট 88.72 কোটি টাকা[200] ব্যয়ে 512টি বাস কেনা হয়েছিল।

প্রকল্পের 50 শতাংশ অর্থায়নের জন্য, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল বাস কেনার জন্য দুটি ব্যাঙ্ক থেকে 43.57 কোটি টাকার[201] মেয়াদী ঋণ গ্রহণ করে (ডিসেম্বর 2009/মার্চ 2010)। এই ঋণ ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল 96 টি মাসিক কিস্তিতে 9.70 শতাংশ বার্ষিক সুদে পরিশোধ করতে পারবে।

দেখা গেছে যে, 512 টি বাসের মধ্যে 16 টি বাস দক্ষিণবঙ্গ রাজ্য পরিবহন নিগমের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বাকি 496 টি বাস (সেপ্টেম্বর 2009 থেকে এপ্রিল 2010) সরকারি-বেসরকারি-অংশীদারিত্ব (পি পি পি) পদ্ধতির অধীনে বেসরকারি বাস পরিচালকদের পরিচালনার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এই বাসগুলি চালনার জন্য, বেসরকারি পরিচালকরা প্রতিটি বাসের জন্য দুই লক্ষ টাকা নিরাপত্তা জামানত জমা দিয়েছে এবং প্রতিটি বাসের ক্ষেত্রে 96 মাসের জন্য 22,000 টাকা ই এম আই নির্ধারণ করা হয়েছে। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল 273 টি বেসরকারি পরিচালকদের (পি ও) সাথে প্রতি মাসে 22,000 টাকা মাসিক কিস্তি প্রদানের জন্য চুক্তি (জুলাই 2011) সম্পাদন করে, অথচ বাকি 223 টি বেসরকারি পরিচালকদের সাথে কোনও চুক্তি সম্পাদন করা হয়নি।

---

[200] *কেন্দ্রীয় সরকারের ভর্তুকি 31.60 কোটি টাকা, রাজ্য সরকারের ভর্তুকি 13.55 কোটি টাকা এবং ব্যাঙ্ক ঋণ 43.57 কোটি টাকা।*

[201] *এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক (32.61 কোটি টাকা, ঋণের মেয়াদ: আট বছর, 402 টি বাস) এবং বঙ্গীয় গ্রামীণ বিকাশ ব্যাঙ্ক, কলকাতা (10.96 কোটি টাকা, ঋণের মেয়াদ: আট বছর, 110 টি বাস)।*

চুক্তির 13 নং ধারা (f) অনুসারে, 223 টি বাসের মালিকানা ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর ছিল এবং সমস্ত কিস্তি সময়মতো পরিশোধের পরেই মালিকানা বাস মালিকদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। অধিকন্তু, কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল বেসরকারি পরিচালকদের কাছ থেকে বাসগুলি ফিরিয়ে নেবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে:

1. 496 টি বাস[202] পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের কোনওটির ই এম আই (22,000 টাকা) পরিশোধ সন্তোষজনক ছিল না, ফলে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর উপর আর্থিক বোঝা চাপে।

   ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল দুবার ই এম আই-এর পরিমাণ কমায় (জুন 2012 থেকে অক্টোবর 2014) এবং অবশেষে প্রতি মাসে 12,000 টাকা নির্ধারণ করে। তবে, বাস পরিচালকদের ই এম আই পরিশোধের ক্ষেত্রে কোনও উন্নতি হয়নি এবং ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল (ফেব্রুয়ারী এবং মার্চ 2022) বাস পরিচালকদেরকে বেশ কয়েকটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে। অবশেষে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল 321 টি বাসের হেফাজত নেয় (এপ্রিল 2022) এবং এগুলো বিভিন্ন সরকারি বাস ডিপোতে রাখার ফলে মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে।

2. নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, চুক্তির 4 নং ধারা অনুযায়ী ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর বাসের কর্মীদের নিয়মিত বিরতিতে পরিদর্শন করা সংক্রান্ত কোনও তথ্য উপলব্ধ নেই। এই কারণে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল এই বাসগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে পারেনি এবং কোম্পানীর কাছে ফেরত দেওয়ার সময়, এগুলি অর্থনৈতিকভাবে মেরামতের অযোগ্য হয়ে পড়েছিল। অবশেষে এই বাসগুলি নিলামে খুব সস্তা দরে বিক্রি করা হয়েছিল।

3. জে এন এন ইউ আর এম প্রকল্পের অধীনস্থ বাস পরিচালনার জন্য ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর সাথে কোনও চুক্তি স্বাক্ষর না করার কারণে 223 টি বাস থেকে ই এম আই পুনরুদ্ধারের জন্য কোম্পানীটি কোনও আইনি পদক্ষেপ নিতে পারেনি।

4. ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর 111তম পর্ষদ সভার (সেপ্টেম্বর 2018) বিবরণী অনুযায়ী, উভয় ব্যাঙ্কের ঋণ এবং তার সুদ সহ 17.18 কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট 60.75 কোটি টাকা ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করেছে; যার মধ্যে 11.30 কোটি টাকা বেসরকারি পরিচালকদের থেকে ই এম আই হিসেবে সংগৃহিত হয়েছে এবং 3.25 কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা বাস বিক্রির মাধ্যমে আদায় করা হয়েছে। অতএব, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল নিজস্ব তহবিল থেকে 46.20 কোটি টাকা পরিশোধ করেছে।

5. ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর পর্ষদ অধিবেশন (28 মার্চ 2022) অনুসারে, বেসরকারি পরিচালকদের কাছ থেকে মোট পাওনার পরিমাণ ছিল 127.37 কোটি টাকা । জুলাই 2022 পর্যন্ত, মোট পাওনার পরিমাণ ছিল 116.07 কোটি টাকা (127.37 কোটি টাকা-11.30 কোটি টাকা)।

সরকার স্বীকার করে (ফেব্রুয়ারী 2024) যে, জনবলের অভাবে, নিয়মিত বিরতিতে বাস পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের 15 বছরের বেশি বয়সী যানবাহন পর্যায়ক্রমে রাস্তা

---

[202] *ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল মোট 496 টি বাস পি ও-কে হস্তান্তর করেছে, যার মধ্যে 273 টি ছিল চুক্তিবদ্ধ এবং 223 টি ছিল চুক্তি ছাড়াই।*

থেকে তুলে নেবার নির্দেশ অনুসারে, বেশ কয়েকটি পুরনো বাস রাস্তা থেকে তুলে নেওয়া হয়। জরুরী পরিস্থিতি এবং রাস্তা থেকে বাস তুলে নেবার সমস্যা সমাধানের জন্য, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল, চুক্তি স্বাক্ষর না করেই বাসগুলি বেসরকারি পরিচালকদের কাছে হস্তান্তর করে। সরকার আরও জানিয়েছে যে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল বেসরকারি পরিচালকদের কাছ থেকে ই এম আই বাবদ 48.02 লক্ষ টাকা আদায় করেছে এবং বিভিন্ন স্থানে স্তূপীকৃত 20 টি পরিত্যক্ত বাস নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। এর পাশাপাশি, ফ্র্যাঞ্চাইজি পরিচালকদের কাছ থেকে 9.92 কোটি টাকার নিরাপত্তা আমানত গৃহীত হয়েছে।

যদিও, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল 496 টি পরিচালকের মধ্যে 223 টির সাথে কোনও চুক্তি স্বাক্ষর করেনি। ফলস্বরূপ, কোম্পানীটি বেসরকারি পরিচালকদের থেকে ই এম আই পুনরুদ্ধারের জন্য আইনি পদক্ষেপ নিতে পারেনি। যার ফলে, বাস পরিচালকদের কাছ থেকে 102.42 কোটি টাকা[203] আদায়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ।

### *4.14.3.2 গতিধারা প্রকল্প বাস্তবায়নে ত্রুটি*

পরিবহন পরিষেবার উন্নয়নের মাধ্যমে শহর ও গ্রামাঞ্চলে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তর, গতিধারা নামে একটি প্রকল্প চালু করে (আগস্ট 2014)। পরিবহন দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক জারি করা সংশোধিত নির্দেশিকা (নভেম্বর 2015) অনুসারে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। নির্বাহী সংস্থা হিসাবে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল এই প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পেয়েছিল। গতিধারার অধীনে, একজন যোগ্য সুবিধাভোগীকে[204] প্রকল্প ব্যয়ের (যানবাহনের খরচ) 30 শতাংশ ভর্তুকি বা অনুদান হিসাবে প্রদান করা হবে, যা প্রতি ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত হতে পারে।

31 মার্চ 2024 পর্যন্ত, 46,419 জন সুবিধাভোগীকে[205] 2015-16 থেকে 2020-21 সময়কালে[206] 407.23 কোটি টাকা ভর্তুকি বিতরণ করা হয়েছে । 2018-19 থেকে 2022-23 সময়কালের জন্য গতিধারা প্রকল্পের ক্ষেত্রে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর কার্যকারিতা নিরীক্ষার সময় যাচাই করা হয়।

গতিধারা প্রকল্প নির্দেশিকার ধারা 17(c) অনুসারে, প্রকল্পের সম্পূর্ণ অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়, ব্যাঙ্ক সরাসরি অনুমোদিত ডিলারদের বিতরণ করবে যারা আবেদনকারীকে গাড়ি সরবরাহ করবে। সরকার রেজোলিউশনের {ধারা 9(d)} মাধ্যমে এই বিধানটি সংশোধন করেছে (নভেম্বর 2015), যার মাধ্যমে ভর্তুকির অর্থ সরাসরি সুবিধাভোগীদের প্রদান করা যেতে পারে। অধিকন্তু, প্রস্তাব (নভেম্বর 2015) অনুসারে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল প্রতিটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবে এবং যাচাই করবে যে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল যানবাহন কেনার জন্য ভর্তুকি বিতরণের

---

*[203] বাস পরিচালকদের কাছ থেকে মোট বকেয়া (116.07 কোটি টাকা) – পরিচালকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ই এম আই আদায় (0.48 কোটি টাকা) – নিরাপত্তা আমানত (9.92 কোটি টাকা) – বাস বিক্রি থেকে আদায় হয়েছে 3.25 কোটি টাকা=102.42 কোটি টাকা।*

*[204] একজন যোগ্য সুবিধাভোগী হলেন যিনি নিম্নলিখিত মানদণ্ডগুলি পূরণ করেন: 1. রাজ্যের বেকার যুবক যারা কর্মসংস্থান ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত। 2. বয়স 20 থেকে 45 বছরের মধ্যে। এস সি/এস টি সুবিধাভোগীদের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা পাঁচ বছর এবং অন্যান্য অনগ্রসর সুবিধাভোগীদের জন্য তিন বছর পর্যন্ত বয়স শিথিল করা যেতে পারে। 3. সমস্ত উৎস থেকে প্রতি মাসে পারিবারিক আয় 25,000 টাকার বেশি নয় ।*

*[205] তহবিলের অভাবে 2021-22 এবং 2022-23 অর্থবর্ষে সুবিধাভোগীদের নির্বাচন করা হয়নি।*

*[206] 65,605 জন আবেদনকারীর কাছ থেকে আবেদন গৃহীত হয়েছে, 58,590 জনের জন্য অস্থায়ীভাবে অনুমোদন করা হয়েছে, এই 58,590 জনের মধ্যে 12,171 জন আবেদনকারীর জন্য ভর্তুকি প্রদান করা হয়নি/বাতিল করা হয়েছে।*

সাত দিনের মধ্যে ঘোষিত ব্যাঙ্ক থেকে আবেদনকারীকে ভর্তুকির অর্থ প্রদান করেছে। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল এটিও পর্যবেক্ষণ করবে যে, আবেদনকারী ডিলারকে ভর্তুকির অর্থ প্রদানের 30 দিনের মধ্যে ডিলার গাড়িটি সরবরাহ করেছেন এবং তার নিবন্ধন করেছেন।

এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে, 2015-16 থেকে 2016-17 এই সময়কালে, 12,649 জন সুবিধাভোগীকে সরাসরি ভর্তুকির টাকা প্রদান করা হয়েছিল। এর মধ্যে, 151 জন সুবিধাভোগী মোট 1.42 কোটি টাকার ভর্তুকি ফেরত দিয়েছেন, কিন্তু 3,203 জন সুবিধাভোগী ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-কে গাড়ির নিবন্ধকরণ সম্পর্কিত নথি প্রদান করেননি এবং 30.80 কোটি টাকার ভর্তুকিও ফেরত দেননি (মে 2024)।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভর্তুকির অর্থ প্রদানের প্রক্রিয়াটির আরও সংশোধন করেছে (জুলাই 2017)। গতিধারা প্রকল্পের (জুলাই 2017) সংশোধিত নির্দেশিকার ধারা 12 (g) এবং 16 অনুসারে, ভর্তুকির অর্থ একজন গতিধারা সুবিধার্থীর[207] কাছে বিতরণ করা হবে। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল, আবেদনকারীকে এই প্রকল্পের অধীনে অনুমোদিত ভর্তুকি অর্থের জন্য একটি অস্থায়ী অনুমোদনের চিঠি দেবে এবং প্রয়োজনীয় তথ্য রাখবে। সুবিধার্থীর কাছ থেকে যানবাহন বুকিংয়ের বিষয়ে নিশ্চিতকরণ পত্র প্রাপ্তি এবং সম্পর্কিত রাজ্য পরিবহন কর্তৃপক্ষ (এস টি এ)/আঞ্চলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (আর টি এ) দ্বারা তা যথাযথভাবে প্রেরণ করার পর, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল সুবিধার্থীর ঘোষিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের ভর্তুকির অর্থ প্রদান করবে।

ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর আরও দায়িত্ব ছিল যে, কোনও সুবিধাভোগীর জন্য অনুমোদিত ভর্তুকি সংশ্লিষ্ট সুবিধাদাতার কাছে পৌঁছনোর পর সেই ভর্তুকির অর্থ নির্ধারিত সময়ের[208] মধ্যে প্রকল্পের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করা এবং ব্যবহৃত না হলে সুদ সহ ভর্তুকির অর্থ ফেরত দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা।

তদনুসারে, 2017-18 থেকে 2020-21 এই সময়কালে, 33,770 জন সুবিধাভোগীকে গতিধারা প্রকল্পে 280.05 কোটি টাকার ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে, 869 জন সুবিধাভোগী 7.64 কোটি টাকার ভর্তুকি ফেরত দিয়েছেন। তবে, 226 জন সুবিধাভোগীর ক্ষেত্রে সুবিধাদাতারা যানবাহনের নিবন্ধন করেননি বা 2.05 কোটি টাকা ফেরত দেননি। 31 মে 2024 পর্যন্ত, 2.05 কোটি টাকা এখনও সুবিধাদাতাদের কাছে পড়ে ছিল এবং সেই পরিমাণ ভর্তুকি এখনও আদায় করা হয়নি।

সরকার (মে 2024) উত্তর দেয় যে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল খেলাপি সুবিধাভোগী এবং সুবিধাদাতা উভয়ের কাছ থেকে অব্যবহৃত ভর্তুকি আদায়ের বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে কাজ করে এবং খেলাপি সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট আর টি এ এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সাথে যোগাযোগ করেছে। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল খেলাপি সুবিধাদাতাদের কাছে উপার্জিত সুদ সহ অব্যবহৃত ভর্তুকি ফেরত দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকবার ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে। খেলাপি সুবিধাভোগী এবং সুবিধাদাতাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা চলছে।

---

[207] *এই প্রকল্পের অধীনে যানবাহন কেনার সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রাজ্যের নিবন্ধিত বেকার যুবকদের পরিবহন খাতে কর্মসংস্থান পেতে সহায়তা করে এমন বেসরকারি যানবাহন ডিলাররা।*

[208] *রেজুলেশন (জুলাই 2017) উল্লেখ করেছে যে, আবেদনকারীর দ্বারা অস্থায়ী অনুমোদন পত্র উপস্থাপনের জন্য নির্ধারিত সময় হবে 19 দিন [ধারা 11(b)]। সংশ্লিষ্ট গতিধারা-সহায়ক দুই সপ্তাহের মধ্যে একটি চিঠি জারি করবেন যাতে নিশ্চিত করা হবে যে, আবেদনকারী সহায়তাকারীকে (ডিলার) প্রাথমিক ডাউন-পেমেন্ট করেছেন।*

সরকারের উত্তর সত্ত্বেও দেখা গেছে যে, মে 2024 পর্যন্ত, 2015-16 থেকে 2020-21 এই সময়কালে গতিধারা প্রকল্পের অধীনে 3,429 জন[209] সুবিধাভোগী/সহায়কদের দেওয়া মোট 32.85 কোটি টাকা (30.80 কোটি টাকা + 2.05 কোটি টাকা) এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে।

### *4.14.3.3 ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল কর্তৃক প্রণীত যৌথ উদ্যোগের ত্রুটি সমূহ*

রাজ্য সরকার প্রণীত সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পি পি পি) নীতিমালা[210] অনুসারে, রাজ্য সরকার উন্নত ও দক্ষ জন পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করবে। পি পি পি নীতিমালা অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তর পি পি পি প্রকল্প সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিভিন্ন দপ্তর, কর্তৃপক্ষ এবং সংস্থা, কেন্দ্র সরকার ও আর্থিক/কারিগরি সংস্থা ইত্যাদির সমন্বয়ের জন্য মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তর।

ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল, পি পি পি-এর ভিত্তিতে পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প[211] বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারি সংস্থাগুলির সাথে 14 টি যৌথ উদ্যোগ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে (অগাস্ট 2001 থেকে ফেব্রুয়ারী 2009)। রাজ্য সরকারের সম্মতিতে এই যৌথ উদ্যোগগুলি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। 14 টি যৌথ উদ্যোগ চুক্তির মধ্যে 13 টি ছিল পরিকাঠামোগত কাজের জন্য এবং একটি ছিল ওজন সেতু পরিচালনার জন্য।

ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর 2022-23 অর্থবর্ষের বার্ষিক হিসাব অনুসারে, শুধুমাত্র ছয়টি যৌথ উদ্যোগে মোট 2.71 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছিল। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল তিনটি[212] যৌথ উদ্যোগ থেকে বেরিয়ে যায় এবং বাকি পাঁচটি[213] যৌথ উদ্যোগে কোনও অর্থ বিনিয়োগ করা হয়নি, যা নিম্নের সারণীতে দেখানো হয়েছে :

**সারণী 4.4: যৌথ উদ্যোগে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর বিনিয়োগ**

| ক্রমিক সংখ্যা | কোম্পানীর নাম | শেয়ারের সংখ্যা | বিনিয়োগের পরিমান (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| 1 | ওয়েস্ট বেঙ্গল সেও প্রসাদ ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড | 10 টাকা মূল্যের 16,56,000 ইক্যুইটি শেয়ার (যার মধ্যে 4,56,000 শেয়ার, প্রতি শেয়ার 15 টাকার প্রিমিয়ামে কেনা হয়েছে) | 2,34,00,000 |
| 2 | বেঙ্গল রিজেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড | 10 টাকা মূল্যের 18,200 ইক্যুইটি শেয়ার | 1,82,000 |
| 3 | জে জে রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো উন্নয়ন লিমিটেড | 10 টাকা মূল্যের 26,000 ইক্যুইটি শেয়ার | 2,60,000 |
| 4 | বেঙ্গল স্বস্তিক ইনফ্রা লিমিটেড | 10 টাকা মূল্যের 2,50,000 ইক্যুইটি শেয়ার | 25,00,000 |

---

*209 3,203+226*

*210 নং:5267- এফ (এইচ) তারিখ: 21 জুন 2012 এবং 5266- এফ (এইচ) তারিখ: 21 জুন 2012 যা উন্নয়ন পরিকল্পনা বিভাগের 06 সেপ্টেম্বর 2006 তারিখের বিজ্ঞপ্তি নং 2094/ডি পি বাতিল করে।*

*211 ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, টাউনশিপের উন্নয়ন, পরিবহন পরিকাঠামো, বাস টার্মিনাস, গুদামজাতকরণ সুবিধা, ওজন-সেতু, বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স, আবাসন সুবিধা, লজিস্টিক হাব এবং গণপরিবহন প্রকল্প ইত্যাদি।*

*212 (1) লোটাস স্পেস বিল্ট টেক লিমিটেড, (2) বেঙ্গল ওরিয়ন ইনফ্রা-লজিস্টিকস লিমিটেড এবং (3) সীমান্ত পরিবহন পরিকাঠামো।*

*213 (1) বেঙ্গল ডানকুনি ট্রাক টার্মিনাল লিমিটেড, (2) বেঙ্গল পৈলান পার্ক পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড (3) বেঙ্গল বনগাঁ ট্রান্সপোর্ট সিটি অ্যান্ড পরিকাঠামো প্রাইভেট লিমিটেড (4) ধুলাগড় ট্রাক টার্মিনাল লিমিটেড (ডি টি টি এল) এবং (5) পশ্চিমবঙ্গ মোটর ভেহিক্যালস ওয়েইব্রিজেস নিগম লিমিটেড।*

| ক্রমিক সংখ্যা | কোম্পানীর নাম | শেয়ারের সংখ্যা | বিনিয়োগের পরিমান (টাকায়) |
|---|---|---|---|
| 5 | কলকাতা মাস র্যাপিড ট্রানজিট প্রাইভেট লিমিটেড | 10 টাকা মূল্যের 50,000 ইক্যুইটি শেয়ার | 5,00,000 |
| 6 | বেঙ্গল পল মেক ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড | 10 টাকা মূল্যের 26,000 ইক্যুইটি শেয়ার | 2,60,000 |
| **মোট** | | | **2,71,02,000** |

*(উৎস: ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর বার্ষিক হিসাব)*

যৌথ উদ্যোগ প্রকল্পগুলির বিষয়ে নিরীক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করা গেছে: -

- বেশিরভাগ যৌথ উদ্যোগ তাদের অভীষ্ট উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেনি (সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে), কারণ 14 টি যৌথ উদ্যোগ প্রকল্পের মধ্যে 13 টি প্রকল্প 2024 সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সম্পন্ন হয়নি। ফলস্বরূপ, এই যৌথ উদ্যোগগুলির মধ্যে ছয়টিতে 2.71 কোটি টাকার বিনিয়োগ অবরুদ্ধ থেকে গেছে।

  ক. 2023 সালের সেপ্টেম্বরে একটি যৌথ পরিদর্শনের সময়, দেখা গেছে যে 2007 সালে বেঙ্গল স্বস্তিক ইনফ্রা লিমিটেডের (জে ভি) মাধ্যমে গড়ে ওঠা চুনি বাবুর বাজারটি জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। পুরো বাজারটি স্থানীয় লোকজন দখল করেছে। এটি ব্যবস্থাপকগণের পক্ষ থেকে নজরদারির অভাবকে নির্দেশ করে।

  খ. 2023 সালের অক্টোবরে আরেকটি পরিদর্শনের সময়, দেখা গেছে যে রাজারহাট এলাকার নিউ টাউনে ট্রাক টার্মিনাল (টি টি)-তথা-পরিবহন নগরের নির্মাণের কাজ, অমীমাংসিত জমি-সম্পর্কিত সমস্যার কারণে কোন অগ্রসর হয়নি।

- পরিবহন দপ্তর নীতিগতভাবে (নভেম্বর 2017) 10 টি যৌথ উদ্যোগ[214] থেকে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর প্রস্থান অনুমোদন করে। এই 10টি যৌথ উদ্যোগের মধ্যে, চারটি যৌথ উদ্যোগে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর 12.02 লক্ষ টাকা বিনিয়োগ ছিল। যৌথ উদ্দ্যোগগুলি থেকে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর প্রস্থান প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করবার লক্ষ্যে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর এই চারটি যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগকৃত শেয়ারের স্থানান্তর মূল্য নির্ধারণের জন্য, একটি মূল্যায়ন সংস্থাকে দিয়ে এই চারটি যৌথ উদ্যোগের[215] শেয়ারের মূল্যায়ন (অক্টোবর 2018) করা হয়।

- পর্ষদের কার্যবিবরণী পর্যালোচনা নিশ্চিত করেছে যে, পরিবহন দপ্তরের নীতিগত অনুমোদন অনুযায়ী ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল 10 টি যৌথ উদ্যোগের মধ্যে তিনটি যৌথ উদ্যোগ[216] থেকে বেরিয়ে গেছে। এটা উল্লেখ করা যায় যে, যে যৌথ উদ্যোগগুলি থেকে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল বেরিয়ে গিয়েছিল, সেখানে তাদের কোনো বিনিয়োগ ছিল না।

---

[214] *লোটাস স্পেস বিল্ট টেক লিমিটেড, বেঙ্গল ওরিয়ন ইনফ্রা-লজিস্টিকস লিমিটেড, বর্ডার ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, বেঙ্গল ডানকুনি ট্রাক টার্মিনাল লিমিটেড, বেঙ্গল পৈলান সারফেস ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড, জেজে রাষ্ট্রীয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড, বেঙ্গল রিজেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড, বেঙ্গল পলমেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড, কলকাতা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রাইভেট লিমিটেড এবং বেঙ্গল-বনগাঁও ট্রান্সপোর্ট সিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড।*

[215] *বেঙ্গল রিজেন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড (বিনিয়োগ: 1,89,85,630 কোটি টাকা), বেঙ্গল পলমেক ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড (বিনিয়োগ: 1,31,040 কোটি টাকা), কলকাতা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট প্রাইভেট লিমিটেড (বিনিয়োগ: 3,50,000 কোটি টাকা) এবং জেজে রাষ্ট্রীয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড (বিনিয়োগ: 73,54,100 কোটি টাকা)।*

[216] *লোটাস স্পেস বিল্ট টেক লিমিটেড, বেঙ্গল ওরিয়ন ইনফ্রা-লজিস্টিকস লিমিটেড এবং বর্ডার ট্রান্সপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার।*

- বিগত 19 বছর (এপ্রিল 2004 থেকে ডিসেম্বর 2023) ধরে প্রতিক্রিয়াহীন থাকবার কারণে, আইনী উপদেষ্টা, 10 টি যৌথ উদ্যোগের মধ্যে তিনটি প্রকল্পের[217] সাথে সম্পর্কিত তিনটি যৌথ উদ্যোগ[218] বন্ধ করার পরামর্শ দেন। এই যৌথ উদ্যোগগুলির মধ্যে দুটির বন্ধ করার আবেদন জাতীয় কোম্পানী আইন ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা হয়েছিল এবং একটি যৌথ উদ্যোগ বন্ধের নথি ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এ প্রক্রিয়াধীন ছিল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উত্তর (অক্টোবর 2023) দেয় যে, দরপত্রের মাধ্যমে বা যৌথ উদ্যোগের কোন পরিকাঠামো প্রকল্প গড়বার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী পরিবহন দপ্তরের নির্দেশনা এবং তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল কাজ করে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ উত্তরে আরও (ডিসেম্বর 2023) বলেন যে, যৌথ উদ্যোগের ফলপ্রসূতা বিভিন্ন পরামিতির উপর নির্ভর করে এবং প্রতিটি যৌথ উদ্যোগের বিভিন্ন সমস্যা এবং বাধা রয়েছে। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল যৌথ উদ্যোগগুলিকে ফলপ্রসূ করার জন্য সম্ভাব্য সকল পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ব্যবস্থাপকগণের উত্তর গ্রহণযোগ্য নয় কারণ যৌথ উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য, যার মধ্যে পরিবহন পরিকাঠামো, বিভিন্ন আয়ের গোষ্ঠীর জন্য আবাসন এবং অন্যান্য সম্পর্কিত সামাজিক পরিকাঠামো (শিক্ষা, বিনোদন এবং স্বাস্থ্য) উন্নয়নের সংস্থান ছিল যা, অর্জিত হয়নি।

### 4.14.4 অন্যান্য সমস্যা

#### *4.14.4.1 চুক্তিতে অবিবেচনাপ্রসূত ধারা প্রণয়নের কারণে ভাড়া আদায়ের অস্পষ্টতা*

যশোর রোডে পরিবহন ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের একটি তিনতলা ভবন নির্মাণের জন্য সড়ক পরিবহন ও হাইওয়ে মন্ত্রণালয়, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-কে 3.28 কোটি টাকার অনুদান প্রদান করে। অনুমোদিত পরিকল্পনায় (2005 সালের জুন) ইনস্টিটিউট ভবনে আরও চারটি তলা নির্মাণের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। পি পি পি মডেলের অধীনে ইনস্টিটিউট পরিচালনার জন্য 2009 সালের নভেম্বরে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির থেকে দরপত্র আহ্বান করে, যাতে 50 লক্ষ টাকার অগ্রিম রয়্যালটি এবং দরদাতার খরচে আরও চারটি তলা নির্মাণের বিকল্প দেওয়া হয় যা দরদাতারা শিক্ষাগত এবং/ অথবা অন্যান্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারেন।

জানুয়ারী 2010-এ আয়োজিত একটি প্রাক-দরপত্র সভায়[219] এটা স্পষ্ট করা হয়েছিল যে সফল দরদাতাকে, চারটি অতিরিক্ত তলার উলম্ব সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে 18 মাসের মধ্যে শেষ হোক বা না হোক, মাসিক ভাড়া দিতে হবে। জে আই এস ফাউন্ডেশন (জে আই এস) অতিরিক্ত তলার জন্য প্রতি বর্গফুটে 5.50 টাকা ভাড়া প্রদান এর সর্বোচ্চ প্রস্তাব দেয়। তিন তলা বিশিষ্ট ভবনটির নির্মাণ কাজ ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল 2010 সালের মার্চ মাসে 2.97 কোটি টাকা ব্যয়ে সম্পন্ন করে।

---

[217] *বেঙ্গল ডানকুনি ট্রাক টার্মিনাল লিমিটেড, বেঙ্গল পৈলান পার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং বেঙ্গল বনগাঁ ট্রান্সপোর্ট সিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড।*

[218] *বেঙ্গল ডানকুনি ট্রাক টার্মিনাল লিমিটেড, বেঙ্গল পৈলান পার্ক ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এবং বেঙ্গল বনগাঁ ট্রান্সপোর্ট সিটি অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাইভেট লিমিটেড ট্রাক টার্মিনাল স্থাপন, রাস্তা, বাস টার্মিনাল ইত্যাদি অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য।*

[219] *দরপত্রের ধারা 2.4 অনুসারে।*

2010 সালের ফেব্রুয়ারীতে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল এবং জে আই এস-এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং 2010 সালের মার্চ মাসে সম্পত্তিটি জে আই এস-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। চুক্তির প্রস্থান ধারা-9 অনুসারে, জে আই এস-কে বিদ্যমান তিন তলা ভবনে আনুমানিক 10,760 বর্গফুট এলাকা বিশিষ্ট অতিরিক্ত আরও চারটি তলা নির্মাণ করতে হত।

উল্লেখ্য যে, মার্চ 2010 থেকে ফেব্রুয়ারী 2013 পর্যন্ত সময়কালে, জে আই এস চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী চার তলা নির্মাণ করেনি। তবে, তারা ছাদের ভাড়া হিসেবে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল কে 46.87 লক্ষ টাকা[220] প্রদান করেছে। মার্চ 2014 সালে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল 2013 সালের মার্চ থেকে 2014 সালের মার্চ পর্যন্ত ছাদ ভাড়া বাবদ জে আই এস-এর কাছে 29.26 লক্ষ টাকা দাবি করে, কিন্তু জে আই এস দাবি করে (এপ্রিল 2014) যে, চুক্তিতে এটা উল্লেখ করা হয়নি যে অতিরিক্ত চারটি তলা নির্মাণ না করা হলেও ভাড়া প্রদেয় হবে। এই প্রেক্ষাপটে, অডিট পর্যবেক্ষণ করেছে যে, বিড-পূর্ব সভায় অতিরিক্ত চার তলার নির্মাণ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে ভাড়া প্রদেয় হবে এই বিষয়টি সম্পর্কে যথাযথ স্পষ্টিকরণ করা সত্ত্বেও ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল চুক্তিতে ধারাটি অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করেনি।

পরবর্তীতে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল পাওনা আদায়ের জন্য (মার্চ 2014 সালের পর) কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। 31 মার্চ 2023 পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি ঐ প্রাঙ্গণে চালু থাকলেও মার্চ 2013 থেকে মার্চ 2023 পর্যন্ত, সময়কালের জন্য জে আই এস কোনও ভাড়া দেয়নি। মার্চ 2023 পর্যন্ত, জে আই এস থেকে 3.13 কোটি টাকার[221] মোট ভাড়া (অডিট দ্বারা নির্ধারিত) অনাদায়ী রয়েছে।

সরকার জানিয়েছে যে (ফেব্রুয়ারী 2024) ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল, জে আই এস-এর সাথে চুক্তির শর্তগুলি নিয়ে পুনরায় দর কষাকষি করছে। সরকারের এই উত্তর গ্রহণযোগ্য নয় কারণ আট বছরেরও বেশী সময় ধরে ছাদ ভাড়া আদায়ের জন্য ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল, জে আই এস-এর সাথে চুক্তির শর্তগুলি নিয়ে পুনরায় দর কষাকষি করলেও কোনও সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে কোম্পানীর রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

সরকারের জবাব ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল দ্বারা বিলম্বিত পদক্ষেপের ইঙ্গিত দেয়, যা আট বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও ছাদের ভাড়া আদায়ের জন্য জে আই এসের সাথে শর্তাদি পুনর্বিবেচনায় সময়োপযোগী এবং সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নেয়নি, যার ফলে সংস্থার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

### *4.14.4.2 এন আই টি-এর শর্তাবলীতে পরিবর্তনের ফলে ঠিকাদারকে অযাচিত সুবিধা প্রদান*

ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল মোবাইল ভ্যানে বসানো দুটি ওয়েই-ইন-মোশন যন্ত্রের সরবরাহ, স্থাপনা, চালুকরণ, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এন আই টি জারি করেছে (জুলাই 2019), যা নির্মাণ-পরিচালনা-স্থানান্তর ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে।

*220 4.69 লক্ষ টাকার টি ডি এস সহ।*

*221 10,760 বর্গফুট x 4 তলা x 5.50 টাকা প্রতি বর্গফুটে x 12 মাস x 11 বছর।*

উপরে উল্লিখিত এন আই টি-এর 'অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা'-এর ধারা V-তে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওয়েই-ইন-মোশন (ডব্লিউ আই এম) সেটআপ গুলিকে মাসে কমপক্ষে 20 দিন এবং প্রতিদিন 8 ঘন্টা কাজ করবার অবস্থায় থাকতে হবে, অন্যথায় জরিমানা আরোপ করা হবে। 20 দিনের কম সময়ের জন্য উপলব্ধতার ক্ষেত্রে, উদ্ধৃত হারের উপর দৈনিক আনুপাতিক মূল্যের 1.1 গুণ আনুপাতিক হারে টাকা কাটা হবে।

এন আই টি-র সপ্তম ধারায় বলা হয়েছে যে, নির্বাচিত সংস্থাকে প্রতি মাসে কমপক্ষে 4,000 টি অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই পণ্যবাহী যানবাহন চিহ্নিত করতে হবে, নির্ধারিত বিন্যাসে যানবাহনের পুনরাবৃত্তি না ঘটিয়ে যানবাহনের ছবি এবং অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই-এর তথ্য সহ তিন কপি করে বিজ্ঞপ্তি তৈরি করে পরিবহন দপ্তরে জমা দিতে হবে।

এন আই টি-র একটি সংশোধনী জারির (আগস্ট 2019) মাধ্যমে, সংস্থাটিকে রাস্তায় অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই পণ্যবাহী যানবাহন সনাক্ত করে মাসিক ভিত্তিতে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি প্রস্তুত করতে বলা হয়েছিল। নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, "কমপক্ষে 4,000 টি অতিরিক্ত পণ্য বোঝাই পণ্যবাহী যানবাহন চিহ্নিত করণ" এবং "প্রতি নোটিশের জন্য 20 টাকা" এই শর্ত দুটি বাতিল করা হয়েছে।

মেসার্স হেরিটেজকে (জানুয়ারী 2020) প্রতি মাসে 8.30 লক্ষ টাকা (অর্থাৎ 4.15 লক্ষ টাকা× দুটি ডব্লিউ আই এম) এবং প্রযোজ্য কর প্রদানের শর্তে এল ও এ জারি[222] করা হয়েছিল, যাতে প্রতি বছর উদ্ধৃত হারের পাঁচ শতাংশ হারে বৃদ্ধির সংস্থান ছিল।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে:-

2020 সালের জুন মাস থেকে 2023 সালের জুন মাস পর্যন্ত ডব্লিউ আই এম-I এবং ডব্লিউ আই এম-II যথাক্রমে প্রতি মাসে এক থেকে 19 দিন এবং এক থেকে 16 দিন ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ ছিল। তবে, 2022 সালের জুন মাস ছাড়া এন আই টি-তে প্রদত্ত আনুপাতিক হারে জরিমানা কাটা হয়নি। এন আই টি-এর ধারা V অনুসারে জরিমানা না কাটার কারণে ঠিকাদারকে 0.65 কোটি টাকা অতিরিক্ত ***(পরিশিষ্ট 4.3)*** প্রদান করা হয়েছিল।

2024 সালের জানুয়ারীতে অনুষ্ঠিত সমাপ্তি সম্মেলনের সময়, ওয়েই-ইন-মোশন ডিভাইসগুলি ব্যবহারের জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে সরকার সম্মত হয়েছিল। সরকার আরও বলেছিল (2024 সালের ফেব্রুয়ারিতে) যে, ডব্লিউ আই এম উপলব্ধ না থাকলে অর্থপ্রদান/জরিমানা কেটে নেওয়া হবে। সরকার আরও বলেছিল যে, অনিবার্য কারণ বশত ডব্লিউ আই এম উপলব্ধ হওয়া সত্ত্বেও তা ব্যবহার করার সুযোগ না থাকলে এন আই টি-র শর্ত অনুযায়ী টাকা কাটা যাবে না।

এই উত্তর গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ 2020 সালের জুন মাস থেকে 2023 সালের জুন মাস পর্যন্ত এক থেকে 19 দিনের জন্য ডব্লিউ আই এম ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও, আনুপাতিক হারে জরিমানা কাটা হয়নি যার ফলে ঠিকাদারকে অযাচিত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

*[222] এল ও এ নং- 14/ টি. ডি টি ই./ ডব্লিউ আই এম / কার্যাদেশ/ 2020, তারিখ 15 জানুয়ারী 2020।*

### *4.14.4.3 বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের ব্যয় আদায় না করা*

পশ্চিমবঙ্গ আর্থিক বিধিমালার প্রথম খন্ডে কাজ শুরু করার ব্যাপার সম্বন্ধীয় অনুচ্ছেদ 186-তে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকার কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন বা ব্যয় অনুমোদনের পরই সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যয় করা যাবে। অধিকন্তু, অনুচ্ছেদ 187-এ বলা হয়েছে যে, তহবিল বরাদ্দের জন্য সংশ্লিষ্ট সিভিল কর্মকর্তার কাছে কোনও অনুরোধ না পাঠিয়ে প্রাথমিক কাজ করা উচিত নয়।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, পরিবহন দপ্তরের নির্দেশে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল 24 টি পরিবহন পরিকাঠামো প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা গ্রহণ করেছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার মতো এই প্রকল্পগুলির বিভিন্ন উপাদানের জন্য ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল 102.76 লক্ষ টাকা ব্যয় করেছে। তবে, দেখা গেছে যে, 1998 সাল থেকে 2023 সালের মার্চ পর্যন্ত এই 102.76 লক্ষ টাকা বকেয়া আছে এবং দপ্তর থেকে তা পাওয়া যায়নি ***(পরিশিষ্ট 4.4)***। সম্ভাব্যতা অধ্যয়নের উদ্দেশ্য যেমন পরিবহন দপ্তর স্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত বা অনুমোদন করেনি তেমনি পরিবহন দপ্তর সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন ব্যয়ও অনুমোদন করেনি। 2023 সালের ডিসেম্বরে দেওয়া জবাবে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, সম্ভাব্যতা সমীক্ষার এই ব্যয় পরিবহন দপ্তরের নির্দেশে করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনার পর, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-কে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি, যার ফলে ব্যয় উদ্ধারের কোনও সুযোগ ছিল না।

ব্যবস্থাপকবর্গের উত্তর গ্রহণযোগ্য নয় কারণ পরিবহন দপ্তরের নির্দেশে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল এই ব্যয় বহন করলেও কোম্পানী এই গবেষণা পরিচালনার জন্য তহবিল চেয়ে কোনও অনুরোধ করেনি বা পরবর্তীতে পরিবহন দপ্তরের কাছ থেকে ব্যয় পরিশোধের দাবিও জানায়নি। সরকার স্বীকার করেছে (ফেব্রুয়ারী 2024) যে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর হিসাব বইতে "অনাদায়ী ঋণ" হিসাবে এই ব্যয় দেখান হয়েছিল এবং ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর পরিচালনা পর্ষদ (7 সেপ্টেম্বর 2023 তারিখে অনুষ্ঠিত 133তম সভায়) কোম্পানীর আর্থিক বিবরণী থেকে এই ব্যয়ের অবলুপ্তিকরণ অনুমোদন করেছে।

সুতরাং, সম্ভাব্যতা অধ্যয়ন এবং অন্যান্য প্রাথমিক কাজের জন্য ব্যয়িত 102.76 লক্ষ টাকা ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর জন্য অকার্যকারী ব্যয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। কাজ শুরু করার সময় পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে এটি সংঘটিত হয়েছিল।

### *4.14.4.4 বজবজ ট্রাক টার্মিনাল প্রকল্পের অনুপযুক্ত পর্যবেক্ষণ*

বজবজে যানজট এবং দুর্ঘটনা কমাতে বজবজ পৌরসভা (বি বি এম) পরিবহন দপ্তরকে বজবজে একটি ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণের অনুরোধ করে (জানুয়ারী 1999)। 2000 সালের জুন মাসে, বজবজ পৌরসভা, জমিটি ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর কাছে হস্তান্তর করতে সম্মত হয় এবং হাডকো (3.45 কোটি টাকা) এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের (জি ও ডব্লিউ বি) আর্থিক সহায়তায় টার্মিনালটি নির্মিত হয়। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল 2003 সালের নভেম্বরের মধ্যে 5.92 কোটি টাকা[223] ব্যয়ে বজবজ ট্রাক টার্মিনাল (বি বি টি টি) নির্মাণ সম্পন্ন করে।

*[223] হাডকো ঋণ: 3.45 কোটি টাকা + এম পি এল এ ডি: 0.15 কোটি টাকা + দক্ষিণ 24 পরগনা জেলা পরিষদ : 0.61 কোটি টাকা এবং নিজস্ব তহবিল: 1.71 কোটি টাকা।*

2005 সালের মার্চ মাসে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল, এস জি সিটি লিঙ্ক প্রাইভেট লিমিটেড (এস জি সি এল পি এল)-এর সাথে বি বি টি টি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 15 বছরের একটি চুক্তিতে প্রবেশ করে, যার ত্রৈমাসিক ফি ছিল 0.11 কোটি টাকা। এস জি সি এল পি এল সেপ্টেম্বর 2010 সালে প্রথম ফি পরিশোধ করে, কিন্তু পরবর্তী কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল সেপ্টেম্বর 2010 সালে 2.20 কোটি টাকা বকেয়া পরিশোধের জন্য একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, কিন্তু এস জি সি এল পি এল থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল নভেম্বর 2010 সালে চুক্তিটি বাতিল করে এবং বিষয়টি সালিশের জন্য সুপারিশ করে। সালিশি সভার একটি অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ (ফেব্রুয়ারী 2014) এস জি সি এল পি এল-কে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর প্রাপ্য বকেয়া পরিশোধ করার আদেশ প্রদান করে। তবে, ঐ সংস্থা এই ধরণের কোনও প্রাপ্য বকেয়া পরিশোধ করেনি এবং নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 2023 সালের মার্চ পর্যন্ত সালিসকারীর অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ অমান্য করা সত্ত্বেও, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল, এস জি সি এল পি এল থেকে এই বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল, বি বি টি টি পরিদর্শন করে (নভেম্বর 2014) এবং লক্ষ্য করে যে ট্রাক টার্মিনালের ভেতরে 226 টি গাড়ি রাখবার জায়গা না থাকলেও, শুধুমাত্র 75 টি গাড়ি রাখা ছিল। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা আরও লক্ষ্য করেন যে বিভিন্ন অননুমোদিত ব্যক্তি টার্মিনাল সুবিধা ব্যবহার করছেন। এর ফলে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর পর্ষদ সভা সিদ্ধান্ত নেয় যে, বি বি টি টি মার্চ 2015 থেকে বজবজ পৌরসভা (বি বি এম) দ্বারা পরিচালিত হবে। ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল আরও সিদ্ধান্ত নেয় (জুলাই 2016) যে, বি বি টি টি এর রাজস্ব ভাগাভাগি এবং পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে বজবজ পৌরসভার সাথে আলোচনা করা হবে।

নিরীক্ষায় দেখা গেছে যে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর হাডকো থেকে নেওয়া ঋণ এবং সুদ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ট্রাক থেকে শুল্ক আরোপ করা বা পার্কিং ফি আদায় করার অধিকার ছিল[224]। তা সত্ত্বেও, দেখা গেছে যে, বি বি টি টি পরিচালনার দায়িত্ব 2015 সালের মার্চ মাসে বজবজ পৌরসভার কাছে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও, এক বছরেরও বেশি সময় পরে অর্থাৎ 2016 সালের জুলাই মাসে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল পৌরসভার সাথে রাজস্ব ভাগাভাগি চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নেয়। বি বি টি টি-র রাজস্ব ভাগাভাগি এবং পরিচালনার পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য বি বি এম এবং ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর সদস্যদের সমন্বয়ে একটি যৌথ কমিটি গঠন করার কথা ছিল। কমিটিটি 2022 সালের জুলাই মাসে গঠিত হয়েছিল, তবে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল, বি বি টি টি-র রাজস্ব ভাগাভাগি নিয়ে পৌরসভার সাথে একটি চুক্তি করতে ব্যর্থ হয়েছিল (ফেব্রুয়ারী 2024)।

জবাবে (ফেব্রুয়ারী 2024) সরকার নিরীক্ষার ফলাফল মেনে নিয়ে নিশ্চিত করে যে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর পার্কিং ফি আদায়ের অধিকার ছিল কিন্তু বি বি এম-এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়নি। বি বি টি টি থেকে উদ্ভূত রাজস্ব ভাগাভাগির পদ্ধতির শর্তাবলী নিয়ে আলোচনা, দরাদরি ও তা চূড়ান্ত করার জন্য এবং রাজস্বের ভাগ পুনরুদ্ধারের বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ দেওয়ার জন্য, 2022 সালের জুলাই মাসে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

---

*[224] বি বি টি টি হস্তান্তরের জন্য ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল এবং বি বি এম-এর মধ্যে চুক্তির 5 নং ধারা।*

বি বি টি টি দক্ষতার সাথে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে এবং বি বি এম-এর সাথে রাজস্ব ভাগাভাগির জন্য কার্যকরী নিয়ম চূড়ান্ত করতে, ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর ব্যর্থতার কারণে, বজবজ ট্রাক টার্মিনালে ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল-এর বিনিয়োগের কারণে রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

**কোলকাতা**
15 OCT 2025

**(মনীশ কুমার)**
**প্রধান মহাগাণনিক (নিরীক্ষা-II)**
**পশ্চিমবঙ্গ**

**প্রতিস্বাক্ষরিত**

**নতুন দিল্লী**
16 OCT 2025

**(কে. সঞ্জয় মূর্তি)**
**ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক**

# পরিশিষ্ট সমূহ

# পরিশিষ্ট সমূহ

## পরিশিষ্ট-1.1

*(অনুচ্ছেদ-1.1 দ্রষ্টব্য)*

**দপ্তরগুলির তালিকা**

**{পি এ জি (নিরীক্ষা-II) পশ্চিমবঙ্গ, কার্যালয়ের নিরীক্ষা অধিক্ষেত্রের অধীনে}**

| ক্রমিক সংখ্যা | দপ্তরের নাম |
|---|---|
| 1. | কৃষি |
| 2. | কৃষি বিপণন |
| 3. | প্রাণী সম্পদ বিকাশ |
| 4. | উপভোক্তা বিষয়ক |
| 5. | সমবায় |
| 6. | পরিবেশ |
| 7. | মৎস্য |
| 8. | খাদ্য ও সরবরাহ |
| 9. | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং উদ্যানপালন |
| 10. | বন |
| 11. | শিল্প, বাণিজ্য এবং উদ্যোগ |
| 12. | তথ্য এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী |
| 13. | তথ্য প্রযুক্তি এবং যন্ত্রাংশ |
| 14. | সেচ এবং জলপথ |
| 15. | ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র |
| 16. | অপ্রচলিত এবং নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস |
| 17. | বিদ্যুৎ |
| 18. | জন উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন |
| 19. | জন স্বাস্থ্য কারিগরি |
| 20. | পূর্ত |
| 21. | বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি |
| 22. | পর্যটন |
| 23. | পরিবহন |
| 24. | জল সম্পদ অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন |

## পরিশিষ্ট-1.2

***(অনুচ্ছেদ-1.1 দ্রষ্টব্য)***

## 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির তালিকা

## {পি এ জি (নিরীক্ষা-II) পশ্চিমবঙ্গ, কার্যালয়ের নিরীক্ষা অধিক্ষেত্রের অধীনে}

| ক্রমিক সংখ্যা | দপ্তর | স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার নাম |
|---|---|---|
| 1 | কৃষি | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জলাশয় উন্নয়ন সংস্থা |
| 2 | কৃষি বিপণন | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি বিপনন পর্ষদ |
| 3 | প্রাণী সম্পদ | পশ্চিমবঙ্গ পশু এবং মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় |
| | | পশ্চিমবঙ্গ পশু চিকিৎসা পর্ষদ |
| | | পশ্চিমবঙ্গ গো-সম্পদ বিকাশ সংস্থা |
| | | বৃহত্তর কোলকাতা দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প |
| | | কৃষ্ণনগর দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প |
| | | বর্ধমান দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প |
| | | দুর্গাপুর দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প |
| 4 | পরিবেশ | পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ |
| | | পরিবেশগত গবেষণা এবং জলাভূমি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান (আই ই এস ডব্লিউ এম) |
| | | পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ |
| | | পশ্চিমবঙ্গ জীব-বৈচিত্র পর্ষদ |
| 5 | খাদ্য ও সরবরাহ | খাদ্যশষ্য ইউনিটের জন বিতরন ব্যবস্থা |
| 6 | বন | ক্ষতিপূরণমূলক বৃক্ষরোপন তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (ক্যাম্পা) |
| | | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বন উন্নয়ন সংস্থা |
| | | প্রাণী উদ্যান অধিকর্তা |
| 7 | তথ্য এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী | পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি |
| | | লোক এবং উপজাতি কেন্দ্র |
| | | রূপকলা কেন্দ্র |
| | | মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃত চর্চা কেন্দ্র |
| | | শিশু কিশোর একাডেমি |
| | | প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পূর্ব ভারত |
| 8 | ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য রপ্তানি উন্নয়ন সমিতি (ডব্লিউ বি এস ই পি এস) |
| | | পশ্চিমবঙ্গ খাদি এবং গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ (ডব্লিউ বি কে ভি আই বি) |
| 9 | অপ্রচলিত এবং নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস | পশ্চিমবঙ্গ নবীকরণযোগ্য শক্তি উন্নয়ন সংস্থা |
| 10 | বিদ্যুৎ | পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রন আয়োগ |
| 11 | জনস্বাস্থ্য কারিগরি | রাজ্য জল এবং স্বচ্ছতা মিশন |

| ক্রমিক সংখ্যা | দপ্তর | স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার নাম |
|---|---|---|
| 12 | পূর্ত | কমিশনার ফর রবীন্দ্র সেতু |
| | | হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার |
| 13 | বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি ও জৈবপ্রযুক্তি | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি পর্ষদ |
| 14 | পর্যটন | রাজ্য হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট, দুর্গাপুর (পূর্বে ছিল ফুড এন্ড ক্রাফট ইনস্টিটিউট, দুর্গাপুর) |
| | | খাদ্য এবং কারুশিল্প প্রতিষ্ঠান, দার্জিলিং |
| | | পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহ্য আয়োগ |

## পরিশিষ্ট-1.3

*(অনুচ্ছেদ-1.5 দ্রষ্টব্য)*

### বিধানসভায় উপস্থাপিত প্রতিবেদনের বিবরণ

| নিরীক্ষা প্রতিবেদনের বছর | নিরীক্ষা প্রতিবেদনের সংখ্যা | নিরীক্ষা প্রতিবেদনের শিরোনাম | সরকারের কাছে নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রেরণের তারিখ | রাজ্য বিধানসভায় নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশের তারিখ | বিধানসভায় পেশ করতে সময় লেগেছে |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 2021-এর প্রতিবেদন সংখ্যা 2 | আর্থিক ক্ষেত্র, রাজস্ব ক্ষেত্র এবং রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাসমূহের নিরীক্ষা প্রতিবেদন 31 মার্চ 2019-এ সমাপ্ত বছরের জন্য | 06 মে 2021 | 25 মার্চ 2022 | 10 মাস |
| 2019-20 | 2021-এর প্রতিবেদন সংখ্যা 4 | ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের নিরীক্ষা প্রতিবেদন (কার্য্যসম্পাদন এবং মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা) 31 মার্চ 2020-এ সমাপ্ত বছরের জন্য | 15 ডিসেম্বর 2021 | 25 মার্চ 2022 | 3 মাস |
| 2020-21 | 2022-এর প্রতিবেদন সংখ্যা 3 | ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের নিরীক্ষা প্রতিবেদন (কার্য্যসম্পাদন এবং মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা) 31 মার্চ 2021-এ সমাপ্ত বছরের জন্য | 11 জানুয়ারী 2023 | এখনও পেশ করা হয়নি | - |
| 2021-22 | 2023-এর প্রতিবেদন সংখ্যা 2 | ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের নিরীক্ষা প্রতিবেদন (মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা) 31 মার্চ 2022-এ সমাপ্ত বছরের জন্য | 02 মে 2023 | এখনও পেশ করা হয়নি | - |
| | 2024-এর প্রতিবেদন সংখ্যা 1 | ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের নিরীক্ষা প্রতিবেদন (কার্য্যসম্পাদন এবং মান্যতা বিষয়ক নিরীক্ষা) 31 মার্চ 2022-এ সমাপ্ত বছরের জন্য | 30 এপ্রিল 2024 | এখনও পেশ করা হয়নি | - |
| 2022-23 | 2024-এর প্রতিবেদন সংখ্যা 4 | ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষকের নিরীক্ষা প্রতিবেদন রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ সমূহের উপর 31 মার্চ 2023-এ সমাপ্ত বছরের জন্য | 14 নভেম্বর 2024 | এখনও পেশ করা হয়নি | - |

# পরিশিষ্ট-1.4

*(অনুচ্ছেদ-1.5 দ্রষ্টব্য)*

## নিরীক্ষা অনুচ্ছেদ/পি এ/এস এস সি এ-এর অমীমাংসিত উত্তরগুলি

| ক্রমিক সংখ্যা | দপ্তরের নাম | প্রতিবেদনের বছরগুলিতে অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ/উপ-অনুচ্ছেদ/পর্যালোচনার সংখ্যা | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2006-07 থেকে 2016-17 পর্যন্ত | | | 2017-18 | | | 2018-19 | | | 2019-20 | | | মোট | | |
| | | অনুচ্ছেদ | উপ-অনুচ্ছেদ | পর্যালোচনা | অনুচ্ছেদ | উপ-অনুচ্ছেদ | পর্যালোচনা | অনুচ্ছেদ | উপ-অনুচ্ছেদ | পর্যালোচনা | অনুচ্ছেদ | উপ-অনুচ্ছেদ | পর্যালোচনা | অনুচ্ছেদ | উপ-অনুচ্ছেদ | পর্যালোচনা |
| 1 | কৃষি | - | - | 01 | - | - | - | 01 | - | - | 02 | - | - | 03 | - | 01 |
| 2 | কৃষি বিপণন | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | |
| 3 | প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন | 01 | - | - | - | - | - | 01 | - | - | - | - | - | 02 | - | - |
| 4 | উপভোক্তা বিষয়ক | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | 03 | - | - |
| 5 | সমবায় | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - |
| 6 | মৎস্য | 01 | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | 01 |
| 7 | খাদ্য ও সরবরাহ | 03 | - | 03 | - | - | - | - | - | - | 03 | - | - | 06 | - | 03 |
| 8 | বন | 01 | - | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | 02 |
| 9 | শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ | - | - | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 |
| 10 | তথ্য এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী | 04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 04 | - | - |
| 11 | সেচ ও জলপথ | 02 | - | - | - | - | - | 03 | - | - | - | - | - | 05 | - | - |
| 12 | ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - | 01 | - | - |
| 13 | অপ্রচলিত এবং নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস | 01 | 02 | 06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | 02 | 06 |

| ক্রমিক সংখ্যা | দপ্তরের নাম | প্রতিবেদনের বছরগুলিতে অন্তর্ভুক্ত অনুচ্ছেদ/উপ-অনুচ্ছেদ/পর্যালোচনার সংখ্যা | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2006-07 থেকে 2016-17 পর্যন্ত | | | 2017-18 | | | 2018-19 | | | 2019-20 | | | মোট | | |
| | | অনুচ্ছেদ | উপ-অনুচ্ছেদ | পর্যালোচনা | অনুচ্ছেদ | উপ-অনুচ্ছেদ | পর্যালোচনা | অনুচ্ছেদ | উপ-অনুচ্ছেদ | পর্যালোচনা | অনুচ্ছেদ | উপ-অনুচ্ছেদ | পর্যালোচনা | অনুচ্ছেদ | উপ-অনুচ্ছেদ | পর্যালোচনা |
| 14 | জন উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02 | - | - |
| 15 | জনস্বাস্থ্য কারিগরি | 04 | - | 01 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 05 | - | 01 |
| 16 | পূর্ত দপ্তর | 10 | 01 | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 01 | 01 |
| 17 | পরিবহন | 99 | 04 | 08 | 02 | 06 | - | 01 | 05 | - | - | - | - | 102 | 15 | 08 |
| 18 | জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01 | - | - |
| | **মোট** | **131** | **09** | **24** | **03** | **06** | **-** | **06** | **05** | **-** | **07** | **-** | **-** | **147** | **20** | **24** |

## পরিশিষ্ট-1.5

*(অনুচ্ছেদ-1.5 দ্রষ্টব্য)*

### 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত দপ্তরভিত্তিক বকেয়া পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং অনুচ্ছেদের বিবরণ

| ক্রমিক সংখ্যা | দপ্তরের নাম | 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত বকেয়া আই আর/ অনুচ্ছেদ-গুলির সংখ্যা | |
|---|---|---|---|
| | | আই আর | অনুচ্ছেদ |
| 1. | কৃষি | 165 | 556 |
| 2. | কৃষি বিপণন | 41 | 109 |
| 3. | প্রাণী সম্পদ বিকাশ | 65 | 177 |
| 4. | উপভোক্তা বিষয়ক | 25 | 69 |
| 5. | সমবায় | 56 | 203 |
| 6. | পরিবেশ | 14 | 33 |
| 7. | মৎস্য | 25 | 73 |
| 8. | খাদ্য ও সরবরাহ | 86 | 332 |
| 9. | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এবং উদ্যানপালন | 14 | 41 |
| 10. | বন | 67 | 214 |
| 11. | শিল্প, বাণিজ্য এবং উদ্যোগ | 47 | 106 |
| 12. | তথ্য এবং সাংস্কৃতিক বিষয়াবলী | 82 | 337 |
| 13. | তথ্য প্রযুক্তি এবং যন্ত্রাংশ | 01 | 06 |
| 14. | সেচ ও জলপথ | 83 | 267 |
| 15. | ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র | 110 | 300 |
| 16. | অপ্রচলিত এবং নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎস | 03 | 06 |
| 17. | বিদ্যুৎ | 40 | 183 |
| 18. | জন উদ্যোগ ও শিল্প পুনর্গঠন | 11 | 31 |
| 19. | জন স্বাস্থ্য কারিগরি | 56 | 206 |
| 20. | পূর্ত দপ্তর | 68 | 278 |
| 21. | বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি এবং জৈবপ্রযুক্তি | 09 | 27 |
| 22. | পর্যটন | 03 | 09 |
| 23. | পরিবহন | 61 | 528 |
| 24. | জল সম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন | 68 | 226 |
| **মোট** | | **1,200** | **4,317** |

## পরিশিষ্ট-1.6

### *(অনুচ্ছেদ-1.6 দ্রষ্টব্য)*

### 30 সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত বিধানসভায় পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুতের বিবরণ

| ক্রমিক সংখ্যা | স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থার নাম | বিধানসভায় উপস্থাপিত এস এ আর-এর বছর | যেসব বছরের এস এ আর গুলি বিধানসভায় উপস্থাপিত করা হয়নি | |
|---|---|---|---|---|
| | | | এস এ আর-এর বছর | সরকারের কাছে প্রেরণের তারিখ |
| **স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা** | | | | |
| 1. | কমিশনার ফর রবীন্দ্র সেতু (সি আর এস) | 2008-09 | 2009-10<br>2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15<br>2015-16<br>2016-17<br>2017-18<br>2018-19<br>2019-20<br>2020-21<br>2021-22 | -<br>10.02.2012<br>14.02.2013<br>15.07.2014<br>20.02.2015<br>05.02.2016<br>17.05.2017<br>14.08.2018<br>02.07.2019<br>02.07.2020<br>04.05.2021<br>17.06.2021<br>31.10.2022 |
| 2. | ক্ষতিপূরণমূলক বৃক্ষরোপন তহবিল ব্যবস্থাপনা এবং পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (ক্যাম্পা) | এখনও উপস্থাপন করা হয়নি | 2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15<br>2015-16<br>2016-17<br>2017-18<br>2018-19<br>2019-20<br>2020-21<br>2021-22 | 25.06.2018<br>25.06.2018<br>25.06.2018<br>25.06.2018<br>25.06.2018<br>25.06.2018<br>25.06.2018<br>05.11.2019<br>24.06.2021<br>24.06.2021<br>18.08.2022<br>23.05.2023 |
| 3. | হুগলি রিভার ব্রিজ কমিশনার (এইচ আর বি সি) | 2020-21 | 2021-22 | 21.02.2023 |
| 4. | পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় | 2009-10 | 2010-11<br>2011-12<br>2012-13<br>2013-14<br>2014-15 | 30.05.2022<br>30.05.2022<br>24.11.2022<br>24.11.2022<br>24.11.2022 |
| 5. | পশ্চিমবঙ্গ পশু চিকিৎসা পর্ষদ (ডব্লিউ বি ভি সি) | এখনও উপস্থাপন করা হয়নি | 1999-2000<br>2000-01<br>2001-02<br>2002-03<br>2003-04<br>2004-05<br>2005-06 | 14.01.2016<br>14.01.2016<br>14.01.2016<br>14.01.2016<br>14.01.2016<br>14.01.2016<br>14.01.2016 |

| ক্রমিক সংখ্যা | স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থার নাম | বিধানসভায় উপস্থাপিত এস এ আর-এর বছর | যেসব বছরের এস এ আর গুলি বিধানসভায় উপস্থাপিত করা হয়নি | |
|---|---|---|---|---|
| | | | এস এ আর-এর বছর | সরকারের কাছে প্রেরণের তারিখ |
| **স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা** | | | | |
| | | | 2006-07 | 14.01.2016 |
| | | | 2007-08 | 14.01.2016 |
| | | | 2008-09 | 14.01.2016 |
| | | | 2009-10 | 14.01.2016 |
| | | | 2010-11 | 14.01.2016 |
| | | | 2011-12 | 14.01.2016 |
| | | | 2012-13 | 14.01.2016 |
| | | | 2013-14 | 14.01.2016 |
| | | | 2014-15 | 21.06.2017 |
| | | | 2015-16 | 21.06.2017 |
| | | | 2016-17 | 07.06.2018 |
| | | | 2017-18 | 29.05.2020 |
| | | | 2018-19 | 18.01.2022 |
| | | | 2019-20 | 18.01.2022 |
| | | | 2020-21 | 11.09.2023 |
| | | | 2021-22 | 11.09.2023 |
| 6. | ওয়েষ্ট বেঙ্গল হেরিটেজ কমিশন (ডব্লিউ বি এইচ সি) | এখনও উপস্থাপন করা হয়নি | 2008-09 | 26.08.2011 |
| | | | 2009-10 | 18.11.2011 |
| | | | 2010-11 | 27.06.2012 |
| | | | 2011-12 | 13.04.2014 |
| | | | 2012-13 | 13.04.2017 |
| | | | 2013-14 | 13.04.2017 |
| | | | 2014-15 | 13.04.2017 |
| | | | 2015-16 | 13.04.2017 |
| | | | 2016-17 | 10.04.2019 |
| | | | 2017-18 | 10.04.2019 |
| | | | 2018-19 | 19.06.2023 |
| | | | 2019-20 | 19.06.2023 |
| | | | 2020-21 | 19.06.2023 |
| 7. | পশ্চিমবঙ্গ খাদি এন্ড গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ (ডব্লিউ বি কে ভি আই বি) | 2015-16 | 2016-17 | 22.10.2021 |
| | | | 2017-18 | 03.11.2021 |
| | | | 2018-19 | 03.11.2021 |
| | | | 2019-20 | 28.12.2022 |
| 8. | পশ্চিমবঙ্গ জীব বৈচিত্র পর্ষদ (ডব্লিউ বি বি বি) | 2016-17 | 2017-18 | 15.09.2022 |
| | | | 2018-19 | 15.09.2022 |
| | | | 2019-20 | 10.02.2023 |
| 9. | পূর্ব কলকাতা জলাভূমি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ (ই কে ডব্লিউ এম এ) | 2016-17 | 2017-18 | 25.02.2020 |
| | | | 2018-19 | 23.12.2020 |

## পরিশিষ্ট-2.1

**(অনুচ্ছেদ-2.7 দ্রষ্টব্য)**

**নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত বিভাগভিত্তিক দরপত্রের সংখ্যা**

| ক্রমিক সংখ্যা | কার্যালয়গুলির নাম | মোট দরপত্রের সংখ্যা | নির্বাচিত/পরীক্ষিত দরপত্রের মোট সংখ্যা |
|---|---|---|---|
| 1. | সহায়ক বাস্তুকারের কার্যালয়, উত্তর দিনাজপুর বিভাগের অধীনস্ত রায়গঞ্জ উপ-বিভাগ-I, পূর্ত দপ্তর | 06 | 06 |
| 2. | সহায়ক বাস্তুকারের কার্যালয়, উত্তর দিনাজপুর বিভাগের অধীনস্ত রায়গঞ্জ উপ-বিভাগ-III, পূর্ত দপ্তর | 04 | 04 |
| 3. | নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয়, কালিম্পং বিভাগ, পূর্ত দপ্তর (উত্তর বঙ্গীয় নির্মাণ মন্ডল-II), | 93 | 25/32 |
| 4. | অধীক্ষক বাস্তুকারের কার্যালয়, মেকানিক্যাল সার্কেল-III, পি এইচ ই ডি | 91 | 21/27 |
| 5. | নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয়, পূর্ব মেকানিক্যাল বিভাগ, পি এইচ ই ডি (মেকানিক্যাল সার্কেল-III) | 775 | 26/29 |
| 6. | নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয়, আসানসোল বিভাগ সামাজিক ক্ষেত্র, পি ডব্লিউ ডি | 61 | 23 |
| 7. | নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয়, আসানসোল রাজপথ বিভাগ (পূর্বকালীন বর্ধমান রাজপথ বিভাগ-II), পূর্ত সড়ক অধিদপ্তর. | 203 | 31 |
| 8. | নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয়, দুর্গাপুর জলসরবরাহ বিভাগ, পি এইচ ই ডি (আর সি এফ এ জল সরবরাহ মণ্ডল) | 791 | 27 |
| 9. | নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয়, বাঁকুড়া জলসরবরাহ বিভাগ, পি এইচ ই ডি | 04 | 4/24 |
| 10. | অধিক্ষক বাস্তুকারের কার্যালয়, উত্তর বঙ্গীয় মণ্ডল-II, পি এইচ ই ডি | 612 | 25/59 |
| 11. | সহায়ক বাস্তুকারের কার্যালয়, উত্তর বঙ্গীয় নির্মাণ বিভাগের অধীনস্থ শিলিগুড়ি উপ-বিভাগ, পূর্ত দপ্তর | 13 | 13/12* |
| 12. | নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয়, ডায়মন্ড হারবার রাজপথ বিভাগ, পূর্ত সড়ক অধিদপ্তর | 328 | 38 |
| 13. | নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয়, বৈদ্যুতিক বিভাগ, পি এইচ ই ডি (মেকানিক্যাল সার্কেল-I) | 741 | 26/30 |
| 14. | অধীক্ষক বাস্তুকারের কার্যালয়, আর সি এফ এ জল সরবরাহ মণ্ডল, জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর | 04 | 04 |
| 15. | নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয়, আসানসোল মেকানিক্যাল বিভাগ, পি এইচ ই ডি (মেকানিক্যাল সার্কেল-I) | 586 | 24 |
| 16. | নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয়, বাঁকুড়া বিভাগ, পি এইচ ই ডি (পশ্চিমী মণ্ডল) | 34 | 20/24Ω |
| 17. | নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয়, ঝাড়গ্রাম বিভাগ, পি এইচ ই ডি | 463 | 24 |
| | **মোট** | **4,809** | **341/ 418** |

** পোর্টালে টাইপের ভুলের কারণে একটি এন আই ই টি বাতিল করতে হয়েছিল। পরে এটি অফলাইনে করা হয়েছিল।*

*Ω বাঁকুড়া বিভাগ (পি এইচ ই দপ্তর), নির্বাহী বাস্তুকারের কার্যালয় কর্তৃক এই দরপত্রটি আমন্ত্রিত হয়নি। অতএব, পোর্টালে উপলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ উত্থাপন করা হয়েছিল।*

***বি: দ্র:** - বাঁকুড়া বিভাগের (পি এইচ ই দপ্তর) নির্বাচিত 24টি দরপত্র প্রকৃতপক্ষে বাঁকুড়া জল সরবরাহ বিভাগের (পি এইচ ই দপ্তর) দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছিল (ই-টেন্ডারিং পোর্টালের তথ্য অনুসারে)। সুতরাং, যাচাইকৃত দরপত্রের প্রকৃত সংখ্যা হবে 394টি (অর্থাৎ, 418-24টি)।*

# পরিশিষ্ট-2.2

*(অনুচ্ছেদ-2.8.2 দ্রষ্টব্য)*

## 31 মার্চ 2023 পর্যন্ত দপ্তরভিত্তিক দরপত্র তৈরির তারিখ

| ক্রমিক সংখ্যা | সচিবালয় আই ডি | সচিবালয়ের নাম | প্রথম দরপত্র তৈরি হয়েছে | সর্বশেষ দরপত্র তৈরি হয়েছে |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | পি ডব্লিউ এন্ড আর ডি | 28-04-2008 11:48:32.881 | 31-03-2023 23:28:38.618 |
| 2 | 3 | পি ডব্লিউ ডি | 23-09-2011 16:46:07.110 | 31-03-2023 18:35:48.037 |
| 3 | 4 | আই এন্ড ডব্লিউ | 07-10-2011 16:45:39.889 | 31-03-2023 17:15:13.939 |
| 4 | 5 | পি এইচ ই | 05-12-2011 14:18:05.609 | 31-03-2023 19:40:43.971 |
| 5 | 6 | এম এস এম ই টি | 07-01-2012 14:17:33.402 | 31-03-2023 17:50:40.506 |
| 6 | 10 | স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ | 16-08-2012 12:35:15.448 | 31-03-2023 19:25:09.702 |
| 7 | 12 | ডব্লিউ বি ই আই ডি সি লিমিটেড | 31-08-2012 12:41:54.581 | 31-03-2023 11:43:16.184 |
| 8 | 15 | কলকাতা পৌরসংস্থা | 03-09-2012 14:41:57.378 | 31-03-2023 22:35:26.428 |
| 9 | 13 | ডি এল আর এস | 05-10-2012 12:14:15.845 | 08-02-2023 15:36:12.565 |
| 10 | 17 | কৃষিজ বিপণন দপ্তর | 16-10-2012 13:26:16.830 | 31-03-2023 17:59:14.841 |
| 11 | 9 | আবাসন অধিকার | 02-11-2012 17:01:23.587 | 31-03-2023 17:55:01.244 |
| 12 | 21 | মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তর | 21-11-2012 15:40:49.790 | 29-03-2023 16:43:34.392 |
| 13 | 11 | জল সম্পদ অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন দপ্তর | 08-01-2013 11:30:10.884 | 31-03-2023 18:13:46.093 |
| 14 | 8 | উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর | 09-01-2013 18:47:38.202 | 31-03-2023 16:29:17.692 |
| 15 | 24 | পশ্চিমবঙ্গ অত্যাবশ্যক পণ্য | 22-01-2013 14:10:05.320 | 20-03-2023 17:18:37.032 |
| 16 | 18 | পৌর বিষয়ক দপ্তর | 24-01-2013 19:28:31.906 | 31-03-2023 21:24:46.427 |
| 17 | 16 | নগর উন্নয়ন দপ্তর | 01-02-2013 14:41:50.583 | 31-03-2023 18:21:10.366 |
| 18 | 22 | ডব্লিউ বি হিডকো লিমিটেড | 13-02-2013 16:36:09.301 | 31-03-2023 13:27:01.200 |
| 19 | 28 | অসামরিক সুরক্ষা দপ্তর | 13-02-2013 20:04:06.926 | 20-03-2023 17:15:37.290 |
| 20 | 27 | ব্রিটানিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড | 14-03-2013 17:30:57.650 | 19-04-2021 17:55:43.031 |
| 21 | 26 | ম্যাকিনটোশ বার্ন লিমিটেড | 15-03-2013 19:19:04.901 | 13-03-2023 18:18:56.158 |
| 22 | 31 | পশ্চিম বঙ্গ চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ | 18-03-2013 13:27:48.582 | 28-03-2023 17:52:21.919 |
| 23 | 33 | জন উদ্যোগ দপ্তর | 23-03-2013 13:46:39.429 | 29-03-2023 17:18:05.862 |
| 24 | 34 | বাণিজ্য ও শিল্প | 03-04-2013 16:31:04.467 | 31-03-2023 18:18:41.294 |
| 25 | 32 | পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন দপ্তর | 09-04-2013 17:04:21.697 | 15-03-2023 15:49:48.098 |
| 26 | 30 | মৎস্য দপ্তর | 29-04-2013 17:57:00.755 | 30-03-2023 13:18:45.282 |
| 27 | 39 | বিপর্যয় মোকাবিলা অধিকার | 30-04-2013 12:43:25.448 | 09-12-2022 17:04:41.794 |
| 28 | 14 | আবাসন দপ্তর | 08-05-2013 15:02:57.678 | 22-03-2023 13:51:35.319 |
| 29 | 40 | বন অধিকার | 31-05-2013 13:53:13.440 | 31-03-2023 16:37:55.348 |
| 30 | 35 | প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর | 10-06-2013 12:33:26.496 | 31-03-2023 14:22:18.503 |
| 31 | 7 | যুব পরিষেবা দপ্তর | 05-07-2013 14:21:36.426 | 09-03-2023 13:56:57.198 |
| 32 | 25 | ওয়েবেল টেকনোলজি লিমিটেড | 28-08-2013 13:21:52.863 | 30-03-2023 15:50:06.499 |
| 33 | 42 | কলকাতা পুলিশ | 12-09-2013 13:06:07.293 | 30-03-2023 12:47:15.069 |

| ক্রমিক সংখ্যা | সচিবালয় আই ডি | সচিবালয়ের নাম | প্রথম দরপত্র তৈরি হয়েছে | সর্বশেষ দরপত্র তৈরি হয়েছে |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 23 | ক্ষুদ্র এবং ছোট শিল্পোদ্যোগ ও বস্ত্র দপ্তর | 09-10-2013 13:44:53.031 | 31-03-2023 18:08:40.551 |
| 35 | 41 | সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর | 09-10-2013 15:30:15.953 | 30-03-2023 17:00:33.013 |
| 36 | 44 | কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দপ্তর | 13-11-2013 15:56:38.877 | 23-03-2023 16:12:57.589 |
| 37 | 36 | অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা দপ্তর | 18-11-2013 14:57:17.883 | 24-02-2020 16:13:22.945 |
| 38 | 43 | সমবায় দপ্তর | 19-11-2013 12:08:58.792 | 18-11-2016 13:37:24.945 |
| 39 | 19 | পরিবহন দপ্তর | 19-12-2013 16:25:33.897 | 30-03-2023 17:13:31.019 |
| 40 | 47 | কৃষি | 05-02-2014 16:58:35.893 | 31-03-2023 21:39:55.742 |
| 41 | 49 | স্বরাষ্ট্র দপ্তর | 06-02-2014 14:06:18.915 | 31-03-2023 16:07:31.398 |
| 42 | 45 | বিদ্যুৎ এবং অপ্রচলিত শক্তি উৎস দপ্তর | 07-02-2014 18:36:18.436 | 31-03-2023 17:58:14.232 |
| 43 | 46 | পরিবেশ দপ্তর | 17-02-2014 17:23:24.117 | 24-03-2023 12:36:16.738 |
| 44 | 50 | অর্থ দপ্তর | 25-02-2014 16:42:54.719 | 22-03-2023 15:12:32.787 |
| 45 | 48 | জেলা শাসক | 30-05-2014 14:59:55.024 | 31-03-2023 23:40:47.632 |
| 46 | 53 | পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ (স্বরাষ্ট্র) | 02-06-2014 12:58:16.738 | 29-03-2023 17:15:29.975 |
| 47 | 52 | তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক দপ্তর | 10-06-2014 15:51:37.125 | 29-03-2023 15:33:14.766 |
| 48 | 55 | উপভোক্তা বিষয়ক দপ্তর | 26-06-2014 16:41:25.242 | 03-03-2023 13:49:08.936 |
| 49 | 59 | খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তর | 12-07-2014 15:37:49.883 | 31-03-2023 12:32:10.278 |
| 50 | 56 | আই এন্ড টি দপ্তর | 18-07-2014 13:12:36.104 | 10-03-2023 15:10:41.475 |
| 51 | 62 | উচ্চশিক্ষা দপ্তর | 07-08-2014 17:41:12.579 | 31-03-2023 12:35:33.521 |
| 52 | 61 | সংখ্যালঘু বিষয়ক এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তর | 08-08-2014 14:05:45.448 | 30-03-2023 13:32:36.422 |
| 53 | 29 | এইচ আর বি সি | 12-08-2014 17:08:24.841 | 30-03-2023 16:36:02.704 |
| 54 | 54 | পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক দপ্তর | 18-08-2014 19:20:25.770 | 21-03-2023 17:38:57.859 |
| 55 | 58 | পূর্ত দপ্তর | 20-08-2014 17:55:48.856 | 31-03-2023 19:59:11.625 |
| 56 | 63 | পর্যটন দপ্তর | 03-09-2014 14:53:47.684 | 27-03-2023 17:03:21.563 |
| 57 | 51 | উচ্চশিক্ষা দপ্তর | 05-09-2014 13:51:55.938 | 31-03-2023 17:00:17.390 |
| 58 | 60 | স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) | 09-09-2014 17:30:00.591 | 31-01-2023 13:01:28.394 |
| 59 | 57 | খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যান পালন দপ্তর | 16-09-2014 16:51:08.852 | 29-03-2023 12:42:46.913 |
| 60 | 65 | শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর | 21-10-2014 13:33:33.179 | 29-12-2022 14:49:39.199 |
| 61 | 70 | স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং স্ব-নিযুক্তি দপ্তর | 14-11-2014 16:46:48.463 | 28-12-2022 17:26:36.105 |
| 62 | 67 | কর্মীবর্গ এবং প্রশাসনিক সংস্কার | 19-11-2014 16:19:55.529 | 20-07-2022 13:06:16.120 |
| 63 | 64 | শিল্প প্রশিক্ষণ অধিকার | 25-11-2014 15:25:04.302 | 30-04-2019 15:35:24.136 |
| 64 | 71 | বন দপ্তর | 09-12-2014 16:42:12.272 | 23-03-2023 23:57:39.609 |
| 65 | 69 | শ্রম দপ্তর | 16-12-2014 12:03:35.129 | 28-03-2023 16:24:27.685 |
| 66 | 72 | পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর | 31-12-2014 14:24:19.599 | 30-03-2023 22:51:29.153 |
| 67 | 73 | সংশোধন প্রশাসন দপ্তর | 07-01-2015 15:56:48.386 | 29-03-2023 14:26:08.901 |
| 68 | 74 | অনগ্রসরশ্রেণী কল্যাণ দপ্তর | 12-06-2015 12:17:59.694 | 09-11-2022 15:48:38.385 |

| ক্রমিক সংখ্যা | সচিবালয় আই ডি | সচিবালয়ের নাম | প্রথম দরপত্র তৈরি হয়েছে | সর্বশেষ দরপত্র তৈরি হয়েছে |
|---|---|---|---|---|
| 69 | 75 | উপজাতি উন্নয়ন দপ্তর | 29-07-2015 13:11:15.756 | 29-03-2023 14:14:37.208 |
| 70 | 77 | শিক্ষা দপ্তর | 17-08-2015 16:19:36.082 | 31-03-2023 16:38:18.094 |
| 71 | 79 | পশ্চিমবঙ্গ সমিতির নিবন্ধকের কার্যালয় | 19-11-2015 16:52:56.729 | 19-11-2015 16:52:56.729 |
| 72 | 68 | বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর | 20-11-2015 23:02:01.504 | 16-03-2023 18:27:25.785 |
| 73 | 80 | জনশিক্ষা প্রসার এবং গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর | 02-12-2015 12:41:22.550 | 29-03-2023 12:51:28.336 |
| 74 | 78 | সমবায় দপ্তর | 22-12-2015 17:16:34.417 | 29-03-2023 09:47:15.005 |
| 75 | 84 | রেশম উৎপাদন দপ্তর | 21-06-2016 18:01:42.090 | 15-06-2018 16:09:15.014 |
| 76 | 83 | ভারী শিল্প এবং জন উদ্যোগ মন্ত্রক | 27-06-2016 11:19:23.267 | 03-03-2022 17:03:27.868 |
| 77 | 76 | বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি দপ্তর | 11-07-2016 17:09:04.329 | 14-03-2023 14:21:14.392 |
| 78 | 82 | বিচার দপ্তর | 21-09-2016 13:17:49.267 | 16-02-2023 11:53:31.123 |
| 79 | 88 | পশ্চিমবঙ্গ সরকার | 29-11-2016 16:55:05.576 | 24-03-2022 13:24:25.756 |
| 80 | 81 | আবগারি দপ্তর | 19-01-2017 14:47:00.365 | 26-11-2020 15:12:18.430 |
| 81 | 89 | পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সচিবালয় | 27-02-2017 15:12:23.501 | 02-02-2022 17:23:22.436 |
| 82 | 85 | ভারত সরকার | 07-02-2018 11:55:35.859 | 10-03-2023 10:11:44.007 |
| 83 | 38 | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এইডস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সমিতি | 26-11-2018 17:10:24.767 | 17-02-2023 14:55:15.643 |
| 84 | 91 | স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দপ্তর | 22-02-2023 15:35:47.097 | 22-02-2023 15:35:47.097 |
| 85 | 20 | এন আই সি | শূন্য | শূন্য |
| 86 | 0 | প্রশাসন | শূন্য | শূন্য |
| 87 | 37 | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় বিপণন সংস্থা | শূন্য | শূন্য |
| 88 | 90 | আইন দপ্তর | শূন্য | শূন্য |
| 89 | 87 | ক্রীড়া দপ্তর | শূন্য | শূন্য |

## পরিশিষ্ট-2.3

***(অনুচ্ছেদ-2.8.2 দ্রষ্টব্য)***

## মার্চ 2023 পর্যন্ত ই-প্রকিওরমেন্ট পোর্টালে অ-নিবন্ধিকৃত না হওয়া পি এস ইউ এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির বিবরণ

| ই-প্রকিওরমেন্টের অধীনে অ-নিবন্ধিকৃত পি এস ইউ/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির বিবরণ | |
|---|---|
| **ক. পি এস ইউ (কোম্পানি এবং নিগম)** | |
| 1. | বাংলার ডেয়ারি লিমিটেড |
| 2. | পশ্চিমবঙ্গ প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন নিগম লিমিটেড |
| 3. | পশ্চিমবঙ্গ বাণিজ্য উৎসাহদান সংস্থা |
| 4. | শিল্পবার্তা মুদ্রন প্রেস লিমিটেড |
| 5. | পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড |
| 6. | পশ্চিমবঙ্গ বায়োটেক উন্নয়ন নিগম লিমিটেড |
| 7. | ওয়েবেল ইলেকট্রনিক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড |
| 8. | ওয়েবেল বৈদ্যুতিন পরিকাঠামো উন্নয়ন লিমিটেড |
| 9. | ওয়েবেল ভেঞ্চার ক্যাপিটাল লিমিটেড |
| 10. | পশ্চিমবঙ্গ বৈদ্যুতিন শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড |
| 11. | বেঙ্গল বীরভূম কোলফিল্ডস লিমিটেড |
| 12. | পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন নিগম লিমিটেড |
| 13. | সুন্দরবন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড |
| 14. | দি ইলেক্ট্রো মেডিক্যাল এবং সহায়ক শিল্প লিমিটেড |
| 15. | নিউটাউন টেলিকম পরিকাঠামো উন্নয়ন কোম্পানী লিমিটেড |
| 16. | পশ্চিমবঙ্গ মহিলা উন্নয়ন সংস্থা |
| 17. | পশ্চিমবঙ্গ তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি এবং অন্যান্য অনগ্রসর জাতি উন্নয়ন ও বিত্ত নিগম |
| 18. | গ্লুকোনেট হেলথ লিমিটেড |
| **খ. স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা** | |
| 1. | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি বিপণন পর্ষদ |
| 2. | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য জলাশয় উন্নয়ন সংস্থা |
| 3. | পশ্চিমবঙ্গ গো-সম্পদ বিকাশ সংস্থা |
| 4. | পশ্চিমবঙ্গ পশুচিকিৎসা পর্ষদ |
| 5. | গণবন্টন ব্যবস্থা |
| 6. | বর্ধমান দুধ সরবরাহ প্রকল্প |
| 7. | দুর্গাপুর দুধ সরবরাহ প্রকল্প |
| 8. | বৃহত্তর কলকাতা দুধ সরবরাহ প্রকল্প |
| 9. | কৃষ্ণনগর দুধ সরবরাহ প্রকল্প |
| 10. | পশ্চিমবঙ্গ ক্ষতিপূরণমূলক বৃক্ষরোপন তহবিল ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ |
| 11. | প্রাণী উদ্যান অধিকর্তা |
| 12. | জেলা খনিজ প্রতিষ্ঠান অছি |
| 13. | দার্জিলিং রোপওয়ে কোম্পানি লিমিটেডের সংস্থা |

| | |
|---|---|
| 14. | কাঠ শিল্পের জন্য প্রশিক্ষণ-সহ-উৎপাদন কেন্দ্র, শিলিগুড়ি |
| 15. | সমন্বিত কাঠ শিল্প প্রকল্প, দুর্গাপুর |
| 16. | সমন্বিত কাঠ শিল্প প্রকল্প, কল্যাণী |
| 17. | সার্জিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস সার্ভিসিং স্টেশন, বারুইপুর |
| 18. | কমিশনার্স ফর রবীন্দ্র সেতু |
| 19. | রাজ্য জল ও স্বচ্ছতা মিশন |
| 20. | পশ্চিমবঙ্গ ঐতিহ্য আয়োগ |
| 21. | শিশু কিশোর অ্যাকাডেমি |
| 22. | মিনার্ভা নাট্য সংস্কৃতিচর্চা কেন্দ্র |
| 23. | পশ্চিমবঙ্গ বাংলা অ্যাকাডেমি |
| 24. | লোক ও উপজাতি কেন্দ্র |
| 25. | প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পূর্ব ভারত |
| 26. | ফুড অ্যান্ড ক্রাফটস ইন্সিটিউট, দার্জিলিং |
| 27. | স্টেট ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, দুর্গাপুর |
| 28. | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কারিগরি শিক্ষা পর্ষদ |
| 29. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, হাওড়া |
| 30. | ভাঙর- রাজারহাট এলাকা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ |
| 31. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, মালদা |
| 32. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, বীরভূম |
| 33. | পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় পরিষেবা আয়োগ |
| 34. | পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন (উত্তর অঞ্চল) |
| 35. | পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন (দক্ষিণ অঞ্চল) |
| 36. | পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন (দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল) |
| 37. | পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন (পূর্ব অঞ্চল) |
| 38. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, মুর্শিদাবাদ |
| 39. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, জলপাইগুড়ি |
| 40. | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ |
| 41. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, কোচবিহার |
| 42. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, উত্তর 24 পরগনা |
| 43. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, নদীয়া |
| 44. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, পূর্ব মেদিনীপুর |
| 45. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, দার্জিলিং |
| 46. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, দক্ষিণ দিনাজপুর |
| 47. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, হুগলি |
| 48. | পশ্চিমবঙ্গ অনগ্রসর শ্রেণী কমিশন |
| 49. | পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন |
| 50. | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এন জি আর বি এ প্রোগ্রাম ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ |
| 51. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, পুরুলিয়া |

| | |
|---|---|
| 52. | পশ্চিমবঙ্গ ভবন ও অন্যান্য নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ |
| 53. | পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক স্কুল সার্ভিস কমিশন (পশ্চিম অঞ্চল) |
| 54. | পশ্চিমবঙ্গ সমন্বিত এলাকা উন্নয়ন নিগম |
| 55. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, উত্তর দিনাজপুর |
| 56. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, বাঁকুড়া |
| 57. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, পূর্ব বর্ধমান |
| 58. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, পশ্চিম মেদিনীপুর |
| 59. | পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন |
| 60. | পশ্চিমবঙ্গ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ |
| 61. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, কলকাতা |
| 62. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, পশ্চিম বর্ধমান |
| 63. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, দক্ষিণ 24 পরগনা |
| 64. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, ঝাড়গ্রাম |
| 65. | জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ, কালিম্পং |
| 66. | পশ্চিমবঙ্গ মিত্র ও স্বাস্থ্যসেবা পর্ষদ |
| 67. | বক্রেশ্বর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ |
| 68. | পাথরচাপুরী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ |

## পরিশিষ্ট-2.4

*(অনুচ্ছেদ-2.9.1 দ্রষ্টব্য)*

### নির্ধারিত টি আই এ ব্যতীত প্রকাশিত একটি নির্দিষ্ট বিভাগের সাথে সম্পর্কিত দরপত্রের বিবরণী

(i) পি এইচ ই||মেকানিক্যাল সার্কেল- III||পূর্ব মেকানিক্যাল বিভাগ

**একটি শংসাপত্র থেকে দুটি কার্যালয়ের দুজন টি আই এ কর্তৃক প্রকাশিত দরপত্র**

| পদনাম | আমন্ত্রিত কর্মকর্তা | গণনা | গ্রুপের মোট সংখ্যা | মোট |
|---|---|---|---|---|
| সহকারী বাস্তুকার | সহকারী বাস্তুকার | 8 | 75 | 775 |
| | সহকারী বাস্তুকার | 2 | | |
| | সহকারী বাস্তুকার ই এম এস ডি II পি এইচ ই অধিকার | 4 | | |
| | সহকারী বাস্তুকার, বি এম এস ডি, পি এইচ ই অধিকার | 12 | | |
| | সহকারী বাস্তুকার, বি এম এস ডি, পি এইচ ই ডি | 9 | | |
| | সহকারী বাস্তুকার, ই এম এস ডি-I | 25 | | |
| | সহকারী বাস্তুকার, ই এম এস ডি-III | 12 | | |
| | সহকারী বাস্তুকার, ই এম এস ডি-I | 3 | | |
| নির্বাহী বাস্তুকার | নির্বাহী বাস্তুকার | 26 | 700 | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার পূর্ব যান্ত্রিক বিভাগ | 7 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার পূর্ব যান্ত্রিক বিভাগ পি এইচ ই ডি | 1 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার ই এম ডি পি এইচ ই ডি | 10 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার, পূর্বাঞ্চলীয় যান্ত্রিক বিভাগ, পি এইচ ই অধিকার | 69 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার, পূর্বাঞ্চলীয় যান্ত্রিক বিভাগ, পি এইচ ই অধিকার | 147 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার, পূর্বাঞ্চলীয় যান্ত্রিক বিভাগ, পি এইচ ই ডি | 236 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার, পূর্বাঞ্চলীয় যান্ত্রিক বিভাগ, পি এইচ ই ডি | 1 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার, পূর্বাঞ্চলীয় যান্ত্রিক বিভাগ, পি এইচ ই ডি | 13 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার, ই এম ডি, পি এইচ ই অধিকার | 179 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার, ই এম ডি, পি এইচ ই ডি | 5 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার, ই এম ডি, পি এইচ ই ডি | 3 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার, পূর্বাঞ্চলীয় যান্ত্রিক বিভাগ, পি এইচ ই অধিকার | 3 | | |

(ii) পি এইচ ই||পশ্চিম মণ্ডল||বাঁকুড়া বিভাগ

**একটি শংসাপত্র থেকে দুটি ভিন্ন পদের টি আই এ-এর দ্বারা প্রকাশিত দরপত্র**

| পদনাম | আমন্ত্রিত কর্মকর্তা | গণনা | গ্রুপের মোট সংখ্যা | মোট |
|---|---|---|---|---|
| নির্বাহী বাস্তুকার | নির্বাহী বাস্তুকার, পি আই ইউ বাঁকুড়া, ডব্লিউ বি ডি ডব্লিউ এস আই পি, পি এইচ ই অধিকার | 30 | 30 | 34 |
| অধীক্ষক বাস্তুকার | অধীক্ষক বাস্তুকার, পি আই ইউ বাঁকুড়া, ডব্লিউ বি ডি ডব্লিউ এস আই পি, পি এইচ ই অধিকার | 3 | 4 | |
| | পি আই ইউ বাঁকুড়া, ডব্লিউ বি ডি ডব্লিউ এস আই পি, পি এইচ ই অধিকার | 1 | | |

(iii) পি এইচ ই||মেকানিক্যাল সার্কেল- I (পি এইচ ই)||বৈদ্যুতিক বিভাগ

**একটি শংসাপত্র থেকে দুটি ভিন্ন পদের টি আই এ-এর দ্বারা প্রকাশিত দরপত্র**

| পদনাম | আমন্ত্রিত কর্মকর্তা | গণনা | স্থূল | মোট |
|---|---|---|---|---|
| সহকারী বাস্তুকার | সহকারী বাস্তুকার এইচ এম এস ডি পি এইচ ই অধিকার | 50 | 54 | 741 |
| | সহকারী বাস্তুকার-I | 4 | | |
| নির্বাহী বাস্তুকার | নির্বাহী বাস্তুকার | 2 | 687 | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার | 1 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার ই ডি পি এইচ ই ডি | 35 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার বৈদ্যুতিক বিভাগ | 640 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার বৈদ্যুতিক বিভাগ পি এইচ ই ডি | 7 | | |
| | নির্বাহী বাস্তুকার এস এম ডি পি এইচ ই অধিকার | 2 | | |

(iv) পি এইচ ই||বাঁকুড়া ডব্লিউ/এস সার্কেল||বাঁকুড়া ডব্লিউ/এস বিভাগ

**একটি শংসাপত্র থেকে দুটি ভিন্ন পদের টি আই এ-এর দ্বারা প্রকাশিত দরপত্র**

| আমন্ত্রিত কর্মকর্তা | গণনা | মোট |
|---|---|---|
| নির্বাহী বাস্তুকার, পি আই ইউ বাঁকুড়া, ডব্লিউ বি ডি ডব্লিউ এস আই পি, পি এইচ ই অধিকার | 2 | 4 |
| অধীক্ষক বাস্তুকার, মুর্শিদাবাদ সার্কেল, পি এইচ ই অধিকার | 2 | |

## পরিশিষ্ট-3.1

**(অনুচ্ছেদ-3.7.1.4 (v) দ্রষ্টব্য)**

**তারকা শ্রেণী অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অপ্রাপ্যতার বিবরণ এবং 2017-23 সময়কালে টি এল/টি পি সংস্কার এবং উন্নয়নের জন্য ব্যয়**

| ক্রমিক সংখ্যা | পর্যটক লজের নাম (টি এল) | আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের জন্য অগ্নি নির্বাপণ শংসাপত্র | বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি/ বয়স্ক নাগরিকের জন্য ব্যবস্থা | নিকাশি পরিশোধন প্ল্যান্ট | সমাপ্তির তারিখ | ব্যয় |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | বিষ্ণুপুর টি এল | না | না | অকার্যকর/ এ এম সি ছিলনা | সেপ্টেম্বর-21 | 8,19,41,051 |
| 2 | গজলডোবা/ভোরের আলো টি এল | না | না | না | মার্চ-21 | 21,38,49,759 |
| 3 | বাতাবাড়ি টি এল | না | না | না | ফেব্রুয়ারী-20 | 4,50,99,485 |
| 4 | টিলাবাড়ি টি এল | না | না | না | জানুয়ারী-21 | 4,33,96,001 |
| 5 | মূর্তি টি এল | না | না | অকার্যকর/এ এম সি ছিলনা | মে-21 | 3,24,68,289 |
| 6 | মালগুঞ্জা/মঙ্গলধারা টি এল | না | না | অকার্যকর/এ এম সি ছিলনা | জুলাই-21 | 8,63,14,090 |
| 7 | তারকেশ্বর/নটরাজ টি এল | না | না | না | সেপ্টেম্বর-19 | 5,21,10,640 |
| 8 | সবুজদ্বীপ টি এল | না | না | না | মার্চ-23 | 12,97,603 |
| 9 | দীঘলি-I | না | না | না | ডিসেম্বর-20 | 7,85,85,940 |
| 10 | দীঘলি-II | না | না | না | জানুয়ারী-21 | 7,95,14,071 |
| 11 | সাগরিকা টি এল | না | না | অকার্যকর/এ এম সি ছিলনা | মে-22 | 10,01,22,586 |
| 12 | গঙ্গাসাগর টি এল | না | না | না | মার্চ-21 | 9,13,87,780 |
| 13 | বকখালি/ বালুতট টি এল | না | না | না | নভেম্বর-19 | 7,03,31,484 |
| **মোট** | | | | | | **97,64,18,779** |

*(উৎস: দপ্তরীয় কর্মকর্তাদের সাথে যৌথভাবে পরিদর্শনের সময় সংগৃহীত তথ্য)*

## পরিশিষ্ট-4.1

***(অনুচ্ছেদ-4.2 দ্রষ্টব্য)***

**প্রধান খনিজের জন্য দীর্ঘমেয়াদী খনির ইজারায় জলের হার আদায় করা হয়নি**

**(01.04.2007 থেকে 31.03.2023 পর্যন্ত)**

| প্রধান খনিজ | ইজারা | এলাকা (একরে) | খনির ইজারা মঞ্জুর করা হয়েছে যখন থেকে | প্রাসঙ্গিক সময়কাল, 01.04.2007 থেকে 31.03.2023-এর মধ্যে (বছরে) | জলের হার পরিবর্তন করা হবে (গ × ঙ × 54) (টাকায়) |
|---|---|---|---|---|---|
| ক | খ | গ | ঘ | ঙ | চ |
| কয়লা | স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড | 2,840 | 1920 | 16 | 24,53,760.00 |
| কয়লা | ইস্টার্ন কোলফিল্ড লিমিটেড | 1,52,313 | 1973 | 16 | 13,15,98,432.00 |
| কয়লা | ভারত কোকিং কোল লিমিটেড | 2,744 | 1973 | 16 | 23,70,816.00 |
| কয়লা | পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড | 31,333 | 04.08.2015 | 7 | 1,18,43,874.00 |
| কয়লা | দুর্গাপুর প্রজেক্টস লিমিটেড | 694 | 05.08.2015 | 7 | 2,62,332.00 |
| কয়লা | দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন | 2,184 | 14.10.2015 to 26.08.2022 | 6 | 7,07,616.00 |
| কয়লা | কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন | 1,423 | 04.11.2015 | 7 | 5,37,894.00 |
| কয়লা | ও সি এল আয়রন অ্যান্ড স্টিল লিমিটেড | 1,929 | 16.05.2018 | 4 | 4,16,664.00 |
| **মোট** | | **1,95,460** | | | **15,01,91,388.00** |

## পরিশিষ্ট-4.2

*(অনুচ্ছেদ-4.14.1.1 দ্রষ্টব্য)*

**পরামর্শদাতার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার প্রকৃত তারিখের সাথে নির্ধারিত সময়সীমার বিশদ বিবরণ**

| ক্রমিক সংখ্যা | মাইলফলক | সময়সীমা | জমা দেওয়ার প্রকৃত তারিখ | জমা দিতে বিলম্ব |
|---|---|---|---|---|
| **প্রাতিষ্ঠানিক সুদৃঢ়করণ এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা (আই এস বি পি) অধ্যয়ন (পরামর্শদাতা: ফিডব্যাক ইনফ্রা প্রাইভেট লিমিটেড, চুক্তিটি 17 ফেব্রুয়ারী 2020-এ স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং কাজ শুরু হয়েছিল মার্চ 2020-তে)** | | | | |
| **প্রথম পর্যায়** | | | | |
| 1 | অ্যাসাইনমেন্টের জন্য পদ্ধতি এবং কার্যপ্রনালী সহ প্রাথমিক প্রতিবেদন | প্রথম মাসের শেষ | 15 মে 2020 | > এক মাস |
| 2 | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহ | সেপ্টেম্বর 2023 পর্যন্ত জমা দেওয়া হয়নি | জমা দেওয়া হয়নি |
| 3 | প্রথম ধাপের সমাপ্তি প্রতিবেদন-আই ডব্লিউ টি প্রাতিষ্ঠানিক সুদৃঢ়করণ অধ্যয়ন | চতুর্থ মাসের শেষ | 06 অক্টোবর 2021 | 15 মাস |
| 4 | দ্বিতীয় ধাপের সমাপ্তি প্রতিবেদন-টি এন এ সমাপ্তি প্রতিবেদন | ছয় মাসের শেষ | 01 ডিসেম্বর 2021 | 15 মাস |
| 5 | আই ডব্লিউ টি-তে পাঁচ বছরের আই এস বি পি-এর খসড়া | ছয় মাসের শেষ | 01 ডিসেম্বর 2021 | 15 মাস |
| 6 | পঞ্চবার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা | ছয় মাসের শেষ | 01 ডিসেম্বর 2021 | 15 মাস |
| 7 | আই ডব্লিউ টি-তে শেষ পাঁচ বছরের আই এস বি পি | নবম মাসের শেষ | 12 মে 2022 | 17 মাস |
| 8 | আই ডব্লিউ টি, আই এস বি পি, পঞ্চবার্ষিক প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য টেন্ডার প্যাকেজ | 12 মাসের শেষ | 15 ফেব্রুয়ারি 2022 | 12 মাস |
| 9 | বিড ব্যবস্থাপনা সহায়তা/মূল্যায়ন প্রতিবেদন, খসড়া চুক্তির নথি | (আবর্তন ভিত্তিতে) | উপলব্ধ ছিল না | - |
| **দ্বিতীয় পর্যায়** | | | | |
| 10 | বিড ব্যবস্থাপনা সহায়তা/মূল্যায়ন প্রতিবেদন, খসড়া চুক্তির নথি | (আবর্তন ভিত্তিতে) | উপলব্ধ ছিল না | - |
| 11 | প্রকল্প যোগাযোগ কৌশল | 13 মাসের শেষ | 23 ডিসেম্বর 2021 | 8 মাস |
| 12 | প্রকল্প তথ্য পোর্টাল অ্যাপ্লিকেশন | (14 মাসের শেষে) | খসড়া 01 জানুয়ারী 2022 তারিখে | আজ পর্যন্ত চূড়ান্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়নি |
| 13 | এল টি আই পি-এর অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক সুদৃঢ়করণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য পরিকাঠামোর হালনাগাদ ফলাফল সহ ত্রৈমাসিক প্রকল্প পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদন | প্রতি ত্রৈমাসিকের প্রথম সপ্তাহ | প্রতি ত্রৈমাসিক | - |
| 14 | দ্বিবার্ষিক প্রশিক্ষণ সমাপ্তির প্রতিবেদন | (প্রতি ছয় মাসে) | উপলব্ধ ছিল না | - |
| 15 | অ্যাসাইনমেন্ট সমাপ্তির প্রতিবেদন | (36 মাসের শেষে) | উপলব্ধ ছিল না | - |
| **অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন নিরাপত্তা সমীক্ষা (পরামর্শদাতা: কিটকো লিমিটেড, চুক্তিটি 13 জানুয়ারী 2021 তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং একই দিনে প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল)** | | | | |
| 1 | অ্যাসাইনমেন্টের জন্য পদ্ধতি এবং কার্যপ্রনালীসহ প্রাথমিক প্রতিবেদন | (এক মাসের শেষ) | 23 এপ্রিল 2021 | 14 মাস |
| 2 | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহ | জমা দেওয়া হয়েছে | - |
| 3 | পশ্চিমবঙ্গ আই ডব্লিউ টি সুরক্ষা পরিকাঠামোর খসড়া | (চতুর্থ মাসের শেষ) | 24 ডিসেম্বর 2021 | 19 মাস |

| ক্রমিক সংখ্যা | মাইলফলক | সময়সীমা | জমা দেওয়ার প্রকৃত তারিখ | জমা দিতে বিলম্ব |
|---|---|---|---|---|
| 4 | পাঁচ বছর মেয়াদী ডব্লিউ বি আই ডব্লিউ টি এল এস ডি পি নিরাপত্তা পরিকল্পনার খসড়া | (ছয় মাসের শেষ) | মার্চ-এপ্রিল 2023 | 32 মাস |
| 5 | চূড়ান্ত -পশ্চিমবঙ্গ আইডব্লিউটি সুরক্ষা পরিকাঠামো | (ছয় মাসের শেষ) | 6 মে 2022 | 21 মাস |
| 6 | চূড়ান্ত পাঁচ বছর মেয়াদী ডব্লিউ বি আই ডব্লিউ টি এল এস ডি পি নিরাপত্তা পরিকল্পনা | (নয় মাসের শেষ) | ডিসেম্বর 2023 | 38 মাস |
| 7 | ডব্লিউ বি আই ডব্লিউ টি এল এস ডি পি নিরাপত্তা পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য টেন্ডার প্যাকেজ | (12 মাসের শেষ) | নভেম্বর-ডিসেম্বর 2023 | 24 মাস |
| 8 | বিড ব্যবস্থাপনা সহায়তা/মূল্যায়ন রিপোর্ট, খসড়া চুক্তির নথি, বিক্রেতা সরবরাহযোগ্য পর্যালোচনা প্রতিবেদন | (আবর্তন ভিত্তিতে) | আবর্তন ভিত্তিতে সরবরাহ করা হয় | - |
| 9 | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহ | জমা দেওয়া হয়েছিল | - |
| 10 | অ্যাসাইনমেন্ট সমাপ্তির প্রতিবেদন | (30 মাসের শেষ) | অ্যাসাইনমেন্টের কাজ চলছে | - |
| **কম্পোনেন্ট-বি-এর অধীনে স্থানিক উন্নয়ন কৌশল (এস ডি সি)** | | | | |
| 1 | পরিদর্শন প্রতিবেদন | চুক্তি স্বাক্ষর+ এক মাস | 20 ডিসেম্বর 2022 | > এক মাস |
| 2 | ক) তথ্য সংগ্রহ, বেসলাইন মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণ (অন্তর্বর্তীকালীন) | চুক্তি স্বাক্ষর+ তিন মাস | 31 ডিসেম্বর 2022 | বিলম্ব নেই |
| | খ) তথ্য সংগ্রহ, বেসলাইন মূল্যায়ন এবং বিশ্লেষণ (চূড়ান্ত) | চুক্তি স্বাক্ষর+ চার মাস | 01 মার্চ 2023 | মাস |
| 3 | ক) মূল উন্নয়ন কৌশল (অন্তর্বর্তীকালীন) | চূড়ান্ত তথ্য সংগ্রহ + দুই মাস | জমা দেওয়া হয়নি | - |
| | খ) মূল উন্নয়ন কৌশল (চূড়ান্ত) | অন্তর্বর্তীকালীন উন্নয়ন কৌশল + এক মাস | জমা দেওয়া হয়নি | - |
| 4 | ক) স্থানিক উন্নয়ন পরিকাঠামো (অন্তর্বর্তীকালীন) | মূল উন্নয়ন কৌশল অনুমোদন + দুই মাস | জমা দেওয়া হয়নি | - |
| | খ) স্থানিক উন্নয়ন পরিকাঠামো (চূড়ান্ত) | মূল উন্নয়ন কৌশল অনুমোদন +তিন মাস | জমা দেওয়া হয়নি | - |
| 5 | ক) বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা/স্থানীয় এলাকা পরিকল্পনা-কে এম এ সামগ্রিক পরিকল্পনা | স্থানিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অনুমোদন+ তিন মাস | জমা দেওয়া হয়নি | - |
| | খ) ডি পি আর বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা স্থানীয় এলাকা পরিকল্পনা | স্থানিক উন্নয়ন পরিকল্পনার অনুমোদন +পাঁচ মাস | জমা দেওয়া হয়নি | - |
| 6 | অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা | বিস্তারিত এলাকা পরিকল্পনা (পরিকল্পনা/ প্রকল্প পরিকল্পনা) + এক মাস | জমা দেওয়া হয়নি | - |
| 7 | বাস্তবায়ন পরিকাঠামো | অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (পরিকল্পনা/ প্রকল্প পরিকল্পনা) + এক মাস | জমা দেওয়া হয়নি | - |
| 8 | বিস্তৃত সারসংক্ষেপ প্রতিবেদন | বাস্তবায়ন কাঠামো + এক মাস | জমা দেওয়া হয়নি | - |

| ক্রমিক সংখ্যা | মাইলফলক | সময়সীমা | জমা দেওয়ার প্রকৃত তারিখ | জমা দিতে বিলম্ব |
|---|---|---|---|---|
| **কম্পোনেন্ট-সি (আর্নস্ট অ্যান্ড ইয়ং)-এর অধীনে সমন্বিত কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা (আই এস ডি পি)। চুক্তিটি 13 ফেব্রুয়ারী 2021 তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছিল এবং প্রকল্পটি 14 জানুয়ারী 2021 তারিখে শুরু হয়েছিল।** | | | | |
| **প্রথম পর্যায়:** | | | | |
| 1 | পরিদর্শন প্রতিবেদন | চুক্তি স্বাক্ষর + 4 সপ্তাহ | 6 মে 2021 | 3 মাস |
| 2 | প্রকল্প এলাকার অধীনে " আই ডব্লিউ টি এবং নদীর তীরে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের প্রভাব" সম্পর্কিত খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদন | চুক্তি স্বাক্ষর + 3 সপ্তাহ | উপলব্ধ ছিল না | - |
| 3 | প্রকল্প এলাকার অধীনে "আই ডব্লিউ টি এবং নদীর তীরে ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের প্রভাব" সম্পর্কিত চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন | চুক্তি স্বাক্ষর + 5 সপ্তাহ | 28 জুন 2021 | 4 মাস |
| 4 | মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন | প্রতি চার সপ্তাহে | উপলব্ধ ছিল না | - |
| 5 | পশ্চিমবঙ্গ আই ডব্লিউ টি বিনিয়োগ পরিকল্পনার অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন | চুক্তি স্বাক্ষর + 12 সপ্তাহ | উপলব্ধ ছিল না | - |
| 6 | পশ্চিমবঙ্গ আইডব্লিউটি বিনিয়োগ পরিকল্পনা + সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন<br>খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং শেয়ারহোল্ডারদের সাথে কর্মশালা | চুক্তি স্বাক্ষর + 20 সপ্তাহ | প্রথম খন্ড 06 মে 2023<br>দ্বিতীয় খণ্ড 10 জুন 2022 | প্রথম খন্ডের জন্য 23 মাস<br>দ্বিতীয় খন্ডের 12 মাস |
| 7 | সমন্বিত খসড়া প্রতিবেদন | চুক্তি স্বাক্ষর + 24 সপ্তাহ | উপলব্ধ ছিল না | - |
| 8 | গ্রাহকদের মতামত সহ খসড়া প্রতিবেদন এবং ব্যাঙ্কের খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন এবং শেয়ারহোল্ডারদের সাথে কর্মশালা অন্তর্ভুক্ত করেছে | চুক্তি স্বাক্ষর + 28 সপ্তাহ | উপলব্ধ ছিল না | - |
| 9 | চূড়ান্ত প্রতিবেদন | চুক্তি স্বাক্ষর + 32 সপ্তাহ | 27 ফেব্রুয়ারী 2023 | 17 মাস |
| **দ্বিতীয় পর্যায়:** | | | | |
| 1 | একটি নির্দিষ্ট প্রকল্পের জন্য ডি পি আর তৈরির জন্য গ্রাহকের অনুমোদন | দ্বিতীয় ধাপের অনুমোদনের তারিখ | উপলব্ধ ছিল না | - |
| 2 | টেকনিক্যাল জরিপ এবং ভূমি অধিগ্রহণ প্রতিবেদন | দ্বিতীয় ধাপের অনুমোদনের তারিখ + চার সপ্তাহ | 13 আগস্ট 2023 | - |
| 3 | প্রাথমিক আর্থিক মূল্যায়ন সহ বিকল্প মাস্টার প্ল্যান | দ্বিতীয় ধাপের অনুমোদনের তারিখ + ছয় সপ্তাহ | উপলব্ধ ছিল না | - |
| 4 | জমি অধিগ্রহণ, ই আই এ, এস আই এ, ইউটিলিটি স্থানান্তর এবং খরচ অনুমানের জন্য সমস্ত বিধিবদ্ধ নথি সহ ডি পি আর | দ্বিতীয় ধাপের অনুমোদনের তারিখ + 12 সপ্তাহ | উপলব্ধ ছিল না | - |
| 5 | গ্রাহকের কাছ থেকে মন্তব্যের অন্তর্ভুক্তির পরে টেন্ডার স্তর এবং জি এফ সি রেখাচিত্র সহ চূড়ান্ত ডি পি আর | দ্বিতীয় ধাপের অনুমোদনের তারিখ+19 সপ্তাহ | উপলব্ধ ছিল না | - |

## পরিশিষ্ট-4.3

*(অনুচ্ছেদ-4.14.4.2 দ্রষ্টব্য)*

**জুন 2020 থেকে জুন 2023 পর্যন্ত মেসার্স হেরিটেজ ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান**

**বৃদ্ধির তারিখ (পাঁচ শতাংশ) প্রতি বছরের 16ই মার্চ, 16.03.2021 থেকে শুরু হবে**

| মাস | ডব্লিউ আই এম-I | | ডব্লিউ আই এম-II | | | ঘাটতি (দিন) | | মাসিক চার্জ | | | প্রযোজ্য ধারা অনুসারে (অতিরিক্ত অর্থ প্রদান) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | নির্ধারিত দিন (কার্যক্রম অনুসারে) | প্রকৃত পরিচালিত দিন | নির্ধারিত দিন (কার্যক্রম অনুসারে) | প্রকৃত পরিচালিত দিন | সর্বনিম্ন কার্যপরিচালনার দিন | ডব্লিউ আই এম-I | ডব্লিউ আই এম-II | ডব্লিউ আই এম-I | ডব্লিউ আই এম-II | মাসের জন্য অর্থপ্রদান (জি এস টি ছাড়া) | ডব্লিউ আই এম-I | ডব্লিউ আই এম-II |
| জুন-20 | 30 | 4 | 30 | 6 | 20 | 16 | 14 | 4,15,000 | 4,15,000 | 8,30,000 | 2,43,467 | 2,13,033 |
| জুলাই-20 | 17 | 11 | 31 | 9 | 20 | 9 | 11 | 4,15,000 | 4,15,000 | 8,30,000 | - | 1,67,383 |
| আগস্ট-20 | 12 | 4 | 31 | - | 20 | 16 | 20 | 4,15,000 | 4,15,000 | 8,30,000 | - | - |
| সেপ্টেম্বর-20 | 30 | 8 | 23 | 15 | 20 | 12 | 5 | 4,15,000 | 4,15,000 | 8,30,000 | 1,82,600 | 76,083 |
| অক্টোবর-20 | 17 | 7 | 17 | 5 | 20 | 13 | 15 | 4,15,000 | 4,15,000 | 8,30,000 | - | - |
| নভেম্বর-20 | 20 | 6 | 20 | 4 | 20 | 14 | 16 | 4,15,000 | 4,15,000 | 8,30,000 | 2,13,033 | 2,43,467 |
| ডিসেম্বর-20 | 31 | 7 | 31 | 7 | 20 | 13 | 13 | 4,15,000 | 4,15,000 | 8,30,000 | 1,97,817 | 1,97,817 |
| জানুয়ারি-21 | 24 | 12 | 24 | 12 | 20 | 8 | 8 | 4,15,000 | 4,15,000 | 8,30,000 | 1,21,733 | 1,21,733 |
| ফেব্রুয়ারি-21 | 24 | 11 | 24 | 10 | 20 | 9 | 10 | 4,15,000 | 4,15,000 | 8,30,000 | 1,36,950 | 1,52,167 |
| মার্চ-21 | 29 | 5 | 29 | 7 | 20 | 15 | 13 | 4,15,000 | 4,15,000 | 8,30,000 | 2,28,250 | 1,97,817 |
| এপ্রিল-21 | **2021 সালে বিধানসভা নির্বাচনের কারণে ডব্লিউ আই এম-এর কার্যক্রম বন্ধ** | | | | 20 | 20 | 20 | 4,35,750 | 4,35,750 | 8,71,500 | - | - |
| মে-21 | | | | | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | - | - | - | - | - |
| জুন-21 | 8 | 4 | 8 | 4 | 20 | 16 | 16 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | - | - |
| জুলাই-21 | 31 | 20 | 31 | 14 | 20 | 0 | 6 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | - | 1,00,658 |
| আগষ্ট-21 | 30 | 5 | 30 | 13 | 20 | 15 | 7 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | 2,51,646 | 1,17,435 |
| সেপ্টেম্বর-21 | 21 | 9 | 21 | 6 | 20 | 11 | 14 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | 1,84,540 | 2,34,869 |
| অক্টোবর-21 | 31 | 9 | 31 | 20 | 20 | 11 | - | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | 1,84,540 | - |
| নভেম্বর-21 | 30 | 11 | 30 | 13 | 20 | 9 | 7 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | 1,50,987 | 1,17,435 |

| মাস | ডব্লিউ আই এম-I |  | ডব্লিউ আই এম-II |  |  | ঘাটতি (দিন) |  | মাসিক চার্জ |  |  | প্রযোজ্য ধারা অনুসারে (অতিরিক্ত অর্থ প্রদান) |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | নির্ধারিত দিন (কার্যক্রম অনুসারে) | প্রকৃত পরিচালিত দিন | নির্ধারিত দিন (কার্যক্রম অনুসারে) | প্রকৃত পরিচালিত দিন | সর্বনিম্ন কার্যপরিচালনার দিন | ডব্লিউ আই এম-I | ডব্লিউ আই এম-II | ডব্লিউ আই এম-I | ডব্লিউ আই এম-II | মাসের জন্য অর্থপ্রদান (জি এস টি ছাড়া) | ডব্লিউ আই এম-I | ডব্লিউ আই এম-II |
| ডিসেম্বর-21 | 31 | 20 | 31 | 10 | 20 | - | 10 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | - | 1,67,764 |
| জানুয়ারি-22 | 31 | 20 | 31 | 7 | 20 | - | 13 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | - | 2,18,093 |
| ফেব্রুয়ারি -22 | 28 | 8 | 28 | 16 | 20 | 12 | 4 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | 2,01,317 | 67,106 |
| মার্চ -22 | 31 | 14 | 31 | 14 | 20 | 6 | 6 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | 1,00,658 | 1,00,658 |
| এপ্রিল -22 | 30 | 17 | 30 | 10 | 20 | 3 | 10 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | 50,329 | 1,67,764 |
| মে-22 | 31 | 19 | 31 | 16 | 20 | 1 | 4 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | 16,776 | 67,106 |
| জুন-22 | 30 | 1 | 30 | 19 | 20 | 19 | 1 | 4,57,538 | 4,57,538 | 7,03,673 | - | - |
| জুলাই-22 | 31 | 18 | 31 | 13 | 20 | 2 | 7 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | 33,553 | 1,17,435 |
| আগষ্ট-22 | 31 | 20 | 31 | 13 | 20 | - | 7 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | - | 1,17,435 |
| সেপ্টেম্বর-22 | 30 | 19 | 30 | 13 | 20 | 1 | 7 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | 16,776 | 1,17,435 |
| অক্টোবর-22 | 31 | 12 | 31 | 13 | 20 | 8 | 7 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | 1,34,211 | 1,17,435 |
| নভেম্বর-22 | 30 | 20 | 30 | 19 | 20 | - | 1 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | - | 16,776 |
| ডিসেম্বর-22 | 31 | 20 | 31 | 20 | 20 | - | - | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | - | - |
| জানুয়ারি-23 | 31 | 20 | 31 | 13 | 20 | - | 7 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | - | - |
| ফেব্রুয়ারি-23 | 28 | 20 | 28 | 14 | 20 | - | 6 | 4,57,538 | 4,57,538 | 9,15,075 | - | 1,00,658 |
| মার্চ-23 | 31 | 20 | 31 | 19 | 20 | - | 1 | 4,80,414 | 4,80,414 | 9,60,829 | - | 17,615 |
| এপ্রিল-23 | 30 | 18 | 30 | 11 | 20 | 2 | 9 | 4,80,414 | 4,80,414 | 9,60,829 | 35,230 | 1,58,537 |
| মে-23 | 31 | 20 | 31 | 9 | 20 | - | 11 | 4,80,414 | 4,80,414 | 9,60,829 | - | 1,93,767 |
| জুন-23 | 30 | 20 | 30 | 11 | 20 | - | 9 | 4,80,414 | 4,80,414 | 9,60,829 | - | 1,58,537 |
| **মোট** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,84,414 | 38,44,015 |
| **ডব্লিউ আই এম-I এবং ডব্লিউ আই এম-II-এর নিরিখে মেসার্স হেরিটেজ ইনফাস্ট্রাকচারকে মোট অতিরিক্ত অর্থপ্রদান** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **65,28,429** |  |

## পরিশিষ্ট-4.4

***(অনুচ্ছেদ-4.14.4.3 দ্রষ্টব্য)***

## ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল কর্তৃক গৃহীত সম্ভাব্যতা অধ্যায়ন

| ক্রমিক সংখ্যা | কাজের বিবরণ | পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) |
|---|---|---|
| 1. | টোল আদায়ের খরচ | 0.75 |
| 2. | কল্যাণী থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণ এক্সপ্রেসওয়ে করিডোর | 7.01 |
| 3. | জোকা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত আধুনিক ট্রাম ব্যবস্থা | 1.56 |
| 4. | বিদ্যাসাগর সেতুর র‍্যাম্পের নিচে পার্কিং স্পেসের ব্যবস্থা | 0.11 |
| 5. | বটতলী এবং বেলতলীতে পি এম জি এস ওয়াই-এর অধীনে রাস্তা নির্মাণের জরিপ | 0.74 |
| 6. | মনোরেল নিয়ে গবেষণা | 0.13 |
| 7. | শিয়ালদহ থেকে বি বি ডি বাগ পর্যন্ত উঁচু পথচারী প্লাজা | 2.69 |
| 8. | উত্তর কলকাতা ক্যানেল সিস্টেমের পুনরুদ্ধার | 21.97 |
| 9. | সেভোক রোডে যাত্রী সুবিধা কেন্দ্র | 1.09 |
| 10. | বিকানন্দ রোড ফ্লাইওভার | 37.02 |
| 11. | শিবপুরে আঞ্চলিক ক্রু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র | 0.17 |
| 12. | বিদ্যাসাগর সেতুর নীচে মিলেনিয়াম কনভেনশন সেন্টার | 9.94 |
| 13. | যাত্রী বিচ্ছুরণ ব্যবস্থা - দমদম জংশন | 12.86 |
| 14. | পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প -পরিবহন ও ক্রীড়া | 0.48 |
| 15. | চিৎপুরে কার্গো পরিষেবা কেষ্টপুর ক্যানেল | 0.42 |
| 16. | হাওড়ায় ক্রীড়া কমপ্লেক্স নির্মাণ | 0.05 |
| 17. | বনগাঁ ও পেট্রাপোল এলাকার কাছে ট্রাক টার্মিনাল | 0.86 |
| 18. | বাগডোগরা এবং শিলিগুড়িতে বাস টার্মিনাস | 0.66 |
| 19. | এলিভেটেড রিং রোডের উন্নয়ন | 0.02 |
| 20. | দম দম এ আধুনিক বাস টার্মিনাস | 1.71 |
| 21. | বাগজোলা খালের ধারে 4-লেনের কংক্রিটের রাস্তা - বি টি রোড এবং ভি আই পি রোড | 0.67 |
| 22. | দমদম কানটনমেন্টে বাণিজ্যিক কমপ্লেক্স | 0.62 |
| 23. | ক্যানাল সার্কুলার রোডে বাণিজ্যিক সুবিধা | 0.91 |
| 24. | রাজারহাটের নিউ টাউনে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাস | 0.32 |
| **মোট বকেয়া পরিমাণ** | | 102.76 |

# শব্দকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ

# শব্দকোষের সংক্ষিপ্ত রূপ

| সংক্ষিপ্ত শব্দ | পূর্ণশব্দ |
|---|---|
| এ বি | স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা |
| এ ডি এম | অতিরিক্ত জেলা শাসক |
| এ ও সি | চুক্তি প্রদান |
| এ ও পি | ব্যক্তি সমিতি |
| বি বি এম | বজ বজ পৌরসভা |
| বি বি টি টি | বজ বজ ট্রাক টার্মিনাল |
| বি এম | বিটুমিনাস ম্যাকাডাম |
| বি ও আই | একক সংস্থা |
| বি ও কিউ | পরিমানের হিসেব |
| বি আর এম | বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠ |
| বি আর জি এফ | অনগ্রসর অঞ্চল অনুদান তহবিল |
| সি এ এ টি | কম্পিউটার-সহায়তাপ্রাপ্ত নিরীক্ষা কৌশল |
| সি এ জি | ভারতের মহাহিসাব-নিয়ামক ও নিরীক্ষক |
| সি বি আর | ক্যালিফোর্নিয়া বিয়ারিং অনুপাত |
| সি ডি পি | ক্লাস্টার ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম |
| সি ই | মুখ্য বাস্তুকার |
| সি এফ সি | সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র |
| সি এফ ডব্লিউ | ছাড়ের পরিকাঠামো |
| সি এম ও | মুখ্য খনন আধিকারিক |
| সি এম পি | ব্যাপক গতিশীলতা পরিকল্পনা |
| সি ও পি ইউ | পাবলিক আন্ডারটেকিং কমিটি |
| সি আর জেড | উপকূলীয় নিয়ন্ত্রণ অঞ্চল |
| সি এস এস | কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্প |
| সি ভি পি ডি | বাণিজ্যিক যানবাহন প্রতিদিন |
| ডি বি এম | ডেনস বিটুমিনাস ম্যাকাডাম |
| ডি আই | জেলা উন্নয়ন |
| ডি আই সি | জেলা শিল্প কেন্দ্র |
| ডি আই সি ও | জেলা তথ্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকর্তা |
| ডি এম | জেলা শাসক |
| ডি পি সি | কর্তব্য, ক্ষমতা এবং পরিষেবার শর্তাবলী |
| ডি পি আর | বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন |
| ডি এস সি | ডিজিটালি স্বাক্ষরিত শংসাপত্র |
| ডি এস ডি এ | দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ |
| ডি টি ডি সি | জেলা পর্যটন উন্নয়ন কমিটি |
| ই-প্রকিওরমেন্ট | ইলেকট্রনিক প্রকিওরমেন্ট |

| সংক্ষিপ্ত শব্দ | পূর্ণশব্দ |
|---|---|
| ই সি | যোগ্যতার শংসাপত্র |
| ই ই | নির্বাহী বাস্তুকার |
| ই এম ডি | অগ্রিম মূল্য জমা |
| ই এম আই | সম পরিমান মাসিক কিস্তি |
| ই পি সি | প্রযুক্তি, সংগ্রহ এবং নির্মান |
| ই পি এফ | কর্মচারী ভবিষ্যনিধি তহবিল |
| ই এস আই | কর্মচারী রাষ্ট্রীয় বীমা |
| এফ এ আর | মেঝের ক্ষেত্রফলের অনুপাত |
| এফ ডি | অর্থ দপ্তর |
| জি বি ডি এ | গঙ্গাসাগর বকখালী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ |
| জি ই পি এন আই সি | ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার দ্বারা সরকারি ই-প্রকিওরমেন্ট ব্যবস্থাটি উন্নতিকরণ |
| জি এফ আর | সাধারণ আর্থিক নিয়মাবলী |
| জি এম | মহাব্যবস্থাপক |
| জি ও আই | ভারত সরকার |
| জি ও ডব্লিউ বি | পশ্চিমবঙ্গ সরকার |
| জি এস বি | গ্রানুলার সাব-বেস |
| জি টি এ | গোর্খা আঞ্চলিক প্রশাসন |
| জি ভি এ | মোট মূল্য সংযোজন |
| জি ভি ডব্লিউ | মোট যানবাহনের ভার |
| এইচ আই | কঠোর হস্তক্ষেপ |
| এইচ আর এ সি সি | হোটেল ও রেস্তোরাঁ অনুমোদন ও শ্রেণীবিভাগ সমিতি |
| এইচ আর বি সি | হুগলি নদী সেতু কমিশনারগণ |
| এইচ এস | হোম স্টে প্রকল্প |
| এইচ ইউ এফ | হিন্দু অবিভক্ত পরিবার |
| আই ডি ই এ | ইন্টারেক্টিভ ডেটা এক্সট্রাকশন এবং বিশ্লেষণ অ্যাপ্লিকেশন |
| আই আর | পরিদর্শন প্রতিবেদন |
| আই আর সি | ইন্ডিয়ান রোডস কংগ্রেস |
| আই এস বি পি | প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ এবং ব্যবসা পরিকল্পনা |
| আই এস ডি পি | সমন্বিত কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা |
| আই ডব্লিউ টি এস | অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ সুরক্ষা |
| আই অ্যান্ড ডাব্লিউ ডি | সেচ ও জলপথ দপ্তর |
| জে এন এন ইউ আর এম | জওহরলাল নেহেরু ন্যশনাল আরবান রিনিউয়াল মিশন |
| কে এম এ | কলকাতা পৌর এলাকা |
| এল সি ভি | হালকা বাণিজ্যিক যানবাহন |
| এল এম পি | লজিস্টিক মাস্টার প্লান |
| এম এ জি আর | ন্যূনতম বার্ষিক গ্যারান্টি রিটার্ন |

| সংক্ষিপ্ত শব্দ | পূর্ণশব্দ |
|---|---|
| এম বি এল | ম্যাকিনটোশ বার্ন লিমিটেড |
| এম সি আর | খনিজ ছাড়ের নিয়মাবলী |
| এম ই আই টি ওয়াই | বৈদ্যুতিন এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক |
| এম এম পি | মিশন মোড প্রকল্প |
| এম ও ই এফ এন্ড সি সি | পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় |
| এম ও আর টি এইচ | সড়ক পরিবহন ও রাজপথ মন্ত্রক |
| এম ও টি | পর্যটন মন্ত্রণালয় |
| এম ও ইউ | সমঝোতা স্মারক |
| এম এস ই | ক্ষুদ্র ও ছোট শিল্পদ্যোগ |
| এম এস এম ই | ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পদ্যোগ |
| এম এস এম ই এন্ড টি | ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পদ্যোগ এবং বস্ত্র |
| এন ডি সি এস পি | জাতীয় তথ্য কেন্দ্র, নতুন দিল্লি |
| এন ডি টি | অ-ধ্বংসাত্মক পরীক্ষা |
| এন ই জি পি | জাতীয় ই-গভর্নেন্স পরিকল্পনা |
| এন জি টি | ন্যাশনাল গ্রীন ট্রাইব্যুনাল |
| এন আই সি | ন্যাশনাল ইনফরমেটিক্স সেন্টার |
| এন আই ই টি | ই-টেন্ডার আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি |
| এন আই টি | দরপত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি |
| এন এম এল | জাতীয় ধাতুবিদ্যা পরীক্ষাগার |
| এন আর ডি ডব্লিউ পি | জাতীয় গ্রামীণ পানীয় জল কর্মসূচি |
| ও এন্ড এম | পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ |
| ও সি | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা |
| ও জি পি সি | ওপেন গ্রেড প্রিমিক্স কার্পেট |
| ও এইচ আর | ওভারহেড রিজার্ভার |
| পি এ সি | পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি |
| পি এ এন | স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর |
| পি সি | প্রিমিক্সড কার্পেট |
| পি সি সি | প্রকল্প ছাড়পত্র কমিটি |
| পি এইচ ই ডি | জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর |
| পি এম জেড পি | পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদ |
| পি পি পি | পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ |
| পি পি এস ডব্লিউ ও আর | সম্ভাব্য অনুপাত |
| পি আর এ এস এ ডি | তীর্থযাত্রা পুনরুজ্জীবন এবং আধ্যাত্মিক পরিবর্ধন |
| পি এস ইউ | রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা |
| পি ডব্লিউ সি | প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপার্স |
| পি ডব্লিউ ডি | পূর্ত দপ্তর |
| পি ডব্লিউ এস এস | নলবাহিত জল সরবরাহ প্রকল্প |

| সংক্ষিপ্ত শব্দ | পূর্ণশব্দ |
|---|---|
| আর এ | নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষ |
| আর বি আই | ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক |
| আর সি | নিবন্ধন শংসাপত্র |
| আর সি সি | রেইনফোসর্ড সিমেন্ট কংক্রিট |
| আর সি এইচ | গ্রামীণ কারুশিল্প কেন্দ্র |
| আর এফ পি | প্রস্তাবের জন্য অনুরোধ |
| আর টি এ | আঞ্চলিক পরিবহন কর্তৃপক্ষ |
| এস এ আর | পৃথক নিরীক্ষা প্রতিবেদন |
| এস বি আই | স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া |
| এস ডি বি সি | সেমি ডেনস বিটুমিনাস কোর্স |
| এস ডি এস | স্থানিক উন্নয়ন কৌশল |
| এস ডি এস | রাজ্য উন্নয়ন প্রকল্প |
| এস ই | তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার |
| এস ই, জি সি ডি সি | অধীক্ষক বাস্তুকার, বৃহত্তর কোলকাতা নিকাশি মণ্ডল |
| এস এফ এ | রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে সহায়তা |
| এস এফ সি ডি সি এল | রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগম লিমিটেড |
| এস জি সি এল পি এল | এস জি সিটি লিংক প্রাইভেট লিমিটেড |
| এস এল এ | পরিষেবা স্তরের চুক্তি |
| এস এল সি সি | রাজ্য স্তরের কোর কমিটি’ |
| এস ও আর | দর অনুসূচী |
| এস পি ভি | বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যানবাহন |
| এস আর এস | সিস্টেম রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন |
| এস এস সি এ | বিষয় নির্দিষ্ট মান্যতা নিরীক্ষা |
| এস এস আই | ছোট মাপের শিল্প নিবন্ধন |
| এস টি | পরিষেবা কর |
| এস টি এ | রাজ্য পরিবহন কর্তৃপক্ষ |
| এস টি এল | স্বল্পমেয়াদী ইজারা |
| এস টি পি | নিকাশি পরিশোধন প্ল্যান্ট |
| এস টি কিউ সি | মানসম্মতকরণ পরীক্ষা এবং মান নিয়ন্ত্রণ |
| টি আই এ | দরপত্র আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষ |
| টি ও আর | উল্লেখ্য শর্তাবলী |
| টি টি | ট্রাক টার্মিনাল |
| ইউ সি | ব্যবহারের সংশাপত্র |
| ইউ এন আই ডি ও | জাতিসংঘ শিল্প উন্নয়ন সংস্থা |
| ভি সি বি | ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার |
| ডব্লিউ বি | পশ্চিমবঙ্গ |
| ডব্লিউ বি আই এস | পশ্চিমবঙ্গ ইনসেনটিভ স্কিম |

| সংক্ষিপ্ত শব্দ | পূর্ণশব্দ |
|---|---|
| ডব্লিউ বি আই ডব্লিউ টি এল এস ডি পি | পশ্চিমবঙ্গ অভ্যন্তরীণ জল পরিবহন, সরবরাহ এবং স্থানিক উন্নয়ন প্রকল্প |
| ডব্লিউ বি কে ভি আই বি | পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীন শিল্প পর্ষদ |
| ডব্লিউ বি এস সি জেড এম এ | পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উপকূলীয় অঞ্চল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ |
| ডব্লিউ বি এস ই পি এস | পশ্চিমবঙ্গ রপ্তানি উন্নয়ন সমিতি |
| ডব্লিউ বি টি | পশ্চিমবঙ্গ কোষাগার |
| ডব্লিউ বি টি ডি সি এল | পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশন লিমিটেড |
| ডব্লিউ বি টি আই ডি সি এল | পশ্চিমবঙ্গ পরিবহন পরিকাঠামো উন্নয়ন নিগম লিমিটেড |
| ডব্লিউ আই এম | ওয়ে ইন মোশন |
| ডব্লিউ এম এম | ওয়েট মিক্স ম্যাকাডাম |
| ডাব্লিউ এন্ড এম এ | ওয়ে এন্ড মিনস অ্যাডভান্স |